জয়ল্যান্ড

বিপদের জন্য তৈরি তো?

স্টিফেন কিং

অনুবাদঃ কিশোর পাশা ইমন

জয়ল্যান্ড

স্টিফেন কিং

অনুবাদ : কিশোর পাশা ইমন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জয়ল্যান্ড

মূলঃ স্টিফেন কিং

অনুবাদঃ কিশোর পাশা ইমন

প্রকাশকাল

জুন ২০১৫

© লেখক

প্রকাশক

নাফিসা বেগম

আদী প্রকাশন

৩৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭

www.adeeprokashon.org

nafisa@adeeprokashon.org

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee

প্রচ্ছদ : প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

প্রিন্টার্স

জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স

৪১/৪২ রুপচান লেন সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: ৩২০ টাকা

ISBN: 978 984 91328 0 6

উৎসর্গঃ

ডোনাল্ড ওয়েস্টলেক-কে

অনুবাদকের কথাঃ

শ্রদ্ধেয় নাজিম উদ দৌলা ভাই একদিন জানালেন, অনুবাদ করার মত একটি বই তাঁর কাছে আছে। বইটি আমার সাথে যাবে খুব। অবাক হয়েছিলাম অবশ্যই। *আমার সাথে যাবে* - বলতে তিনি ঠিক কি বোঝালেন?

স্টিফেন কিংয়ের **জয়ল্যান্ড** তখনও আমার পড়া হয়নি। হাতে বইটা আসতে পড়ে ফেললাম। এবং বিস্ময়াভূত হয়ে দেখলাম, তিনি মোটেও ভুল কিছু বলেননি।

বইয়ের মূল চরিত্র ডেভিন জোনসের বর্ণনা অনেকাংশে আমার সাথে মিলে গেল। ডেভের বয়স একুশ, উচ্চতা ছয় ফিট চার, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টটি সামার ভ্যাকেশনে কাজ করছে একটি অ্যামিউজমেন্ট পার্কে। অদ্ভুত ব্যাপার হল, আমার বয়সও একুশ, উচ্চতা ছয় ফিট চার, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমি সামার ভ্যাকেশনে এই বইটি অনুবাদ করে ফেললাম।

অনবদ্য কাহিনী। প্রেম, বন্ধুত্ব, ঘৃণা; যুক্তিবাদী-অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ, আনন্দ, বেদনা, জীবনের শিক্ষা, গোয়েন্দাগিরি আর রহস্য - স্টিফেন কিং যে কেন স্টিফেন কিং, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন এই বইয়ে।

কেপি ইমন

২১-০৫-২০১৫

বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

❤

গাড়ি আমার ছিল। তবে তিহাত্তরের শরতে *মিসেস শপ্‌ল'স বীচসাইড অ্যাকমোডেশন* থেকে জয়ল্যান্ডে যেতাম পায়ে হেঁটে। হেঁটে চলাটাই ঠিক কাজ বলে মনে হত তখন। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে হেভেন বীচ একেবারে জনশুন্য হয়ে পড়ে, বেশ লাগত হাঁটতে। সেই শরৎকালটি নিঃসন্দেহে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়, চল্লিশ বছর পরেও আমি এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। তবে, সে সময়ের মত বাজে সময়ও আমার জীবনে আসেনি কখনও।

লোকে বলে প্রথম প্রেমের মত মিষ্টি আর কিছুই নেই। কিন্তু প্রথম প্রেমের মায়া ভেঙ্গে বের হয়ে আসতে পারার আনন্দের সাথেও আর কিছুর তুলনা চলে না। হাজারটা পপ গান আর পল্লীগীতিতে এধরণের কথা আছে। বোকারা অবশ্য সম্পর্কগুলো ঠিকমত ভাঙ্গতে না পেরে ছ্যাঁকা খায়, তাদের কথা আলাদা। প্রথমবার ছ্যাঁকা খাওয়ার চেয়ে কষ্টদায়ক আর কিছু নেই। সে ক্ষত পূরণও হয় ধীরে ধীরে। তাহলে, এর মধ্যে মধুর কোন অংশটুকু? এটাই, বন্ধু, আমার গল্পের ইন্টারেস্টিং দিক।

❤

পুরো সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরের প্রথমদিক পর্যন্ত নর্থ ক্যারোলিনার আকাশ পরিষ্কার থাকল। বাতাসে উষ্ণতা, সকাল সাতটাতেও গরমের ঠেলাতে টেকা অসম্ভব। বাসা থেকে অ্যামিউজমেন্ট পার্কের দূরত্ব তিন মাইল, দোতলাতে আমার অ্যাপার্টমেন্ট। ওখান থেকে একটা পাতলা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে বের হলে সেই তিন মাইলের আধ মাইলও পার হয় না, জ্যাকেট খুলে কোমরে বেঁধে হাঁটতে দেখা যায় আমাকে।

প্রতিদিনই শুরুতে *বেটি'স বেকারিতে* থামতাম। চাঁদমার্কা দুটো প্যাস্ট্রি নিয়ে বের হয়ে যেতাম, গরম খাবারে কামড় বসাতে বসাতে বালুতে আমার সাথে হেঁটে চলা ছায়াটাকে দেখতাম। বিশগুণ লম্বা হয়ে ওটা আমার সাথে হাঁটত। মাথার ওপর

আশাবাদী কিছু সীগাল উড়ত, এক কামড় বসাতে তারাও আগ্রহী ছিল খুব সম্ভব। প্রতিবারই তাদের নিরাশ করতাম, পাখি খাওয়ানোর মত মহাপুরুষ ছিলাম না কোনদিনও।

হেভেন'স বে-তে এমন কিছু বা কেউ ছিল না, যার জন্য ঘরে ফেরার তাড়া থাকবে। ফিরে আসতে আসতে পাঁচটা বেজে যেত, কখনওবা দেরী হত আরও। ফেরার পথে পানিতে ছায়া পড়ত, আমি হাঁটতাম মাটিতে, ছায়া হাঁটত পানিতে। ঠিক সে সময় দৃশ্যটা দেখেছিলাম আমি।

সমুদ্রের তীরে বেশ কয়েকটা সামার হোম দাঁড়িয়ে। বেশিরভাগ বানাতেই গামলা গামলা টাকা ঢালা হয়েছে, লেবার ডের পর থেকে প্রায় সবগুলোই দিন রাত বন্ধ থাকে। সবচেয়ে বড় সামার হোমটাকে কখনও বন্ধ থাকতে দেখা যায়নি অবশ্য। সবুজ এক কাঠের দুর্গের মত দেখাচ্ছিল ওটাকে। ব্রডওয়াকের শেষ প্রান্তে একটা পিকনিক টেবিল রাখা, সবুজ সমুদ্র-ছাতা সেখানে। মহিলা, ছোট্ট ছেলেটা আর তাদের কুকুর-এরা কি আমি সকালে বের হওয়ার সময়ও এখানেই বসে ছিল? আমি নিশ্চিত হতে পারিনি।

ছেলেটা হুইলচেয়ারে বসে ছিল, বেসবল ক্যাপ মাথায় চাপিয়েছিল সে। এই বিকেলের গরমেও কোমরের নিচটা ঢেকে রেখেছে কম্বল দিয়ে। কম্বলের তলে কি আছে আল্লাহ মালুম, পঁচিশ ডিগ্রী সেলসিয়াসের গরম সহ্য করে ওটা চাপিয়ে রাখার দুঃসাহস আমি জান গেলেও করতাম না।

বয়স তার পাঁচ-ছয় হবে। সাতের বেশি হবে না, আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম। কুকুরটা একটা জ্যাক রাসেল টেরিয়ার, সব সময় পেছনের পায়ে ভর করে বসে থাকত। মহিলা পিকনিক টেবিল বেঞ্চগুলোর একটাতে বসে মাঝে মাঝে বই পড়ত। তবে বেশির ভাগ সময় তাকে দেখতাম পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী ছিল সে।

যেতে-আসতে সবসময় তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তাম আমি। ছেলেটা প্রতিবারই হাত নেড়ে জবাব দিত। মহিলা কোনদিনও তাকিয়ে দেখেনি আমার দিকে। ১৯৭৩ সালে ওপেক তেল অবরোধের ঘটনা ঘটেছে, এ বছরই রিচার্ড নিক্সন বড় গলাতে ঘোষণা করেছিলেন তিনি কোন বাটপার নন, সব অভিযোগ মিথ্যে! এডওয়ার্ড রবিনসন এবং নোয়েল কাওয়ার্ড মারা গেছিলেন সে বছরই। আর, ডেভিন জোনসের হারানোর বছর ছিল সেটা ।

BanglaBook.org

আমি আমি, ডেভিন জোনস ছিলাম কুমারব্রত পালন করতে থাকা একুশ বছরের এক যুবক। সাহিত্য অনুরাগী এই যুবকের তিনজোড়া নীল জিন্স, চারজোড়া জকি শর্ট আর লক্করঝক্কর মার্কা একটা ফোর্ড ছিল। আর ছিল আত্মহত্যার প্রতি প্রবল আগ্রহ, এক বুক জমানো ব্যর্থ প্রেমের তিক্ততা।

❤

আমার হৃদয়ের ওপর হাতুড়ি চালানো মেয়েটির নাম ছিল ওয়েন্ডি কীগ্যান। মেয়েটি আমার যোগ্য ছিল না - এই উপসংহারে আসতে আমার প্রায় পুরোটা জীবন পার হয়ে গেল। পুরোনো প্রবাদ সান্তনা অবশ্য, বেটার লেট দ্যান নেভার!

পোর্টসমাউথে বাড়ি মেয়েটির, আমার চৌদ্দগুষ্ঠি অবশ্য সাউথ বারউইক মেইনের লোক। একদম প্রতিবেশি বলা চলত সেজন্য তাকে। ভার্সিটির প্রথম বছর থেকেই একসাথে ঘোরাঘুরি শুরু করি আমরা। ফ্রেশারস পার্টিতে পরিচয়, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ হ্যাম্পশায়ার ক্যাম্পাসে। খুব রমরমা কোন ঘটনা না, একটা পপ গানের তালে নাচতে গিয়েই শুরু হয়ে গেল। তারপর যেমনটা বলা হয়, বাকিটুকু ইতিহাস!

দুইটা বছর আমরা একজন আরেকজনের সাথে সুপারগ্লুর মত লেগে থাকলাম। প্রতিটা জায়গাতে আমাদের একসাথে দেখা যেত, প্রতিটা কাজ আমরা একসাথে করতাম, 'ওই' কাজটা বাদে অবশ্য। ইউনিভার্সিটির জব নিয়েছিলাম দু'জনেই। লাইব্রেরী সামলাতো ওয়েন্ডি, আমি কাজ করতাম কমন ক্যাফেটেরিয়াতে। চাকরিগুলোর অফার ছিল ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কাজ করা যাবে, সুযোগটা আমরা ছাড়িনি। খুব বেশি টাকা আমরা পেতাম না ঠিক, কিন্তু একসাথে তো থাকা হত।

১৯৭৩ সালেও একই ভাবে দিন চলে যেত হয়ত। মাঝখানে নাক ঢুকিয়ে দিল ওয়েন্ডির ফিচলে টাইপ এক বান্ধবী। রেনে নামক এই বেয়াদব মেয়েটা কোথায় জানি দুটো চাকরির পোস্ট খালি দেখতে পেল। দ্বিতীয় পোস্টটা সে অফার করল ওয়েন্ডিকে।

BanglaBook.org

ওয়েন্ডি আমাকে বলল, 'বোস্টনের চাকরিটা আমি নিচ্ছি।'

পানিতে পড়ে গেলাম, 'তাহলে আমার কি হবে?'

'চলে আসতে পারবে যে কোন সময়।' সুখী গলাতে বলেছিল ওয়েন্ডি, 'পাগলের মত তোমাকে মিস করব, বুঝলে? কিন্তু আমাদের কিছু সময় আলাদা হয়ে থাকা দরকার, ডেভ।'

শেষ বাক্যটার সাথে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করার তুলনা চলে। আমার মুখে পরিষ্কার সেই ভাবটাই ফুটে উঠেছিল মনে হয়। চট করে আঙুলের গোড়াতে দেহের ভর চাপিয়ে আমার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল ওয়েন্ডি, 'দূরত্ব প্রেম বাড়ায়, বেবি। তাছাড়া, আমার ওখানে রাতে থাকতেও পারবে তুমি।'

কথাটা বলার সময় আমার দিকে সরাসরি তাকায়নি মেয়েটা। আমিও কোনদিন ওর ওখানে থাকিনি 'সে'ভাবে। অনেকগুলো রুমমেট তার, অনেক কম সময়ের জন্য যেতে হত আমাকে। তবে এগুলো ম্যানেজ করা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তবে, আমার কেন যেন থাকা হয়ে ওঠেনি। পরিষ্কার বিধ্বংসী ইঙ্গিত, বোকা আমি তখন বুঝিনি।

বেশ কয়েকবার অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়েছি আমরা, 'ওটা' করার খুব কাছাকাছি গেছি, তবে করা হয়নি। প্রতিবারই পিছিয়ে যেত ওয়েন্ডি। আর আমিও এমন বেকুব, কোনদিনও চাপ দেইনি ওকে। তবে, খোদা রক্ষা করুন, ধীরে ধীরে সাহসী হয়ে উঠছিলাম। সাহস বেড়ে যাওয়াতে আমার কি এমনটা পরিবর্তন হত তা অবশ্য আমি নিজেও জানি না।

তবে, এটুকু অন্তত জানি, এই সাহসী তরুণ কালেভদ্রে নারীসঙ্গ পেয়ে থাকে এখন। কথাটা লিখিতভাবে আপনার রান্নাঘরে টাঙ্গিয়ে রাখতে পারেন।

❤

আরও একটা গ্রীষ্মকাল ক্যাফেটেরিয়ার মেঝে মোছার কাজ করতে মন টানল না। দারুণ কোন কাজ ওটা না, তারওপর ওয়েন্ডি বসে আছে সত্তর মাইল দূরে। একটা কারণেই কাজটা ছেড়ে দেইনি তখন, আর কোন কাজ আমার হাতে ছিল না। ওয়েন্ডি চলে যাওয়ার পর আমার কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার একটা মাধ্যম ছিল এই কাজ।

BanglaBook.org

চাকরির অভাবে যখন মুখ গুঁজে কাজ করছি, তখন আক্ষরিক অর্থেই নতুন চাকরিটা ডিশ লাইনের কনভেয়র বেল্ট বেয়ে নেমে আসল আমার হাতে।

কেউ একজন রাক্ষসের মত খেতে খেতে *ক্যারোলিনা লিভিং* পড়ছিল। ইচ্ছা মত খাবার মিশিয়ে রেখে দিয়েছে বার্গার আর ক্যারাম্বা ফ্রাইয়ের সাথে। ট্রের ওপর ম্যাগাজিন পড়ে থাকলে কাওকে না কাওকে তুলে রাখতে হত। কাজেই, ওটা তুলে পকেটে ভরে ফেললাম। হাজার হলেও একটা ফ্রি জিনিস, আর আমি একজন ওয়ার্ক-স্টাডি কিড! একেবারে খাপে খাপে আমার ব্যাক পকেটে ঢুকে গেল ম্যাগাজিন।

ডর্মেটরি রুমে ফিরে গিয়ে প্যান্ট পাল্টাতে পাল্টাতে চোখ বোলালাম ওটায়। কিছু চাকরির অফার আছে, যে ব্যাটার ম্যাগাজিন সে নিশ্চয় নিজের উপযোগী কিছু দেখতে পায়নি। ব্যাটা না হয়ে বেটিও হতে পারে ম্যাগাজিনের মালিক। তবে, নিজের উপযোগী কোন চাকরির অফার পেলে কনভেয়র বেল্টে ডিগবাজি খেতে আসত না এই ম্যাগাজিন, আমাকেও প্যান্ট খুলতে খুলতে পড়তে হত না ওটাকে।

যার ম্যাগাজিন সে কলম দিয়ে কয়েকটি বিজ্ঞাপন দাগিয়ে আর রাখেনি কিছু। তবে, না দাগানো পৃষ্ঠার নিচে একটা বিজ্ঞাপনে আমার চোখ আটকে গেল। বড় করে লেখা "ওয়ার্ক ক্লোজ টু হেভেন!"

ইংরেজীতে মেজর কোন মানুষটা এমন একটা বিজ্ঞাপনের বড়শিতে আটকে যাবে না? আমিও গেলাম। তাছাড়া, যে একুশ বছরের যুবক গার্লফ্রেন্ড হারানোর ক্রমবর্ধমান ভয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে *জয়ল্যান্ড*-এ কাজ করার সুযোগ ছাড়ে?

বিজ্ঞাপনের নিচে একটা ফোন নাম্বার পাওয়া গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম টেলিফোনের ওপর। আর, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার দরজাতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা জব অ্যাপ্লিকেশন। সাথে অ্যাটাচড একটা চিঠি, তাতে লিখেছে- পুরো গ্রীষ্ম তাদের সাথে চাকরি করতে চাইলে (আমি এক পায়ে খাড়া ছিলাম অবশ্যই) আমাকে বেশ কয়েক ধরণের কাজ করতে হবে। ভ্যালিড ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে যেতে হবে আমাকে, ইন্টারভিউ দিয়ে তবেই চাকরির জন্য মনোনীত হতে পারব।

ইন্টারভিউ দেওয়াটা আমার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে ওখানে চলে গেলেই হয়ে যাচ্ছে। আমি অবশ্য সেই সপ্তাহের ছুটিটা ওয়েন্ডির সাথে কাটাতে চাইছিলাম। এই দফাতে হয়ত 'ওটা' করে ফেলা যাবে!

আমাকে অবশ্য আশাহত করল ও। মেয়েটাকে খুলে বলতে সে ইতস্ততও করল না, 'ইন্টারভিউ দিয়ে ফেল। দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে সেটা।'

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকালাম, 'তোমার সাথে থাকার চেয়ে বড় কোন অ্যাডভেঞ্চার হবে না সেটা।'

'সামনের বছর আমার সাথে কাটানোর জন্য যথেষ্ট সময় তুমি পাবে।' আঙুলে ভর দিয়ে আমাকে চুমু খেতে খেতে বলল ও। এই মেয়ে সব সময় আঙুলে ভর দিয়েই কাজটা করে। তখনই কি ওই ছেলের সাথে ঘুরছিল কি না কে জানে! তবে, ঘোরাঘুরি শুরু না করলেও চোখে লেগেছিল তাকে, এটুকু আমি বাজি ধরে বলতে পারি। অ্যাডভান্সড সোশিওলজি কোর্সে ওয়েন্ডির সাথে ওই ছেলেও পড়ত। রেনেকে প্রশ্ন করলে সে হয়ত আরও আগে জানতে পারতাম এসব, তবে মেয়েটাকে এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

অনেক সময় প্রচণ্ড ভালোবাসার মানুষটার ব্যাপারে অনাকাঙ্খিত কিছু জেনে গেলেও আপনি নিশ্চিত হতে দ্বিধা করতে থাকবেন। ঠিক তাই হচ্ছিল আমার সাথে। অনাকাঙ্খিত বিষয়টা বলতে, দুই বছরের পুরোনো গার্লফ্রেন্ড আমাকে অসংখ্যবার 'না' বলতে পারলেও, প্রথম সুযোগেই নতুন ছেলেটার সাথে বিছানা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করেছিল, এরকম কিছু আপনি অবশ্যই নিশ্চিত করে জানার আগ্রহ দেখাবেন না।

আজ পর্যন্ত আমি বোঝার চেষ্টা করি, ঠিক কি ভুলটা আমি করেছিলাম? আমার কমতিটা কোথায় ছিল? ষাট বছুর বয়েস আমার, চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। প্রো-স্টেট ক্যান্সার নিয়ে বেঁচে আছি, তবুও মাঝে মাঝে এখনও জানতে ইচ্ছে হয়, কোন দিক থেকে আমি ওয়েন্ডি কীগ্যানের জন্য যথেষ্ট ছিলাম-না?

❤

বোস্টন থেকে সাউদার্নার নামক একটা ট্রেন যায় নর্থ ক্যারোলিনাতে। খুব আহামরি কিছু না, তবে সস্তা আছে। ট্রেনে করে নর্থ ক্যারোলিনাতে নামলাম। হেভেন'স বে পর্যন্ত গেলাম বাসে। জনৈক ফ্রেড ডীনের সঙ্গে আমার ইন্টারভিউ, এক সাথে একশ' একটা পদে আছে এই লোক। জয়ল্যান্ডের এমপ্লয়মেন্ট অফিসার তার মধ্যে একটা।

BanglaBook.org

পনের মিনিট একটার পর একটা প্রশ্নোত্তর আর বাক্যবাণে আমাকে চিত করে দিল লোকটা, তারপর ড্রাইভার'স লাইসেন্স আর রেড ক্রস লাইফ-সেভিং সার্টিফিকেটে চোখ বোলাল। এরপর আমার হাতে তুলে দিল একটা প্লাস্টিক ব্যাজ, স্পষ্ট করে লেখা আছে 'ভিজিটর', সেই সাথে খোদাই করা আছে সেদিনের তারিখ।

একটা জিনিসই যুক্তিতে মেলাতে পারলাম না, কার্ডের সাথে একটা কুকুরের ছবি। কুকুরটা হাসছে, পরিচিত মুখ। স্কুবি-ডু।

'একটু ঘুরে আসো।' ডীন বলল, 'ক্যারোলিনা স্পিনে চড়তে পার। সব রাইড এখন চালু নেই। তবে এটার ইঞ্জিন চালু থাকার কথা। লেনকে বলবে আমার কাছে সবকিছু ঠিকই মনে হয়েছে। তোমাকে একদিনের পাস দিয়েছি, তবে এখানে ফিরে আসবে-' হাতঘড়ির দিকে তাকাল মানুষটা, '-দুপুর একটার সময়। চাকরিটা করতে চাইছ কি না, তখনই জানিও। রাজি থাকলে আমার হাতে পাঁচটা কাজ আছে, তবে প্রায় সবগুলোই একই রকমের কাজ। এগুলোকে আমরা বলি হ্যাপী হেল্পারস।'

সবগুলো দাঁত দেখিয়ে দিলাম তাকে, 'থ্যাংক ইউ।'

মাথা দুলিয়ে হাসল সে, 'জানি না, এই শহরটা কেমন লাগবে তোমার, তবে আমার বেশ লাগে। একটু পুরোনো আমলের হয়ত, তবে দারুণ একটা জায়গা। এখানে আসার আগে ডিজনিতে থাকার চেষ্টাও করেছিলাম। টিকতে পারিনি ওখানে, ভালো লাগেনি খুব বেশি কি বলব -'

'খুব বেশি ব্যবসায়িক পরিবেশ?' ধরিয়ে দিয়েছিলাম আমি।

'একদম ঠিক কথাটা বলেছ। খুব বেশি কর্পোরেট ওরা। বড় বেশি ঝলমলে। জয়ল্যান্ডে পালিয়ে এসেছি একরকম। সেজন্য কখনও আক্ষেপ করিনি অবশ্য। একটু ঘুরে দেখ তুমি, শহরটা দেখে চিন্তাভাবনা কর। শহরের সৌন্দর্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল-' ষড়যন্ত্রকারীদের মত গলা নামালেন তিনি, '- কেমন ফীল করছ সেটা। এটাই সবার আগে বিবেচনা করার দরকার।'

একটু উশখুশ করে বললাম, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি কী?'

'শিওর!'

আমার পাসটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম, 'এখানে এই কুকুরের মাজেজা কি?'

BanglaBook.org

ডীনের মুচকি হাসিটা এখন আরেকটু বিস্তৃত হয়েছে, 'এটা হল হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ড। জয়ল্যান্ডের মাসকট। ব্র্যাডলি এস্টারব্রুক জয়ল্যান্ডের পত্তন করেছিলেন। তার কুকুর ছিল হাওয়ি। অনেক আগেই মারা গেছে বেচারা, এখনও

অনেক কিছুতেই তাকে খুঁজে পাবে। মানে, যদি পুরো গ্রীষ্মটা আমাদের সাথে থাকো, তবেই আরকি...'

আমি থেকেছিলাম, আবার থাকিওনি। অদ্ভুত এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা জানতে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে।

❤

জয়ল্যান্ড ছোট্ট একটা জায়গা। ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ধারে কাছেও না এর আয়তন। কিন্তু, চমকে দেওয়ার জন্য এলাকাটা যথেষ্ট বড়।

বিশেষ করে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউ, মেইন ড্র্যাগ, হাউন্ড ডগ ওয়ে, সেকেন্ডারি ড্র্যাগ,প্রায় ফাঁকা রাস্তাগুলো কমপক্ষে আট লেনের সমান চওড়া হবে। পাওয়ার-স'র শব্দ আর প্রচুর শ্রমিককে দেখতে পেলাম। সবচেয়ে বেশি ক্রু দেখা গেল থান্ডারবলের ওপর। জয়ল্যান্ডের দুটো নাগরদোলার একটা ওটা। কোন কাস্টোমার দেখা যাচ্ছে না অবশ্য। অ্যামিউজমেন্ট পার্ক মে মাসের পনের তারিখের আগে খোলা হবে না।

কিছু খাবারের দোকান আছে এখন। শ্রমিকদের খাবার বিক্রি করে ভালই চলছে ওদের। একটা গোল ভাগ্য-গণনার বল নিয়ে বসে থাকা প্রৌঢ়া মহিলা আমার দিকে কয়েকবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। সবকিছুই স্বাভাবিক, একটা জিনিস বাদে।

ব্যতিক্রম এখানে ক্যারোলিনা স্পিন। একশ' সত্তর ফিট উঁচু (পরে জেনেছিলাম) দোলাটা খুব ধীরে ধীরে নড়ছে। একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফেডেড জিন্স পরে থাকা পেশিবহুল এক লোক। কুকুরের লোম ওঠা চামড়ার মত পায়ের বুটজুতো, সেই সাথে গায়ে জড়িয়েছে একটা ডোরাকাটা টি-শার্ট। কানে একটা বিড়ি গুঁজে রেখেছে লোকটা, একদম পুরোনো পত্রিকা থেকে উঠে আসা মানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে।

মানুষটার পেছনে একটা কমলা রঙের বাক্স, ভেতরের টুলবক্সটি খোলা। ওপরে রাখা আছে বড় সাইজের এক রেডিও। ওটা থেকে "*স্টে উইথ মি*" বাজছে খুব জোরে জোরে। লোকটা সেই গানের সাথে তাল মিলিয়ে সমানে কোমর দোলাচ্ছে। চট করে একটা চিন্তা আমার মাথাতে খেলে গেল। ওই বয়সে পৌঁছে গেলে এই মানুষটার মত হতে চেষ্টা করতে হবে আমাকে!

BanglaBook.org

আমার পাসটা দেখাল সে, 'ফ্রেডি ডীন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে, তাই না? এটাও নিশ্চয় বলেছে আর সব কিছুই ক্লোজড, শুধু এই বড় চাকাতে খানিক গড়াতে পারবে তুমি?'

একটু হাসলাম, 'ওরকমই বলেছে আরকি।'

'স্পিনে একটা রাইড নিতে পাঠানোর অর্থ হল, তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওর। যারা টিকে যায়, তাদের ভিউ দেখতে পাঠানোটা ওর স্বভাব। তোমার কি মনে হচ্ছে? কাজটা নেবে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'লেন হার্ডি। ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, কিড!'

হাত মেলালাম তার সাথে, 'ডেভিন জোন্স।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

হাল্কা বাঁকা পথ উঠে গেছে রাইডের গা ঘেঁষে। সেদিকে পা বাড়াল লেন। একটা লম্বা লিভার চেপে ধরল, ঘুরপাক খেতে খেতে হুইলটা এদিকে এসে সোজা হল। বেশ কয়েকটা কেবিন, প্রতিটাতে হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডের ছবি আঁকা। প্যাসেঞ্জার লোডিং ডকে এসে থেমেছে হুইলের ওই অংশটুকু।

'উঠে পড়, জোন্সি! এত ওপরে উঠাবো তোমাকে, যেখানে বাতাসে অক্সিজেন কম! অনায়াসে এলাকাটা দেখতে পাবে।'

কেবিনে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। লেন হাত বাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে দেখল ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি না। তারপর কন্ট্রোলবক্সের কাছে ফিরে গেল আবার। 'উড়াল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, ক্যাপ্টেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বললাম, 'মনে হয়

'অপেক্ষা করছে চমক!' চোখ টিপল সে। কন্ট্রোল স্টিক ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে গেল। হুইলটা আবারও ঘুরতে শুরু করেছে, আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে থাকল লেন। ভাগ্য গণনার বুথ থেকে বুড়িও সারসের মত গলা বাকিয়ে তাকিয়ে

BanglaBook.org

আছে, তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম। বুড়ি পাল্টা হাত নাড়ানোর ঝামেলাতে গেল না।

ছেলেমানুষী একটা অনুভূতি হচ্ছিল আমার। ওপরে যাওয়ার সাথে সাথে সমস্ত দুশ্চিন্তা যেন নিচে ফেলে রেখে যাচ্ছি! ছেলেমানুষী, কিন্তু বাস্তব একটা অনুভূতি।

জয়ল্যান্ড কোন থিম পার্ক নয়। সেজন্য সব ধরণের রাইড এখানে একটু একটু করে আছে। দ্বিতীয় আরেকটা রোলার কোস্টার দেখা গেল। এটাকে ওরা বলে *ডেলিরিয়াম শেকার*। ক্যাপ্টেন নিমোর স্প্ল্যাশ অ্যান্ড ক্র্যাশ নামক একটা ওয়াটার রাইড আছে। দূরবর্তী পশ্চিম দিকে আছে ছোটদের জন্য বিশেষ উপগৃহ। ওটাকে বলে *উইগল-ওয়্যাগল ভিলেজ*। কনসার্ট হলে ভালই গানের চর্চা হত। আমার মনে আছে জনি ওটিস আর বিগ জো টার্নার এখানে একটা দারুণ শো করেছিলেন। ব্রেন্ডা র‍্যাফটি নামক এক মহিলা আছেন, আমাদের হেড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। হলিউড গার্লসের ডেন মাদারও সে। এই গায়ক দুইজন আসলে কে- তা জানতে প্রশ্ন করেছিলাম তাকে।

গায়কদের নাম শুনেই মহিলার ধারণা হল, আমি ভারী গান পছন্দ করি। আর মহিলার কুঞ্চিত দৃষ্টি দেখে আমার ধারণা হল, এই বেটি পুরাতন আমলের মহিলা। পঞ্চাশের দশকের গান পছন্দ তার। দুইজনের কেউই ভুল ছিলাম বলে অবশ্য মনে হয় না।

লেন হার্ডি সর্বোচ্চ উচ্চতাতে আমাকে উঠিয়ে সুইচ বন্ধ করে দিল। রাইড আটকে থাকল ওভাবেই। সেফটি হুইল খামচে আমি বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। পশ্চিমে নর্থ ক্যারোইলিনা ফিটল্যান্ড, অসম্ভব সবুজ রঙের খেলা সেখানে। যে ছেলেটা নিউ ইংল্যান্ডে ছেলেবেলা কাটিয়েছে, যার কাছে মার্চের এই সময়টা কাদা আর শীতের মিশেল, তার জন্য সবুজের এই সমাহার চমকে দেওয়ার মতই অবশ্য। পূর্বে সমুদ্র, গাঢ় আর ধাতব একধরণের নীল রঙ সেখানে। নীল রঙ এসে থেমেছে ক্রিম-সাদা রঙ মেশানো সমুদ্রতটে। ওই সৈকতে অনায়াসে আমার ছ্যাঁকা-খাওয়া-পরবর্তী সময় পার করা যাবে।

আমার বরাবর নিচে জয়ল্যান্ডের শান্ত, হরেক রকম রাইড, কনসার্ট হল, কনসেশন, স্যুভনির শপ আর হ্যাপী হাউন্ড শাটল। এই জিনিস খদ্দেরদের কাছাকাছি মোটেল আর বীচে নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

দক্ষিণ দিকে হেভেন'স বে। সমুদ্র সমতল থেকে বেশ উঁচুতে অবস্থিত এই শহর। বাতাসের অনাধিক্য আছে। চারপাশে কম্পাসের চারদিকের মত চারটে চার্চ আছে, সবমিলিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের থাকার জায়গার মত দেখাচ্ছে জায়গাটাকে। হুইল আবারও ঘুরতে শুরু করল। যখন নেমে এলাম, আমার নিজেকে মনে হচ্ছিল রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের বই থেকে বের হয়ে আসা কোন বাচ্চা।

লেন হার্ডি আমাকে নামিয়ে আনলেও রাইড-কারের দরজা খুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখাল না। যাই হোক, আমি একজন কর্মচারী হতে চলেছি এখানে।

'কেমন লাগল?' জানতে চাইল ও।

'দুর্দান্ত!' একশব্দে জানিয়ে দিলাম তাকে।

'এখানে চড়ে কারও খারাপ লেগেছে বলে দাবী করতে পারবে না।' মুচকি হাসল সে, 'তোমার হাইট কত? ছয় ফিট তিন?'

'ছয় ফিট চার।' জানালাম।

'হুম, দেখা যাবে এই ছয় ফিট শরীর নিয়ে জুলাইয়ের মাঝামাঝি তুমি কি করে রাইড সামলাও। ফারের ওই পোশাক পরে 'হ্যাপী বার্থডে' বলে চেঁচাতে হবে, একহাতে কটন ক্যান্ডি ধরে আরেক হাতে রাইড সামলাতে হবে তখন।'

'ফারের কোন পোশাক?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়েই যন্ত্রপাতির কাছে চলে গেল লেন। রেডিও থেকে প্রচণ্ড শব্দ আসছে এখন, আমার প্রশ্ন শুনতে পায়নি হয়ত। অথবা, শুনেছে ঠিক, কাজটাকে সে হয়ত সারপ্রাইজে ভরপুর রাখতে চায়।

❤

তখন বারোটা বাজে। ফ্রেড ডীনের সাথে দেখা করার আগে আমার হাতে নষ্ট করার মত আরও একটা ঘণ্টা ছিল। কাজেই, একটা লাঞ্চ ওয়াগনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। দেখে মনে হচ্ছিল চুটিয়ে ব্যবসা করছে খাবারের দোকানটা। জয়ল্যান্ডের সবাই নরখাদক নাহলেও, অনেককিছুর দাম গলাকাটা! আমার বাজেট খুবই অল্প। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছি, বাজেট বেশি থাকার কথাও না।

BanglaBook.org

পকেট ফাঁকা হলেও দুটো ডলার খরচ করতেই হল। চিলি ডগ আর পেপার কাপ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই গলাতে চালান না দিয়ে কোথাও যেতে রাজি ছিলাম না আমি।

হস্তরেখাবিদ মহিলার ডেরা সামনে, মাদাম ফরচুনা চালায় এটা। মে দিবস আর পনের মে'র মাঝে পেছন থেকে 'মাদাম' টাইটলটা সরিয়ে দেয় সে। লম্বা স্কার্ট, লেয়ারড ব্লাউজ আর অর্থপূর্ণ চিহ্নখচিত শাল পরে ঘুরে বেড়াবে তখন সে। স্বর্ণের দুল কানে শোভা পায় তখন, সেগুলো এতই ভারী যে লতি টেনে লম্বা করে ফেলে। মহিলা সে সময় কথা বলে খাঁটি রোমানীয় অ্যাকসেন্টে। যে কেউ তাকে দেখে ধরে নেবে ১৯৩০ থেকে কোনভাবে এই যুগে চলে এসেছে সে।

বছরের বাকি সময়টা ব্রুকলিন ফেরত সন্তানহীনা এক বিধবা এই মহিলা। মুভিপ্রেমী বলে তার খ্যাতি আছে (যদিও সেসব ন্যাকা মুভিও সে দেখে, যেগুলোতে নায়িকা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সুন্দর করে মারা যায়)। সেদিন অবশ্য কালো প্যান্টস্যুট আর লো-হীল পরে ছিল ফরচুনা, মাথাতে পরচুলো। তাঁর আসল চুল কালো রঙের, খাটো খাটো সেগুলো।

'তোমার মাথার ওপর ছায়া জমেছে, ছেলে।' ঘোষণা করলেন তিনি।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মহিলা এতটুকুও ভুল কিছু বলেনি। ঠিক ছায়াতেই দাঁড়িয়েছি আমি, ক্যারোলিনা স্পিনের নিচে। সে-ও রাইডটার ছায়াতেই দাঁড়িয়েছে।

'ওইটার কথা বলিনি, উজবুক!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ, 'তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ক্ষুধার জ্বালাতে টিকবে না তুমি।'

আমার ভবিষ্যৎ আগেও অন্ধকার ছিল, নাহলে গার্লফ্রেন্ড ভুলতে জয়ল্যান্ড না পালালেও চলত আমার। তবে সে কথা মহিলাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলাম না।

'ইন্টারেস্টিং। আপনার নামটা?'

'রোজালিন গোল্ড।' এক হাত বাড়িয়ে দিল মহিলা। 'আমাকে রোজিও ডাকতে পার। সবাই তাই ডাকে,' অভিনয় শুরু করলেন তিনি, দেখাচ্ছিল স্তনযুক্ত বেলা লুগোসির মত, 'ড্রিংক দ্য সিজন, আই অ্যাম ... ফরচুনা!'

BanglaBook.org

হাত মেলালাম তাঁর সাথে। ক্যারেকটারের সাথে কস্টিউম যোগ হলে ভাল প্রশংসা কুড়োতেন তিনি। 'পরিচিত হয়ে চমৎকার লাগল।' বললাম, তাকে অনুসরণ করে পরিচয় দিলাম নিজেরও, 'আমি ... ডেভিন।'

অবাক হলেন তিনি, 'আইরিশ?'

'রাইট।'

'আইরিশদের তো অনেক দুঃখ। অনেকে অন্যের ভবিষ্যৎ দেখতেও পায়। তুমি পাও কি না তা অবশ্য জানি না। তবে পারে, এমন কারও সাথে তোমার দেখা হবে।'

আসলে, মহিলার কথা ঠিক ছিল না। আমার দিন চমৎকার যাচ্ছে এখন। সমুদ্রতটে দুই চক্কর দেওয়ার চিন্তাটাই সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে, সেই সাথে হাতে আছে চিলি। খেতে খেতে এখানে দাঁড়ানোটাকে মনে হচ্ছে কোন অ্যাডভেঞ্চার। যদিও দিন শেষে এই খাওয়া দাওয়ার জন্য টয়লেট ভাসিয়ে দেওয়ার মত পরিস্থিতি জন্ম নিতেই পারে! ও ছাড়া আর সবকিছু তো ঠিক থাকবে।

'অভিনয় প্র্যাকটিস করছেন নাকি?' জানতে চাইলাম।

সোজা হয়ে নিজের পূর্ণ উচ্চতা নিয়ে দাঁড়ালেন মহিলা, সর্বোচ্চ পাঁচফুট দুই হবেন। 'এটা কোন অভিনয় না। ইহুদিরা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর জাতি। এটা সবাই জানে। তাছাড়া, হস্তরেখাবিদদের প্রাণকেন্দ্র জয়ল্যান্ডে আছে, সেকেন্ড অ্যাভিনিউয়ে। তোমার জীবন দুঃখজনক হোক বা না হোক, আমার তোমাকে পছন্দ হয়েছে। *ভালো কাঁপুনি দিতে পারবে তুমি।*'

'হাহা। আমারও বীচ বয়জের এই গানটা প্রিয়।'

'কিন্তু, ভবিষ্যতে তোমার কপালে খারাবী অপেক্ষা করছে, এটাও সত্য। আর সম্ভবতঃ ভয়ঙ্কর কোন বিপদ হবে তোমার।'

'ভবিষ্যতে কি আমার সাথে কোন কালো চুলের সুন্দরী মেয়েকে দেখা যাচ্ছে?' জানতে চাইলাম। ওয়েন্ডি ছিল কালো চুলের সুন্দরী।

রোজি মাথা দোলাল, 'নাহ। ও তোমার অতীত।'

BanglaBook.org

বেশ তো! আস্তে করে তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। সমুদ্র সৈকতে যাব। মহিলাকে এড়িয়ে চলতে হবে। একুশ বছর বয়েসের অভিজ্ঞতা থেকে ভণ্ড দেখলেও চিনব না, এটা কোন কথা হতে পারে না।

কোন লাভ অবশ্য হল না, আমার সাথে হেঁটে আসতে থাকল সে, 'ভবিষ্যতে তোমার দুটো বাচ্চার সাথে দেখা হবে দেখতে পাচ্ছি। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ছেলেটার একটা কুকুর আছে।'

'হ্যাপী হাউন্ড। কুকুরের নাম নিশ্চয় হাওয়ি?'

আমার খোঁচাটা গায়েই মাখল না যেন মহিলা। বলে যাচ্ছে কেমন যেন ঘোরলাগা গলায়, 'মেয়েটা লাল হ্যাট পরে আছে, একটা পুতুল হাতে। এদের একজনের সাইকিক পাওয়ার আছে। কে সেটা, তা অবশ্য আমি বলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি না সেটা। এই জ্ঞানটা দেওয়া হয়নি আমাকে।'

মহিলার এসব ভবিষ্যৎবাণী আমি ঠিকমত শুনলামই না। একটু আগে মহিলার উচ্চারিত বাক্যটাই কানে বাজছিল আমার, *ও তোমার অতীত*।

মাদাম ফরচুনার ভবিষ্যৎবাণীর বেশিরভাগই ভুল হয়ে থাকে। তখন অবশ্য আমার মনে হল মনস্তাত্ত্বিক স্পর্শ আছে তার কথাতে। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সেদিনে মহিলা সব ধরণের সম্ভাবনা নিয়েই কথা বলছিল, কিছু তো লেগে যাবেই!

❤

চাকরিটা হয়ে গেল আমার। মি. ডীন আমার রেড ক্রসের লাইফ-সেভিং-সার্টিফিকেট দেখে খুশি হল। ষোল বছর বয়েসের এক গ্রীষ্মকালে ওটা বাগিয়েছিলাম আমি। ওই সময়টাকে আমি এখনও 'বিরক্তিকর সেই গ্রীষ্ম' বলেই সম্বোধন করি। ওই বছরই প্রথম টের পেয়েছিলাম, *বিরক্তিকর* শব্দটা কত প্রকার ও কি কি হতে পারে!

ইন্টারভিউয়ের সব ধরণের ঝামেলা শেষ হতে মি. ডীনকে বললাম ঠিক দুই দিন পর জয়ল্যান্ডে ফিরে আসব আমি। টীম অ্যাসাইনমেন্ট আর ট্রেনিংয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ফিরব তখন। হাত মেলালাম আমরা, হাসিমুখে আমাকে এখানে স্বাগত জানাল মানুষটা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশঙ্কাতে ছিলাম, আমাকেও হয়ত হ্যাপী হাউন্ডের জয়জয়কার করে কোন স্লোগান দিতে বলবে সে! তবে, তেমন কিছু হল

BanglaBook.org

না। আমাকে শুভ কামনা জানিয়ে অফিস থেকে আমার সাথে বের হয়ে এল ফ্রেড ডীন। এমপ্লয়মেন্ট অফিসের সিমেন্ট-ব্লক পোর্চের ওপর দাঁড়িয়ে তীরে স্রোতের আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, বাতাসের মৃদু লবণাক্ত গন্ধ চিনতে ভুল করছিল না নাক। রোমাঞ্চকর গন্ধটা সারা শরীরে উত্তেজনার ঢেউ বইয়ে দিল। গ্রীষ্মকালটা শুরু হওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না আমি।

'তুমি এখন অ্যামিউজমেন্ট বিজনেসে, মি. জোনস।' আমার নতুন বস বলল, 'ঠিক কার্নিভলের মত না কাজগুলো। আজকের দিনে আর ওই ধাঁচে কাজ করা হয় না বটে... তবে খুব একটা আলাদাও না আমাদের কাজের ধারা। অ্যামিউজমেন্ট বিজনেসে থাকার অর্থটা কি বোঝ তুমি?'

'না, স্যার। পুরোপুরি বুঝি না।'

চোখ দুটো গম্ভীর হয়ে গেল তার, যদিও মুখে ছোট্ট একটুকরো হাসি ঝুলছেই, 'এর অর্থ- গাঁইয়াগুলো যেন এখান থেকে বের হওয়ার সময় হাসতে হাসতে বের হয়। বাই দ্য ওয়ে, তোমার মুখে যদি কাস্টোমারদের কাওকে "গাঁইয়া" বলতে শুনি, এতদ্রুত সামনের দরজা দিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে বের হয়ে যাবে, জানবেও না কিসে ধাক্কা দিল। বোঝা গেছে?'

মুচকি হাসলাম আমি। ডীন বলে যাচ্ছে, 'আমি তাদের গাঁইয়া বলার অধিকার রাখি। শেভ করার বয়েস হওয়ার আগ থেকে অ্যামিউজমেন্ট বিজনেসে আছি, ছেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে কয়টা কার্নিভালে কাজ করেছি, সবখানেই এই কাস্টোমারদের দেখেছি। একই প্রজাতির লোক সব। আমাদের এখানকার কথাই ধরো, হয়ত ফোর্ড আর ফোক্সওয়াগেন চালিয়ে আসে ওরা, তবে রাইডে ওঠার পর গেঁয়ো লোকদের মতই আলজিহ্বা বের করে চেঁচাবে। তারা চাষাদের মত আচরণ না করলে বুঝবে সেটা আমাদের ব্যর্থতা। আমি তাদের যা-ই বলি না কেন, তুমি ওদের "কনি" বলবে। ওদের মনে কনি আইল্যান্ডের ছবি ভেসে উঠবে তাতে। যদিও একপাল খরগোশ ছাড়া আর কিছুই না তারা। এক রাইড থেকে আরেক রাইডে লাফিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাদের। খরগোশ লাফায় এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে, এই যা পার্থক্য।'

BanglaBook.org

চোখ টিপল সে, আমার কাঁধে হাল্কা চাপড় দিয়ে শেষ করল লেকচার, 'এই কনিদের খুশিমনে বিদেয় দিতে হবে আমাদের, নতুবা জায়গাটা মরুভূমি হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। এরকম হতে আমি আগেও দেখেছি। কাস্টোমারদের খুশি

করতে পারবে না, চোখের পলকে ব্যবসা লাটে উঠবে তোমার। খুব দ্রুত হয় এসব ব্যবসার পতন, ইয়াং মি. জোনস। কাজেই, কনিদের পোষা বানাতে হবে, বুঝলে? তাদের কানে আর চোখে যাই ঢোকাও, তাতে যেন আনন্দ পায় তারা। সোজাভাবে বললে ... *অ্যামিউজ* দেম, অলরাইট?'

'ওকে।' বললাম আমি, যদিও ভাবছিলাম ডেভিল ওয়্যাগন (জয়ল্যান্ডে ডজেম কারগুলোকে এটাই বলা হয়) পালিশ করে কাস্টোমারদের অ্যামিউজড করার ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা রাখতে পারব!

'আর কখনও যেন তোমার জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। ঠিক যে দিন, যে সময়ে আসার কথা তোমার, সেদিন, সে সময়ের পাঁচ মিনিট আগে এখানে উপস্থিত থাকা চাই। এক মিনিটও দেরী করা চলবে না। বোঝা গেল?'

'জ্বি, স্যার।'

'শোবিজে সাফল্য পাওয়ার মূলমন্ত্র দুটো, ছেলে... মাত্র দুটো। এক. তোমার মানিব্যাগ কোথায় আছে সেটা লক্ষ্য রাখা, আর দুই. ঠিক সময়ে চেহারা দেখানো।'

❤

বিশাল খিলানের নিচ দিয়ে হেঁটে গেলাম, সামনে প্রায় খালি পার্কিং লট। খিলানের ওপরেই "ওয়েলকাম টু জয়ল্যান্ড" লিখা আছে। লেন হার্ডিকে দেখা গেল একটা টিকেট বুথের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। কানের পেছনে গোঁজা সিগারেটটাতে আগুন লাগিয়েছে এতক্ষণে। মনের সুখে টানছে এখন।

'ভেতরে সিগারেট খাওয়া নিষেধ।' মন খারাপ করা কণ্ঠে বলল সে, 'মি. ঈস্টারব্রুকের নতুন নিয়ম। উনি বলেছেন, আমেরিকার প্রথম নন-স্মোকিং পার্ক হব আমরা, কিন্তু শেষটা না। ভাল উদ্যোগ যা হোক। চাকরিটা পেলে?'

'তা পেলাম।'

'কংগ্র্যাচুলেশনস। ফ্রেডি তোমাকে কার্নি নিয়ে লম্বা লেকচার মেরেছে না?'

হেসে ফেললাম, 'যা বলেছেন! হ্যাঁ, মেরেছে।'

BanglaBook.org

'মাঝে মাঝে লোকটা দুই ঠ্যাঙের মাঝের যন্ত্রণা হতে পারে, বুঝলে! তবে একটা কথা ঠিক, শোবিজে অনেক বছর ধরে আছে সে, এসব বিজনেসের শুরু থেকে শেষ- পুরো প্রক্রিয়াটা দেখেছে কয়েকবার। তার কোন কথা ফেলনা নয়। আমার মনে হয়, তুমি এখানে ভালই মানিয়ে নেবে কয়েকদিনের মধ্যে। তোমার মধ্যে একটা কার্নিভাল-কার্নিভাল ভাব আছে।'

'হয়ত।'

মুখে এটা বললেও আমি এর মধ্যে জানি আমার ভবিষ্যৎ কি হতে যাচ্ছে। উপন্যাস আর ছোটগল্প লিখাই ভবিতব্য- প্রকাশ পাবে *দ্য নিউ ইয়োর্কার*-এ। এসব পরিকল্পনা আগেই করে ফেলেছি।

অবশ্য, ওয়েন্ডি কীগ্যানের সাথে বিয়ের পরিকল্পনাটাও আগে এভাবেই করেছিলাম। ত্রিশে পা রাখতে রাখতে আমাদের দুটো বাচ্চা থাকবে, এটা ছিল পরিকল্পনার অংশ। হয়েছে ঘোড়ার ডিম!

একুশ বছর বয়সে জীবনটা একটা রোডম্যাপ। পঁচিশে পৌছুতে পৌছুতে আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে, ম্যাপটা কি উল্টো করে ধরে আছেন কী না! চল্লিশে পা রাখার পর বুঝবেন, মনে হওয়ার কিছু নেই, আসলেই ম্যাপটা উল্টো করে ধরে ছিলেন আপনি। আর যখন আপনার বয়েস ষাট, আমার কথাটা মাথাতে রাখতে পারেন আপনি চিরতরে হারিয়ে গেছেন। কোন ধরণের ম্যাপই আপনাকে পথ দেখাতে পারবে না আর।

'রোজি তোমাকে সব সময়কার মত *ফরচুনা রাবিশ* শুনিয়েছে তো?'

'উম ...'

'আরে ধ্যাত! আমি প্রশ্ন করছি কি মনে করে! এখানে প্রথম পা রেখে রোজির আক্রমণ থেকে কেউ বাঁচতে পারেনি। অবশ্য তোমার ঘাবড়ানোর কিছু নেই, ওই মহিলা যা বলে তার মধ্যে নব্বই ভাগই আজাইরা প্যাচাল। আর বাকি দশ ভাগ কি বলব, কিছু কথা বলে ও ... শুনে অনেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।'

'আপনাকে লাফাতে-টাফাতে হয়েছিল নাকি?'

মুচকি হাসল লেন, 'রোজিকে হাত দেখাচ্ছে কে? মিসেস হার্ডির ছেলে ওইজা বোর্ড আর ক্রিস্টাল বোর্ডকে পাত্তা দেয় না।'

BanglaBook.org

মনে পড়ল, মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ভবিষ্যতে সে কালো চুলের কোন সুন্দরীকে আমার সাথে দেখেছিল কি না। সে বলেছিল, মেয়েটি আমার অতীত। লাফিয়ে না উঠলেও ... চমকেছিলাম আমিও।

আমার দিকে ভাল করে তাকাল লেন হার্ডি, 'কি হল? মাছি-টাছি গিলে ফেলেছ নাকি?'

অপ্রতিভ হয়ে গেলাম, 'কই? কিছু না তো।'

'ঝেড়ে কাশো তো। কি শুনিয়েছে মহিলা তোমাকে? কোন সত্যিকারের ভবিষ্যৎবাণী? এখনকার কোন কথা? নাকি অতীত কোন স্মৃতি? আমাকে বলতে পার।'

'ঘোড়ার ডিমটা বলেছে সে।' ঘড়ি দেখলাম, 'পাঁচটার বাস ধরতে হবে আমাকে। নাহলে সাতটার ট্রেন মিস করব। আমার দৌড় দেওয়া উচিত।'

বিচলিত হল না লেন, 'আরে যথেষ্ট সময় আছে এখনও। ফিরে এসে উঠবে কোথায় তুমি?'

'এখনও ভেবে দেখিনি।'

'মিসেস শপ্‌ল'র ওখানে একবার থেমে যেতে পার। বাস স্টেশনে যাওয়ার পথেই পড়বে উনার বাড়িটা। হেভেন'স বে-তে অনেক বাড়ি ভাড়া পাবে, তবে মিসেস শপ্‌ল' অবশ্যই তাদের মধ্যে সেরা। আমাদের এখানে কাজ করতে আসা অনেকেই থেকে গেছে সেখানে। সহজেই খুঁজে পাবে তার বাড়িটা। মেইন স্ট্রীট গিয়ে যেখানে বীচে শেষ হয়েছে, সেখানেই। পোর্চে সাইনবোর্ড ঝোলানো আছে, তোমার নজর এড়াবে না। শামুকের খোলসের সাইনবোর্ড, পুরোনো হয়ে গেছে অনেক। *মিসেস শপ্‌ল'স বীচসাইড অ্যাকমোডেশন*। উনাকে জানিয়ো যে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি।'

'ঠিক আছে, জানাব। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ওখানে ভাড়া নিলে বীচে হেঁটে এখানে চলে আসতে পারবে। গ্যাসের খরচটা বাঁচবে তোমার। ছুটির দিন ফূর্তি করার জন্য যদি জমাতে চাও, হেঁটে আসতে পারো। অনেক ভাল লাগবে সকালে বীচে হাঁটতে। যাই হোক, শুভকামনা থাকল, ছেলে। তোমার সাথে কাজ করার অপেক্ষাতে থাকলাম।'

BanglaBook.org

তার বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলাম একবার। আইডিয়াটা খারাপ না। বিশ মিনিট ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা না করে হাঁটা দিলাম বীচ ধরে। শহরে পৌঁছানোর ভাল একটা শর্টকাট, তাছাড়া ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করার মত সময় আমার ছিল না। বালির দিকে চলে গেছে কাঠের সিঁড়িটা, ওটা পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই পেছন থেকে ডাকল লেন।

'জোনসি! রোজি বলবে না, এমন একটা ইনফরমেশন দেই?'

ঘুরে দাঁড়ালাম, 'শিওর!'

'একটা হানাবাড়িও আছে এখানে। নাম হরর হাউজ। আমাদের ফানহাউজ, লোকে ভয় পাওয়ার জন্য টিকেট কেটে ঢোকে ওখানে। ওই বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে যাওয়ার মত বুকের পাটা রোজির নাই। পপ-আপ আর রেকর্ড করা ভয়েসগুলোকে খুব ভয় তার। তাছাড়া, মহিলা মনে করে, যন্ত্রপাতির আড়ালে বাড়িটা সত্যিই ভূতুড়ে।'

'তাই?'

'হুম। সে একা না, ওখানকার কর্মচারীদের অন্তত ছয়জন দাবী করেছে এক মেয়ের ভূত দেখেছে তারা।'

এবার আশ্চর্য হলাম, 'কি বলেন!'

'পুরো ঘটনাটা তোমাকে শোনাব আমি, জোনস। তবে আমার ব্রেক-টাইম শেষ। ডেভিল ওয়াগনটা মেরামত করতে যাব এখন। সেফটি ইনসপেকশনের জন্য লোক এসেছে, থান্ডারবলটাকে দেখবে ওরা। তিনটার মধ্যে সব ফিটফাট করে ফেলতে হবে আমাকে। এই লোকগুলো যে কি যন্ত্রণা দিতে পারে, বিশ্বাস করবে না! যাই হোক, তোমার আগ্রহ থাকলে শপ্‌ল'কে জিজ্ঞাসা করে দেখ। জয়ল্যান্ডের যে কোন কিছুই এমালিনা শপ্‌ল'র নখদর্পণে। যে কোন প্রশ্ন তাকে করতে পার। ওর তুলনায় আমি এই শহরে নতুন ঘুরতে আসা কেউ।'

'ভূতের যে গল্পটা বললেন, এটা কি সত্য নাকি?'

'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে আমি মজা করার মত মানুষ?'

BanglaBook.org

এই মুহূর্তে হ্যাঁ-বোধক দেওয়ার মত নয় তার অভিব্যক্তি। তবে ঠিকই একটা চোখ টিপ দিল লেন, 'অ্যামিউজিং পার্কে ভূতের উপদ্রব না থাকলে মজাটা কোথায়? আশা করি তুমিও দেখবে ওটাকে। গাঁইয়াগুলোর কেউ কোনদিন দেখেনি অবশ্য।'

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকাল সে, 'এখন দৌড় লাগাও তুমি। বাসে ওঠার আগে রুমটা ভাড়া করে ফেল। ঝামেলা কমবে, আমাকে পরে ধন্যবাদ দেবে তুমি এজন্য।'

❤

এমালিনা শপ্‌ল' নামটা শুনলে কল্পনার পর্দায় ভেসে ওঠে লাল গালওয়ালা কোন বাড়িওয়ালির চেহারা। স্রেফ চার্লস ডিকেন্সের নভেল থেকে উঠে এসেছেন, এমনটাই দেখতে হবে। সামান্য বাতাস উঠলেও হয়ত আর্তনাদ করে উঠবেন, 'ওহ খোদা! রক্ষে কর, ঈশ্বর!' অতি দয়ালু এক মহিয়সী নারী হবেন তিনি, দেখা হলেই চা পরিবেশন করবেন। হয়ত আদর করে আমার গালও টেনে দেবেন, জানাবেন আমার মত দেখতে এক নাতি আছে তার।

কিন্তু শত বছরের প্রাচীন শিক্ষাঃ মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। কলিং বেল দিতে যে ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন তার বয়েস পঞ্চাশের কাছে হবে, সমতল বুক আর ভূতুড়ে ফ্যাকাসে মুখ, যেন বরফ পড়া জানালার চৌকাঠ। এক হাতে সিগারেট জ্বলছে, অন্যহাতে একটা অ্যাশট্রে। বিনব্যাগ অ্যাশট্রেগুলো দুই যুগ আগে ভালই চলত, এখনও অন্তত এঁনার কাছে প্রাচীন অ্যাশট্রেগুলোর কদর আছে। ইঁদুরের মত ধূসরাভ চুল ওপরের দিকে খোপা করেছেন, কান ঢেকে দিয়েছে কয়েকগুচ্ছ চুল। চুলের কারণেই তাকে গ্রিমের রূপকথার কোন রাজকুমারীর বয়স্কা সংস্করণ বলে মনে হতে থাকে!

হা করে আর তাকিয়ে না থেকে আমার আসার কারণ ব্যাখ্যা করলাম তাকে।

'জয়ল্যান্ডে কাজ করবে, হুঁহ? তাহলে ভেতরে এসে কথা বলাটাই ভাল। আসুন,' একটু সরে গেলেন তিনি, 'কোন রেফারেন্স এনেছেন কী?'

'না, অ্যাপার্টমেন্ট রেফারেন্স নেই আমার। ডর্মেটরিতে থাকি তো তবে বসের কাছ থেকে ওয়ার্ক রেফারেন্স নিয়ে এসেছি, *কমনসের* উনি। কমনস মানে হল আমাদের ইউনিভার্সিটির যে ক্যাফেটেরিয়াটা আছে ওটা-'

BanglaBook.org

'কমনস কি জিনিস, তা আমি জানি, বাছা।' থামিয়ে দিলেন তিনি আমাকে, 'শেষরাতে জন্ম আমার, ঠিক। কিন্তু গতকাল রাতে পয়দা হইনি আমি।'

সামনের বৈঠকখানা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। একটা ঘরের সমান ফাঁকা জায়গা হাবিজাবি আসবাব দিয়ে ঠেসে ভরা হয়েছে। বড় ধরণের একটা টেবিল-মডেল টিভিও আছে ওখানে। সেটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'কালার টিভি। আমার ভাড়াটেরা এটা দেখতে পারে, সবাইকেই স্বাগতম। আর বৈঠকখানাতে রাত দশটার পর বসা চলবে না, উইকএন্ডগুলোতে বারোটা পর্যন্ত থাকা যাবে। কখনও কখনও আমিও তোমাদের সাথে মুভি দেখতে চলে আসতে পারি। বেজবল খেলা চললেও আমার হানা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। পিজা বা পপকর্নের ব্যবস্থা সেদিন আমিই করব। মনোরম একটা পরিবেশ পাবে এখানে।'

মনোরম আর চমৎকার। সব দিক থেকেই আমার পছন্দ হয়ে গেল।

'এখন বলুন তো, মি. জোনস, আপনার কি মদ গিলে হই হট্টোগোল করার স্বভাব আছে? এসব কাজ আমার কাছে অসামাজিক বলে মনে হয়। অনেকে যদিও এসব গ্রাহ্যই করে না।'

'না, ম্যা'ম। এসব করি না আমি।'

সামান্য মদ্যপান করি না তা না, কিন্তু হট্টোগোলের কোন সম্ভাবনা নেই তাতে। দুটো বিয়ারের বোতল গলাতে ঢালার পরই চিত হয়ে যাই আমি। সোজা ঘুম তারপর।

'নেশা করেন কি না তা আপনাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। করলেও বলবেন "করি না"। না করলেও। তবে এটুকু মনে রাখবেন, নেশা করলে একদিন ধরা পড়বেনই। সেই মুহূর্তেই আপনাকে নতুন কোন বাড়ি খুঁজে নিতে বলব আমি। ড্রাগস নিলে আমার এখানে থাকা চলবে না। গাঁজা পর্যন্ত খাওয়া যাবে না। বোঝা গেল?'

'স্পষ্টভাবে।'

আমার দিকে তাকালেন তিনি, 'আপনাকে দেখে অবশ্য গাঁজাখোর মনে হচ্ছে না।'

'সেটাই স্বাভাবিক। ও জিনিস খাইনি কখনও।'

BanglaBook.org

'ভাড়া দেওয়ার মত চারটা ঘর আছে আমার। একটাতে এখন ভাড়াটে আছে। মিস অ্যাকারলি, লাইব্রেরীয়ান। প্রতিটা ঘরই সিঙ্গেল রুম, কিন্তু যে কোন মোটেল থেকে বেশি পরিচ্ছন্ন। আপনার জন্য আমার মনে হচ্ছে দুই তলার ঘরটাই ভাল হবে। অ্যাটাচড বাথরুম আছে ওটাতে। তিনতলাতে ও জিনিস পাবেন না। বান্ধবীকে নিয়ে থাকতে চাইলে দো'তলার ঘরটা নিতে পারেন। বান্ধবীর সাথে রাত কাটানো নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার বান্ধবী আছে, মি. জোনস?'

'হ্যাঁ। তবে বোস্টনে কাজ করছে ও এই গ্রীষ্মে।'

'বেশ, হয়ত এখানে আর কারও সাথে ভাব হয়ে যাবে আপনার। গান শোনেননি? এখন তো সময়, ভালোবাসার...'

একটু হাসলাম এ কথায়। ওই মুহূর্তে ওয়েন্ডি কীগ্যান ছাড়া আর কাওকে ভালোবাসার চিন্তাটাও বেশ অপরিচিত ঠেকেছিল আমার কাছে।

'আপনার নিশ্চয় গাড়ি আছে? বাড়ির পেছনে দুটো গাড়ি রাখার মত পার্কিং স্পেস আছে। প্রথমে যে আসবে পার্কিং স্পেসটা সে-ই পাবে। যেহেতু এবার আপনি প্রথমে ভাড়াটে হিসেবে উঠছেন, ওখানে গাড়ি রাখতে পারবেন অনায়াসে। আর আপনার আগেই যদি কেউ উঠে পড়ে, গাড়ি রাখার জন্য রাস্তা ব্যবহার করতে হবে আপনাকে। যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে আমার কথা?'

'জ্বি, ম্যাডাম।'

'তাহলেই ভাল। কারণ, আমার এখানে নিয়মগুলো এমনই। আর আমার চাহিদাও আর সব জায়গার মতই। প্রথম আর শেষ মাসের ভাড়া দিয়ে দেবেন আগে, আর কিছু জমানত থাকবে।'

ভাড়ার টাকাটাও আমার কাছে যুক্তিসঙ্গতই মনে হল। অবশ্য এই ভাড়া মেটানোর আগে আমার ফার্স্ট নিউ হ্যাম্পশায়ার ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট খালি করে ফেলতে হবে। বললাম, 'চেক দিয়ে পে করলে হবে?'

'চলবে। আশা করছি, ওপরের ঘরটা দেখার পর আপনি এখানেই উঠতে চাইবেন।' সিঁড়ির দিকে চললাম আমরা, ভদ্রমহিলা বলে চলেছেন, 'আরেকটা কথা, ওপরে সিগারেট টানা চলবে না। সবগুলো ঘর ভাড়া হয়ে যাওয়ার পর নিচেও ধূমপান করবেন না। সবার জন্য স্বস্তিকর নয় এই ধোঁয়ার গন্ধ। সাধারণ ভদ্রতাবোধ

BanglaBook.org

বজায় রাখবেন। বুড়ো ঈস্টারব্রুক যে পার্কে নো-স্মোকিং পলিসি চালু করেছে, তা তো জানেন?'

'শুনেছি বটে। মনে হচ্ছে, ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালাবেন তিনি।'

'প্রথমে কিছুটা ক্ষতি হতে পারে, পরে পুষিয়ে নেবেন ঠিক। ব্র্যাডের ওপর বাজি ধরতেও রাজি আছি আমি। *কার্নি-ফ্রম-কার্নি* সে, বিচক্ষণ লোক।' কথাটার অর্থ জানতে চাইছিলাম, কিন্তু তার আগেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছেন তিনি, 'ঘরের ভেতরটা একবার দেখে নিন।'

দোতলার ঘরের দরজা খুলে দিলেন তিনি। বেশ ভাল লাগল ভেতরটা দেখে, বিশাল বিছানাটা জানালার পাশে। জানালা দিয়ে সরাসরি সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর কি চাই! বাথরুমটা অবশ্য একটা কৌতুক ছাড়া আর কিছু না। কমোডে বসলে পা ডুবে যাবে শাওয়ারে-এতটাই ছোট। তবে কলেজের ছাত্রদের পকেটের ওজন খুব বেশি হয় না, আর পাতলা পকেট নিয়ে এত কিছু ধরতে নেই। তাছাড়া, জানালা দিয়ে পাওয়া ভিউটা এর ক্ষতিপূরণ করে দেবে। ধনী লোকজনও মোটা টাকার ভাড়া দিয়ে হোটেলে উঠে এরকম ভিউ পান বলে মনে হয় না। ওয়েন্ডিকে এই ঘরে নিয়ে আসার পরে কি হবে কল্পনা করলাম। একসাথে চমৎকার ভিউ উপভোগ করব জানালার পাশে, তারপর সমুদ্রের স্রোতের দুলুনির সাথে বিশাল বিছানাটার ওপরে উঠে...

হয়ত অবশেষে 'ওটা' করা হবে আমাদের।

'এটাই চাই আমার।'

শব্দ তিনটে উচ্চারণ করে আমার গাল লাল হয়ে গেল। শুধু ঘরটার কথাই বোঝাইনি আমি এবার।

'জানি। তোমার চেহারাতেই ফুটেছে সেটা।' এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি, যেন আমার মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। বিশাল একটা হাসি উপহার দিলেন এবার, বেশ ডিকেন্সিয়ান চরিত্র লাগল এবার তাকে, 'কিছু মনে কর না, এ বাড়ির ভাড়াটে যখন হয়েই যাচ্ছ, তুমি করেই বলছি। এত ছোট ছেলেকে আপনি বলতে ভাল লাগে না।'

'না, না, ঠিক আছে! অবশ্যই তুমি করে বলবেন।' দ্রুত বললাম।

BanglaBook.org

'তোমার নিজের গুহা এটা এখন থেকে। বিশাল কোন রাজপ্রাসাদ না হতে পারে, তবে তোমার নিজস্ব থাকার জায়গা। ডর্ম রুমে এরকম শান্তি পাবে না। ভুল বললাম?'

'না।' স্বীকার করলাম। মাথাতে চলছে অন্যচিন্তা। আব্বুকে বলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আরও পাঁচশ ডলার ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করতে হবে। পে-চেক পাওয়ার আগ পর্যন্ত লাগবে ওই ডলারটা, তারপর আমিই নিজের খরচ চালাতে পারব। পাঁচশ ডলার আব্বুর পকেট থেকে খসানোটা সহজ হবে না, প্রয়োজনে আম্মুর কথা তুলে পটাতে হবে।

আম্মু মারা গেছে চার বছর হল। আব্বু এখনও তার আধডজন ছবি মানিব্যাগে নিয়ে ঘোরে। ওয়েডিং রিংটাও হাত থেকে খোলে না কখনও।

'নিজের চাকরি, নিজের থাকার ঘর, সবই হয়েছে তোমার। তোমাদের বয়সে যারা আগ্রহের সাথে কাজ করতে বাইরে আসে, তাদের দেখতেই ভাল লাগে। তোমাকে ডেভিন বলে ডাকলে কি রাগ করবে নাকি?'

হাসলাম, 'ডেভ বলে ডাকতে পারেন, পরিচিতরা তাই ডাকে।'

'ঠিক আছে, তাই ডাকব।' চারপাশে একবার তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেলেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'এই স্বাধীনতার অনুভূতিটা বেশিক্ষণ থাকে না। তবুও, আশা করি ভালই দিন কাটবে তোমার এখানে। চেহারাতে কার্নি-কার্নিভাব আছে তোমার।'

'দ্বিতীয়বারের মত কেউ একথা বলল আমাকে আজ।' তারপর লেন হার্ডির কথা মনে পড়ে গেল আমার, 'না, তৃতীয়বারের মত।'

হেসে ফেললেন তিনি, 'বাকি দুইজনের কে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আর কিছু জানার আছে তোমার? বাথরুমটা খুব বড় না, জানি আমি। কিন্তু ডর্মেটরির বাথরুম থেকে তো ভালো। অন্তত পাশের কিউব থেকে আর কোন ছেলের পাদ মারার বিকট শব্দ, অথবা স্ট্যান্ডিং ইউরিনালে দাঁড়ানো ছোকরার মুখে আগেরদিন যে মেয়ের সাথে ছিল তার শরীর নিয়ে আজেবাজে গল্প শুনতে হবে না অন্তত তোমাকে।'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে ফেললাম এবার। মিসেস এমালিনা শপ্‌ল' যোগ দিলেন সে হাসিতে।

BanglaBook.org

নেমে আসতে আসতে হাসি থেমে যায় আমাদের। শপ্‌ল' জানতে চাইলেন, 'লেন হার্ডি কেমন আছে? এখনও কি বেমানান সেই বিনিটা পরে থাকে নাকি ও?'

'আমার কাছে তো ডার্বি মনে হল ওটাকে।' আমতা আমতা করে বললাম।

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, 'বিনি আর ডার্বির মধ্যে পার্থক্য কি হল?'

'ভালই আছেন তিনি। আমাকে একটা কথা বললেন -'

প্রায় হেসে ফেলেছিলেন তিনি। মনে হল আমি কি বলতে যাচ্ছি তা তিনি এর মধ্যেই জেনে গেছেন।

'উনি আমাকে আপনাদের এখানকার ফানহাউজের কথা বললেন। যেটার নাম কি যেন বললেন হরর হাউজ খুব সম্ভব। লেন বললেন, ওখানে নাকি ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম মজা করেছেন, কিন্তু উনার কথাতে তেমনটা মনে হল না। বরং বললেন আপনিও নাকি এ ব্যাপারে জানেন।'

'তাই নাকি!'

'একরকম। উনি শুধু বলেছেন জয়ল্যান্ড সম্পর্কে তার থেকে আপনার জ্ঞান বেশি।'

'ওয়েল-', পকেট থেকে উইনস্টোনের প্যাকেট বের করলেন তিনি, 'তা কিছুটা জানি বৈকি। আমার স্বামী পার্কটার চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। হার্ট অ্যাটাকে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আরকি। পরে জানলাম, লাইফ ইন্সুরেন্স থেকে তেমন কিছু পাবো না আমরা। ওপরের দোতলা ভাড়া দেওয়া শুরু করলাম তখন, আর কি করার ছিল আমাদের? একটা মাত্র মেয়ে আমাদের, এখন নিউ ইয়োর্কে অ্যাড এজেন্সীতে কাজ করছে সে।'

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে ভেতরে টেনে নিলেন ধোঁয়া। একটু পরই হাসির সাথে বেরিয়ে গেল ওগুলো, 'কাজ করতে করতে এখন দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চারণই ভুলতে বসেছে সে। যাকগে, সে আরেক গল্প। পার্কটার সাথে কানেক্টেড থাকতে চাই আমি। এতে করে মনে হয় মনে হয় এখনও ওর কাছেই আছি। বুঝতে পারছ তো?'

BanglaBook.org

মৃত স্বামীকে এখনও প্রচণ্ড ভালোবাসেন ভদ্রমহিলা। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'নিশ্চয়।'

ধোঁয়ার সমুদ্র ভেদ করে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। তারপর আরেক চিলতে হেসে মাথা নাড়লেন, 'নাহ। এসব তুমি বুঝবে না। খুব বেশি তরুণ বয়েস তোমার। ভদ্রতা করে উত্তর দিয়েছ আরকি।'

'আম্মু মারা গেছে চার বছর হয়ে গেল প্রায়।' না বলে পারলাম না এবার, 'আব্বু এখনও আম্মুকে মনে করে বিষণ্ন হয়ে থাকে। আব্বু বলতেন, ওয়াইফ আর লাইফ শব্দ দুটোর মধ্যে এতটা মিল থাকার পেছনে অবশ্যই কোন কারণ আছে। আমার স্কুল আছে, গার্লফ্রেন্ড আছে, আমি হয়ত তেমন বুঝি না- কিন্তু আব্বু বিশাল বাড়িটায় একা থাকেন। তার জন্য খুব বেশি বড় হয়ে গেছে বাড়িটা এখন, হঠাৎ করেই। তিনিও জানেন, ওই বাড়িটা বিক্রি করে অফিসের কাছাকাছি একটা বাড়ি কিনে ফেলা উচিত এখন তার। ছোট দেখে একটা বাড়ি। কিন্তু তিনি ওই বাড়ি বিক্রি করেন না।'

ছোট্ট একটা বিরতি দিলাম, 'এত কিছু বলার দরকার ছিল না। শুধু এটা বিশ্বাস করতে পারেন, আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।'

'আমি দুঃখিত।' নরম গলাতে বললেন মিসেস শপ্‌ল', 'কোন একদিন আমিও আমার মুখ খুলব, সেদিন সব বলব তোমাকে। তোমার বাস কয়টায় জানি বলেছিলে? পাঁচটা দশে?'

'হুঁ।'

'উমম, সময় তো আছে তাহলে। রান্নাঘরে চল। টোস্টেড চিজ আর টমেটো স্যুপ বানিয়ে খাওয়াবো তোমাকে। ফাঁকে ফাঁকে জয়ল্যান্ডের ভূতের করুণ কাহিনী শোনাতে পারি, যদি তোমার এখনও ওটা শোনার ইচ্ছে থাকে।'

'আসলেই ভূতের গল্প নাকি?'

'ওই মরার ফানহাউজে আমি কোনদিনও ঢুকিনি, নিশ্চিত হয়ে কি করে বলি? তবে, এটা একটা খুনের ঘটনা, অন্তত এটুকু আমি নিশ্চিত।'

BanglaBook.org

স্যুপটা বিশেষত্বহীন ক্যাম্পবেলের ক্যানড স্যুপ। তবে টোস্টেড চিজ হিসেবে মুয়েনস্টার পরিবেশন করলেন গৃহকর্ত্রী। আমার প্রিয় এই চিজ, স্বর্গীয় স্বাদ পেলাম মুখে দিয়ে। এক গ্লাস দুধ ঢেলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। পুরো গ্লাস খেয়ে ফেলতে ভদ্রমহিলা একরকম বাধ্য করলেন বলা চলে। তার মতে, আমার বাড়ন্ত বয়স, এই সময় বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত।

আমার সামনে বসেছিলেন তিনি, নিজের প্লেটটা অবশ্য খালি। স্যুপ নিলেও চিজ খাচ্ছেন না তিনি। (এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এটা বলেঃ "আমাকে স্লিম থাকতে হবে না?") গল্পটা শোনালেন এরপর।

'চারবছর আগের কথা। তোমার আম্মুর মৃত্যুর কাছাকাছি কোন এক সময়েই হবে। এই ঘটনাটার কথা মনে করার সময় আমার সবার প্রথমে কি মনে পড়ে, জানো? লোকটার শার্ট আর গ্লাভস... এইসব ভাবতে গেলেও আমার গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু আমার মনে হয়, পুরো ব্যাপারটা লোকটা প্ল্যান করেই করেছিল।'

আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল তার কথা, 'আপনি মনে হচ্ছে কাহিনীর মাঝখান থেকে বলা শুরু করেছেন।'

হেসে ফেললেন তিনি, 'ওহ্, তাই তো। ভূত নয়, তুমি খুঁজছ এক পেত্নীর গল্প। যে পেত্নীকে তুমি খুঁজছ, তার নাম লিন্ডা গ্রে। ফ্লোরেন্স থেকে এসেছিল মেয়েটা, সাউথ ক্যারোলিনার ওপাড় থেকে। মেয়েটা আর তার বয়ফ্রেন্ড আগের রাতটা কাটিয়েছিল লুনা ইন-এ। এই বয়ফ্রেন্ডকে পরের দিন পুলিশ কোথাও খুঁজে পায়নি, মেয়েটার প্রোফাইল খুব ভাল মত পরীক্ষা করেও কোন বয়ফ্রেন্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি পরে। যাই হোক, ওরা দুইজন জয়ল্যান্ডে ঢুকেছিল সেদিন সকাল এগারোটার দিকে। ছেলেটা তাদের দুইজনের জন্য ডে পাস এনেছিল, ক্যাশ দিয়ে কেনে তারা ও জিনিস। রাইডগুলোতে চড়তে গিয়ে লাঞ্চের সময় পার করে ফেলেছিল ওরা, একটু দেরীতে দুপুরের খাবারটা সেরেছিল *রক লবস্টারে*। কনসার্ট হলের পাশে জায়গাটা। আর মৃত্যুর সময় অনুযায়ী একটু থামলেন তিনি, 'জানো তো কিভাবে ওটা নির্ণয় করে পুলিশের লোকেরা? পেটের ভেতরে থাকা খাবারের অবশিষ্টাংশ নিয়ে-'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দ্রুত বললাম আমি, ভাগ্যিস স্যান্ডউইচটা আগেই খেয়ে ফেলেছিলাম। মরা মানুষের পেটের ভেতরের ছবি কল্পনার চোখে দেখতে দেখতে

BanglaBook.org

স্যুপ মুখে আগ্রহ চলে গেল। অন্তরের অন্তস্থলে আমি বিশ্বাস করি কোনদিনও মরতে যাচ্ছি না আমি। একুশ বছর বয়েসে এমনটা বিশ্বাস করা হয়ত বোকামি, কিন্তু এই বিশ্বাস আমার টলেনি কখনই। আম্মুর মৃত্যুর পরও না।

'মেয়েটাকে খাইয়ে বয়ফ্রেন্ড ছেলেটা তাকে তুলেছিল ক্যারোলিনা স্পিনের ওপরে। স্লো রাইড ওটা, খাবার হজম করার জন্য ভালো। এরপরে মেয়েটাকে হরর হাউজে নিয়ে যায় সে। একসাথে ভেতরে ঢুকলেও, ছেলেটা বের হয়ে আসে একা।'

সামান্য বিরতি।

'রাইডের অর্ধেক পার হতে সময় লাগে নয় মিনিটের মত, ঠিক সে সময় মেয়েটার গলা কেটে ফেলে খুনী।' আবার বলতে শুরু করলেন মিসেস শপ্‌স, 'তারপর রেইলিং টপকে ট্র্যাকের বাইরে ফেলে দেয় মৃত সেই শরীর। স্রেফ একদলা ময়লার মত শরীরটাকে ছুঁড়ে মেরে নিজের দিকে মনোযোগ দেয় তথাকথিত বয়ফ্রেন্ড। জানত, রক্তের ছিটে তার শরীরেও লেগেছে। এধরণের পরিস্থিতি সামলাতে দুটো শার্ট নিয়ে এসেছিল সে। শান্ত ভঙ্গিতে ওপরের শার্টটা খুলে বাইরে ফেলে দেয়, তারপর গ্লাভস দুটোকেও। লাশটা থেকে একশ' গজ দূরে পাওয়া যায় শার্টটা, তার কিছু দূরে গ্লাভস জোড়া।'

আমার চোখের সামনে দৃশ্যটা ভেসে উঠল এবার। প্রথমে গল গল করে কাটা গলা থেকে রক্ত বের হতে থাকা একটা গরম নারীদেহ, তারপর একটা শার্ট, তারপর একজোড়া গ্লাভস। এর ওপর, খুনী পুরো রাইডটা শান্তভঙ্গিতে শেষ করে বের হয়ে আসে। ওই সীটে বসেই! মিসেস শপ্‌ল ঠিকই বলেছেন, গা গুলানো ব্যাপারই।

'রাইড শেষ হতে শুয়োরের বাচ্চাটা দিব্যি বেরিয়ে গেল। ছুটে পালাতেও হয়নি তাকে, হেঁটে হেঁটে সরে গেছে ক্রাইম সীন থেকে। তার সীটটা সে ভালমতই মুছেছিল। নিচে ফেলে দেওয়া শার্টটাকে ঘর মোছা ন্যাকড়ার মত ব্যবহার করা হয়েছিল- পুলিশ পরে জেনেছে সেটা। তারপর সীটে সামান্য রক্ত পড়েছিল। হেল্পারদের একজন সেটা লক্ষ্য করে কাপড় দিয়ে মুছে দিয়েছিল রক্ত। তার মনে কোনরকম সন্দেহ জন্মায়নি। অ্যামিউজমেন্ট পার্কে রক্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক বাচ্চা উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না, নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে তাদের। তুমি কয়েকটা দিন কাজ করলেই দেখবে নিজেই। তোমার গ্লাভস পরে থাকতে ভুলো না আবার, মোছার সময় রক্ত হাতে লাগিয়ে পরে রোগ বাঁধিয়ে বসবে।'

BanglaBook.org

'প্রেমিকাকে না নিয়েই যে রাইড থেকে নেমে গেল সে, এটা কেউই লক্ষ্য করেনি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'নাহ। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ের কথা এটা। প্রচুর ভীর হয় ওই মৌসুমে। এমনকী মেয়েটার লাশই পাওয়া গেছিল পরদিন একটার দিকে। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আস্ত একটা লাশ পড়ে ছিল, কেউ টেরও পায়নি। এমন ব্যস্ততা। বুঝতে পারছ তো?'

'লোকজন লাশটার পাশ দিয়ে গেছে, রাইডে চড়ার সময়। যেহেতু, ট্র্যাকের ঠিক পাশে পড়েছিল মেয়েটার দেহ। তাই না? কেউ লক্ষ্য করল না তারপরও?'

'যদি করেও থাকে, তারা ধরেই নেবে এটা শো-র অংশ। হরর হাউজে গলাকাটা লাশের সীন রাখা হয়েছে- অস্বাভাবিক কিছু তো না। তেমন কোন সিরিয়াস ঘটনা বলে মনে হবে না তাদের কাছে। তাই না? তবে, আমার মনে হয় লাশটাকে তারা দেখতে পায়নি। অন্ধকার রাইড হরর হাউজ। জয়ল্যান্ডের একমাত্র অন্ধকার রাইড। অন্যান্য পার্কে আরও বেশি থাকে এধরণের জিনিস।'

'চেহারার বর্ণনা থেকে ধরা গেল না লোকটাকে? খাবারের দোকানের ওয়েইটাররা তো অন্তত একসাথে দেখেছে ওদের?'

'চেহারার বর্ণনা থেকেও ভাল কিছু আছে। ফটোগ্রাফ ছিল তার কয়েকটা। পুলিশ তার ছবি সবগুলো খবরের কাগজ আর টেলিভিশন চ্যানেলে ছড়িয়ে দিয়েছিল।'

'ছবি আসল কোথা থেকে?'

'হলিউড গার্লস।' মুচকি হাসলেন শপ্‌ল, 'পার্কে দর্শকের ভীর উপচে পড়লে ছয়-সাতজন হলিউড গার্ল কাজ করে। ঈস্টারব্রুক এতগুলো বছর কার্নিভালের ব্যবসা করেছেন, তিনি ভালমতই জানেন কোথায় কি দিতে হবে। রাইডে ওঠার আগে পরে জনগণ কিছুটা সেক্স আপীল আশা করে, এটা তিনি জানেন। তারই ব্যবস্থা আরকি। প্রতিটা হেল্পার টীমে হলিউড গার্ল রাখার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তোমার টীমেও একজন পাবে তুমি, ভাবার কোন কারণ নেই। কেউ যাতে মেয়েটাকে বিরক্ত না করে সেটা দেখার দায়িত্ব থাকবে তোমাদের। খুবই ছোট সবুজ পোশাক আর সবুজ জুতো পরে ছোটাছুটি করবে তারা, মাথাতে থাকবে সুন্দর সবুজ

BanglaBook.org

হ্যাট। আমার তাদের দেখলে রবিন হুড আর তার *মেরী মেন*দের মনে পড়ে। এখানে অবশ্য মেন হবে না, *মেরী চিকস* বলা যায় তাদের।'

আনমনে স্যুপে চুমুক দিলেন ভদ্রমহিলা, 'সে যাই হোক, তারা স্পীড গ্রাফিক ক্যামেরা নিয়ে ছোটাছুটি করে। গাঁইয়াদের ছবি তোলে তারা।' একটু বিরতি দিলেন তিনি, 'তোমাকে অবশ্য "কাস্টোমার" শব্দটা ব্যবহার করতে পরামর্শ দেব আমি।'

'এর মধ্যেই মি. ডীন আমাকে একবার ওয়ার্নিং দিয়েছেন।' জানালাম।

'দেওয়ার কথাই। যা বলছিলাম, মেয়েগুলোকে নির্দেশ দেওয়া ছিল ফ্যামিলি গ্রুপ আর একুশ বছরের বেশি, এমন প্রেমরত যুগলদের ছবি তোলার চেষ্টা করতে। এরচেয়ে কম বয়স্করা ছবি তোলার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাতে চায় না, প্রেমিক-প্রেমিকা মিলে তাদের টাকাটা খাবার আর আরকেড গেমের পেছনে ঢালতে পারলেই খুশি। তো, এই মেয়েগুলোর কাজটা অনেকটা এরকমঃ খচ করে ছবি তুলে ফেলা, তারপর বিনীত ভঙ্গিতে সামনে গিয়ে বলা-' অনেকটা মেরিলিন মনরোর মত কণ্ঠ করে ফেললেন মিসেস শপ্‌ল', ' "হ্যালো! ওয়েলকাম টু জয়ল্যান্ড। আমার নাম কারেন। আপনাদের যে ছবিটা মাত্র তুলে ফেললাম, সেটা নিতে চাইলে আপনাদের নামগুলো বলুন প্লিজ। চেকটা আমার কাছে জমা দিলে বের হওয়ার সময় হলিউড ফটো বুথ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবেন ছবিটি। ধন্যবাদ।" এমন করেই ছবি গছিয়ে দেয় ওরা। এদের একজন লিন্ডা গ্রে আর তার বয়ফ্রেন্ডের ছবি তুলে ফেলল, *অ্যানি ওকলি শুটিং গ্যালারি*তে। কিন্তু কথাগুলো বলতে সামনে এগিয়ে আসতেই বয়ফ্রেন্ডটা এককথায় ওই প্রস্তাব নাকচ করে দিল। সে ছবি নেবে না। রীতিমত বিশ্রী ব্যবহার করল সে মেয়েটার সাথে। পরবর্তীতে হলিউড গার্লটি জানিয়েছিল, লোকটা এমন আচরণ করছিল যেন ক্যামেরাটাই ভেঙ্গে ফেলবে। জনতার পিটি খাওয়া ভয় না থাকলে সেটাই করত বলে মনে হয়েছিল তার। পুলিশকে মেয়েটা বলেছিল, লোকটার ঠাণ্ডা আর কঠিন দৃষ্টি তাকে ভড়কে দিয়েছিল রীতিমত।' মিসেস শপ্‌ল হাসলেন, 'লোকটা সানগ্লাস পরেছিল, পরে জানা যায়। বুঝতেই পারছ, কেমন নাটক করতে পারে কিছু মেয়ে।'

BanglaBook.org

মাথা দোলালাম, আলবত জানি! ওয়েন্ডির বান্ধবী রেনে তার রুটিন ডেন্টিস্ট চেকআপকে এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন স্রেফ হরর-মুভির একটা অংশ হয়ে বেঁচে ফিরে এসেছে সে।

'এই মেয়েটার ছবিটাই সবচেয়ে স্পষ্ট এসেছিল। ও ছাড়াও আরও চারটা ছবিতে তাদের দেখা গেছিল। অন্যান্য হলিউড গার্লরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আর কারও ছবি তোলার সময় ফ্রেমের অংশ হিসেবে আটকে গেছিল তারা যেসব ছবিতে, সেগুলো আরকি। ওগুলোর একটাতে দেখা গেছিল, হুইরলি কাপসে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বয়ফ্রেন্ড লোকটা এক হাত দিয়ে রেখেছে মেয়েটার নিতম্বে। লিন্ডার পরিবার বা বন্ধু বান্ধব যাকে জীবনে দেখেনি, তার জন্য কাজটা একটু অস্বাভাবিকই বলতে হবে।'

'কপাল খারাপ।' বললাম, 'এখানে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন থাকলে কাজ হয়ে যেত। আমার বান্ধবী যেখানে কাজ করছে সেখানে কয়েকটা আছে, জানিয়েছিল ও।'

'একটা দিন সব জায়গাতেই থাকবে ও জিনিস। সায়েন্স ফিকশনের একটা বইয়ে দেখলাম থট পুলিশ নিয়ে আসতে চাচ্ছে মানুষ নিকট ভবিষ্যতে। একদিন হয়ত সেটাও সম্ভব হবে। কিন্তু হরর হাউজের মত রাইডগুলোতে এসব ক্যামেরা কোনদিনও বসবে না। ইনফ্রারেড ক্যামেরা পর্যন্ত না।'

'না?'

'না। জয়ল্যান্ডে কোন প্রেমের সুড়ঙ্গ নেই, বুঝলে? তবে হাতড়ে প্রেম করার সুড়ঙ্গ এখানে ঠিকই আছে। আমার স্বামী আমাকে বলেছিল, কোনদিন কমপক্ষে তিনজোড়ার কম পেন্টি হরর হাউজের অন্ধকারে পেলে ওরা ধরে নিত *লোক আজ কম হয়েছে।*'

ঘটনা বুঝে চুপসে গেলাম। পার্কের অর্ধেক দর্শক কমে যাবে হরর হাউজে ক্যামেরা বসালে। একমাত্র ডার্ক রাইডের গুরুত্ব এখন স্পষ্ট।

'শুটিং গ্যালারিতে দারুণ একটা ছবি তুলেছিল সেই হলিউড গার্ল। খবরের কাগজ আর টেলিভিশনে খুব চলেছিল ছবিটা। কিভাবে রাইফেল ধরতে হয় তা দেখিয়ে দিচ্ছিল বয়ফ্রেন্ড মহাশয়, ছেলেরা যেভাবে দেখিয়ে থাকে আরকি। লিন্ডার নিতম্বে নিজের তলপেট ঠেকিয়ে। নর্থ আর সাউথ ক্যারোলিনার প্রত্যেকে এই ছবি নির্ঘাত দেখেছে। মেয়েটা হাসছিল সেখানে, লোকটা অবশ্য ছিল ডেড সিরিয়াস।'

'পুরোটা সময় গ্লাভস আর ছুরি পকেটে নিয়েই ঘুরছিলো তাহলে হারামজাদা?' চিন্তাটা আমাকে এক মুহূর্তের জন্য দোলা দিয়ে গেল।

BanglaBook.org

'রেজর।'

'হ্যাঁ?'

'ছুরি নয়, রেজর ব্লেড বা এজাতীয় কিছু দিয়ে খুনটা করেছিল খুনী। লাশ আবিষ্কারের পর পুলিশের মেডিকেল এক্সামিনার সেটাই ধারণা করেছিল। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার, এতগুলো ছবি থাকার পরও পুলিশ খুনীর চেহারাটাই পরিষ্কার দেখতে পারল না। কোন ছবি থেকেই বুঝতে পারল না-'

'সানগ্লাস?'

'হ্যাঁ। তার ওপর ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়িতে মুখ ঢাকা ছিল তার। কপালে চড়িয়েছিল বেজবল ক্যাপ, লম্বা কানা থাকে যেগুলোর। সানগ্লাস আর দাঁড়ি যে জায়গাগুলোকে ঢাকতে পারেনি, ক্যাপটা ঢেকেছে। অর্থাৎ যে কেউ হতে পারে খুনী। তুমিও হতে পারো। তোমার চুল সোনালী না, আর তোমার হাতে পাখির মাথার ট্যাটু নেই, এইটুকুই পার্থক্য আর কি। ওই লোকের দুটোই ছিল, ঈগল বা বাজপাখির ট্যাটু একহাতে। নিশ্চিত বোঝা যায়নি, তবে শুটিং গ্যালারির ছবি থেকে ট্যাটুটা পাখির মাথার- এটুকু অন্তত বোঝা গেছিল। পরপর পাঁচদিন ট্যাটুটার ছবি খবরের কাগজে ছাড়া হল, কেউ যদি চিনতে পারে! তবে, কেউ চিনতে পারল না সে ছবিও।'

'আগের রাতের সেই ইন-এ ওঠার আগে তারা কোথায় ছিল সে ব্যাপারে কোন ক্লু কি পাওয়া গেছিল?'

'নাহ। সেই ইন-এ ঘর ভাড়া নেওয়ার সময়ও সে একটা সাউথ ক্যারোলিনা ড্রাইভার'স লাইসেন্স দেখিয়েছিল। পরে দেখা গেল, সেটাও এক বছর আগে চুরি যাওয়া এক ড্রাইভার'স লাইসেন্স। কেউ মেয়েটাকে দেখেওনি সেখানে, হয়ত গাড়িতে লুকিয়ে ছিল তখন। লাশটা পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তার পরিচয় বের করতে পারেনি কেউ। তারপর পুলিশ নতুন করে স্কেচ আঁকে। ওই ছবিতে মেয়েটাকে দেখে যে কারও মনে হবে একটু ঘুমুচ্ছে সে, গলা ফাঁক হয়নি তার। রক্তাক্ত ছবি তো আর পেপার-পত্রিকাতে ছাপা যায় না। যাকগে, নতুন করে আঁকা ছবিটা পাবলিকের সামনে পাবলিশ করা হয়। এই ছবি দেখে নার্সিং স্কুলের এক ফ্রেন্ড চিনে ফেলে তাকে। মেয়েটার বাবা-মাকে জানায় সে-ই। তারা ছুটে এসেছিল এখানে, একবুক আশা নিয়েই এসেছিল, মর্গে ঢুকে যাতে দেখা যায় অন্য কোন মেয়ে সেই লাশটা। তাদের বুকের ধন নয়।' আলতো করে মাথা দোলালেন তিনি, 'কাচ্চাকাচ্চা খুব ঝুঁকির জিনিস, এমনটা কখনও তোমার মনে হয়েছে?'

BanglaBook.org

অদ্ভুত মন্তব্যটা শুনে চোখ মিটমিট করলাম, 'হয়েছে মনে হয় ...'

'তারমানে হয়নি। যদি তাদের জায়গাতে আমি থাকতাম আর মেয়েটা আমার মেয়ে হত, আমি মনে হয় পাগল হয়ে যেতাম।'

'লিন্ডা গ্রে কি আসলেই ফানহাউজটাকে হানাবাড়ি বানিয়ে রেখেছে আজতক? আপনার কি ধারণা?'

'আমি এই প্রশ্নের উত্তর তো দিতে পারব না।' অসহায়ের মত মাথা নাড়লেন তিনি, 'কারণ, মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে আমার কোন ধারণা নেই। পজেটিভ-নেগিটিভ কোনটাই না। আমার কথা হল, যখন আমি ওখানে যাব, তখন দেখতে পাব সব। এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। আর মেয়েটার কথাই যদি বল, জয়ল্যান্ডে কাজ করা অনেকেই মেয়েটাকে দেখেছে। ট্র্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে নাকি সে, নীল স্কার্ট আর নীল স্লীভলেস ব্লাউজ পরনে থাকে। যারা তাকে দেখেছিল, তাদের কেউ খবরের কাগজের ছবি থেকে এসব রঙ দেখেনি, সেটা সুনিশ্চিত। হলিউড গার্লদের তোলা ছবিগুলো সাদা-কালো ছিল। খরচ কম আর সহজে ডেভেলোপ করা যায় বলেই হয়, কালার ফটো তোলার ব্যবস্থা তাদের দেওয়া হত না।'

'ছবিতে না থাকলেও, কোন খবরের মধ্যে লিখা থাকতে পারে রঙের ব্যাপারটা। ওটা পড়েই হ্যালুসিনেশন হয়েছে হয়ত তাদের।' বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যাতে যাওয়ার চেষ্টা করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, 'হতেই পারে। ওরকম কিছু লিখা হয়েছিল কি না আমার অন্তত মনে নেই। কিন্তু কিছু মানুষ এটাও বলেছিল, তাদের দেখা ভৌতিক মেয়েটির নীল রঙের একটা অ্যালিস ব্যান্ড পরেছিল। এটার কথা কিন্তু কোন নিউজ স্টোরিতে ছিল না। এটার কথা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এক বছরের ওপরে গোপন রেখেছিল। আশা করেছিল, কেউ এই তথ্যটা তাদের জানাতে আসবে, আর যে জানাতে আসবে সে হবে সম্ভাব্য একজন সাসপেক্ট।'

'লেন বলেছিল, গাঁইয়াদের কেউ তাদের দেখতে পায়নি।'

'না, মেয়েটা রাইডিং আওয়ারের পরেই শুধু দেখা দেয়। যারা দেখেছে তাদের বেশিরভাগই হ্যাপী হেল্লারদের গ্রেভইয়ার্ড শিফটের কর্মচারী। কিন্তু অন্তত একজনের কথা জানি, যে বাইরের লোক ছিল। র‍্যালেই থেকে আসা একজন সেফটি ইন্সপেক্টর দাবী করেছিল সেও দেখেছে মেয়েটিকে। এই লোকের সাথে একদিন ড্রিংক নিয়ে

BanglaBook.org

বসেছিলাম স্যান্ড ডলারে। মানুষটা বলেছিল, টেস্ট রাইড করার সময় রাইড-কারে বসেছিল সে। আচমকা ট্র্যাকের পাশে লাফিয়ে ওঠে মেয়েটা। ইন্সপেক্টর মনে করেছিল নতুন কোন পপ-আপ হবে ওটা, কিন্তু মেয়েটি হাত নাড়তে ভুল ভাঙ্গে তার। পিলে চমকে উঠেছিল তার।'

মিসেস শপ্‌ল' হাত নেড়ে দেখালেন কিভাবে মেয়েটি হাত নেড়েছিল। হাতের তালু উল্টো করে ঘুরিয়ে এনেছিল সে। আহ্বান করার মত ইঙ্গিত।

'ইন্সপেক্টর আমাকে বলেছিল, সে সময় ওই জায়গার তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রী নেমে গেছিল বলে তার মনে হয়েছে। *আ কোল্ড পকেট* - বলেছিল সে। শরীর ঘুরিয়ে যখন আবারও তাকিয়েছিল, মেয়েটি উধাও হয়ে গেছে।'

লেন হার্ডিকে মনে পড়ল আমার। রোজের ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সে। *কোন সত্যিকারের ভবিষ্যৎবাণী করেছে সে? এখনকার কোন কথা? নাকি অতীত কোন স্মৃতি?* জানতে চেয়েছিল লেন। তাকে বলেছিলাম ঘোড়ার ডিমের ভবিষ্যৎবাণী করেছে মহিলা। তবে এই ভূতের ব্যাপারটা ঘোড়ার ডিমে পরিণত না হলেই খুশি হব। লিন্ডার ভূতকে নিজ চোখে দেখতে চাই আমি, ওয়েন্ডিকে বলার মত দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হবে সেটা।

ইদানিং আমার সব চিন্তা হয়ে গেছে ওয়েন্ডি-কেন্দ্রিক। এই শার্টটা কিনলে ওয়েন্ডির কি পছন্দ হবে? যদি আমার লেখা কোন গল্পে এক অল্পবয়েসী মেয়ের প্রথম চুম্বনের দৃশ্য রাখি, ঘোড়ার পেছনে চড়ার সময় প্রথমবারের মত চুমুর অভিজ্ঞতা হল কিশোরীর- ওয়েন্ডি কি উপভোগ করবে গল্পটা? খুন হয়ে যাওয়ার মেয়েটার ভূত আমি যদি ভাগ্যক্রমে দেখেই ফেলি, ওয়েন্ডি কি চমকে যাবে?

'খুনটা হওয়ার ছয় মাস পর *চার্লসটন নিউজ অ্যান্ড কুরিয়ারে* এর ওপর একটা ফলো-আপ নিউজ হয়েছিল।' বলে যাচ্ছেন মিসেস শপ্‌ল', 'দেখা গেল, ১৯৬১ এর পর থেকে জর্জিয়া আর দুই ক্যারোলিনাতে একই ধাঁচের চারটে খুন হয়েছে। ভিক্টিম প্রতিক্ষেত্রেই অল্পবয়েসী মেয়ে। একজনকে ছুরি মেরে হত্যা করেছে খুনী, বাকি তিনজনের গলা কেটে ফেলা হয়েছে। রিপোর্টার একজন পুলিশের রেফারেন্স দিতে পেরেছে, এই পুলিশটি সন্দেহ করেছিলেন প্রতিটি খুনই করেছে লিন্ডা গ্রের খুনী।'

'বিঅ্যাওয়ার দ্য ফানহাউজ কিলার!' হরর মুভির নেপথ্য ঘোষকের মত কণ্ঠ করে বললাম আমি।

BanglaBook.org

'খবরের কাগজগুলো ঠিক এই নামেই ডাকা শুরু করেছিল তাকে।' থমথমে চেহারা নিয়ে বললেন তিনি, 'ক্ষিধে পায়নি তোমার? স্যুপ তো কিছুই খেলে না। এখন মনে হয় চেকটা লিখে দিয়ে বাস স্টেশনের দিকে ছোটা দরকার তোমার। নতুবা, আমার সোফাতে রাত কাটানো লাগবে তোমাকে।'

স্যুপ শেষ করার আগেই যে কেচ্ছা শুনিয়েছেন ভদ্রমহিলা, ওটা পড়ে থাকবে তাতে আশ্চর্যের কি? এখানে বসে থাকতে আমার মোটেও খারাপ লাগছে না, তবে দ্রুত বাসের দিকে ছোটার তাগিদ অনুভব করলাম ভেতর থেকে। বসন্তের ছুটির মাত্র দুইদিন বাকি আছে। স্কুলে ফিরে যাওয়া আর ওয়েন্ডির কোমর জড়িয়ে ধরা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না এই মুহূর্তে।

চেকবুক বের করে এনে সিগনেচার করে ফেললাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই নিদারুণ সমুদ্রসৈকতের ভিউসহঅ্যাপার্টমেন্টটা আমার হয়ে গেল। যে ভিউটি ওয়েন্ডি কীগ্যান, আমার *বান্ধবী*, কোনদিনও দেখার সুযোগ পরে পায়নি। বরং এই ঘরে একাকী বসে বিষণ্ন গান শুনেছি প্রচুর, আত্মহত্যার চিন্তা আর তার স্বপক্ষের যুক্তিগুলো আমাকে সেঘরেই চেপে বসেছিল নিরন্তর। ভাগ্য ভাল, বেশিরভাগ সময়ই ওসব ছিল নিজেকে স্বান্তনা দেওয়ার এক পরোক্ষ উপকরণ, তরুণ বয়েসে নিজের নার্ভকে শান্ত রাখার জন্য ওসব চিন্তা করা যায়, সিরিয়াসলি না।

সেসব দিন পার করে আসার পর, যে কেউ কল্পকাহিনী লিখবে। যেমনটা লিখছি এখন আমি।

❤

স্টেশনে পৌছেই ওয়েন্ডি কীগ্যানের সাথে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করলাম। ফোনটা তুলল ওয়েন্ডির সৎমা। জানাল, রেনের সাথে বেরিয়েছে মেয়েটা। বাস উইলমিংটনে পৌছালে আরেকবার ফোন দিলাম ওয়েন্ডিকে, তখনও রেনের সাথে বাইরে সে। পাওয়া গেল না তাকে।

ওয়েন্ডির সৎমা ন্যাডাইনকে এবার প্রশ্ন করলাম, ওরা দুইজন কোন চুলোতে গেছে সেটা তিনি জানেন কি না। প্রচণ্ড নিরাসক্ত কণ্ঠে মহিলা জানাল, এটা সে জানে না। কণ্ঠস্বরে আমার মনে হল আজকের দিনের সবচেয়ে বিরক্ত উদ্রেককারী কলার সম্ভবতঃ আমিই। হয়ত শুধু আজকের না, পুরো বছরেই এমন বিরক্তিকর ফোনকল সে আর পায়নি। হয়ত, তার পুরো জীবনেও না। ওয়েন্ডির বাবার সাথেও আমার

BanglaBook.org

সম্পর্ক মোটামুটি ভাল, কিন্তু ন্যাডাইন কীগ্যান কোনদিনও আমার পাগলা ভক্তদের একজন ছিল না।

অবশেষে বোস্টনে পৌঁছালাম আমি, তারপরে ফোনে পাওয়া গেল ওয়েন্ডিকে। ঘুমকাতর শোনাল তার কণ্ঠ, যদিও তখন মাত্র রাত এগারোটা বাজে। কোন কলেজ স্টুডেন্টই বসন্তের ছুটিতে এই সময় ক্লান্ত হয় না। ওকে জানালাম, চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি।

'তোমার জন্য ভাল হল খুব।' ও বলল, 'বাড়ি ফিরে যাচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ, গাড়িতে পৌঁছালেই বাড়ির পথে ছুটব।'

মুখে বললাম ঠিক, মনে আশঙ্কা থেকে গেল, সবগুলো চাকা ঠিক আছে তো? ইদানিং একটা চাকা বার বার দেবে যাচ্ছিল, কে জানে হাওয়া কতটুকু আছে ওটার। ওয়েন্ডিকে বললাম, 'বাড়িতে ফিরে গিয়ে আগামীকাল তোমার সাথে দেখা করার চেয়ে আজ রাতে সরাসরি পোর্টসমাউথে তোমার ওখানে চলে আসতে পারি।'

'খুব ভাল কোন সিদ্ধান্ত হবে না সেটা, ডেভ। আজ রাতে আমাদের বাড়িতে রেনে থাকছে। ন্যাডাইন এর চেয়ে বেশি নিতে পারবে না। আমার বন্ধু-বান্ধবের রাতে বাড়িতে থাকা নিয়ে সে কতটা সেন্সিটিভ তা তো জানোই।'

বিশেষ কিছু বন্ধু-বান্ধবের ক্ষেত্রেই সেন্সিটিভ সে! মুখ বাঁকালাম। আমি নিশ্চিত, রেনের সাথে ন্যাডাইন সারা রাত কফির কাপ জমিয়ে আড্ডা দেবে। তাদের প্রিয় মুভি স্টারদের নিয়ে আলোচনা করবে তারা, যেন কতকালের পুরোনো বান্ধবী দু'জনে। কিন্তু এই কথাটা ওয়েন্ডির মুখের ওপর বলতে পারলাম না। বলার জন্য উপযুক্ত সময়ও ওটা ছিল না অবশ্য।

'এমনিতে তোমার সাথে কথা বলতে পারলেই খুশি হতাম আমি, ডেভ। কিন্তু এখন ঘুমানোর জন্য রেডি হচ্ছি আমি। আমি আর রেনে খুব ব্যস্ত দিন কাটালাম তো আজ, শপিং করলাম আরও কিছু কাজ ছিল...'

'কিছু কাজ'টাকে ভেঙ্গে বলল না ওয়েন্ডি। আমিও খোলাসা করার চেষ্টা করলাম না। আরেকটা বিপদ সংকেত।

'লাভ ইউ, ওয়েন্ডি।'

BanglaBook.org

'লাভ ইউ, টু।' স্রেফ উচ্চারণ করল যেন মেয়েটা। নিজেকে প্রবোধ দিলাম, খুব ক্লান্ত হয়ে আছে ও।

গাড়ি ছোটালাম দক্ষিণের দিকে, বোস্টন থেকে বের হওয়ার সময় অদ্ভুত এক অস্বস্তিকর অনুভূতি কাজ করল ভেতরে। মেয়েটার গলাতে আজ কোন আগ্রহ টের পেলাম না কেন? জানি না। জানতে চাই কি না, সেটাও ঠিক নিশ্চিত না আমি।

আজকে, সে আমার কাছে কোন বিশেষ কেউ না। পুরোনো দিনের একটা ঘা আর কিছুস্মৃতি ছাড়া আর কিছুই না সে। আমাকে কষ্ট দিয়েছিল মেয়েটা, ঠিক। এমন কষ্ট যুগে যুগে তরুণীরা কোন কোন তরুণকে দিয়েই আসছে। বিশেষ কিছু নেই এর মধ্যে। তবুও আমি আজ পর্যন্ত ভেবে যাই সেদিন সে কোথায় ছিল? কিছু কাজের কথা যে বলেছিল, ঠিক কি নিয়ে ছিল তা? আসলেই কি ওয়েন্ডিসেরাতে রেনে সেইন্ট ক্লেয়ারের সাথে ছিল?

এই সময় কোন গানটা শোনা উচিত সেটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলতেই পারে। আমার জন্য দ্বিধার কারণ অবশ্য ছিল না। জন লেননের, যাকে বলা হয় আর্লি বিটলস, একটা গান গুন গুন করে গাইতাম প্রায় সবসময়। *আই'ড র‍্যাদার সী ইউ ডেড, লিটল গার্ল, দ্যান টু বি উইথ অ্যানাদার ম্যান।*

আমি এখন অস্বীকার করতেই পারি। না তো, ওয়েন্ডির ব্যাপারে ওরকম কোন অনুভূতি আমার হত না! কিন্তু, তাহলে মিথ্যে বলা হবে। সবসময় মাথাতে না ঘুরলেও মাঝে মাঝেই ভাবতাম, মেয়েটার বড় ধরণের কোন ক্ষতি হওয়া উচিত। ওয়েন্ডি আমাকে যে কষ্টটা দিল তার প্রাপ্য শাস্তি কি সে পাবে না?

অনেক নির্ঘুম রাতে আমি ভেবেছি এমন কথা, আমাকে পরিস্থিতি ভাবতে বাধ্য করেছে, ওয়েন্ডির খারাপ কিছু হওয়া উচিত। এধরণের মুহূর্তগুলোতে মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়ে যেত সেই লোকটির কথা, হরর হাউজে যে লিন্ডা গ্রের কোমর জড়িয়ে ধরে ঢুকেছিল।

যে মানুষটা দুটো শার্ট পরে এসেছিল বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে।

হাতে ছিল পাখির অবয়বে কোন উল্কি, পকেটে ছিল ধারালো রেজর ব্লেড!

BanglaBook.org

১৯৭৩ সালের বসন্ত ছিল আমার কৈশোরের শেষ বছর। এই সময়টা পর্যন্ত আমি জানতাম, ওয়েন্ডি কীগ্যান একদিন ওয়েন্ডি জোনস হয়ে উঠবে। আধুনিক মেয়েদের মত করে ভাবলে নামটা ওয়েন্ডি কীগ্যান জোনসও হতে পারে। আজকাল মেয়েরা বাবার নামটাকে মিডল নেইম বানিয়ে ফেলে।

মেইন বা নিউহ্যাম্পশায়ারে (অথবা ওয়েস্টার্ন ম্যাসাচুয়েটসে) আমাদের একটা সাজানো গুছানো বাড়ি থাকবে। লেকের টলটলে পানির পাশের সেই বাড়ি ছোট ছোট দুই কীগ্যান-জোনসের কিচিরমিচিরে মুখর হয়ে থাকবে সব সময়। বাড়ির মনোরম পরিবেশে একটার পর একটা বই লিখব আমি, যেগুলো ঠিক বেস্ট সেলার হবে না, তবে আমাদের চলে যাওয়ার মত যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সেগুলো।

ওয়েন্ডি তার স্বপ্ন পূরণ করবে, ছোট বুটিক শপ খোলার ইচ্ছে ছিল মেয়েটার অনেকদিন ধরে। আমি বই লেখার পাশাপাশি লেখালেখির ওপর সেমিনার করব, গিফটেড তরুণদের সঠিক পথ দেখাব।

এগুলোর কোনটাই বাস্তবে ঘটেনি শেষ পর্যন্ত। আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল প্রফেসর জর্জ বি. ন্যাকোর অফিসে। এই নামে কোন প্রফেসর দূরে থাকুক, মানুষও ছিল না কোনকালে।

১৯৬৮ সালের শরতে ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছাত্রছাত্রীরা আবিষ্কার করল হ্যামিল্টন স্মিথ হলের সিঁড়িঘরের নিচের বেজমেন্টে প্রফেসর ন্যাকোর 'অফিস' আছে। জায়গাটাকে নকল ডিপ্লোমার কাগজ রেখে *আসল* বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। চেয়ারগুলোতে জনৈক এলিজাবেথ টেইলর, রবার্ট জিমারম্যান, লিন্ডন বীনস জনসনের নেমপ্লেট ছিল। কিছু থিম জমা দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে, ছাত্রছাত্রীদের নামগুলো এমন কারও, যাদের কোন অস্তিত্বই নেই। একটা থিমের কথা আমার মনে আছে, টাইটল ছিল "সেক্স স্টারস অফ দ্য ওরিয়েন্ট"। আরেকটা যতদূর মনে পড়ে, "দ্য আর্লি পোয়েট্রি অফ কিথলুঃ অ্যান অ্যানালাইসিস"। তিনটে স্ট্যান্ডিং অ্যাশট্রে ছিল ওখানে। সাইন করা একপ্রস্থ টেপ লাগানো ছিল সিঁড়ির নিচে, লিখাঃ "*প্রফেসর ন্যাকো সেইসঃ দ্য স্মোকিং ল্যাম্প ইজ অলওয়েজ লিট!*"

BanglaBook.org

কয়েকটা পুরোনো ইজিচেয়ার আর একটা একই বয়েসের সোফা রাখা ছিল সে ঘরে। সেক্স করার দরকার পড়লেই প্রেমিক-প্রেমিকারা এসে এই প্রফেসরের 'অফিসে' ঢুকে পড়ত।

শেষ ফাইনাল পরীক্ষার আগের বুধবার অসম্ভব গরম পড়েছিল, বাতাসের আর্দ্রতাও ছিল তুলনামূলক বেশি। দুপুর একটার দিকে বাজের শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। আর চারটার দিকে প্রফেসর বি. ন্যাকোর আন্ডারগ্রাউন্ড অফিসে দেখা করতে রাজি হয়েছিল ওয়েন্ডি কীগ্যান।

ওখানে প্রথমে আমিই পৌঁছিয়ে গেছিলাম সেদিন, ওয়েন্ডি পাঁচ মিনিট পর এসেছিল। সারা শরীর ভিজে গেছিল ওর, তবুও স্বভাবসুলভ হিউমার নিয়েই কথা বলছিল সে। ওর চুল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছিল। আমার দু'বাহুর মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল সে, বুক পিষছিল আমার বুকে। বাজ পড়েছিল কাছেই কোথাও, বেজমেন্টের আলো ঝলসে উঠেছিল মুহূর্তের জন্য।

'আমাকে জড়াও, জড়াও, জড়াও আমাকে!' ব্যগ্র কণ্ঠে বলেছিল ওয়েন্ডি, 'বৃষ্টির পানি যা-আ ঠাণ্ডা!'

ওকে গরম করে দিচ্ছিলাম আমি, আর ও আমাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোফার ওপর এলোমেলোভাবে পেঁচিয়ে গেল আমাদের শরীরদুটো। ওর শরীর ঘুরে এসেছিল আমার বাম হাত, আঁকড়ে ধরেছিল ওর স্তন। নিচে ব্রা পরেনি সেদিন মেয়েটা। ডান হাত ওর স্কার্ট তুলে ফেলেছিল কোমর পর্যন্ত, অবাধ্য হয়ে উঠেছিল আঙুলগুলো।

এক বা দু'মিনিট নিজের শরীরটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল ও, তারপর উঠে বসে আমার থেকে কিছুটা সরে গেল। চুল ঝেড়ে নিল চারপাশে পানি ছিটিয়ে।

'যথেষ্ট হয়েছে।' পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে বলেছিল ওয়েন্ডি, 'প্রফেসর ন্যাকো যদি ঢুকে পড়ে, কি হবে বুঝতে পারছ?'

'তেমন কিছু হবে বলে মনে করি না আমি।' মুচকি হেসে বলেছিলাম, 'তুমি সেই ভয় পাচ্ছ নাকি?'

BanglaBook.org

ওপরে হাসলেও বেল্টের নিচে পরিচিত একটা স্পন্দন টের পাচ্ছিলাম। যেটাকে আমরা বলতাম *'থ্রু-দ্য-প্যান্টস-জব'* দিয়ে মাঝে মাঝে ওয়েন্ডি আমাকে এই স্পন্দন থেকে স্বস্তি দেয়। তবে, সেদিন ওটা পাওয়ার আশা ছেড়েই দিলাম।

'তার কোন ছাত্র চলে আসতেই পারে।' বলেছিল ও, 'পাসিং গ্রেড তোলার জন্য অনুরোধ করতে করতে এমন কোন মেয়ে চলে এল ধর। "প্লিজ প্রফেসর! প্লিজ-প্লিজ-প্লিজ! যা বলবেন তাই করব আমি, যা চাইবেন তাই দেব।"

এটা অবশ্য ওয়েন্ডি মন্দ বলেনি। মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীরা নতুন থিম রাখার জন্য এ ঘরে ঢু মারে। এই সোফা অবশ্য সেক্স করার জন্যই রাখা হয়েছে, তবে পরিবেশটা সবসময় অনুকূলে থাকে না। এখানকার চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে ওই উদ্দেশ্যে ঢোকা ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে।

'তোমার সোশিওলজি ফাইনাল কেমন হল?' জানতে চাইলাম আমি।

'ওকে সন্দেহ আছে এ প্লাস পাবো কি না, তবে পাশ করব। এতেই আপাতত সন্তুষ্ট আমি।' শরীরটা টান টান করেছিল ও, হাত ছুঁয়ে গেছিল মাথার ওপরের সিঁড়িতে। ওর বুকজোড়া ব্রার বাধামুক্ত, চমৎকার তরঙ্গ তুলে লাফিয়ে উঠেছিল তারা। ঘড়ি দেখল ও, 'আমি ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর বের হয়ে যাব এখান থেকে।'

'তুমি আর রেনে?' প্রশ্নটা করার জন্যই করতে হল। ওয়েন্ডির রুমমেটের সাথে আমার দহরম মহরম কোন সম্পর্ক ছিল না। একবার আমাদের ঝগড়ার পর রেনে বরং বলেছিল আমি ওয়েন্ডির জীবন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি!

'ঠিক ধরেছেন, স্যার। ও আমাকে বাবার ওখানে নামিয়ে দেবে। আর এক সপ্তাহ পর আমরা অফিসিয়ালি ফিলেন কোম্পানির কর্মচারী হয়ে যাবো।'

এমনভাবে কথাটা বলেছিল ও যেন চাকরিটা কোন কোম্পানির হয়ে না, হোয়াইট হাউজে! তবুও কোনরকম অসন্তোষ প্রকাশ করিনি আমি। দুশ্চিন্তা করার মত আরও বিষয় ছিল আমার।

BanglaBook.org

'শনিবার বারউইকে আসছ তো?' জানতে চাইলাম।

সেদিনের জন্য মহা পরিকল্পনা সাজানো ছিল আমার। সকালে আমাদের বাড়িতে আসার কথা ছিল ওর, রাতটা ওখানে কাটাবে সে। অবশ্যই তাকে গেস্ট

বেডরুমে থাকতে দেওয়া হবে, তবে হল থেকে ওটা মাত্র বারো পা দূরে। সেদিনের পর এ বছরের গ্রীষ্মটা একে অপরকে না দেখে থাকতে হবে, তা আমাদের জানা ছিল। এজন্য ভেবেছিলাম 'ওটা' হয়েই যাবে এবার আমাদের।

তবে, ছোটবাচ্চারাও ভাবে সান্তা ক্লজ স্লেজে চড়ে এসে তাদের গিফট দিয়ে যায়। আবার আমাদের ইউনিভার্সিটির নতুন ছাত্রছাত্রীরা প্রায় এক সেমিস্টার ধরে মনে করে জর্জ বি. ন্যাকো একজন সত্যিকারের প্রফেসর, সত্যিকারের ইংলিশ কোর্স পড়াচ্ছেন তিনি।

'*অ্যাবসুলুডল।*' চারপাশে তাকিয়েছিল ওয়েন্ডি, কাওকে দেখতে পেল না অবশ্য। আস্তে করে একটা হাত বাড়িয়ে আমার উরুর ওপর নিয়ে এল, তারপর জিন্সের প্যান্টের কুঁচকিতে এসে থেমে গেল ওটা। যেটা খুঁজছিল, সেটা পেয়ে গেছে। আলতো করে টানল ওটাকে ধরে। 'এদিকে আসো তো।'

অবশেষে, থ্রু-দ্য-প্যান্টস-জব পেলাম আমি। দারুণভাবে দিলো ওয়েন্ডি, ধীরে ধীরে, ছন্দ ধরে রেখে। বাইরের বজ্রপাত থেকে বৃষ্টি শিলা বৃষ্টিতে পাল্টে গেছে যখন, মেয়েটা শেষ প্রান্তে চলে এসেছে তার কাজের। সবশেষে শক্ত করে চেপে ধরল ও, আমার চরম সুখের মুহূর্তটাকে দীর্ঘ আর গভীর করে তুলল।

'ভালমত ভিজে তারপর ডর্মে ফিরে যেও। নাহলে এখানে আমরা কি করছিলাম সেটা বুঝতে কারও আর বাকি থাকবে না।' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, 'যেতে হবে আমাকে, ডেভ। এখনও অনেক কিছু প্যাক করা বাকি আছে আমার।'

'শনিবার দুপুরে তোমাকে তুলে নেব আমি, ঠিক আছে?' বললাম, 'রাতের জন্য আব্বু তার প্রিয় চিকেন ক্যাসেরোল রান্না করবে।'

আরেকবারের মত স্বভাবসুলভ 'অ্যাবসুলুডল' বলল ও। তারপর আঙুলের গোড়াতে ভর দিয়ে আমার ঠোঁটে চুমু খেল। ওয়েন্ডি কীগ্যানের ট্রেডমার্ক এটা। সব ঠিকই ছিল ও পর্যন্ত, তারপর জানতে পারলাম রেনের প্ল্যান পাল্টে গেছে, দুই দিন আগেই বোস্টন ছুটছে ওরা।

BanglaBook.org

আমার শনিবারের প্ল্যান বাতিল হয়ে গেল চোখের পলকে।

'আ'ম সরি, ডেভ।' বলেছিল ও, 'কিন্তু, ওর গাড়িতে করেই যাচ্ছি আমি। রেনে আগে গেলে আমাকেও যেতে হবে।'

'সব সময়ই বাস চলে।' বিমর্ষ কণ্ঠে বললাম তাকে। জানি, কথাটা কোন কাজে আসবে না।

'ওদের প্রমিজ করেছি যে, সোনা। আর ইম্পেরিয়ালের পিক্সিনে টিকেট কাটা আছে আমাদের। রেনের বাবা আমাদের জন্য সারপ্রাইজ হিসেবে কিনেছেন। যেতেই হবে ওর সাথে।' একটু থেমেছিল সে, তারপর বলেছিল, 'আমার জন্য সুখী হও তো! তুমি নর্থ ক্যারোলিনার চাকরিটা পেয়ে গেছ, এজন্য আমি কিন্তু তোমাকে নিয়ে সুখী। তুমি কেন পারছ না?'

'সুখী হলাম।'

'এইতো লক্ষীটা আমার!' কণ্ঠস্বর নেমে এসেছিল তার, 'সামনের বার যখন দেখা হবে, পুষিয়ে দেব আমি। প্রমিজ!'

এই প্রমিজটা সে কোনদিনও রাখেনি, আবার এক অর্থে ভেঙ্গেও ফেলেনি। কারণ, প্রফেসর ন্যাকোর অফিসে সেদিন একসাথে থাকার পর আর কোনদিন তার সাথে আমার দেখা হয়নি। ওকে শেষ কোন ফোনকল দিয়ে ন্যাকা কান্নাও কাঁদিনি আমি। এটা অবশ্য টম কেনেডির পরামর্শ ছিল (তার ব্যাপারে খুব শীঘ্রই বিস্তারিত বলব) আর আইডিয়াটা মোটেও খারাপ কিছু দেয়নি সে। ওয়েন্ডি এমন একটা ফোনকলের আশা করে থাকতেই পারে, আর কিছু না হোক, নিরাশ করা গেছে তাকে।

আশা করেছিলাম, নিরাশ হবে মেয়েটা। এতবছর পার হওয়ার পরও আমি এখনও আশা করি, মেয়েটা আশাহত হয়েছিল।

প্রেম ক্ষত রেখে যায়।

❤

যেমনটা স্বপ্ন দেখেছিলাম তেমনটা ঘটেনি। এটা আমার জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আমার স্বপ্ন কখনই সত্য হয় না। তবে, অন্তত এই একটাবার একেবারে পানিতেও পড়েনি আমার পরিকল্পনা।

না, আমি *প্রায়-বেস্ট-সেলার* লেখক হতে পারিনি। তবে ভালো আয়-ইনকাম আমার বই থেকে আসছে। হাজার হাজার লেখককে চিনি, যারা আমার মত সৌভাগ্যবান নন। ধীরে ধীরে আমার ইনকামের ছকটা নিজের আয়ত্বে আনার চেষ্টা করছি, ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক গ্রাফের মই বেয়ে ওপরে দিকে উঠছি। এটাকে বলে

BanglaBook.org

কমার্সিয়াল ফ্লাইট, একটা পর্যায় যেটা বুঝতে হলে আপনার ভালোরকমের অর্থনীতিবিদ্যার ওপর জ্ঞান থাকতে হবে।

একবছরের মধ্যেই এডিটর-ইন-চীফের পোস্টটা বাগিয়ে ফেলেছি। ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ হ্যাম্পশায়ারের ক্যাম্পাসে আমাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় এখন। দুই দিনের সিম্পোসিয়ামে অ্যাটেন্ড করার জন্য যেতে হয়, একবিংশ শতাব্দীতে ট্রেড ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে।

দ্বিতীয় দিন একটা বিরতি পেতেই হ্যামিলটন স্মিথ হলের দিকে ছুটলাম। বেজমেন্টের সিঁড়িতে পা রেখে নস্টালজিক হয়ে গেলাম মুহূর্তের জন্য। থিম, সেলিব্রেটি গন্ধের লেবেল বসানো সীটিং চেয়ারগুলো থেকে শুরু করে আলবেনিয়ান শিল্পকর্মগুলোর কিছুই নেই এখন আর। চেয়ার, সোফা আর স্ট্যান্ডিং অ্যাশট্রেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তারপরেও, কেউ একজন ঠিক মনে রেখেছে!

যেখানে টেপ দিয়ে সাইন করা ছিল, *স্মোকিং ল্যাম্প ওয়াজ অলওয়েজ লিট* - সেখানেই ছোট এক টুকরো কাগজ আটকে থাকতে দেখলাম। এতটাই ছোট করে কিছু লিখা হয়েছে সেখানে, আমাকে মাথা বাঁকিয়ে দেখতে হল। আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কাছাকাছি গিয়ে পড়তে পারলাম লেখাটা।

"প্রফেসর ন্যাকো এখন হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজার্ড্রিতে পড়ান"

দারুন তো! কোন যুক্তিতে তিনি সেখানে পড়াবেন না?

ঠিকই তো আছে! আমাদের ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েগুলোর রসবোধ দেখার মত।

ওয়েন্ডির ব্যাপারে যদি বলি, ওর ব্যাপারে পরে আর কোন খবর পাইনি আমি। হয়ত আমার গুগল ব্যবহার করা উচিত ছিল, একবিংশ শতাব্দির অ্যাজিক এইট-বল। সার্চ করে তাকে খুঁজে বের করা উচিত ছিল, উচিত ছিল তার স্বপ্নের বুটিক শপটা সে পেয়েছে কি না তা জানা।

কিন্তু কথা হল, কি দরকার? কোন উদ্দেশ্যে দরকার আমার এসব খবর? যে গেছে সে গেছেই। যেটা শেষ সেটা শেষ-ই। তাছাড়া, জয়ল্যান্ড থেকে বেঁচে ফিরে আসার পর আমার ভাঙ্গা হৃদয়কে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ কোন টপিক বলে মনে হয়েছিল। মাইক এবং অ্যানি রস এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

BanglaBook.org

আব্বু আর আমি একসাথে বসে ডীনার করে ফেললাম সেরাতে। আব্বুর প্রিয় চিকেন ক্যাসেরোল দিয়ে খাবারটা মন্দ হল না ঠিক, তবে তৃতীয় কোন পক্ষ ডাইনিং টেবিলে উপস্থিত ছিল না। বিষয়টা নিয়ে আব্বু কোন কথা তুলল না, আমার প্রতি সম্মান রেখেই চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খুব সম্ভব। নাহলে যে আজ ওয়েন্ডির মান-সম্মান স্রেফ্ ধুলোতে মিশিয়ে দিত, এ নিয়ে আমার অন্তত সন্দেহ নেই কোন।

রেনে আমার কাছে যতটা প্রিয়,টিমোথি জোনসের কাছে ওয়েন্ডিও ঠিক ততটাই প্রিয়। আগে আমি মনে করতাম, আমার জীবনে ওয়েন্ডির গুরুত্ব দেখে আব্বু তাকে ঈর্ষা করে। বাবা-মা ছেলের ভালোবাসার কাঙাল হয়ে থাকেন। আব্বুই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, আমার চেয়ে স্পষ্টভাবে মেয়েটাকে পড়তে পেরেছিল সে। অভিজ্ঞতা কথা বলে, বেটির উড়ু উড়ু স্বভাব আমি দেখতে না পেলেও আব্বু পেরেছিল।

এসব নিয়ে আব্বুর সাথে আমার কথা হয়নি কখনও। তাই নিশ্চিত করে বলতে পারব না। আব্বুর সাথে ওয়েন্ডিকে নিয়ে কথা না বলার পেছনে একটাই কারণ, কোন্ পুরুষ মানুষটা একটা মেয়েকে নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যেতে পেরেছে? ওয়েন্ডি আর নিজের সম্মান রক্ষার্থেই চুপ থাকা শ্রেয় মনে করে এসেছি আমি।

খাওয়া আর থালা ধোয়া শেষ করে আমরা কাউচে বসে বিয়ারের বোতল খুললাম, পপকর্ন মুখে ফেলতে ফেলতে একটা মুভি দেখা শুরু করলাম। জিন হ্যাকম্যান অভিনীত এই মুভিতে হ্যাকম্যান অভিনয় করছে এক পোড়খাওয়া পুলিশ অফিসারের। পুলিশ অফিসারের চরিত্রটি বীভৎস রুচির, সুযোগ পেলেই সেক্স পার্টনারকে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছে, তারপর পা চেটে খাওয়া শুরু করছে। এরমধ্যেও ওয়েন্ডিকে মিস করছিলাম আমি, সে নিশ্চয় ওদিকে দিব্যি পিঙ্কিন কোম্পানীর গান "স্প্রেড আ লিটল সানশাইন" শুনছিল! এভাবে ভাবলে অবশ্য আমি আর আব্বু মুভি নিয়ে একদিক থেকে শান্তিতেই আছি। ঘরে কোন মেয়ে না থাকলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া তো যায়ই, খেয়ে দেয়ে এসেছি, শান্তিমত চোকা ঢেকুর তুললাম আমরা, সশব্দে ছেড়ে দিতে পারলাম যেটাকে ভদ্রভাষাতে বলে 'চামড়ার বন্দুক, বাতাসের গুলি', কোনকিছুই চেপেচুপে ছাড়তে হল না আমাদের।

BanglaBook.org

পরের দিনই বাড়িতে আমার শেষদিন ছিল। বাড়ির পেছন দিয়ে একটা অব্যবহৃত রেইললাইন চলে গেছে বনের ভেতর, একসাথে আমি আর আব্বু হাঁটলাম পথে। এখানেই বেড়ে উঠেছিলাম আমি, আম্মু কড়া নিষেধ করে দিয়েছিল যাতে এই রেইললাইন ধরে আমি বা আমার বন্ধুরা ছোটাছুটি না করি। শেষ ট্রেনটা ঐ লাইন দিয়ে গেছিল মোটামুটি দশ বছর আগে। লাইনের ওপর মরিচা পড়ে গেছে অনেকদিন আগে থেকেই, তায় আবার জন্মেছে ছোট ছোট ঘাস। তারপরও আম্মুর দুশ্চিন্তা যেত না, আমাদের বার বার বলত শেষ একটা ট্রেন হয়ত বুলেটের বেগে চলে যাবে ওই পথ ধরে, আমাদের পেস্ট বানিয়ে দেবে গতিপথে পেলে।

অথচ, আমাদের না, আনশিডিউলড একটি ট্রেন ধাক্কা দিল কি না আম্মুকেই! মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যানসারে মারা গেল আম্মু, নিষ্ঠুর হতচ্ছাড়া *ক্যানসার এক্সপ্রেস*!

'এই গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গ মিস করব আমি।' বলল আব্বু।

' তোমাকেও মিস করব আমি।'

'ওহ! ভুলে যাওয়ার আগেই দিয়ে দেই-' বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চেক বের করে আনল সে, 'আগে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ডিপোজিট করে ফেলবে এটাকে। তারপর তাদের কাছে দ্রুত ক্লিয়ারেন্স করতে চাইবে। ঠিক আছে?'

পরিমাণটার দিকে তাকালাম, পাঁচশ চেয়েছিলাম আমি। বাবা দিয়েছেন এক হাজার! চমকে উঠে জানতে চাইলাম, 'এত দিচ্ছ যে, সমস্যা হবে না তো তোমার?'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল আব্বু, 'আরে নাহ, তুমি ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতে না? তোমার পেছনে তেমন খরচ তো হয়নি আমার। সেজন্যই পারছি এখন দিতে, বাড়তি টাকাটুকু বোনাস হিসেবে নাও।'

বাবার গালে চুমু খেলাম, খসখসে। সেদিন সকালে শেভ করেননি বাবা, 'থ্যাংকস।'

'তুমি জানও না কতটা স্বাগত তোমাকে।' পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কোন দ্বিধা ছাড়াই আমার সামনে নিজের চোখের পানি মুছে ফেলল আব্বু, 'প্যানপ্যানানির জন্য দুঃখিত। আসলে, ছেলে দূরে চলে গেলে বাবা-মায়ের জন্য

BanglaBook.org

স্বাভাবিক থাকা কঠিন। একদিন বুঝবে, বাবা হবে যেদিন... আশা করি যখন তোমার জীবনে এই দিনটা আসবে, চমৎকার কোন মেয়ে পাশে থাকবে সঙ্গ দিতে।'

মিসেস শপ্‌ল'র কথা মনে পড়ে গেল। উনি বলেছিলেন, 'বাচ্চাকাচ্চা খুব ঝুঁকির জিনিস।' আরও গভীরভাবে অর্থটা বুঝতে পারলাম এখন। বাবার দিকে ভাল করে তাকালাম, 'আব্বু, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি ঠিক থাকবে তো?'

রুমালটা আবারও পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল আব্বু, পরিষ্কার একটা হাসি দিল আমার দিকে তাকিয়ে, হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত। 'মাঝে মাঝে ফোন দিও, আমিও দেব। আর, তোমাকে ওদের কোন রোলার কোস্টারের চূড়োতে উঠে কাজ করাতে দিও না।'

কাজটা আমার কাছে খুবই উত্তেজক মনে হল। কিন্তু আব্বুকে সেটা বলে দুঃখ দিতে চাইলাম না। বললাম, 'ওরকম কাজ করতে দেব না ওদের, চিন্তা করবে না একদম।'

'আর-' এরপরের বাক্যটা উপদেশ ছিল না স্নেহ তা আমার আর জানা হল না। তীব্র বিস্ময়মাখা কণ্ঠে আব্বু বলল, 'ওদিকে দেখ!'

পঞ্চাশ গজ সামনে এক হরিণী বের হয়ে এসেছে বন থেকে। রেইল লাইনের ওপর উঠে এসেছে একা একা। ঘাসগুলো ওখানে অনেক বড় বড়, মোটামুটি নিজেকে ঢেকে ফেলেছে ঘাসের আবরণে। আমাদের দিকে শান্ত একটা ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে এখন, কানদুটো খাড়া হয়ে আছে। ওই মুহূর্তের একটা বৈশিষ্ট্যই আমার মনে আছে এখন, সে সময়ের অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা। আম্মু আমাদের সাথে থাকলে নির্ঘাত ক্যামেরা বের করে ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ভাবনাটা আমাকে অসীম শুন্যতার দিকে ঠেলে দিল। আম্মুকে এত গভীরভাবে কতদিন যে মিস করিনি!

আব্বুকে আচমকা শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম, 'আব্বু, আই লাভ ইউ!'

'জানি রে পাগল ছেলে!' বলল আব্বু, 'জানি আমি।'

এরপর ঘুরে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম, হরিণীটা চলে গেছে। একদিন পর আমিও উধাও হয়ে গেলাম ওখান থেকে।

BanglaBook.org

বিশাল ধূসর বাড়িটার কাছে যেদিন আবারও ফিরে এসেছি, শামুকের খোলের সাইনবোর্ডটাকে খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে দেখলাম। স্টোর রুমে তুলে রেখেছেন মিসেস শপ্‌ল'। আগের দিনই দেখেছিলাম খোলগুলো খুলে খুলে পড়ছিল। মেরামতের প্রয়োজনে অবশ্য ওটাকে সরানো হয়নি। সাইনবোর্ডে 'ভাড়া দেওয়া হবে' জাতীয় কথা বার্তা লিখা ছিল। এখন তার আর প্রয়োজন নেই। বিধবা গৃহকর্ত্রীর সবগুলো অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হয়ে গেছে।

দোতলাটা আমি টিনা অ্যাকারলির সাথে শেয়ার করলাম। তিনতলাতে মিসেস শপ্‌ল'র ভাড়াটে দু'জনের একজন লালচুলো আর্ট মেজর সুন্দরী এরিন কুক আর একজন রুটজারসের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট, নাম টম কেনেডি। এরিন হাই স্কুল আর বার্ডে ফটোগ্রাফি কোর্স নিয়েছিল, তাকে হলিউড গার্ল হিসেবে ভাড়া করেছে জয়ল্যান্ড। টম কেনেডি আর আমার পথ অবশ্য একই।

'হ্যাপী হেল্লারস।' বলেছিল টম, 'অন্য ভাষাতে বলতে গেলে, জেনারেল এমপ্লয়মেন্ট। আমার অ্যাপ্লিকেশনে এই জিনিসের ওপরই টিক মেরেছে ওই লোকটা, ফ্রেড ডীন না কি জানি নাম তার। তুমি?'

'একই অবস্থা ভাই আমার।' বললাম, 'অর্থটা দাঁড়াল, আমরা দু'জনই ঝাড়ুদার।'

'আমার সন্দেহ আছে।'

'কেন? সন্দেহ কিসের?'

'কারণ, আমরা সাদা।' বলল সে, কাপড় ধোয়ার সময় দেখা গেল তার কথাই ঠিক। কাস্টোডিয়াল ক্রুরা বিশজন পুরুষ আর ত্রিশজন মহিলা, কাভারল পরে তারা, ব্রেস্ট পকেটে সেলাই করা আছে হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডের ছবি। এরা সবাই হাইতিয়ান অথবা ডমিনিকান। তাদের নামে কোন ডকুমেন্ট আছে বলে মনে হয় না। নিজেদের আলাদা গ্রামে থাকে তারা, পার্ক থেকে দশ মাইল মত দূরে হবে সেটা। পরিত্যক্ত স্কুল বাসে করে যাওয়া আসা করতে হয় তাদের।

আমি আর টম ঘণ্টায় চার ডলার করে কামাচ্ছিলাম। এরিন আমাদের থেকে সামান্য বেশি। খোদা ভাল জানেন বেচারা 'ঝাড়ুদার'গুলো কত করে পাচ্ছিল। প্রচুর

BanglaBook.org

কাজ করতে হত তাদের, পুরো দক্ষিণাঞ্চল জুড়েই তখন নেটিভদের অসম্ভব খাটানো হত। চল্লিশ বছর আগের ঘটনা, কাজেই কেউ এসব নিয়ে খুব একটা গা করত না।

একটা দিক অবশ্য আমাদের দুই শ্রেণির পরিশ্রমটাকে সমান করে দিয়েছিল। তাদের কখনও ফারের পোশাকটা পরতে হত না। প্রথমদিন লেন হার্ডি আমাকে এটা নিয়েই বলতে চেয়েছিল। এরিনকেও পরতে হয়না ওটা।

টম আর আমাকে পরতে হত ফার।

❤

প্রথম যেদিন কাজে যাওয়ার কথা আমাদের, তার আগের রাতে পার্কের কর্মচারী আমাদের তিনজনকে মেইসন শপ্‌ল'র বৈঠকখানাতে আলোচনারত অবস্থাতে পাওয়া গেল । একে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়ার পর সামনের গ্রীষ্মটা কেমন যাবে তা নিয়ে হাল্কা পাতলা কথা বললাম আমরা। কথার ফাঁকেই চাঁদ আমাদের মাথার ওপর উঠে গেল, আটলান্টিক ভেসে যেতে থাকে সে আলোতে। সেদিন বনের ধারে দেখা হরিণীর মতই অভূতপূর্ব এক দৃশ্য সেটা।

এরিন একটু বেশিই উত্তেজিত। বলল, 'তোমরা বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক! কাজটা কতটা কঠিন হতে পারে!'

টমের গায়ে লাগল কথাটা। ও বলল, 'তোমার জন্য তো বলা সহজই। এদিক ওদিক লাফিয়ে কয়েকটা ছবিই তো তুলবে তুমি। আর কি? বাচ্চা পোলাপান যখন হুইরলি কাপের মাথাতে চড়ে হড়হড় করে পেটের সব খাবার উগরে দেবে, তখন তুমি সেটা পরিষ্কার করবে এমনটা তো আর কেউ আশা করবে না!'

'যেটা করা লাগবে সেটাই করব আমি।' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল এরিন, 'যদি আমাকে বমি পরিষ্কার করতে করতে ছবি তুলতে বলে, সেটাও করতে রাজি আছি। এই কাজটা আমার খুব দরকার। সামনের বছর গ্র্যাজুয়েট স্কুলে ভর্তি হতে হবে আমাকে। আমি এখনও দুই ধাপ পিছিয়ে আছি!'

BanglaBook.org

টমকেও বমি পরিষ্কারের কাজটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হল। বলল, 'আমাদের এক টীমে থাকার চেষ্টা করতে হবে।'

দিনশেষে অবশ্য আমাদের এক টীমেই দেখা গেল। প্রতিটা টীমের একটা করে নাম দেওয়া হয়। আমাদের টীমকে বলে হত *টীম বীগল*।

আলোচনার এ পর্যায়ে মিসেস শপ্‌ল' বৈঠকখানাতে ঢুকে পড়লেন, একটা ট্রেতে করে পাঁচটা শ্যাম্পেনের গ্লাস ধরে আছেন। মিস অ্যাকারলি মেয়েটা সুতোর মত পাতলা, চোখে মোটা চশমা ঝুলিয়ে নিখাদ লাইব্রেরিয়ান লুক নিয়ে ঢুকে পড়ল গৃহকর্ত্রীর সাথে। বোতলটা তার হাতে।

টম কেনেডির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'ফ্রেঞ্চ জিঞ্জার এল নাকি?'

'শ্যাম্পেন এটা।' উৎসাহে পানি ঢেলে দিলেন মিসেস শপ্‌ল', 'তুমি যে *মুয়ে-এ-সন্দুন* আশা করছিলে, সেটা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে? হতাশ করতে হচ্ছে তোমাকে, ইয়াং মি. কেনেডি, তবে এটা কোল্ড ডাক না।'

'আমার সহকর্মীদের হয়ে কথা বলতে পারছি না,' হেলান দিয়ে বলল টম, 'কিন্তু অ্যাপল জ্যাপলের কাছ থেকে যে অধম স্বাদ নেওয়ার শিক্ষা নিয়েছে তাকে এত দ্রুত আপনি হতাশ করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

মিসেস শপ্‌ল' একটুখানি হাসলেন, 'গ্রীষ্মের শুরুটা আমি সবসময় এভাবেই করি। আমার কাছে এই ছোট শ্যাম্পেন পার্টি হল সৌভাগ্যের প্রতীক। একদম কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না তোমরা, যতবার এভাবে গ্রীষ্ম শুরু করেছি, কোনবারই মাঝ-গ্রীষ্মে আমার ভাড়াটে পালিয়ে যায়নি। তোমরা সবাই একটা করে গ্লাস নাও, নাকি?' অনুরোধটা সম্পূর্ণ করার আগেই আমরা অতি আগ্রহের সাথে গ্লাসতুলে নিলাম হাতে, 'টিনা, পরিবেশন করে ফেল।'

মদের গ্লাসগুলো ভর্তি হয়ে আসতে মিসেস শপ্‌ল' গ্লাসসহই হাত তুললেন, আমরাও গ্লাসতুলে ধরলাম ওপরে।

'এরিন, টম আর ডেভিনের উদ্দেশ্যে - আশা করি চমৎকার একটা গ্রীষ্ম কাটবে তাদের। আশা করি, পঁচিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচেই ওদের ফার পরতে হবে।'

গ্লাসগুলো একসাথে টোকা দিলাম আমরা। তারপর গলাতে ঢাললাম। খুব বেশি দামের জিনিস না হলেও স্বাদ একেবারে খারাপ লাগল না। পাঁচজনের জন্য যথেষ্ট থেকে গেছিল প্রথম দফার পর। কাজেই, আরেকদফা হয়ে গেল। এবার টম টোস্ট করল আমাদের হয়ে, 'মিসেস শপ্‌ল'র উদ্দেশ্যে, যিনি আমাদের ঝড়ের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন!'

BanglaBook.org

সুন্দর করে হাসলেন গৃহকর্ত্রী, 'ওহ, ধন্যবাদ, টম! সুন্দর বলেছ! কিন্তু, এধরণের কোন কথাই তোমার ভাড়া ডিসকাউন্ট করাতে পারবে না, মনে রেখ।'

আমরা পান করতে থাকলাম। গ্লাস নামিয়ে রাখার সময় নিজেকে সামান্য ঝিমঝিমে মনে হল আমার। সবার উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম, 'ফার পরার ব্যাপারটা আসলে কি?'

মিসেস শপ্‌ল' আর মিস অ্যাকারলি একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল দুইজনই। উত্তরটা এল লাইব্রেরিয়ানের কাছ থেকে, যদিও ঠিক উত্তর বলা চলে না ওটাকে।

'নিজেরাই বুঝতে পারবে এক সময়।'

'বেশি রাত জেগো না তোমরা।' উপদেশ দিলেন মিসেস শপ্‌ল', 'সকাল সকাল বের হতে হবে কাল। শো বিজনেসে তোমাদের ক্যারিয়ার অপেক্ষা করছে সামনে।'

❤

সত্যিই খুব সকালে বের হতে হল আমাদের, ভোর সাতটাতে। পার্ক খোলার দুই ঘণ্টা আগেই উপস্থিত থাকতে হল ওখানে। তিনজন একসাথে বীচ ধরে হেঁটে গেলাম, সবচেয়ে বেশি কথা বলল টম। আমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি বকবক করে। তার মত প্রাণশক্তির কেউ এখন আমাদের মধ্যে না থাকলে এই হাঁটাটা রীতিমত ক্লান্তিজনক একটা ট্যুর হতে পারত।

এরিন স্রোতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটছে, হাতে তুলে নিয়েছে ওর জুতোজোড়া। যে অদ্ভুত মুগ্ধতার দৃষ্টি নিয়ে সে টমের দিকে তাকাচ্ছে, তাতে আমার রীতিমত ঈর্ষাই হল। কথা দিয়েই মেয়েটাকে পটিয়ে ফেলেছে টম, অথচ ভারী দেহের এই ছেলে হ্যান্ডসাম গ্রেড থেকে কমপক্ষে তিন ধাপ নিচে আছে। আমার মধ্যে তার মত এনার্জি আর বাকচতুরতা নেই, ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

'এসবের মালিকদের কতটা ধনী হতে হয়?' হাত বাড়িয়ে বীচ রো-র বাড়িগুলো দেখাল টম। আমরা তখন বিশাল সবুজ বাড়িটা পার হচ্ছি। সেদিন হুইলচেয়ারের ছেলেটা বা সেই সুন্দরী ভদ্রমহিলা এখানে ছিল না। অ্যানি আর মাইক রস দৃশ্যপটে এসে ঢুকেছিল পরে।

BanglaBook.org

'অন্তত মিলিয়নিয়ার তো হতেই হয়।' এরিন জানাল, 'এটা হ্যাম্পটনস না হয়ত, কিন্তু একদম ফালতু কোন জায়গাও কিন্তু না।'

'জমিজমার দাম এই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক হয়ত আরও কমিয়ে দিয়েছে।' জয়ল্যান্ডের তিন প্রধান ল্যান্ডমার্কের দিকে তাকালাম। সকালের নীল আকাশে ফুটে আছে ওরা, এখন পানির মতই স্থির। থান্ডারবল, ডেলিরিয়াম শেকার আর ক্যারোলিনা স্পিন।

'নাহ, তুমি ধনী লোকজনের চিন্তা করার ধাঁচটাই বুঝলে না। তারা যেটা দরকার দৃশ্যপট থেকে মুছে ফেলতে পারে। ধরা যাক, কোন খড়ের গাদা পড়ে আছে তার বাড়ির সামনে। তুমি তাকে গিয়ে বললে সে চোখ কপালে তুলে ফেলবে। তারপর শুধু বলবে, "খড়ের গাদা? কোন খড়ের গাদা?" এই ক্ষেত্রেই ধর না, পার্কের কথা বলছ তো? কোন পার্ক? দেখবে তারা ভাবটা দেখাবে, এখানে একটা পার্ক আছে সেটাই জানে না কেউ। এধরণের সমুদ্র তীরের বাড়িগুলোতে যারা বাস করে, জীবনযাত্রা নিয়েতাদের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের হয়।'

টম থেমে গেছিল তখন, চোখ সরু করে তাকাল সবুজ ভিক্টোরিয়ান বাড়িটার দিকে, অদূর ভবিষ্যতে আমার জীবনে ভাল ধরণের গুরুত্ব রাখতে যাচ্ছে যে বাড়িটা। ততদিনে অবশ্য এরিন আর টমের মধ্যে প্রেম হয়ে যাবে, স্কুলে ফিরে যাবে আমার এই দুই বন্ধু। ভারিক্কী চালে এই মুহূর্তে টম বলল, 'এই বাড়িটা আমি কিনে নেব। এখানে আমি উঠব ... আম ... ১৯৮৭-র পয়লা জুনে।'

'আমি শ্যাম্পেন নিয়ে আসব, যাও!' এরিন বলে বসল।

হেসে ফেললাম আমরা সবাই।

❤

এই দিনটাতেই প্রথম আর শেষবারের মত জয়ল্যান্ডের প্রতিটি ক্রুকে একসাথে দেখলাম। সার্ফ অডিটোরিয়ামে এসে জড়ো হয়েছিলাম আমরা। বি-লিস্ট কাউন্ট্রি আর বয়স্ক রকাররা যে কনসার্ট হলে পারফর্ম করেছিল, এটাই সেটা। প্রায় দুইশ'জন মানুষ জড়ো হয়েছিলাম সেখানে, বেশিরভাগই টম, এরিন বা আমার মত কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। দুটো পয়সা কামানোর সুযোগে এসে জুটেছে। রোজি গোল্ডকেও দেখতে পেলাম, কাজের পোশাক পরে এসেছে সে, জিপসি গাউন আর অদ্ভুতদর্শন কানের দুল শরীরে।

BanglaBook.org

লেন হার্ডি স্টেজে উঠে গেল। মঞ্চের ওপর একটা মাইক ঠিক করে রাখছিল সে, কাজটা করে কয়েকবার আঙুল দিয়ে টোকা মেরে দেখল সব ঠিক আছে কি না। এখনও তার ডার্বিটা মাথাতেই আছে, সামান্য বাঁকানো। জানি না হাজার হাজার তরুণের মধ্যে আমাকে সে কিভাবে বের করে ফেলল, তবে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে হ্যাটের কানা থেকে আঙুল তুলে একটা স্যালুট দিল সে। আমিও একটা ফিরতি পথে পাঠিয়ে দিলাম।

কাজ শেষ করে স্টেজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসল সে। রোজি একটা সীট জমিয়ে রেখেছিল তার জন্য, ওটাতে বসে পড়ল সে। ফ্রেড ডীন উইং থেকে শান্ত পায়ে বের হয়ে এল। মাইক্রোফোন প্রথমে দখল করল সে-ই।

'বসে পড় সবাই। বসে পড়! তোমাদের হাতে টীম অ্যাসাইনমেন্ট তুলে দেওয়ার আগে জয়ল্যান্ডের মালিক, তোমাদের এমপ্লয়ার, কিছু বক্তব্য রাখবেন। মি. ব্র্যাডলি ঈস্টারব্রুকের জন্য জোরে করতালি হবে!'

অডিটোরিয়াম কাঁপিয়ে তালি দিলাম আমরা। স্বাগত জানালাম বয়স্ক একজন মানুষকে। খুবই সাবধানে হাঁটছেন তিনি, কোমরের কাছে ব্যথা আছে বলে মনে হল। এ বয়েসে এমনটা হয়ে থাকেই। বেশ লম্বা তিনি, সে তুলনায় অতিমাত্রায় পাতলা। কালো স্যুটে তাকে দেখাচ্ছে শবব্যবসায়ীদের মত, মোটেও অ্যামিউজমেন্ট পার্কের মালিকের মত কেউ বলে মনে হচ্ছে না তাকে। মুখটা লম্বা আর ফ্যাকাসে, অনেকগুলো আঁচিলে ভরে আছে। শেভ করা এই ভদ্রলোকের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যাচারের নামান্তর। কিন্তু, ক্লীন শেভ করেছেন তিনি। আবলুস-রঙা চুলগুলো মনে হল কোন বোতলের ভেতর থেকে এসেছে, গভীর ভ্রুর রেখার ওপর থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। মঞ্চে দাঁড় করানো পোডিয়ামের পাশে থেমে গেলেন তিনি, বিশাল হাত দুটো একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে আছে, তার চোখ দেখে মনে হল কোন সকেটের মধ্যে থেকে গভীর অন্ধকার তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বুড়ো মানুষটা সামনে বসে থাকা একদঙ্গল তরুণের দিকে তাকালেন, প্রথমে তরুণদল স্বাগতম জানিয়ে উঠলেও ধীরে ধীরে মিইয়ে গেল তারা।

ঠিক কি আশা করেছিলাম তা আমি জানি না। অ্যামিউজমেন্টের পার্কের মালিক হবেন জনতাকে প্রফুল্ল করে তোলার মত একটা চরিত্র, এমন কিছুই ভেবেছিলাম আমরা। পরবর্তীতে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম, সেই গ্রীষ্মে ব্র্যাডলি ঈস্টারব্রুক তিরানব্বই বছরে পা রেখেছিলেন।

BanglaBook.org

সবাই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে সুন্দর করে হাসলেন মালিক ভদ্রলোক। তরুণ-তরুণীদের পেশীতে এতক্ষণে ঢিল পড়ল। ঈস্টারব্রুক কথা শুরু করেছেন, 'তোমাদের সবাইকে-' একটু বিরতি নিলেন তিনি, '-জয়ল্যান্ডে স্বাগতম।'

এরপর পোডিয়ামের পেছনে যাওয়ার আগে তিনি আক্ষরিক অর্থেই আমাদের উদ্দেশ্যে বো করলেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড মাইক্রোফোন অ্যাডজাস্ট করতেই গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার জুড়ে দিল মাইক্রোফোন আর সাউন্ড সিস্টেম, তবে পুরো কাজটা করার সময় তিনি আমাদের দিক থেকে চোখ সরালেন না।

'অনেক পরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের ফিরে আসা আমাকে অন্যরকম আনন্দ দেয়। আর যারা নতুন এসেছ, কথা দিতে পারি এই গ্রীষ্মটা হবে তোমাদের জীবনের সেরা গ্রীষ্ম। সামনে অনেক কর্মক্ষেত্রেই কাজ করবে তোমরা, এই কাজটা দিয়ে সেগুলোর মানদণ্ড যাচাই করতে পারবে একদিন। এটা একটা বেহিসেবী উইশ করে ফেললাম বলে ভাবছ অনেকে? তাদের বলছি, বছরের পর বছর এরকম একটা জায়গা যে চালিয়ে আসছে সে একটু বেহিসেবী হতেই পারে, কি বল? তবে আমি নিশ্চিত, তোমরা এখানকার মত আরেকটা চাকরি আর কোথাও পাবে না।'

আমাদের সবার দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকালেন তিনি। তাতেই বৃদ্ধ লোকটার ঘাড় কটকট করে উঠল একরকম।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই মি. ডীন এবং মিসেস ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টি, ফ্রন্ট অফিসের রাণী বলা চলে তাকে, তোমাদের টীম অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন। সাতজন করে একটা টীম গঠিত হবে। আর টীমগুলোকে টীমের মতই একসাথে কাজ করতে দেখার আশা করব আমরা। টীমের কাজটা কি হবে তা টীম লিডারকে জানিয়ে দেওয়া হবে, সপ্তাহান্তে কাজের ধারা পাল্টে যেতে পারে, যেমনটা জব অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বলা হয়েছিল। কখনও কখনও প্রতিদিনই কাজের ধারা পাল্টে যেতে পারে। পরিবর্তন নাকি জীবনে বেঁচে থাকার মসলা। সেক্ষেত্রে আমি বলব, সামনের কয়েকটা দিন মসলামাখা যাবে তোমাদের। তবে আমি চাইব একটা ভাবনা তোমরা সব সময় মাথাতে রাখবে, তরুণ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। পারবে কি?'

এক মুহূর্তের জন্য তিনি চুপ মেরে গেলেন, যেন আমাদের কারও মুখ থেকে কিছু একটা শুনতে চাইছেন। ভীর থেকে টু শব্দটাও শোনা গেল না অবশ্য। অত্যন্ত বয়স্ক এক মানুষ, কালো কোট আর সাদা শার্ট পরিহিত অবস্থাতে অপার্থিব দেখাচ্ছে

BanglaBook.org

তাকে, এরকম কারও প্রশ্নের উত্তর হুটহাট দিতে চাবে না এই জেনারেশনের ছেলেমেয়ে। কাজেই, পরের কথাটা যখন শুরু করলেন তিনি, মনে হল নিজের সাথে কথা বলছেন। অন্তত শুরুটা সেভাবেই করেছিলেন ভদ্রলোক।

'পৃথিবী এখন ধ্বংসপ্রায়, যুদ্ধবিগ্রহ আর নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে গেছে সবখানে, করুণ ফলাফল আমরা দেখতেই পাচ্ছি। প্রতিটি মানব সন্তান এখন অসুখী, এই অশান্তির দায়ভার আমাদের সবাইকেই নিতে হয়েছে। ঘুমহীন রাত আর অশান্তির উৎস ওখানেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই বা কয়দিন আগে হল বল? তোমাদের মধ্যে যারা এখনও সে অভিজ্ঞতা পাওনি, একদিন পাবে। একটা দিন আসবে যখন রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে তোমাদের, উপলব্ধি করতে পারলেই দেখবে পৃথিবী মোটেও শান্ত কোন জায়গা নয়। নানারকম অশান্তি ওঁত পেতে আছে চারপাশে। মানবজাতির এরকম একটা অলঙ্ঘনীয় ভবিতিব্য এড়ানোর উপায় আমাদের কারও নেই, তবে এই গ্রীষ্মের জন্য তোমাদের একটা অমূল্য উপহার দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীর সংকটময় এই পরিস্থিতিতে তোমাদের আনন্দ বিক্রির কাজ করতে হবে। কাস্টোমারদের রক্ত পানি করা টাকার বিনিময়ে তোমরা তাদের সুখময় কিছুস্মৃতি উপহার দেবে, বাচ্চারা বাড়িতে ফিরে গিয়ে এখানে যা দেখেছে, যা করেছে তার স্বপ্নই রাতে দেখবে। নির্মম পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা নয়। কখনও কখনও তোমাদের এই কাজটাকে কঠিন মনে হবে। মিথ্যে আশা দেব না,আসলেই কঠিন কাজ করতে হবে তোমাদের। কখনও কখনও কাস্টোমারদের আচরণ তোমাদের কাছে কঠোর মনে হবে, আসলেই ওরকম আচরণ করবে তারা। মাঝে মাঝে তোমাদের মনে হবে, তোমাদের কাজটাকে কেউ সম্মান করছে না, এসব ভাবার আগে আরেকদিকে লক্ষ্য করতে হবে তোমাদের। এখানকার আলাদা ঐতিহ্য আর রীতিনীতি আছে। এটাকে আমরা বলি *দ্য টক*। আজ থেকেই এই ভাষাটা শিখতে শুরু করবে তোমরা, যখন কথা বলার সময় *দ্য টক* অনুযায়ী বলতে পারবে, তখনই এই পথে হাঁটাটা সহজ হবে তোমাদের জন্য। আমি এটা তোমাদের ব্যাখ্যা করে শোনাব না, কারণ এতে ব্যাখ্যা করার কিছু নাই। এটা অভিজ্ঞতা থেকে শেখার জিনিস।'

আস্তে করে আমার কানের কাছে মুখ আনল টম, 'দ্য টক? আমরা কি আমেরিকান এয়ারলাইনসের কোন মিটিংয়ে ঢুকে গেলাম নাকি?'

ওকে থামিয়ে দিলাম। কিছু বিধিনিষেধ ঘোষণা করা হবে বলে ভেবেছিলাম, এটা করা যাবে না-ওটা করা যাবে না প্রজাতির। তার বদলে অদ্ভুত আর কর্কশ একটা কবিতা শোনা গেল। ব্র্যাডলি ঈস্টারব্রুক পড়ে শোনালেন সেটা, আমরা তাজ্জব হয়ে গেলাম। আমাদের তাজ্জব করে দিতে পেরে বৃদ্ধের মুখ থেকে বড়

BanglaBook.org

একটা হাসি বেরিয়ে এল। দাঁতের সাইজ দেখে বুঝলাম, গোটা দুনিয়া হজম করে ফেলতে পারবেন ভদ্রলোক।

এরিন কুক তাকে আবিষ্ট হয়ে দেখছিল। সামার ভ্যাকেশনে কাজ করতে আসা অনেক তরুণ-তরুণের চোখেই এখন তেমন দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে কোন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের দিকে তাকায় - তার সাথে মিল আছে সে দৃষ্টিতে।

'আশা করি এখানে কাজ করতে তোমাদের ভালই লাগবে। কিন্তু, যখন লাগবে না, এক মুহূর্তের জন্য হলেও হয়ত লাগবে না যখন তোমার পালা আসবে ফার গায়ে চাপানোর, শুধু মনে করার চেষ্টা করবে, তোমরা বিশেষ একদল মানুষ। গোটা পৃথিবী যখন দুঃখে ছেয়ে গেছে, আমরা বসে আছি সুখের এক ছোট্ট দ্বীপে। তোমাদের অনেকে হয় বিভিন্ন পেশা বেছে নিতে চলেছ অদূর ভবিষ্যতে, কেউ হয়ত চিকিৎসক হতে চাও, কেউ আইনজীবি, কে জানে, হয়ত কেউ কেউ হতে চাও রাজনীতিবিদ-'

'ওহ-খোদা না!' কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। হাসির হল্লা বয়ে গেল তরুণ-তরুণীদের ভেতর। একটু আগে আমি ভেবেছিলাম ঈস্টারব্রুকের হাসি এর চেয়ে বেশি চওড়া হওয়া সম্ভব না, কিন্তু অবাক হলাম, আরও চওড়া হয়েছে বুড়োর হাসি। টম মাথা নাড়ছিল কিছুক্ষণ ধরে, হাল ছেড়ে দিল সে-ও, 'বেশ। এখন বুঝলাম।' আমার কানে কানে বলল ও, 'এই লোক দেখছি জেসাস অফ ফান!'

'ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য অনেক আনন্দময় জীবন অপেক্ষা করছে, তরুণ বন্ধুরা। অনেক দারুণ দারুণ কাজ তোমরা ভবিষ্যতে করবে, উল্লেখযোগ্য অনেক অভিজ্ঞতা হবে তোমাদের। কিন্তু, আমি আশা করব, জীবনে যে কোন পর্যায়ে আমাদের এই গ্রীষ্মের স্মৃতি তোমাদের মনে পড়বে। জয়ল্যান্ড সব সময় তোমাদের জন্য বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে। আমরা আসবাবপত্র বিক্রি করি না এখানে, গাড়ি-বাড়ি-জমি নিয়ে ব্যবসা করি না, কোন রাজনৈতিক স্বার্থে আমরা কাজ করি না। আমরা আনন্দ বেচি। এটা কখনও ভুলে যাবে না, ঠিক আছে? মনোযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

এক পা সরে পোডিয়াম থেকে বের হয়ে এলেন তিনি। আরেকবার মাথা নুইয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন। তারপর ব্যাথাময় শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে থাকলেন বাইরের দিকে। তিনি কয়েক পা চলে যাওয়ার পর সবার চটক ভাঙ্গল, করতালিতে ফেটে পড়ল অডিটোরিয়াম।

আমার জীবনে শোনা সবচেয়ে সেরা ভাষণগুলোর মধ্যে ওটা ছিল একটা। কারণ, ভদ্রলোকের বলা কথাগুলোতে আজাইরা প্যাচাল ছিল না, বাস্তব কথা বলে গেছেন তিনি। তাছাড়া, কয়জন মানুষ ভবিষ্যতের চাকরির দরখাস্তগুলোতে অভিজ্ঞতার জায়গায় "সোল্ড ফান ফর থ্রি মানথ্স ইন ১৯৭৩" লিখতে পারে?

❤

টিম লীডারদের সবাই দীর্ঘদিন ধরে জয়ল্যান্ডের হয়ে কাজ করে এসেছে। অনেকে পার্ক সার্ভিস কমিটির সদস্যও, অর্থাৎ, তারা রাষ্ট্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন কানুন সামলে থাকে (দুটোই ১৯৭৩ সালে খুবই করুণ অবস্থাতে ছিল), ফিল্ড কাস্টোমারদের কমপ্লেন এরাই শোনে। সেই গ্রীষ্মে অবশ্য প্রায় সব কমপ্লেন এসেছিল নন-স্মোকিং পলিসি নিয়ে।

আমাদের টীম লিডার গ্যারী অ্যালেন খুবই উদ্যমী লোক, সত্তরের মত বয়েস, অ্যানি ওকলি শুটিং গ্যালারিটা তার। প্রথম দিনের পর থেকে ওটাকে আমরা কেউ আর সে নামে ডাকিনি অবশ্য। *দ্য টক* অনুযায়ী, শুটিং গ্যালারিকে বলা হয় *ব্যাং-শাই*, আর গ্যারীকে বলতে হবে 'ব্যাং-শাই এজেন্ট'।

টীম বীগলের সাত গর্বিত সদস্য গিয়ে তার সাথে ওখানেই দেখা করলাম। রাইফেলগুলো শেকলে ঝুলিয়ে রাখছিল সে। জয়ল্যান্ডের হয়ে আমার প্রথম কাজটা ছিল প্রাইজগুলো শেলফে সাজিয়ে রাখা। সাথে এরিন আর টম বাদে আরও চারজন নতুন মেম্বার। যেসব প্রাইজ আমরা সাজিয়ে রাখছিলাম, এই বিশাল স্টাফড প্রাণিগুলোকে কেউ জিততে পারবে বলে মনে হয় না। গ্যারি অবশ্য বলল, যেসব সন্ধ্যাতে প্রচুর কাস্টোমার আসে, তাদের একটা হলেও প্রাইজ পেতে দেয় সে।

'মেয়ে শুটারদের আমার পছন্দ। বিশেষ করে লো কাট টপস পরে আসা সুন্দরী মেয়েরা যখন এভাবে গুলি করে টার্গেটে লাগানোর চেষ্টা করে-' একটা টুটু বোরের রাইফেল তুলে নিয়ে সামনে ঝুঁকে ভঙ্গিটা দেখাল সে, 'মাথাই নষ্ট! স্টাফ প্রাণিগুলো তাদের কেউ কেউই জেতে।'

সোজা হয়ে যোগ করল গ্যারি, 'যখন কোন লোক এই কাজটা করে, স্পষ্ট দেখতে পাই ফাউল লাইনে শুট করছে তারা। তাদের কিছু জিততে দেব? কখনও না।'

BanglaBook.org

রনি হাউস্টোন, চশমা পরা এক ছেলে, কপালে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্যাপ চাপিয়েছে। সব সময় নার্ভাস হয়ে আছে, এমন এক চেহারা তার। এক পা এগিয়ে এল সে, 'আমি তো কোন ফাউল লাইন দেখলাম না, মি. অ্যালেন।'

গ্যারি তার দিকে তাকাল একবার, মুষ্ঠিবদ্ধ হাত কোমরে রেখে ঘুরে দাড়াল তার দিকে। 'শোন, ছেলে, তোমাকে তিনটা পয়েন্ট বলব আমি। রেডি?'

রনি মাথা দোলাল দ্রুত। এক হাতে নোটপ্যাড বের করে ফেলেছে। তাকে দেখে মনে হল নোট লিখতে চাচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে, একই সাথে এমনটাও মনে হচ্ছিল- পারলে আমাদের পেছনে লুকিয়ে পড়ত সে।

'প্রথম কথা, আমাকে তুমি গ্যারি, পপস বা *ইদিকে আয় শুয়োরের বাচ্চা* - যে কোন কিছু বলেই সম্বোধন করতে পার। আমি কোন স্কুলটীচার না, মিস্টার-ফিস্টার বলার কোন দরকার দেখছি না আমাকে। দ্বিতীয়তঃ আর কখনও তোমার মাথাতে ওই বালমার্কা স্কুলবয় হ্যাট যেন না দেখি আমি! তৃতীয়তঃ আমি যেখানে বলব, ফাউল লাইনটা ঠিক সেখানেই থাকবে। কারণ, ওটা আমার ইচ্ছের ওপর ডিপেন্ড করে। এইখানে আছে ওটা, বোঝা গেল?'

কপালে কয়েকবার টোকা দিয়েজায়গাটা গ্যারি। প্রাইজ, টার্গেট, শুটিং কাউন্টার - সবগুলোকে ইঙ্গিতে দেখাল ও, 'এগুলো সব আমার মাথার ভেতরে আছে, বোঝা গেল? এই শাইটা জাস্ট একটা মেন্টাল লোকেশন। শুটিংয়ে যতই দক্ষ হও, আমার ইচ্ছে ছাড়া একটা টার্গেটে কেউ লাগাতে পারবে না। বোঝা গেল?'

রনি বুঝল না কিছুই, কিন্তু মাথা নড়াল দ্রুত।

'এখন ওই ফালতু স্কুল হ্যাটটা আমার চোখের সামনে থেকে সরাও। জয়ল্যান্ড ভিজর অথব হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডের ডগটপ বাগাও দ্রুত। তোমার চাকরীর প্রথম কাজ হল এটা, ঠিক আছে?' শেষ বাক্যটা প্রচণ্ড জোরে বলল গ্যারি।

বিদ্যুৎবেগে মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে পেছনের পকেটে ভরে ফেলল রনি। ওইদিনই তাকে দেখা গেল হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডের ক্যাপ মাথাতে দিয়ে ঘুরছে, এক ঘন্টারও কম সময়ে কিভাবে সে জিনিসটা জোগাড় করে ফেলল তা একটা বিস্ময়। হাউন্ডের এই ক্যাপটাকেই দ্য টকের পরিভাষাতে ডগটপ বলা হয়।

BanglaBook.org

চকচকে এই ডগটপের জন্য প্রথম তিনদিন সবাই তাকে 'গ্রিনি' বলে ডাকতে শুরু করল। তৃতীয়দিনে বাইরে বের হল রনি। গ্রিজ মেশানো কোন এক জায়গাতে গিয়ে ওই ক্যাপটা বার বার ঘষে পুরোনো বানানোর চেষ্টা করল। তারপরও পুরোপুরি পুরোনো কর্মচারীর চেহারা সে পায়নি। তার সাথে স্রেফ যেত না ওই লুক।

টম একবার ওকে আড়ালে নিয়ে বলেছিল, ক্যাপটার ওপর দুই একবার পেশাব করে মাথায় চাপালে হয়ত নতুন-কর্মচারী ভাবটা চেহারা থেকে সরানো যাবে। এরপরে যখন রনি ঠিক আক্ষরিক অর্থেই কাজটা করার জন্য প্রস্তুতি নিল, তখন দ্রুত নিজের কথা ঘুরিয়ে টম আবার তাকে বলে আসল, আটলান্টিকের লবণাক্ত পানিতে ভেজালেও একই ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

এর মধ্যে পপস আমাদের সার্ভে করছিল।

'সুন্দরী তরুণীদের কথা বলছি যখন, আমাদের মধ্যেও একজন উপস্থিত আছে দেখছি।'

এরিন বিনীত হাসি দিল।

'হলিউড গার্ল, ডার্লিং?'

'মি. ডীন বলেছেন সেটাই আমার কাজ, হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে, তুমি গিয়ে ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টির সাথে দেখা কর। এখানে সে সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের দায়িত্ব পালন করবে। পার্কের মেয়েদের জন্য তাকে "গার্ল মাম" বলা যায়। তোমাকে সবুজ রঙের চমৎকার পোশাকগুলোর একটা ও-ই সাপ্লাই দেবে। তাকে গিয়ে বল তোমারটা যেন অতিরিক্ত ছোট দেখে দেয়, ঠিক আছে?'

'এহ!' মুখ বাঁকাল এরিন, 'বলব যেন আমি! বুড়ো হয়েও আপনার নজরের কোন উন্নতি হয়নি দেখছি।'

উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ল গ্যারি, 'তা হয়নি। যাই হোক, তুমি যখন গাঁইয়াগুলোর ছবি তোলা শেষ করে ফেলবে, আমার কাছে এসে রিপোর্ট করবে। নতুন কোন কাজ দিয়ে দেব আমি। আপাতত ড্রেস পাল্টে আসো, ঠিক আছে?'

'হুঁ।' বলল এরিন, প্রফেশনাল হয়ে গেছে এখন তার চেহারা।

BanglaBook.org

পপস অ্যালেন হাতঘড়ির দিকে তাকাল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে পার্ক খুলে যাবে। ছেলেরা, কাজ করতে করতেই শিখবে তোমরা। রাইডগুলো থেকে শুরু হবে সেটা।'

আমাদের একেকজনকে একেকটা রাইডের নাম দেওয়া হল, এখান থেকে বের হয়ে ওখানেই যাব আমরা। রাইডগুলো কিভাবে কাজ করে, শিখতে। আমার কপালে জুটলো ক্যারোলিনা স্পিন, রাইডটা ভাল লেগেছে আমার, আপত্তি করার কিছু দেখলাম না। গ্যারি পপস বলল, 'একটা বা দুটো প্রশ্ন শোনার মত সময় আছে। কারও মনে কোন প্রশ্ন আছে নাকি? থাকলে করে ফেল।'

হাত তুললাম ওপরে। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল সে, 'কি নাম?'

'ডেভিন জোনস, স্যার।'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল গ্যারি, 'আরেকবার আমাকে *স্যার* বললে তোমার চাকরি নট।'

'ডেভিন জোনস, পপস।' দ্রুত সংশোধন করলাম নিজের কথাটা, এই মুহূর্তেই তাকে ইদিকে-আয়-শুয়োরের-বাচ্চা বলে ডাকতে আমি নারাজ। সম্পর্ক আরও ভাল হয়ে এলে হয়ত ডাকা যাবে ও নামে।

'এইতো পেরেছ। তোমার মনে কি আছে ঝেড়ে ফেল, জোনসি। কি জানতে চাও?'

'কার্নি-ফ্রম-কার্নি বলতে ঠিক কি বোঝান আপনারা?'

'এই টার্ম দিয়ে আমরা ঈস্টারব্রুকের মত কাউকে বোঝাই। তার বাবা সেই প্রাচীন আমলে কার্নি সার্কিটের কাজ করত। ডাস্ট বৌলের সেসব দিন! ঈস্টারব্রুকের দাদামশাইও ফেইক ইন্ডিয়ান কার্নিভাল শো করত। সেই বিগ চীফ ইয়োলাচার আমলের কথাবার্তা।'

'ওরে খাইছে! কি শোনাইলেন এইটা?' টমের চোখ কপালে উঠে গেল।

পপস সমঝদারের দৃষ্টিতে তাকে দেখল, টম একেবারে শান্ত হয়ে গেল তাতে। এই ছেলেকে কেউ শান্ত করতে পারে তা পপসের দৃষ্টি না দেখলে আমি নিজেও জানতাম না।

'ইতিহাস কি জিনিস, তা কি জানো তুমি?'

BanglaBook.org

ঢোক গিলল টম, 'উম... অতীতে যা হয় তা, নাকি?'

'নোপ!' মাথা নাড়ল সে, 'ইতিহাস হল পৈতৃক পায়খানার এক বিশাল কালেকশন। আমরা এখন এই শুয়ের দলার চূড়োতে আছি, বুঝেছ? খুব শীঘ্রই আমরা সামনের জেনারেশনদের নিচে চাপা পড়ে যাব। এজন্যই প্রাচীন আমলের লোকজনের জামাকাপড় হাস্যকর দেখায়। পুরোনো ছবিতে দেখেছ তো? ও হল শুয়ের দলার গভীরে আটকে যাওয়ার ফলাফল। এটা গেল একটা উদাহরণ। আর যে ছেলে আর নাতিনাতনীদের পায়খানাতে নিজেকে ডোবানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতই হয়ে আছে, তাকে আমি নতুন করে কি বলব? তোমাকে ক্ষমা করাই যায়।'

টমের মুখ হা হয়ে গেছিল, আরেকটা প্রতিউত্তর দিয়ে পপসকে থমকে দিতে চাইছিল হয়ত, একেবারে সময়মত নিজেকে সামলে নিল ছেলেটা। জর্জ প্রেস্টোন, আমাদের টীমের আরেকজন মেম্বার এই ফাঁকে আরেকটা প্রশ্ন করে ফেলল।

'আপনিও কি কার্নি-ফ্রম-কার্নি?'

'নাহ। আমার বাবা ছিল ক্যাটল র‍্যাঞ্চার। এখন আমার ভাইয়েরা গরু দাবড়ে বেড়ায়। আমি পরিবারের একমাত্র কুলাঙ্গার। এটা নিয়ে আমি গর্বও করি... ওকে, আর কোন প্রশ্ন যদি না থাকে, তাহলে সবাই কাজে নেমে পড়।'

'আরেকটা প্রশ্ন করব আমি?' এরিন পাশ থেকে বলল।

'সুন্দরী কোটাতে গ্রহণ করা হল আবেদন।'

' "ফার পরতে হবে" বলতে ঠিক কি বোঝান আপনারা?'

পপস অ্যালেন হাসল। হাত রাখল কাউন্টারের ওপর, 'তুমিই বল, ইয়াং লেডি, ফার পরতে হবে বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে তোমার কোন আইডিয়া কি আছে?'

ইতস্তত করল এরিন, 'ওয়েল ... তা আছে ...'

পপসের মুচকি হাসিটা এখন আরও চওড়া হয়েছে, নতুন টীম লিডারের প্রতিটা হলুদ দাঁত চোখে পড়ল আমাদের। একটা মাত্র বাক্য উচ্চারণ করল মানুষটা, 'তাহলে, তুমি হয়ত ঠিকই বুঝতে পেরেছ।'

BanglaBook.org

জয়ল্যান্ডে ওই গ্রীষ্মে আমি কি কি করেছিলাম?

উত্তরটা হল, সবকিছু। টিকেট বিক্রি করেছি, পপকর্নের ওয়াগন ঠেলেছি, ফানেল কেক বিক্রি করেছি, কটন ক্যান্ডি আর একগাদা হট ডগও বিক্রি করতে হয়েছে আমাকে। হট ডগগুলোকে অবশ্য আমরা হাউন্ড ডগও বলি, কারণটা তো বুঝতেই পারছেন। এরকম একটা হাউন্ড ডগের কারণে আমার ছবি পত্রিকাতে উঠে গেল। ওই দুর্ভাগা হাউন্ডের বাচ্চাটা যদিও আমি বিক্রি করিনি, করেছিল জর্জ প্রেসটোন।

লাইফ গার্ড হিসেবেও আমাকে কাজ করতে হচ্ছিল। সৈকতে, হ্যাপী লেকেও (স্প্ল্যাশ অ্যান্ড ক্র্যাশ রাইডটা যেখানে) লাইন ডান্সও করেছি অসংখ্য গানের তালে। লাইসেন্সবিহীন চাইল্ড-মাইন্ডার হওয়ার অপরাধে হাজতবাসও করতে হয়েছে আমাকে। বাচ্চাদের সংস্পর্শে এসে অদূর ভবিষ্যতে বাবা হওয়ার ইচ্ছেটা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এবারের পরিকল্পনাটা অনেকটাই বাস্তববাদী, আগের মত ওয়েন্ডি-ফ্রেভারড দিবাস্বপ্ন না।

আমি আর আমার সহকর্মী হ্যাপী হেল্পাররা একটা কাজ খুব ভালমত শিখে নিয়েছি এর মধ্যে। জয়ল্যান্ডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত খুব দ্রুত চলে যাওয়ার পদ্ধতি, শাইগুলোর পেছনের গলি, জয়েন্ট, রাইড আর তিনটা সার্ভিস টানেল ব্যবহার করে ছুটতে শিখে গেছিলাম আমরা। জয়ল্যান্ড আন্ডার, হাউন্ড ডগ আন্ডার আর দ্য ব্যুলেভার্ড নামে টানেল তিনটা পরিচিত। ময়লা জমিয়ে কার্টে ভরে ড্রাইভ করে আমাকে এই ব্যুলেভার্ড দিয়েই যেতে হত। ছায়াঘেরা আর অশুভ একটা রাস্তা ছিল সেটা, প্রাচীন ফ্লুরোসেন্ট লাইট লাগানো ছিল, মিটমিট করত ওরা সারাক্ষণ। যখন অনেক রাত পর্যন্ত শো চলে, মাঝে মাঝে রোডি হিসেবেও কাজ করতে হয়েছিল আমাকে, মনিটরগুলো সামলাতে হয়েছে।

দ্য টক অনুযায়ী কথা বলতে অনেকটাই শিখে গেছি আমি। যেমন- 'ফ্রি শো' বোঝাতে 'ব্যালি' বলতে হয়, 'গন ল্যারি' বলে বোঝানো হয় কোন একটা রাইড নষ্ট হয়ে গেছে, এগুলো পুরোপুরি কার্নিভালের আদিকালের ভাষা। কিছু টার্ম আরও আছে, 'পয়েন্টস' মানে সুন্দরী মেয়ে, 'ফাম্পস' অর্থ ক্রনিক কমপ্লেইনার। আমার মনে হয় অন্যান্য পার্কের নিজস্ব ভার্সনের 'দ্য টক' আছে। কিন্তু, ভেতরে ভেতরে সবাই কার্নি-ফ্রম-কার্নি। 'হ্যামার স্কোয়াশ' বলতে আবার সেসব কাস্টোমারকে

BanglaBook.org

বোঝানো হয়, যারা লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে বিরক্ত হয়ে থাকে। জয়ল্যান্ড বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ঘন্টাটাকে বলা হয় 'ব্লো-অফ', রাত দশটা থেকে এগারোটা হল সে সময়। যে কাস্টোমার ব্যাং-শাইয়ে (ব্যাং-শাই = শুটিং গ্যালারি) হেরে গিয়ে নিজের টাকা ফেরত চায়, তাকে বলা হয় 'মুচ-হ্যামার'। বাথরুম বোঝাতে বলা হয় 'ডীনকার'।

দ্য টক বিশিষ্ট একটা বাক্যের উদাহরণঃ হেই জোনসি, দ্রুত ডীনকারে গিয়ে দেখে আসো তো, কোন ব্যাটা ফাম্প জানি বমি করে সিংক ভাসিয়ে ফেলেছে!

রাইডের পাশাপাশি চালানো ব্যবসাগুলো (জয়েন্ট বলে ডাকা হয় এদের) দেখাশোনা করাটা অনেক সোজা কাজ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। ভাংতি টাকা দিতে পারে এমন যে কেউই পপকর্ন ওয়াগন ঠেলার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হত। রাইডগুলো চালানো অবশ্যকঠিন ছিল। কাজের দিক থেকে না, দায়িত্বের দিক থেকে। সেসময় অনেকগুলো জীবন আপনার হাতের স্পর্শের ওপর নির্ভর করে, বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ের।

❤

'শিখতে এসেছ নাকি?'

ক্যারোলিনা স্পিনে কাছাকাছি পৌছতেই লেন হার্ডি প্রশ্ন করল আমাকে। মাথা দোলালাম আমি। খুশি হয়ে গেল মানুষটা, 'গুড! একদম সময়মতই এসেছ দেখছি। বিশ মিনিটের মধ্যে পার্ক খুলে যাবে। আমরা কাজগুলো করব নৌবাহিনীর মত করে। দেখ, কর, শেখাও। মোটকা যে ছেলেটার পাশে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে-'

'টম কেনেডি।'

'ওকে, এখন টম গেছে ডেভিল ওয়্যাগন কিভাবে কাজ করে তা শিখতে, ও ফিরে এলে তার কাছ থেকে তুমি শিখে নেবে কাজটা। আর তাকে তুমি ক্যারোলিনা স্পিনের কাজটুকু শেখাবে। এটা আসলে একটা অজি হুইল, মানে, কাউন্টারক্লকওয়াইজ ঘুরে এটা।'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাকি এটা?'

'না, তবে ইন্টারেস্টিং। গোটা দেশে এমনটা খুব বেশি নেই। দুইগতিতে চালানো যায় এটাকে। স্লো, অথবা ভেরী স্লো।'

BanglaBook.org

'কারণ, এটা দাদীমাদের চড়ানোর জন্য বানানো হয়েছে।' ফস করে বলে দিলাম।

'ভুল কিছু বলনি।' লম্বা স্টিক শ্যাফট ধরে আমাকে দেখাল লেন। আগের দিন এটা ধরেই তাকে অপারেট করতে দেখেছি সব। স্টিকটা আমাকে ধরতে দিল ও, ওপরের দিকে বাইসাইকেল হ্যান্ডগ্রিপে হাত আটকালাম, 'গিয়ারে ঢুকলে কিভাবে ক্লিক করছে টের পাচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওটাই তোমার স্টপ।' আমার হাতের ওপর নিজের হাত রেখে জোরে টেনে লিভারটা খুলে ফেলল ও, এ দফাতে ক্লিক শব্দটা হল অনেক জোরে, বিশাল চাকাটা এক মুহূর্তের মধ্যে আটকে গেল। কারগুলো নিজেদের স্থানে সামান্য দুলতে থাকল। 'আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'তা পারছি। শুনুন, আমার কি এসব চালানোর জন্য কি কোন লাইসেন্স দরকার হবে না?'

'তোমার তো লাইসেন্স একটা আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মেইনের ড্রাইভিং লাইসেন্স।'

'সাউথ ক্যারোলিনাতে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগেও না। আরও কিছু নিয়ম এবার ওরা যোগ করবে হয়ত, প্রতিবারই করে। তবে এখন পর্যন্ত আইনে ড্রাইভিং লাইসেন্সের চেয়ে বেশি কিছুর কথা বলা নেই। এখন মনোযোগ দাও তো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা তোমাকে বলি। হলুদ রঙের একটা স্ট্রাইপ দেখছ তো?'

দেখতে পেলাম, র‍্যাম্পের ডানদিকে আছে ওটা।

'প্রতিটা কারের একটা হ্যাপী হাউন্ড ডিক্যাল আছে দরজাতে। যখন ওটার সাথে হলুদ স্ট্রাইপটা এক লাইনে চলে আসবে, স্টপ চেপে ধরবে তুমি। ঠিক আছে? তাহলে ভাল পজিশনে এসে থামবে কারটা। লোকজন উঠবে তখন।'

মুখের কথাটা কাজে করে দেখাল ও একবার। 'যতক্ষণ পর্যন্ত রাইডটা ভর্তি না হচ্ছে, ভেরী স্লো মোডে চালাবে রাইডটা আর স্টপ ব্যবহার করবে। ভর্তি হয়ে গেলে, ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দেবে হুইল। ভালো মৌসুমে নরমাল স্লো স্পীডে চালাতে

BanglaBook.org

পারবে রাইডটাকে। প্যাসেঞ্জাররা পাবে চার মিনিট।' একপাশে দেখিয়ে দিল সে, রেডিওটা আছে ওখানে, 'এটা আমার বুমি। নিয়ম হল, যে রাইড চালাবে, সেই নিয়ন্ত্রণ করবে রেডিওর। শুধু একটা ব্যাপার, খুব বেশি রক অ্যান্ড রোল গান ছেড়ো না, আনন্দের আতিশয্যে কেউ ওপর থেকে ছিটকে পড়ুক তা আমরা চাই না। হু, জেপ, স্টোনস - এদের গান ছাড়তে পারো। সূর্য নামার আগ পর্যন্ত এসব দিয়েই চালাবে, বোঝা গেল?'

'পরিষ্কার। থামানোর সময়?'

'একই রকম পদ্ধতি। সুপার স্লো, স্টপ। সুপার স্লো, স্টপ। প্রত্যেকবার হলুদ স্ট্রাইপটা হ্যাপী হাউন্ডের সাথে রাখবে। র‍্যাম্পের ডান পাশেই প্রতিবার কারগুলোকে পাবে তুমি। প্রতি ঘণ্টাতে দশটা স্পিন দিতে পারবে বলে আশা করা যায়। প্রতিবার যদি কাস্টোমারে ভর্তি থাকে রাইডটা, তাহলে সাতশ'র বেশি কাস্টোমারকে একঘণ্টাতে চড়িয়ে দেওয়া যাবে। প্রায় একটা ডি-নোট হয়ে যাবে।'

'বাংলাতে বললে সেটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে?'

'পাঁচশ' ডলার।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকালাম তার দিকে, 'আমাকেই কি চালাতে হবে এটা? মানে, এটা আপনার রাইড-'

'এগুলো সব মি. ঈস্টারব্রুকারের রাইড, ছেলে। আমিও তোমার মতই একজন কর্মচারী, পার্থক্য হল আমি এখানে কয়েক বছর ধরে কাজ করছি। আর কিছু না। আমি প্রায় সময়ই এটা চালাই, তারমানে এই না যে সব সময়ই চালাবো। আর তুমি ঘামছ কেন, আজব! আধমাতাল বাইকাররা পর্যন্ত অনায়াসে চালিয়েছে এই স্পিন, ওরা পারলে তুমিও পারবে।'

'আপনি যা বলেন আর কি।'

আঙুল তুলে লেন অ্যামিউজমেন্ট পার্কের বাইরেটা দেখাল, 'গেট খুলে দেওয়া হয়েছে, গাঁইয়ারা ঢুকতে শুরু করেছে, দেখলে? জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউ দিয়ে গড়িয়ে আসছে এদিকে। প্রথম তিন স্পিনে আমার সাথে থাকছ তুমি। তারপর নিজে নিজে করবে। পরে এসব কন্ট্রোল তোমার টীমকে শেখাবে। তোমার হলিউড গার্লও পড়বে এই শেখানোর লিস্টে। ঠিক আছে?'

BanglaBook.org

ঠিক থাকার ধারে কাছেও ছিল না পরিস্থিতি! পাঁচ মিনিটের টিউটোরিয়ালের পর পরই মানুষজনকে একশ' সত্তর ফিট ওপরে পাঠিয়ে দেব আমি? এটা স্রেফ পাগলামি।

আমার কাঁধে হাত রাখল লেন, 'কাজটা পারবে তুমি, জোনসি। আমার সাথে 'আপনি যা বলেন আর কি' চালিও না। বল সবকিছু ঠিক আছে কি না?'

'ঠিক আছে সবকিছু।' উচ্চারণ করলাম।

'গুড বয়।' রেডিও চালাল লেন, জোরে জোরে মিউজিক বেজে উঠল "লং কুল উইম্যান ইন আ ব্ল্যাক ড্রেস", পেছনের পকেট থেকে একজোড়া র'হাইড গ্লাভস বের করে ফেলল সে। 'একজোড়া এ জিনিসও পাবে তুমি। এই কাজ করতে হলে লাগবে তোমার।'

নিচু হয়ে একটা মাইক্রোফোন তুলে নিল এবার সে, 'সবাইকে স্বাগতম! ছোট্ট এক ঘূর্ণি খাওয়া জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর পাবেন না, দ্রুত আসুন, দ্রুত আসুন! গ্রীষ্মকাল আজীবন থাকবে না এখানে। রাইডে চড়ুন, আপনাদের ওপরে পাঠিয়ে দেব আমি, বাতাসের ঘাটতি যেখানে, মজার শুরুটাও সেখানে। উঠে আসুন, চেপে বসুন স্পিনে।'

প্রথমবারের মত স্পিন চালালাম সেদিন, আতঙ্কে আমার হাত কাঁপছিল। কিন্তু প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে হতে দেখা গেল পেশাদার ভঙ্গিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি রাইডটাকে। লেন অবশ্য বলছিল আমাকে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। এর মধ্যে হুইরলি কাপস আর ডেভিল ওয়্যাগন চালাতেও শিখে গেলাম। যদিও ডেভিল ওয়্যাগনের রাইড চালানোর জন্য শুধু একটা সবুজ স্টার্ট বাটন আর লাল স্টপ বাটন চাপতে হয়, তবুও শেখা তো!

দ্য টক ব্যবহার করে কথা বলতে শিখে গেলাম, জিওগ্রাফি সম্পর্কে ভাল ধারণা হল, কিভাবে জয়েন্ট চালাতে হয়, শাই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, আর অ্যাওয়ার্ডগুলো শুধু চোখ জুড়ানো দেহের অধিকারিণী সুন্দরীদের হাতে তুলে দিতে হয় - সবকিছুই শিখে ফেললাম আমি। সব মিলিয়ে সময় লাগল এক সপ্তাহের কিছুটা বেশি। আর দুই সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই জয়ল্যান্ডকে বাসাবাড়ি বলে মনে হতে শুরু করল।

BanglaBook.org

ফার পরার ব্যাপারটা আমার সাথে ঘটল প্রথম দিনই, দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে। ব্র্যাডলি ঈস্টারব্রুক তখন পার্কের ভেতরই ছিলেন, জানি না এটাকে আমার দুর্ভাগ্য বলব, না সৌভাগ্য। তিনি তখন একটা বেঞ্চে বসে আর সব দিনের মতই লাঞ্চ করছিলেন, টোফু আর শিম দিয়ে। অ্যামিউজমেন্ট পার্কের সাথে মেনুটা ঠিক যায় না, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই মানুষটার ফুড-প্রসেসিং সিস্টেমটা প্রায় একশ' বছরের পুরোনো।

বিনা প্রস্তুতিতে প্রথম দিন রাইড নিয়ন্ত্রণ করে ফেলার পর আমাকে ফার পরতে হয়েছিল প্রচুর। কাজটা আমি ভাল পারতাম। মি. ঈস্টারব্রুকও টের পেয়ে গেছিলেন কাজটা ভাল পারি আমি। প্রায় একমাস ধরে ফার পরেছিলাম আমি, যখন জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে ছোট্ট মেয়েটার সাথে দেখা হল আমার, তখনও পরেছিলাম ওটা।

❤

প্রথমদিনটা উন্মাদনাতে পার হয়ে গেল। লেনের সাথে ক্যারোলিনা স্পিন চালিয়েছিলাম দশটা পর্যন্ত, তারপরের নব্বই মিনিট ধরে একা একাই নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম রাইডটা। লেন হার্ডি তখন পার্কের মধ্যে ছোটাছুটি করছে, ওপেনিং ডের আগুন ধরাচ্ছে সবখানে। ততক্ষণে এটুকু বিশ্বাস হয়েছে, এই বিশাল চাকাটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না। আলফ্রেড হিচকক মুভির মেরী-গো-রাউন্ডের মত কিছু ঘটবে না এখানে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা—হল, জনগণ প্রচণ্ড বিশ্বাস করছিল আমাদের। একজন বাবাও এসে জানতে চাইলেন না আমি আমার কাজটা বুঝি কি না, আমি কি জানি আমি কি করছি?

যতগুলো স্পিন পাওয়ার কথা আমার, ততগুলো পেলাম না। এটাই অবশ্য স্বাভাবিক, আমার সময় লাগছিল লেন হার্ডির চেয়ে বেশি। হলুদ দাগটার দিকে এত মনোযোগ দিচ্ছিলাম আমি যে মাথাব্যাথা শুরু হয়ে গেছিল। কিন্তু প্রতিবার রাইডটা পুরোপুরি ভরে যাচ্ছিল মানুষে।

এরিন একবার একবার এদিকে ঘুরে গেল, অসম্ভব সুন্দর লাগছিল তাকে সবুজ পোশাকে। কয়েকটা পরিবারের ছবি তুলে নিয়ে সরে গেল সে, তারা তখন স্পিনে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। এরিনের সহজ শিকার। আমারও একটা ছবি তুলল ও, এখনও রেখে দিয়েছি আমি ছবিটা।

BanglaBook.org

হুইলটা আবারও ঘুরতে শুরু করেছে, আমার হাত ছুঁয়ে দিল এরিন, কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে ছোট্ট একটা হাসি বেরিয়ে এল, 'দারুণ লাগছে না কাজটা?'

'যতক্ষণ পর্যন্ত কাওকে ওপর থেকে ফেলে খুন না করে ফেলছি, দারুণ তো লাগছেই।' শুকনো মুখে জবাব দিলাম।

হাসল এরিন, 'কোন বাচ্চা ওপর থেকে পড়ে গেলে কিছু হবে না। সময়মত ছুটে গিয়ে ক্যাচ ধরবে তুমি।'

নতুনভাবে দুশ্চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিয়ে আরেকদিন ছুটে গেল ও ছবি তুলতে। চোখ ধাঁধানো লালচুলো সুন্দরীর সামনে পোজ দেওয়ার জন্য লোকের অভাব কোনদিকেই পড়ল না। এরিন ঠিকই বলেছিল, কাজটা দারুণ!

সাড়ে এগারোটার দিকে লেন ফিরে এল। ততক্ষণে আমার হাতে বেশ ভাল মতই চলে এসেছে রাইডের কন্ট্রোল। তবুও লেনের হাতে রাইডটা তুলে দেওয়ার সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'তোমার টীম লিডার কে, জোনসি? গ্যারি অ্যালেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওর ব্যাং-শাইয়ে গিয়ে দেখ তোমার জন্য আর কি কাজ রেখেছে ও। কপাল ভাল হলে তোমাকে এখন বোনইয়ার্ডে লাঞ্চের জন্য পাঠিয়ে দেবে সে।'

'বোনইয়ার্ডটা আবার কি?'

'আমরা অবসর পেলে যেখানে যাই। বেশিরভাগ কার্নিভালে এরকম জায়গাটা পার্কিং লট বা কোন ট্রাকের পেছন দিকে হয়ে থাকে, কিন্তু জয়ল্যান্ডের বোনইয়ার্ড মানে আলাদা জিনিস একদম! দারুণ একটা ব্রেকরুম আছে আমাদের, ব্যুলেভার্ড আর হাউন্ড ডগ আন্ডারের সংযোগস্থলে ওটা। বেলুন পিচ আর নাইফ শোর মাঝের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেও, ভাল লাগবে তোমার জায়গাটা। তবে, ওখানে খেতে যেতে হলে আগে পপসের পারমিশন নিয়ে আসতে তো হবে। ওর ওপর আমি কথা বলতে পারব না, তার টীমের সিদ্ধান্ত সেই নিক, আমার টীমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কেউ কথা বলতে এলে আমারও বিরক্ত লাগবে। যাকগে, ডীনার বাকেট এনেছ?'

'আনা লাগবে তা তো জানতাম না।'

BanglaBook.org

'শিখবে ধীরে ধীরে। আজকের মত আর্নির জয়েন্টে একবার থেমে যেও, ওকে জয়ল্যান্ডের আইডি কার্ড দেখালে তোমাকে কোম্পানি ডিসকাউন্ট দেবে সে।'

আর্নির ওখানে আমি থেমেছিলাম বটে, তবে দুপুর দুইটার আগে না। পপস আমার জন্য আরও একগাদা কাজ জমিয়ে রেখেছিল।

আমাকে বলল, 'কস্টিউম শপে চলে যাও। পার্ক সার্ভিস আর কার্পেন্ট্রি শপের মাঝে যে ট্রেইলারটা আছে, ওটাই কস্টিউম শপ। ডটি ল্যাসেনকে বল আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। গার্ডলের জন্য পাগল করে দিল মহিলা।'

'রিলোডে হেল্প করব নাকি খানিকক্ষণ?' বেচারার করুণ অবস্থা দেখে বললাম। শুটিং গ্যালারিটা একদম ভর্তি হয়ে আছে, অসংখ্য কাস্টোমার এখানে। আমার সাথে কথা বলার সময়ও রাইফেল থেকে হাত সরছিল না পপস অ্যালেনের, প্রচুর গাঁইয়া (ততক্ষণে কাস্টোমারদের আমার সেটাই মনে হচ্ছিল) এসে দাঁড়িয়ে আছে আগ্রহী মুখে।

'তোমাকে আমি বলেছি কস্টিউম শপের দিকে দৌড়াতে। এই কাজ আমি তোমার জন্মের আগ থেকেই করে আসছি, ছেলে। তুমি কোনটা? জোনসি না কেনেডি? তুমি কলেজ বয় হ্যাট পরা সেই ক্লাউনটা না, এটুকু মনে আছে। কিন্তু নামটা মনে পড়ছে না।'

'আমি জোনসি।'

'ওয়েল, জোনসি, এখন তুমি শিক্ষামূলক এক ঘন্টা কাটাবে উইগল-ওয়াগলে। মানে, বাচ্চাদের জন্য তেমনটাই, তোমার জন্য তেমন শিক্ষণীয় কিছু থাকছে না ওখানে।' হলুদ দাঁতগুলো বের হয়ে এল আবারও, গ্যারি অ্যালেনের ট্রেডমার্ক হাসি, 'ফার স্যুটটা উপভোগ কর, জোনসি।'

❤

কস্টিউম শপেও উন্মাদনার ছোঁয়া লেগেছে। সবদিকে ছোটাছুটি করছে কিছু মহিলা, তাদের মধ্যে এক পাতলা ভদ্রমহিলা আমার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, ইনিই ডটি ল্যাসেন। 'গার্ডলে'র জন্য মোটেও হন্যে হয়ে থাকতে দেখা গেল না তাকে। ওই শব্দটা যে হ্যাপী হাউন্ডের 'দ্য টক ভার্সন' তা কে জানত!

লম্বা নখের আঙুলগুলো আমার হাতে আটকে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের মাঝখানে। একগাদা ক্লাউন কস্টিউম, কাউবয় কস্টিউম, আংকেল স্যাম সুট, প্রিন্সেস আউটফিট আর এক তাক ভর্তি হলিউড গার্ল ড্রেস আর গে নাইন্টিস বাথিং

BanglaBook.org

স্যুটের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে হল আমাকে। পরবর্তীতে ওই বাথিং স্যুটের মর্ম বুঝেছিলাম আমি, লাইফগার্ডের ডিউটি দেওয়ার সময় ওগুলোর একটা পরেই কাজে যেতে হয় আমাদের।

এসব হাবিজাবি কাপড়ের পাহাড় পার করার পর দেখা গেল এক ডজন চ্যাপ্টা কুকুরের প্রতিমূর্তি। হ্যাপী হাউন্ড অবশ্যই, সেই আধবোকা হাসি তাদের মুখে, বিশাল নীল চোখ আর লম্বা দোলানো কান, স্যুটগুলোর পেছনে লম্বা জিপার লাগানো, একদম লেজ পর্যন্ত। প্রমাণ সাইজের পোশাক, যে কেউ ভেতরে ঢুকে একজন হ্যাপী হাউন্ড হয়ে যেতে পারবে।

'যীশু! তুমি তো বিশাল লম্বা।' ডটি বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কয়েকটা এক্সট্রা লার্জ সাইজের কস্টিউম বানিয়েছিলাম গত সপ্তাহে। শেষ যে ছেলেটা এটা পরেছে সে আবার দুই বাহুর নিচটা চিড়ে দিয়েছে, লেজের ওখানে একটা গর্তও করে ফেলেছে, বেখেয়াল একটা জেনারেশন! মেক্সিকান খাবার খায় মনে হয় ও ছোকরা।'

বড় কস্টিউমটা আমার কোলে আছড়ে ফেললেন মহিলা, বিশাল লেজটা আমার পায়ের চারপাশে অজগর সাপের মত পেঁচিয়ে গেল।

'উইগল-ওয়্যাগলে যাচ্ছ তুমি, মানে তোমার কাজ সহজ- চপ-ফাকিং-চপ! টীম কর্গির বুচ হেডলি এই শোটা সামলাবে বলেই জানতাম, কিন্তু ওদের টীমটা এখন মিডওয়েতে চলে গেছে।'

একটা বাক্যও বুঝলাম না আমি। প্রশ্ন করার সময়ও দিল না মহিলা, আমার চেহারার অন্য অর্থ ধরে নিল, 'ভাবছ এ আর এমন কি? সমস্যাটা তাহলে জেনে নাও, এই সময় মি. ঈস্টারব্রুক ওখানে লাঞ্চ খেতে যান। প্রথমদিনটা আমাদের দম বের হয়ে যায়, আর সেদিনই এখানে খেতে আসেন তিনি। আসলে করেন তদারকি, কাজ কেমন চলছে নিজের চোখে দেখা। কোন হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ড ওখানে না থাকলে তিনি হতাশ হবেন।'

'হতাশ হবেন ... মানে, কারও চাকরি চলে যেতে পারে?'

'না, হতাশ হবেন মানে হতাশ হবেন। এখানে আর কয়েকটা দিন পার করলে বুঝবে উনাকে হতাশ করানোটা চাকরি হারানোর চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। কেউ হতাশ করতে চাইবে না তাকে, আমার কথাটা লিখে রাখতে পারো। ভয় পেয়ে না, তার মত মহৎ মানুষকে ব্যর্থ করে দিতে কেউ চায় না। এই ব্যবসাতে তার মত ভাল

BanglaBook.org

মানুষ পাওয়াটা কঠিন। মুরগির দাঁত খুজে পেতে পারো, শোবিজে তার মত মানুষ পাবে না।'

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে এমন একটা শব্দ করলেন, যেন কোন ছোট প্রাণি ফাঁদে তার পা আটকে ফেলেছে, 'ডিয়ার ক্রাইস্ট! তুমি বেশ লম্বা ছেলে, ঘাসের মত সবুজও। কিন্তু কিছুই করার নাই।'

আমার মনে হাজারটা প্রশ্ন জমে গেছে, কিন্তু কোনটাই উচ্চারণ করতে পারলাম না। আমার ঠোঁট যেন ঠাণ্ডাতে বরফ হয়ে গেছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে হাউয়ি দ্য হাউন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। আমার দিকে পাল্টা দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল কস্টিউমটা। ওই মুহূর্তে আমার অনুভূতিটা হয়েছিল জেমস বন্ডের মত, ওই যে এক মুভিতে সে পাগলাটে এক এক্সারসাইজ গ্যাজেট পরেছিল না? সেরকম।

'আপনি কি মনে করছেন আমি মুখ খুলব?' বন্ড গোল্ডফিঙারকে বলেছিল।

গোল্ডফিঙার ঠাণ্ডা হিউমার দেখিয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'নোপ, মি. বন্ড। আমি মনে করছি আপনি মারা যাচ্ছেন।'

বন্ড আটকেছিল একটা এক্সারসাইজ মেশিনে, আর আমি একটা হ্যাপী মেশিনে, এই হল পার্থক্য। কিন্তু আইডিয়াটা একই ধরণের। যতই গা খোলা আচরণ করতে চাই না কেন, প্রথম দিন সব ঝামেলাই যেন আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

'এটা নিয়ে বোনইয়ার্ডে চলে যাও। প্লিজ এটা আবার বল না যে জায়গাটা তোমাকে চিনিয়ে দিতে হবে।'

'না, চিনি আমি ওটা।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে একটু আগে লেন বলেছিল!

'বেশ, ওই জায়গাটাই হোম টীমের জন্য। ওখানে গিয়ে আন্ডারওয়্যার বাদে আর সব খুলে ফেলো। সব পোশাকের ওপর ফার পরলে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবে একদম। আর... তোমাকে কেউ কার্নিও প্রথম নিয়ম বলেছিল, ছেলে?'

প্রথম রুলটা আমি আমি জানি, কিন্তু মুখ ফুটে বলে ঝামেলা বাড়াতে চাইলাম না।

'সব সময় নিজের মানিব্যাগের ওপর নজর রাখবে। এই পার্কে মানিব্যাগ খোয়া যায় না তেমন, অন্যান্য যেসব পার্কে কাজ করেছিলাম সেসব জায়গাতে

BanglaBook.org

তো... যাকগে, তবুও কার্নিও প্রথম রুল এটাই থাকছে। আমার কাছে রেখে যাও মানিব্যাগ, পরে নিয়ে যেও।'

কোন বাক্যব্যয় না করে মানিব্যাগটা মহিলার হাতে তুলে দিলাম।

'যাও এখন। আর জামা কাপড় খুলে ফেলার আগে যতটা পারো পানি খেয়ে নাও। পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পানি খাবে। যতই ক্ষিধে পাক, কোন সলিড খাবার খেয়ো না আবার। এই স্যুট পরে থাকা ছেলেদের হীটস্ট্রোক করতে পর্যন্ত দেখেছি আমি, খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা না সেটা, মনে রেখ। স্যুটগুলো নষ্ট হয়ে যায় একেবারেই। পানি খেয়ে ন্যাংটো হও, তারপর ফার পরে হাঁটা দাও উইগল-ওয়্যাগলের দিকে। সাইনবোর্ড লাগানো আছে, মিস করতে পারবে না তুমি।'

হাউয়ির নীল চোখের দিকে সন্দেহভরে তাকালাম।

'স্ক্রিন মেশ ওগুলো, চিন্তার কোন কারণ নেই। স্পষ্ট দেখবে সবকিছু।'

'কিন্তু, এটা পরার পর কি করতে হবে আমাকে?'

আমার দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি, প্রথমে গম্ভীর মুখে, তারপর শুধু ঠোঁট নয়, পুরো মুখটাই হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে হাসতে থাকলেন, তারপর শুধু বললেন, 'মানিয়ে নিতে পারবে তুমি। এটা একটা মেথড অ্যাকটিং, তোমার ভেতরের ঘুমন্ত কুকুরটাকে জাগিয়ে তোল শুধু।'

❤

বারো-তেরজন নতুন আর একদঙ্গল পুরোনো কর্মচারী ছিল বোনইয়ার্ডে, ঠিক তখনই সেখানে পৌঁছালাম আমি। এদের মধ্যে দুইজন নতুন হলিউড গার্লও আছে, কিন্তু আমার তখন বিনয় দেখানোর সময় ছিল না। ঢক ঢক করে একগাদা পানি খেয়ে চটপট জামাকাপড় সব খুলে ফেললাম। মেয়েগুলো আঁতকে উঠল রীতিমত, পাত্তা না দিয়ে চটপট হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডের কস্টিউম শরীরে গলিয়ে ফেললাম।

'ফার!' চিৎকার করে উঠল পুরোনো পাপীদের একজন, 'ফার! ফার! ফার! ফার!'

অন্যরা স্লোগানে শামিল হল নিমেষেই, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল চাপড়ে দিতে শুরু করল ওখানে। শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যার পরে, শরীরে একটা ধুমসো

BanglaBook.org

কস্টিউম জড়িয়ে আমার মনে হতে লাগল, কোন এক রায়টের মাঝে পড়ে গেছি! তার ওপর পিঠ খোলা আমার, কাওকে তো চেইনটা লাগিয়ে দিতে হবে? এটা শোবিজ ব্যবসা- নিজেকে বোঝালাম, এক পা সামনে এগিয়ে এলাম জড়তা কাটাতে। প্রথমে মনে হচ্ছিল কি করছি তার কিছুই আমি জানি না। জনগণের হর্ষধ্বনির পাল্লা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল।

'ফার! ফার! ফা-আ-আর! ফা-আ-আ-আর!'

'কেউ একজন জিপারটা লাগিয়ে দিন তো। এখনই আমাকে ছুটতে হবে উইগল-ওয়্যাগলে।' গলার রগ ফুলিয়ে এবার আমার ক্ষমতা দেখালাম তাদের।

মেয়েদের একজন এসে সম্মানটুকু করল আমাকে। আর সাথে সাথে বুঝতে পারলাম কেন সবাই এই ফার পরতে ভয় পায়। এয়ারকন্ডিশনড ঘর এটা, এই বোনইয়ার্ড। তার মধ্যেই ঘেমে একাকার হয়ে গেলাম আমি।

পুরোনো পাপীদের একজন এগিয়ে এসে আমার মাথাতে হাল্কা চাপড় দিলেন, 'তোমাকে পৌঁছে দেব আমি, সান। বাইরেই আমার কার্ট, লাফিয়ে উঠে পড়।'

'থ্যাংকস।' বলতে গেলেও কথা জড়িয়ে গেল মুখের মধ্যে।

'হুউফ হুউফ, বাউজার!' কেউ একজন টিপ্পনি কাটল। আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

ব্যুলভার্ডের ভেতর দিয়ে ফ্লুরোসেন্ট লাইটগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। আমার সাথের ভদ্রলোকের শরীরে জ্যানিটরের সবুজ পোশাক, তার পাশে বিশাল এক নীল চোখা জার্মান শেফার্ড বসে পড়ল। গাড়ির চারপাশে তাকালো শেফার্ডটা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেশ-আই দিয়ে।

আমাকে পরামর্শ দিলেন জ্যানিটর, 'কথা বলার দরকার হবে না তোমার। হাউয়ি কখনও কথা বলে না, শুধু কাস্টমারদের জড়িয়ে ধরে আর মাথাতে আলতো থাবা দেয়। এটুকু মনে রাখতে পারলেই চলবে। আর তোমার শরীর খারাপ করলে সোজা বের হয়ে চলে আসবে, বাচ্চারা হাউয়িকে দেখতে পছন্দ করে, কিন্তু কুকুরটা গরমে অজ্ঞান হয়ে আছড়ে পড়ছে দেখতে তারা এখানে আসে না।'

তারপরও শঙ্কা কাটল না আমার, 'কি করতে হবে সেটাই তো আমি জানি না। কেউ আমাকে বললও না।'

BanglaBook.org

'ব্যাপার না। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা হাউয়িকে খুব পছন্দ করে। তারা জানে হাউয়ির সাথে কি করতে হয়, তোমার জানাটা খুব দরকারি কিছু না।'

কার্ট থেকে নামার সময় আরেকটু হলে লেজে বেঁধেই পড়ে যাচ্ছিলাম। থাবা দিয়ে একটা মাঝারি লাথি কষিয়ে আমার গতিপথ থেকে সরালাম ওটাকে। টলতে টলতে দরজা পর্যন্ত পৌছালাম, তারপর কোনমতে লিভার সরিয়ে খুললাম ওটা। বাইরে কান ঝালাপালা করা মিউজিক শোনা যাচ্ছে, কেন যেন ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল।

দরজা খুলতেই কস্টিউমের স্ক্রিন মেশ নীল চোখ দিয়েতীব্র উজ্জ্বল জুনলাইট আমার চোখে এসে পড়ল। সাময়িক অন্ধত্ব গ্রাস করল আমাকে।

আগের চেয়েও জোরে মিউজিক বাজছে এখন, মাথার ওপরের স্পীকারগুলো কেঁপে উঠছে সে তালে। "দ্য হকি পকি" বাজছে এখন সেখানে, সব সময়ই নার্সারীর ছেলেমেয়েদের কাছে জনপ্রিয় এটা। কাছেই একটা খেলনা ট্রেন-রাইড চলছে উল্কাবেগে। ঘণ্টাতে চার মাইলের বেশি হবে না যদিও গতি, কিন্তু বাচ্চা ছেলেমেয়েতে ভর্তি হয়ে আছে রাইডটা। তাদের জন্য ও গতিই অনেক বেশি মনে হওয়ার কথা। ধারে কাছেই বাচ্চাগুলোর বাবা মাকে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ানো তারা, একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছেন। বাচ্চারা তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াচ্ছে। চারপাশে অসংখ্য শিশু, তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে অগণিত গ্রীষ্মকালীন নতুন চাকরিপ্রাপ্ত ছেলেছোকরা। দুইজনকে দেখলাম একদম চোখে পড়ার মত করে বাচ্চাদের যত্ন নিচ্ছে। এদের মনে হয় নিজস্ব চাইল্ড-কেয়ার লাইসেন্স আছে। সোয়েটশার্ট পরে আছে তারা, বুকে লেখা "উই লাভ হ্যাপী কিডস"। সোজা সামনে লম্বা একটা ডে-কেয়ার বিল্ডিং, নাম *হাউয়ি'স হাউডি হাউজ*।

মি. ঈস্টারব্রুককেও দেখতে পেলাম, জয়ল্যান্ড আমব্রেলার নিচে বসে আছেন তিনি, মর্টিসিয়ান স্যুট পরে আছেন, চপস্টিক দিয়ে খাচ্ছেন দুপুরের খাবার। প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করেননি তিনি, বাচ্চাদের ডেকেয়ারের দিকে নিয়ে যাওয়ার কুমিরের মত লম্বা লাইনটা দেখছিলেন। ওই দিকটা সামলাচ্ছে দুইজন নতুন কর্মচারী। পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলাম, ডেকেয়ারে ছোট ছেলেমেয়েদের দুই ঘণ্টার জন্য রাখা যায়। তাদের বাবা-মার বড় কোন সন্তান থাকলে ততক্ষণে বড়দের জন্য তৈরি করা রাইডগুলো থেকে সে সন্তানকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। অথবা রক লবস্টারে

BanglaBook.org

খাওয়া দাওয়া করে আসেন তারা এই ফাঁকে। তিন থেকে ছয় বছর বয়স যাদের তারাই থাকতে পারে এই ডে-কেয়ারে।

অনেক বাচ্চাকেই দেখলাম স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা নিয়ে। হয়ত এদের বাবা-মা দুইজনই কাজ করেন, এমনিতেও ডেকেয়ারেই থাকতে হয় তাদের। অন্যরা খুব একটা পছন্দ করছিল না বিষয়টা। ঠোঁট কামড়ে তারা বাবা-মার দিকে তাকাচ্ছিল। তারা অবশ্য বাচ্চাগুলোকে বলছিলেন এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবেন তারা (যেন চার বছরের একটা বাচ্চার *এক ঘণ্টা* সম্পর্কে কোন ধরণের ধারণা আছে!), কিন্তু এখন তারা একদম একা। অনেক শব্দ চারপাশে, ভাবার মত সমস্যাতে বাচ্চাগুলো পড়ে গেল, এত ভীরের মধ্যে বাবা-মাকে তারা দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। অনেকে কাঁদতে শুরু করল ওখানেই। হাউয়ির কস্টিউমের তলে আটকে পড়ে আমার মনে হতে থাকল আমেরিকান চাইল্ড অ্যাবিউজের কোন এক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে গেলাম মাত্র। বেবিসিটারের হাতেই যখন বাচ্চাকে ছেড়ে দেবে, তো অ্যামিউজমেন্ট পার্কে ওদের আনার দরকারটাই বা কি ছিল বাপু?

নতুন কাজ করতে আসা তরুণ-তরুণী দুইজন দেখল বাচ্চাদের ছোট ছোট মুখগুলো কান্নার পানিতে ভরে উঠেছে। কিন্তু বেচারা কর্মচারী দু'জনের কোন ধারণাই নেই তাদের কি করা উচিত। থাকবে কি করে? এটা তো তাদেরও প্রথম দিন। আমাকে লেন হার্ডি যখন পুরো হুইলটার দায়িত্ব পাঁচ মিনিটের ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, তখন আমার চেহারাও ওদের মতই হয়েছিল। অন্তত, ওখানে আট বছরের কম বয়স্ক বাচ্চাদেরকে একা হুইলে উঠতে দেওয়ার আইন নেই দেখে বাঁচোয়া। নাহলে পাষাণ বাবা-মা ঠিক একা একা ছেড়ে দিত তাদের সেখানে।

এখন আমার কি করা উচিত সেটাও ঠিক জানি না, কিন্তু কোন কিছু চেষ্টা করতে হবে এটুকু আমার জানা ছিল। সামনে এগিয়ে গেলাম, বাচ্চাদের লাইনের কাছে গিয়ে সামনের দুই থাবা মেলে দিয়ে পেছনের লেজটা যত দ্রুত পারি দোলাতে থাকলাম (লেজের দুলুনী দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু অনুভব করছিলাম)। প্রথম দুই-তিনজন আমাকে দেখে যখন আঙুল তুলে বাকিদের দেখাল, আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আমার। দুই সাউন্ডবক্সের মাঝে এসে দাঁড়ালাম। জেলিবীন রোড আর ক্যান্ডি কেইন অ্যাভিনিউয়ের মাঝখানে এখন আমি, ভাল একটা নজর কাড়া অবস্থান। বাচ্চাদের দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালাম। সবাই এখন হা হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ বিস্ফোরিত। সবার মনোযোগ পেতেই হকি পকি গানের সাথে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে মাত্রই বাবা-মাকে হারানোর জন্য যে দুঃখটা তারা পেয়েছিল সে ছাপ চেহারাগুলো থেকে সরে গেল। হেসে ফেলল তারা, কয়েকজন চোখের পানি গালে নিয়েই হাসছে। খুব কাছে আসার সাহস ওরা কেউ করল না, একে সাত ফিট দেখাচ্ছে আমাকে এখন, তারওপর আমার তাললয়হীন নাচ তো আছেই! তবে ওদের মধ্যে কৌতূহল ছিল, ভীতি নয়। সবাই হাউয়িকে চেনে তারা, টিভি শো আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে এটুকু ওরা জানে- হাউয়ি বড় কুকুর, কিন্তু ভাল কুকুর। ওদের কামড়াবে না সে কখনও। হাউয়ি ওদের বন্ধুকুকুর।

বাম পা সামনে ফেললাম আমি, তারপর বাম পা পিছিয়ে নিলাম, সামনে বাড়িয়ে নাড়ালাম ওটাকে, হকি পকির তালে নেচে গেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে নাচ চালিয়ে গেলাম, প্রচণ্ড গরম আর অস্বস্তিকর পরিবেশের কথা একেবারেই ভুলে গেছি যেন। ভুলে গেলাম কস্টিউমের নিচে আন্ডারপ্যান্টটা কিভাবে পাছার খাঁজে ঢুকে গেছে, ভুলে গেলাম পরে আমার খুব মাথা ধরবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ভুলে গেছিলাম ওয়েন্ডি কীগ্যান বলে পৃথিবীতে কেউ আছে!

মিউজিক পাল্টে গেল, আমার নাচও থামিয়ে দিলাম। ওদের দিকে তাকিয়ে মেলে দিলাম দুই বাহু।

'হাউয়ি!' ছোট্ট একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠল।

এত বছর পরও মেয়েটার সেই চিৎকারের প্রতিটা তরঙ্গ আমি আলাদা করে শুনতে পাই। সামনে ছুটে এল মেয়েটা, গোলাপী স্কার্ট জড়িয়ে যাচ্ছিল পায়ে, তারপর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। *বাচ্চারাই জানবে কি করতে হয়!* প্রথমে আমাকে জড়িয়ে ধরল তারা, তারপর ছিটকে ফেলে দিল মাটিতে। আমাকে ঘিরে ধরল ওরা, প্রত্যেকের মুখে হাসি। ছোট্ট সেই মেয়েটা আমার গালে বার বার চুমু খাচ্ছিল, প্রতিটা চুমুর সাথে বলে যাচ্ছে, 'হাউয়ি! হাউয়ি! হাউয়ি!'

বাচ্চাদের বাবা-মাও এগিয়ে আসছিল আমার এদিকে, তারা কাছাকাছি আসার আগেই একটুখানি জায়গা করে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম। ভালোবাসার চাপে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন সখ আমার ছিল না। অসম্ভব গরম একটা দিনে দারুণ মিষ্টি কিছু মুহূর্ত পার হয়ে গেল এভাবেই।

আমি লক্ষ্য করিনি মি. ঈস্টারব্রুক খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ওয়াকি-টাকি মুখের সামনে ধরে কিছু একটা বলছিলেন তিনি। শুধু খেয়াল করলাম, আচমকা গানের মিউজিক বন্ধ হয়ে গেল। আবারও 'হকি পকি' বাজতে শুরু করল স্পীকারে।

BanglaBook.org

দ্রুত নাচে ফিরে এলাম আমি। ডান থাবা সামনের দিকে এগিয়ে নিলাম, তারপর আবারও পিছিয়ে নিলাম। বাচ্চাগুলো আমার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাচ্ছিল না। কোন মুভ মিস করতে চায় না তারা, চায় না পিছিয়ে পড়তে। আগ্রহী কয়েকজন এগিয়ে এসে আমার সাথে তাল মেলাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল জেলিবীন আর ক্যান্ডি কেন রোডের মাঝে আমরা অনেকে মিলে হকি পকির তালে নাচছি। যে দুই নতুন ছোকরা বাচ্চাদের সামলাচ্ছিল, তারাও এসে যোগ দিল। বাচ্চাদের বাবা-মাদের একাংশও নাচে সামিল হল দেখে অবাক হলাম না। হাত পায়ের সাথে হকি-পকির সাথে তাল মেলালাম আমার বিশাল লেজ দিয়েও। বাচ্চারা হেসে গড়াগড়ি খায় আর কি! তারাও অদৃশ্য লেজ দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করতে থাকল।

গান থেমে আসতে থাবা দিয়ে বাচ্চাদের ইঙ্গিত করলাম, যেন বলতে চাইছি, 'কাম অন, কিডস!' তারপর সবাইকে হাউডি হাউজের দিকে নিয়ে গেলাম, বাচ্চারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে অনুসরণ করল। দূর থেকে দেখে যে কেউ মনে করবে হ্যামিলিয়নের বাঁশিওয়ালাকে এক দঙ্গল শিশু অনুসরণ করছে! তখন আর কোন শিশুই কাঁদছে না, সবার মুখে হাসি।

হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ড হওয়ার যে ক্যারিয়ারটা আমার ছিল, সেটাকে আমি এক কথাতে ব্রিলিয়ান্টই বলব। প্রথম দিনটা আমার বেস্ট ছিল না, তবে তার খুব কাছাকাছি কিছু একটা ছিল সেটা, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

❤

প্রত্যেকে যখন নিরাপদে ভেতরে ঢুকে গেল, তখনও গোলাপী স্কার্টের বাচ্চা মেয়েটা দরজাতে দাঁড়িয়ে আমাকে বাই-বাই দিচ্ছে। তাকে পাল্টা বাই দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, মনে হল পৃথিবীটাও ঘুরে উঠেছে সেই সাথে। ঘাম আমার চোখ ভাসিয়ে দিয়েছে, সবকিছু দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছি আমি, পুরো উইগল-ওয়াগল ভিলেজই যেন দুটো হয়ে গেছে। শুরুর নাচটা থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে সাত মিনিট হয়েছে মনে হয়। এর বেশি হলে নয় মিনিট হতে পারে, সর্বোচ্চ। এর মধ্যেই ভাজা ভাজা হয়ে গেছি গরমে।

'সান!' একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'এদিকে!'

BanglaBook.org

মি. ঈস্টারব্রুকের গলা। একটা দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, উইশিং ওয়েল স্ক্যান বারের পেছনের দিকে ওটা। এদিক দিয়েই হয়ত বের হয়ে এসেছিলাম আমি, ঠিক নিশ্চিত নয় এখন। দিকগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

কস্টিউমের পেছন দিকের জিপারটা খুলে দিলেন তিনি, হাউয়ির ভারী মাথাটা আমার ওপর থেকে সাথে সাথে খসে পড়ল। ভ্যাপসা গরম বের হয়ে আসতে থাকল শরীর থেকে, এয়ার কন্ডিশনিংয়ের মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাসে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল যেন।

'সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাক। একটা গাড়ি এসে যেন তোমাকে নিয়ে যায় সে ব্যবস্থা করছি আমি। এর মধ্যে দম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাক। প্রথম কয়েকবার হাউয়ি সাজা আসলেই কঠিন, তারওপর যে পারফর্ম্যান্সটা দিলে তুমি, সেটাতে প্রচুর এনার্জি খরচ হওয়ার কথা। অন্যরকম সুন্দর ছিল কিন্তু তোমার পারফর্ম্যান্স।'

'থ্যাংকস!' এতটুকুই বলতে পারলাম আমি। অজান্তেই নিজের সহ্যক্ষমতার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছিলাম! 'থ্যাংকস, ভেরি মাচ।'

'অজ্ঞান হওয়ার মত লাগলে মাথা নিচু কর।'

'অজ্ঞান না, মাথা ব্যথা করছে খুব, এই আরকি।' হাত দিয়ে কপাল মুছতেই ভিজে গেল সে হাত, 'আপনি একরকম উদ্ধার করেছেন আমাকে।'

'হাউয়ি কস্টিউম পরে গরম কোন দিনে সর্বোচ্চ থাকা যায় পনের মিনিট। গরমের দিন মানে জুলাই বা আগস্টের কথা বলছি আমি, তেত্রিশ ডিগ্রী আর নাইন্টি হিউমিডিটি থাকে তখন। যদি কেউ বলে এর চেয়ে বেশি সময় থাকা সম্ভব ওখানে, তাকে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কয়েকটা সল্ট পিল খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেব আমি তোমাকে। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কঠোর পরিশ্রম আশা করি ঠিক, কিন্তু মেরে ফেলতে চাই না, বোঝা গেল?'

ওয়াকি-টকি আবারও বের করে আনলেন তিনি, সংক্ষেপে এখানকার অবস্থা ব্যাখ্যা করলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আগের মানুষটাই আবারও কার্টে করে ফিরে এল। এবার দুটো অ্যানাসিন আর এক বোতল ঠান্ডা পানির বোতল তার সাথে। পানির বোতলটাকে আমার কাছে মনে হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ওটা আসতে আসতে আমার পাশে বসে পড়লেন মি. ঈস্টারব্রুক।

BanglaBook.org

'তোমার নাম কি, ছেলে?'

'ডেভিন জোনস, স্যার।'

'ওরা কি তোমাকে জোনসি বলে ডাকে?' আমার জবাবের অপেক্ষাতে থাকলেন না তিনি, 'অবশ্যই তাই ডাকে। কার্নিভালের নিয়মটাই সেরকম। যদিও জয়ল্যান্ড ঠিক কার্নি না, ছদ্মবেশী কার্নি বলা চলে এটাকে। ডিজনি আর নট'স বেরী ফার্মস সবস সময় অ্যামিউজমেন্ট ওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করবে ঠিক, তবে এদিকটাও মোটামুটি অংশ নেবে এই জগতের। আমাকে বল তো, গরমটা বাদ দিলে প্রথমবার ফার পরার অভিজ্ঞতাটা তুমি উপভোগ করেছ কি না?'

'প্রচুর পরিমাণে।'

'কারণ?'

'কারণ, বাচ্চাদের কেউ কেউ কাঁদছিল।'

মুচকি হাসলেন তিনি, 'আর?'

'আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সবাই হয়ত কান্না জুড়ে দিত। কিন্তু আমি সেটা ঠেকাতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, হকি পকির নাচটা দিয়ে দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছ তুমি। তোমার কি ধারণা ছিল এটা কাজে লেগে যাবে?'

'না। ঠিক তা তো ছিল না। কিন্তু, আসলে আমার মনে হয়েছিল এমনটা করা দরকার। কিসের ভিত্তিতে মনে হয়েছিল তা বলতে পারব না।'

হাসিটা বর্ধিত হল মি. ঈস্টারব্রুকের, 'জয়ল্যান্ডে আমাদের নতুন কর্মচারীদের সরাসরি একটা কাজে লাগিয়ে দেই আমরা। কোন রকমের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেওয়া হয় না তাদের। কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকে গিফটেড, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনেক কিছু করতে পারে তারা, এদের বের করার জন্য এই পদ্ধতিটাই উত্তম। তোমার নিজের ব্যাপারে কিছু জিনিস শেখনি কি তুমি?'

'যীশু! আমি ঠিক জানি না। কিন্তু, আসলে একটা কথা কি বলতে পারি, স্যার?'

BanglaBook.org

'নিঃসঙ্কোচে।'

কিছুটা দ্বিধা করলাম, তারপর বলেই ফেলি, 'ওই শিশুগুলোকে ডেকেয়ারে পাঠানো ... মানে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে ডেকেয়ার থাকাটা ... আমি ঠিক জানি না, কেমন জানি নিষ্ঠুর ধরণের।' দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে বললাম, 'যদিও উইগল-ওয়্যাগল বাচ্চাদের জন্য খুব মজার একটা জায়গা, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

'তোমাকে কিছু ব্যাপার বুঝতে হবে, ছেলে। জয়ল্যান্ডে আমরা একটু হলেও ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা করে থাকি।' বুড়োআঙুল আর তর্জনী তুলে আমাকে দেখালেন তিনি, 'যখন বাবা-মা জানে আমরা তাদের ছোট বাচ্চাদের যত্ন করার ঝামেলাটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে রাজি আছি, যদিও দুই ঘণ্টার জন্য, পুরো পরিবার নিয়েই তারা আসে। নতুবা একজন বেবী সীটার ভাড়া করে নিয়ে আসত, তাও বাচ্চাদেরকে কারও হাতে ছেড়ে দিতই। আমাদের লভ্যাংশে সেটা যোগ হত না, এই হল পার্থক্য। অনেকে ডেকেয়ারের অভাবে পার্কে আসাই বন্ধ করে দিত, সেক্ষেত্রে তো পুরোটাই ক্ষতি। আর বাচ্চাদের কেউই এরকম একটা ডেকেয়ারে কখনও থাকেনি। তারা এখান থেকে যাওয়ার সময় প্রথম মুভি বা প্রথম স্কুলরুমের মতই মনে রাখবে অভিজ্ঞতাটা। তোমার জন্য, তারা সেই কান্নার মুহূর্তগুলো মনে রাখবে না, মনে রাখবে না তাদের বাবা-মা তাদের ফেলে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল। তারা মনে রাখবে তোমার সাথে হকি পকি নাচার স্মৃতিটুকু। এটাই জাদুর মত মনে হবে তাদের কাছে। ডে কেয়ারের ভেতরটাও একই প্রভাব ফেলবে ওদের ওপর।'

'সম্ভবতঃ।'

সামনে এগিয়ে আসলেন তিনি, আমার দিকে না, হাউয়ির দিকে। ফারটাকে আলতো করে টোকা দিলেন কংকালসার আঙুল দিয়ে, 'ডিজনি পার্কের সবকিছুই স্ক্রিপ্ট করা। আমি ঘৃণা করি এই পদ্ধতিটাকে। আসলেই ঘৃণা করি। আমার মনে হয়, সব কিছুপ্ল্যান ছাড়া হওয়া উচিত। আচমকা কোন কাজে নেমে পড়ার পক্ষে আমি, এধরণটার ভক্ত। তোমাকে দেখেও মনে হয়েছে আচমকা নেমে পড়ে ভালভাবে একটা কাজ শেষ করতে তুমি পারবে। একদিন দেখেই অবশ্য নিশ্চিত করে কথাটা বলা যায় না, কিন্তু তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, ছেলে।' হাত দুটোকে পেছনে নিয়ে টান টান করে আড়মোড়া ভাঙ্গার ভঙ্গি করলেন ভদ্রলোক, নানারকম কড়মড় শব্দ শোনা গেল। বললেন, 'তোমার কার্টে করে বোনইয়ার্ড পর্যন্ত যাবো নাকি? একদিনের জন্য সূর্যের তাপে যথেষ্ট সিদ্ধ হয়েছি।'

BanglaBook.org

'আমার কার্ট মানে আপনারও কার্ট।' জয়ল্যান্ডের মালিককে আমার বলা এই কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য ছিল।

'আমার মনে হয়, এই গ্রীষ্মে তোমাকে বেশ কয়েকবার ফার পরতে হবে। অনেক ছেলেই এটাকে বোঝা মনে করে, কেউ কেউ তো শাস্তিও ভেবে বসে। তোমার ক্ষেত্রে এমন চিন্তাভাবনা আসবে না মনে হচ্ছে। ভুল ভাবছি না তো?'

ভুল তিনি ভাবছিলেন না। অনেকবার ফার পরেছি আমি তারপরেও। অদ্ভুতভাবে এই চাকরিতে সবচেয়ে সুখী ছিলাম হ্যাপী হাউন্ডের কস্টিউমের মধ্যেই। প্রতিবার মনে হয়েছিল একদম ঠিক জায়গাতে আছি আমি, পার্কের মধ্যে আমার থাকার মত একটা ঠিক জায়গাই যেন ছিল, ফারের ভেতরে। জুনের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হকি পকি নাচাটাই ছিল আমার ক্যারিয়ার সেরা পারফর্ম্যান্স।

❤

টম আর এরিনের সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সেই গ্রীষ্মের পরও অটুট ছিল। এখনও এরিনের সাথে বন্ধুত্বটা টিকে আছে, যদিও এখন ইমেইল আর ফেসবুক ছাড়া তেমন যোগাযোগ হয় না আমাদের। নিউইয়র্কে মাঝে মাঝে আমাদের একসাথে লাঞ্চ খেতে দেখা যায় - এতটুকুই। ওর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে কোনদিনও দেখা হয়নি আমার, মেয়েটা বলেছিল চমৎকার একজন মানুষ সে। আমি তাকে বিশ্বাস করেছি।

করব না-ই বা কেন? *মি. চমৎকারতম মানুষের* সাথে আঠারো বছর সংসার করার পর তার চেয়ে খারাপ কাওকে পছন্দ করবে এরিন? করার তো কথা না।

১৯৯২ সালেই টমের ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছিল। ছয় মাসের মধ্যে মারা গেছিল আমার পুরোনো বন্ধু। ফোন করে আমাকে যেদিন ও বলেছিল অসুখের কথা, স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম। মন প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেছিল অবশ্যই, যে কারও হবে আমার মত পরিস্থিতিতে পড়লে। একজন মানুষ যখন তার জীবনের শেষ সীমারেখাটা দেখতে পায় তখন তার কেমন লাগে?

BanglaBook.org

আরেকটু সময় কি টমের পাওয়া উচিত ছিল না? আর কিছু ভাল জিনিস তার জীবনে হওয়া উচিত ছিল না? দুটো নাতি-নাতনী দেখে যেতে কি সে পারত না? অথবা অনেকদিন ধরেই যে মাউই দ্বীপে ঘুরতে যাওয়া ইচ্ছে ছিল ওর, ওটাও তো হল না।

জয়ল্যান্ডে যখন আমরা ছিলাম, তখন পপস মাঝে মাঝে একটা টার্ম ব্যবহার করত, 'সবটাই পোড়া'। দ্য টক অনুযায়ী এটার অর্থ গাঁইয়াদের সাথে প্রতারণা করা, যাতে তারা কোনদিনও জিততে না পারে। তখনও আমাদের মনে হত, এটা ঠিক প্রতারণা কিভাবে হচ্ছে? শুটিং করতে আসা মানুষগুলোর তো পাঁচ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে অ্যাওয়ার্ড জিতে যাওয়ার। কখনও কখনও তো মিরাকল কিছু ঘটেই।

মিরাকল জয়ল্যান্ডে ঘটত না। কিন্তু, টমের খবরটা শোনার পর আবারও আমার মনে সেই আশাটুকু ফিরে এল। পাঁচ শতাংশ সুযোগ কি টম পাবে না?

তাছাড়া প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে না মানুষের? জয়ল্যান্ডে এক ফালি সবুজ পোশাক পরে ছোটাছুটি করতে এক সুন্দরী লালচুলো তরুণী, হাতে থাকত ক্যামেরা। কাস্টোমারদের কেউ কোনদিনও 'না' বলতে পারেনি তাকে। এরিন কুককে না বলা সম্ভব কারও পক্ষে?

ঈশ্বর তাকে 'না' করে দিলেন ঠিকই। ঈশ্বর টম কেনেডির 'সবটাই পোড়ালেন'। টমকে পোড়ানোর প্রক্রিয়াটা পুরো করার সময় এরিনকেও ছারখার করে দিলেন তিনি।

অক্টোবরের এক ঝলমলে দিনে, ঠিক সাড়ে পাঁচটাতে এসেছিল ফোনকলটা। এককালের ছোট্ট এক মেয়ের কণ্ঠটা আজ অনেক পরিণত, কান্নাভেজা। 'টম আজ দুপুর দুইটার দিকে মারা গেছে। শান্তিতেই গেছে ও, কথা বলতে পারছিল না, কিন্তু সচেতন ছিল। আমার ডেভ, ও আমার হাত খামচে ধরেছিল বিদায় জানানোর সময়, জানিস?'

আমি শুধু বলেছিলাম, 'আমিও যদি ওর পাশে থাকতে পারতাম

'হুঁ...' কেঁপে গেছিল এরিনের কণ্ঠ, 'হুঁ, ওটা হলে আরও ভাল হত।'

এরকম পরিস্থিতিতে আপনি মনে করবেন, 'হ্যাঁ, এমন কিছু হতে পারে তা তো জানা ছিল। মনে মনে সবচেয়ে খারাপ কিছুর জন্যই তো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।'

কিন্তু, তারপরও মনের ভেতরে কোথাও ছোট একটা আশার আলো থেকেই যাবে আপনার। সেটাই আপনাকে ধ্বংস করে দেবে, সেটাই মেরে ফেলবে আপনাকে, ভেতর থেকে।

BanglaBook.org

এরিনের সাথে কথা বলছিলাম আমি, বলছিলাম কতটা ভালবাসি আমি তাকে, কতটা ভালবাসতাম আমি টমকে! ওকে বলেছিলাম, হ্যাঁ, টমের শেষকৃত্যে আমি থাকব। বলেছিলাম, যে কোন প্রয়োজনে যেন ও আমাকে ফোন করে, দিন রাত যখনই হোক। তারপর ফোনটা নামিয়ে রেখে কান্নাতে ভেঙ্গে পড়েছিলাম।

প্রথম প্রেম ভেঙ্গে যাওয়ার পর অনেকদিন পার হয়ে গেছিল। কিন্তু টম মারা যাওয়ার পর ঠিক সেই উপসর্গগুলোই ফিরে এল আবারও। আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছিল আমার, জীবনযাত্রাতে এসেছিল ব্যাপক পরিবর্তন আর উদাসীনতা। কোন ধরণের মাপকাঠি দিয়েই মাপতে পারিনি আমি তখন নিজেকে। এটাকেই হয়ত তারুণ্য বলে!

❤

জুন শেষ হতে হতে এতটুকু বুঝে গেলাম, আমার আর ওয়েন্ডির সম্পর্কটা পাটকাঠির মতই দুর্বল এখন। মন থেকে বিষয়টা মেনে নিতে আরও কিছুটা সময় লেগেছিল অবশ্য। প্রথম দিকে অনেক লম্বা লম্বা চিঠি লিখতাম আমি তাকে। জয়ল্যান্ড থেকে আমার ছোট্ট ঘরে ফিরে আসার সময় প্রচুর ক্লান্ত থাকতাম, মাথাতে একদম নতুন সব আইডিয়া ঘুরপাক খেত অবিরাম, প্রতিদিনের নতুন শিক্ষা নিয়ে চিন্তা চলত। তবুও সব চিঠিই বিশাল রচনা হত।

জবাবে পাওয়া গেল একটা মাত্র পোস্টকার্ড। বোস্টন কমনের ছবি সামনে, পেছনে অদ্ভুত একটা মেসেজ। হাতের লেখাটা পর্যন্ত আমার অপরিচিত ঠেকল।

"ওয়েন্নি কার্ডটা লিখছে, রেন্নি বাস চালাচ্ছে!"

নিচের হাতের লেখাটা আমার পরিচিত, ওয়েন্ডির। ওপরের হাতের লেখাটা নিশ্চয় রেনের।

"হুইইই! আমরা সেলসগার্লসরা কেইপ কোডে একটা অভিযানে যাচ্ছি। হুউউপসি মিউজ্বিক! রেন যখন লিখছিল তখন আমি গাড়ির হুইল ধরেছিলাম, দুশ্চিন্তা করবে না। আশা করি ভাল আছ। ডব্লিউ!"

হুউউপসি মিউজ্বিক?

মিউজ্বিক??

BanglaBook.org

আশা করি ভাল আছ?

কোন *ভালোবাসি* নেই, কোন *'আমাকে মিস করছ তুমি?'* নেই। হাতের লেখার লাফালাফি করা অবস্থা দেখে নিশ্চিত হলাম, রেনের গাড়িতে ছুটতে ছুটতে লিখেছে ওরা এটা। দুইজনই মাতাল হয়ে ছিল সেটাও নিঃসন্দেহ। তবুও আমার একটা এরিন-ফটোগ্রাফ পাঠালাম তাকে, ফার পরে থাকা ছবি।

এটার কোন উত্তর এল না।

প্রথমে দুশ্চিন্তা আসে, তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করে, তারপর প্রেমিক জানে। জানে যে, তার ব্যাপারে মেয়েটার আর আগ্রহ নেই। যদিও ডক্টরের ডায়াগনোসের মত প্রেমিকার ব্যাপারে ডায়াগনসিসে ভুল হচ্ছে বলেই বিশ্বাস করতে চায় সে, তবুও অন্তর থেকে জানে সে।

দুইবার ওকে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। একঘেয়ে একটা কণ্ঠদুইবারই উত্তর দিল ফোনে। প্রথমবার জানাল, ওয়েন্ডি এখানে নেই। রেনের সাথে বাইরে আছে। দ্বিতীয়বার জানাল, ওয়েন্ডি এখানে নেই, আর কোনদিনও এখানে তাকে পাওয়াও যাবে না। আরেকটা বাসাতে উঠেছে সে।

'কোথায় সেটা?' জানতে চাইলাম দ্রুত, এবার শঙ্কার ডঙ্কা বেজে গেছে মনের ভেতরে। মেসন শপ্‌ল'র বৈঠকখানা থেকে ফোন করেছিলাম আমি, পুরোনো রিসিভারে এত শক্ত করে চেপে বসল আমার আঙুলগুলো, অবশ হয়ে এল। আমার মতই স্কলারশিপ নিয়ে আরেকটা কলেজে প্যাচওয়ার্ক করতে গেছিল ওয়েন্ডি। নিজের জন্য আলাদা বাসা ভাড়া করার ক্ষমতা ওর নেই। যদি না যদি না আর কেউ সে খরচ চালায়।

আর কোন ছেলে।

'কোন চুলোতে গেছে তা আমার জানা নাই। জানার ইচ্ছাও নাই।' একঘেয়ে কণ্ঠটা জানাল, 'কাঁহাতক সহ্য করা যায় রাত দুটোর সময় উশৃঙ্খল পার্টি? টায়ার্ড আমরা, কারও কি রাতে ঘুমানোর অধিকারও নাই নাকি তার জন্য?'

খুব জোরে ধুকপুক করছিল আমার হৃৎপিণ্ড, 'রেনেও কি ওর সাথে চলে গেছে নাকি?'

BanglaBook.org

'না, তারা ঝগড়া করেছে না? ওয়েন্নি যখন নতুন বাসাতে যাওয়ার জন্য এক লোককে নিয়ে আসে, তাকে নিয়েই রেনের সাথে ঝগড়া লাগে ওদের। তাই আর যায়নি মনে হয়।'

আমার তলপেটে কিছু একটা খামচে ধরল। কোন লোক? আমি ছাড়া আর কে থাকবে তার সাথে? এমন অবশ্য হতে পারে, ওয়েন্ডির হাবিজাবি জিনিস সরানোর জন্য কোন ছেলে ফ্রেন্ডের সাহায্য নিয়েছিল সে? ছেলে ফ্রেন্ড তো থাকতেই পারে ওয়েন্ডির। আমারও তো এখানে অন্তত একজন মেয়ে ফ্রেন্ড আছে, তাই না?

'রেনে কি এখানে আছে?'

'না, ডেটিংয়ে গেছে ও।' আচমকা একঘেয়ে কণ্ঠীকে কথা বলার জন্য আগ্রহী মনে হল, 'হেই, তুমিই কি ডেভিন নাকি?'

চট করে ফোনটা রেখে দিলাম। কোন কিছু ভেবে রেখেছি, তা না। নিজেকে বোঝালাম, একঘেয়ে কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। ওটা আমার মনের ভুল শুধু। মেয়েটার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যেন আমাকে নিয়ে মজা করছে। আমি ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম।

❤

তিন দিন পর ওই গ্রীষ্মের একমাত্র চিঠিটা আসল ওয়েন্ডি কীগ্যানের কাছ থেকে। শেষ চিঠিও বলা চলে। তিন পৃষ্ঠার লম্বা একটা চিঠি। পুরোটাতে লেখা সে কতটা দুঃখিত, নিজের সাথে কতটা লড়াই সে করেছিল ছেলেটার প্রতি আকর্ষণকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে ও সেই আকর্ষণ এড়াতে। সে লিখেছে, আমি এখন কষ্ট পাব, কাজেই তার সাথে কয়েকটা দিন ফোনে কথা বলা বা দেখা করার চেষ্টা না করলেই ভাল হবে। শকটা কেটে যাওয়ার পর আমরা আবারও ভাল বন্ধু হয়ে থাকতে পারব। তাছাড়া, ছেলেটা দারুণ একজন মানুষ নাকি। ডার্টমাউথে পড়ে, ল্যাক্রোস খেলে সে, ওয়েন্ডির বিশ্বাস আমার তাকে পছন্দ হবে। আমাদের ফল সেমিস্টার শুরু হলে সে আমাকে তার সাথে পরিচয় করে দিতে পারবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং আরও সব *বালছাল*।

BanglaBook.org

সেরাতে সমুদ্রের বালির ওপর বসে পড়লাম আমি, মিসেস শপ্‌ল'র বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। মাতাল হব আজকে, খুব বেশি খরচের ব্যাপারও হবে না সেটা, এটা একটা স্বান্তনা। ইদানিং খুব বেশি মদ খাওয়ার আগেই নিয়ন্ত্রণ হারাই

আমি। শরীর হাউয়ি হতে হতে দুর্বল। ছয় বোতলের প্যাকটা নিয়ে বসে ছিলাম সমুদ্রের পানিতে পা ভিজিয়ে। মদ বেশি খেতে পারলাম না, তার আগেই এরিন আর টম এসে যোগ দিল আমার সাথে, একসাথে স্রোত গুণতে শুরু করলাম আমরা। দ্য থ্রি জয়ল্যান্ড মাস্কেটিয়ার্স যেন!

'কি হয়েছে রে তোর?' এরিন জানতে চাইল। তুমি থেকে তুইয়ে নেমে এসেছি আমরা ততদিনে।

কাঁধ ঝাঁকালাম, 'গার্লফ্রেন্ড ব্রেক আপ করেছে। একটা "ডিয়ার জন..." মার্কা চিঠি পাঠিয়েছে সে।'

আমার পিঠের কাছ থেকে টম বলে উঠল, 'তোর ক্ষেত্রে নিশ্চয় ওটা *ডিয়ার* ডেভ মার্কা চিঠি?'

'একটু মমত্ববোধও নাই তোমার।' টমকে মুখ বাঁকাল এরিন, 'বেচারা কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু ওটা প্রকাশ করছে না। চেপে রেখেছে ভেতরে, এটা কি তোমার চোখে পড়ছে না?'

'নাহ।' বলল টম, এক হাতে আমার কাঁধ জড়াল সে, 'তোর মারা খাওয়ার দৃশ্য দেখে আমি দুঃখিত বোধ করছি, দোস্ত। আর্কটিক কানাডার ঠাণ্ডার মত দুঃখপ্রকাশ করলাম তোকে, অফিশিয়ালি। এখন কি তোর একটা বিয়ার এদিকে দিবি?'

বিয়ারের বোতল বাগানোর অভিনব এই প্রক্রিয়া দেখে হেসে ফেললাম, 'নে।'

অনেকক্ষণ ধরে ওখানে বসে থাকলাম আমরা। এরিন ভদ্রতা করে একটা দুটো প্রশ্ন করছিল। কিছুর উত্তর দিচ্ছিলাম, কিছুপ্রশ্ন না শোনার ভান করছিলাম। আমার মন খারাপ ছিল সেরাতে। কষ্ট পেয়েছিলাম। তবে এটুকুই সব ছিল না। ওদের দুইজনকে বাকিটা দেখাতে পারতাম না, আমার পরিবার আমাকে সে শিক্ষা দেয়নি।

ডার্টমাউথে পড়ে ছেলেটা, নির্ঘাত ধনী বংশের কেউ। হাইস্কুলে থাকা অবস্থাতে মাসট্যাং চালায় এরাই। তবে শুধু তার প্রতি ঈর্ষাতে নয়, আমার কষ্টটা ছিল অন্যখানে। ওয়েন্ডি আমাকে ছেড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু আমি তাকে ছেড়ে থাকার জন্য যে প্রস্তুত ছিলাম না মোটেও!

BanglaBook.org

এরিনও একটা বিয়ার তুলে নিল, ক্যানটা ওপরে তুলে বলল, 'এইবার আমরা টোস্ট করব ডেভের নেস্ট গার্লফ্রেন্ডের উদ্দেশ্যে। সে কে হবে তা আমি জানি না, তবে মেয়েটার সৌভাগ্যের কোন এক দিনে তোর সাথে দেখা হয়ে যাবে তার, ডেভ।'

'ওইযে মেয়েটা, দ্যাখ দ্যাখ!' টম আচমকা বলে উঠল, স্বভাবসুলভ রসিকতা জেনেও আমরা ওদিকে একবার তাকালাম।

আমার মনে হয় না পুরো গ্রীষ্মেও তারা আমার কষ্টটা বুঝতে পেরেছিল। আমার যে একদম ভিত পর্যন্ত নড়ে গেছে সেটা তারা কখনই বুঝেনি। আর মুখে উচ্চারণ করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়াটা আমার জন্য লজ্জাজনক একটা ব্যাপার হত। কাজেই একহাতে আমার ক্যানটা তুলে নিলাম, তারপর পান করলাম আমরা।

এরিন আর টম ভাগ বসানোতে একাই ছয় বোতল খাওয়া হল না আমার। একদিক থেকে ভাল হল ব্যাপারটা, পরের দিন একই সাথে ছ্যাঁকা খাওয়া মন আর হ্যাংওভার নিয়ে ঘুম ভাঙ্গলো না আমার। জিনিসটা আমাকে একদিক থেকে বাঁচিয়ে দিল। কিভাবে, সেটা জয়ল্যান্ডে পৌঁছে বুঝতে পারলাম।

পপস অ্যালেন আমাকে বলল তিনটা, চারটা আর পাঁচটার সময় আমাকে তিন দফা পনের মিনিটের ফার-শিফট দিতে হবে। মানে, পনের মিনিট করে ফার পরে থাকতে হবে আমাকে আজ, জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে। আমার জন্য এটাও ভাল হল, বিষাদগ্রস্থ মন ভাল করতে চাইলে বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোর চেয়ে ভাল কিছু আর হতে পারে না।

পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডের অভিনয় করে গেলাম। সেদিন লেজ দুলিয়ে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের ওপর দিয়ে ছুটছিলাম, পেছনে আসছিল একদঙ্গল হাসতে হাসতে কুটি কুটি হয়ে যাওয়া বাচ্চা। চিন্তাটা আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল তখন, ঠিকই তো আছে। ওয়েন্ডি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো কি করবে? ওর বয়ফ্রেন্ড ডার্টমাউথে পড়াশোনা করেছে, ল্যাক্রোস খেলে সে। আর পুরোনো বয়ফ্রেন্ড এই গ্রীষ্মটা তৃতীয় শ্রেণির একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে কাটাচ্ছে।

তারওপর এখানে তার পরিচয়, সে একটা কুকুর।

BanglaBook.org

এভাবেই হয়ত দিন চলে যেত, তবে জুলাইয়ের দুই তারিখ নতুন একটা শিক্ষা পেলাম আমি।

বীগল টীম, মানে আমাদের দলটাকে প্রতিদিন সকালে এসে অ্যালান পপসের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। কাজের পাহাড় সে-ই আমাদের ধরিয়ে দেয় তখন। সাধারণতঃ আমাদের কাজগুলো হয় শুটিং গ্যালারি কেন্দ্রিক, তবে সেদিন পপস আমাকে নতুন একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠাল। লেন হার্ডি নাকি খুঁজছিল আমাকে।

খবরটা শুনে অবাক না হয়ে উপায় নেই, লেন হার্ডির সাথে আমার বোনইয়ার্ডের বাইরে দেখা হয় না। সকালে পার্ক খোলার ঠিক বিশ মিনিট আগে বের হয় সে, কাজেই ওদিকে রওনা দিলাম। পেছন থেকে চেঁচিয়ে আমাকে থামাল পপস।

'ওদিকে না, ও এখন সিম্প-হোইস্টারে আছে।' এটা দ্য টক অনুযায়ী ফেরিস হুইলের নাম, 'দ্রুত যাও জোনসি, আজ অনেক কাজ করতে হবে।'

কাজেই ছুটলাম দ্রুত। স্পিনের কাছে গিয়ে কাওকে দেখতে পেলাম না অবশ্য। লম্বা, স্থির আর নিশ্চুপ রাইডটা দিনের প্রথম কাস্টোমারের জন্য অপেক্ষা করছে।

'অ্যাই যে!' দূর থেকে কেউ একজন চিৎকার ছাড়ল। বামদিকে তাকিয়ে দেখলাম, রোজি গোল্ড তার তারাখচিত ফরচুন-টেলিং-শাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। মাথাতে একটা গাঢ় নীল স্কার্ফ পেঁচিয়েছে মহিলা, বেশভূষাতে একদম ভবিষ্যৎবক্তাদের মতই দেখাচ্ছে তাকে। লেন হার্ডি অবশ্য তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সাধারণ পোশাক তার পরনে। রঙচটা জিনস আর আঁটোসাটো টি-শার্ট। মাথাতে বসানো ডার্বিটা এখন জ্ঞানী জ্ঞানী একটা কোণ করে বসানো। প্রথমবার তাকে দেখে যে কেউ মনে করবে মাথাতে ঘিলুর ভাল রকম ঘাটতি আছে। তবে, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন, লেন হার্ডির যে জিনিসেরই অভাব থাকুক, ওটার নেই।

ওদের সাথে সম্পর্ক আরও কাছের হয়েছে আমার। দুইজনকেই এখন 'তুমি' করে ডাকি।

দুইজনের পোশাকই এখন শো শুরু করে দেওয়ার মত, কিন্তু দুইজনের চেহারাতেই ফুটে আছে দুঃসংবাদ। দ্রুত তাদের দিকে ছুটে গেলাম এবার, মাথার

BanglaBook.org

মধ্যে হিসেব নিকেশ চলছে তার চেয়েও দ্রুতবেগে। গত কয়েকদিনের মধ্যে আমি এমন কিছু কি করেছি যাতে করে ওদের মুখ ওরকমটা হতে পারে? হয়ত কমিটি আমার চাকরি নট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা বলার গুরুদায়িত্ব লেনের কাঁধে এসে পড়েছে। কিন্তু, যে ধরণের নিখুঁত কাজ করেছি তার পরও আমাকে কেন? এর চেয়ে ফ্রেড ডীন অথবা ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টির চাকরি না আগে যাওয়ার কথা। তাছাড়া, এমন কিছুই যদি হবে, এখানে রোজি কি করছে?

'কে মরল?' কাছে এসেই জানতে চাইলাম আমি।

'এখন পর্যন্ত তুমি নও অন্তত।' রোজি বলল। ক্যারেকটারে ঢুকতে শুরু করেছে সে, অদ্ভুত একটা উচ্চারণে কথা বলল।

'অ্যাঁ?'

'আমাদের সাথে হাঁটতে থাক, জোনসি।' লেন কথাটা বলতে বলতে একবার রাস্তার দিকে তাকাল। শো শুরু হওয়ার এখনও নব্বই মিনিট বাকি আছে, স্বভাবতঃই আশেপাশে কেউ নেই এখন। কয়েকজন জ্যানিটর স্টাফ (দ্য টক অনুযায়ী যাদের গাজুনী বলা হয়) ছাড়া একেবারে জনশুন্য এলাকা। রোজি সামান্য সরে আমাকে তার আর লেনের মাঝে জায়গা করে দিল। দুইজনের মাঝে হেঁটে যেতে গিয়ে মনে হল পুলিশী এসকর্ট করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে।

'কি হয়েছে, লেন?'

'দেখবে তুমি।' রোজি অথবা ফরচুনা বলে উঠল, এই মুহূর্তে ঠিক কোন ক্যারেকটারে সে আছে তা আমার জানা নেই। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি দেখতে পেলাম। হরর হাউজের কাছে আছে মিস্ট্রিরিও মিরর ম্যানশন। বাইরে একটা সাধারণ আয়না বসানো আছে সেখানে, ওটার ওপরে লেখাঃ "এরপরে তোমার প্রকৃত চেহারা ভুলতে পারবে না কখনও!"

দুই পাশ থেকে খপ করে আমার দুই হাত ধরে ফেলল লেন আর রোজি। প্রায় টেনে-হিঁচড়ে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল ওরা।

'কি দেখতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল লেন।

'আমাকে।' বললাম, এই উত্তর তারা চায়নি এটা আমি নিশ্চিত যদিও, 'মনে হচ্ছে আমার চুল কাটানো দরকার?'

BanglaBook.org

'তোমার জামার দিকে তাকাও, বোকা ছেলে!' এখন ফরচুনার চরিত্রে ঢুকে গেছে মহিলা। শেষ শব্দ দুটো শোনালো 'বোউকা চ্ছেলে' জাতীয়।

তাকালাম, আমার হলুদ ওয়ার্কবুট আর জিনস। জিনসের ওপরে নীল রঙের ওয়ার্কশার্ট, ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার, সঙ্গতকারণেই। মাথাতে একটা ডগটপ, এটার অবস্থা ভাল। ফিনিশিং টাচ ইউরিন ছাড়াই দেওয়া গেছে, বেশ পুরোনো চেহারা এখন সেটার।

ওদের দিকে তাকালাম, নিজেকে অথবা তাদের উন্মাদ বলে মনে হচ্ছিল আমার, 'কি হল? ঠিকই তো আছে সব।'

'নতুন ঠেকছে আমাদের কথা? বেশ তো! কতটুকু ওজন হারিয়েছ সে খেয়াল আছে?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল লেন।

'খোদা! ওজন কতটুকু হারিয়েছি তা আমি কি করে জানব? ফ্যাট ওয়ালির সাথে দেখা করতে যেতে হবে নাকি?' ফ্যাট ওয়ালি মানুষটা ওজন মাপার জয়েন্ট চালায়।

'মজা করছি না তোমার সাথে।' ফরচুনা বলল থমথমে মুখে, 'এই কুকুরের কস্টিউম প্রতিদিন পড়তে পারবে না তুমি। গ্রীষ্মের গরমে ওটা পরবে, তারপর দুটো সল্ট পিল খেয়ে ভাববে সব ঠিক আছে? প্রেম করে ছ্যাঁকা খেয়েছ - বেশ কথা, কিন্তু তাই বলে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছ কেন? খাওয়াটা ঠিক রাখবে তো অন্তত, হতচ্ছাড়া ছেলে কোথাকার!'

অবাক হয়ে গেলাম, 'কথাটা কে লাগিয়েছে তোমাদের? টম? না ও ব্যাটা হবে না... এরিন, তাই না? এরিন এসে বলেছে তোমাদের-'

'আমাদের সাথে কেউ কথা বলেনি।' চট করে বলে দিল রোজি, 'আমার চোখ আছে।'

টিপ্পনী কাটলাম, 'তোমার দিব্যদৃষ্টির ব্যাপারে আমি জানি না। কিন্তু সাহস আছে বলতেই হবে।'

চট করে রোজিতে পরিণত হল মানুষটা, 'আমি আমার ভবিষ্যৎ দেখার দৃষ্টির কথা বলছি না। সাধারণ একজন মহিলার চোখের কথা বলেছি। একটা ছেলে ছ্যাঁকা খেয়ে ঘুরে বেড়ালে সেটা টের পাবো না, তাই মনে কর নাকি? এতদিন ধরে কি বেহুদাই মানুষের হাত দেখলাম, হ্যাঁ?'

BanglaBook.org

হাত সে এতদিন বেহুদাই দেখেছে, তবে সেটা মুখ ফুটে বললাম না আমি। কথা বলে যাচ্ছে রোজি, 'তোমার প্রেম কাহিনী নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নাই, বুঝলা? শুধু তোমাকে জুলাইয়ের চার তারিখে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবো না বলেই এত কথা বলছি। সেদিন ছাউনির তলেও চল্লিশ ডিগ্রী গরম পড়ার কথা। বাইরের কথা বাদই দিলাম।'

লেন হার্ডি মাথা থেকে ডার্বিটা খুলে নিল, 'এই মহিলা যে কথাটা মুখের আগাতে এনেও বলছে না নিজের রেপুটেশন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে, তা হল আমরা সবাই তোমাকে পছন্দ করি। তুমি দ্রুত কাজ শিখে নিতে জানো, যা বলা হয় তা কোন প্রশ্ন ছাড়াই করে দাও, কোন ঝামেলাতে এখন পর্যন্ত জড়াওনি আর এলাকার সব বাচ্চা তোমাকে ভালবাসে যখন ঐ কুকুরের কস্টিউমটা তুমি মাথাতে চড়াও, সবই ঠিক আছে, জোনসি, কিন্তু শরীরের যে করুণ হাল করেছ সেটা না দেখতে পেলে বোঝা যাবে তোমার চোখই নাই। জানি না মেয়ে নিয়েই ঝামেলা লেগেছে কি না তোমার, হয়ত তাই। অথবা, হয়ত তা না, আর কিছু নিয়ে তোমার সমস্যা-'

রোজি তার দিকে ভয়ংকর একটা দৃষ্টি দিল, অনেকটা *আমার-কথাতে-সন্দেহ-করার-সাহস-তোমার-হল-কি-করে* জাতীয় মনোভাব প্রকাশ করল ওটা।

'হয়ত তোমার বাবা-মার ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, আমার বাবা-মার হয়েছিল। এটা প্রায় মেরে ফেলেছিল আমাকে! অথবা, হয়ত তোমার বড় ভাই ড্রাগস বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল পুলিশের কাছে-'

'আমি যখন ছোট ছিলাম, তখনই আমার মা মারা গেছে।' শুকনো গলাতে কথাটা বলে লেনের দুর্ভাগা-লিস্ট বর্ণনা করা থামানোর চেষ্টা করলাম।

'যাই হোক, যেটা বলছিলাম, বাস্তব পৃথিবীতে তোমার কি অবস্থা সেটা আমাদের জানার দরকার নেই। এটা জয়ল্যান্ড, দ্য শো। আর এখানে তুমি আমাদের একজন। তার অর্থ হল, আমাদের তোমার ব্যাপারে খেয়াল রাখার অধিকার আছে। তোমার ভাল লাগুক আর না লাগুক! কাজেই, খাওয়া দাওয়া ঠিকমত কর।'

'প্রচুর পরিমাণে খাবে তুমি!' সরাসরি বলে দিল রোজি, 'এখন, দুপুরে, সারাদিন, প্রতিদিন! খাবারও একটু বেছে খেও তো বাছা, ফ্রাইড চিকেনটা বাদ দিও। মুরগীর রান দেখতে যতই সুন্দর হোক, ওসব থেকেই হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ শুরু হয়। রক লবস্টারে গিয়ে মাছ আর সালাদ খাও, দ্বিগুণ করে খাবে। মনুষ্যরূপী কংকাল হয়ে থেক না।' চট করে লেনের দিকে ঘুরে গেল রোজি, চাপা গলাতে বলল, 'কোন মেয়েই সর্বনাশটা করেছে ওর। যে কেউ বুঝতে পারবে এটা।'

BanglaBook.org

'যাই হোক না কেন, বালের পিন মারা বন্ধ কর তো!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল লেন।

'ভদ্রমহিলার সাথে এধরণের ভাষা প্রয়োগ করলে তো?' আবারও ফরচুনার ভঙ্গিতে বলল রোজি।

'বাদ দাও ভণ্ডামি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্পিনের দিকে রওনা দিল সে।

লেন চলে যেতে রোজির দিকে তাকালাম। মাতৃস্নেহে গদগদ করছে এমন কারও মত চেহারা তার নয়, কিন্তু সে ছাড়া আর আছেটাই বা কে আমার?

জানতে চাইলাম, 'সবাই জেনে গেছে নাকি?'

দুইপাশে মাথা নাড়ল সে, 'নাহ। শুধু পুরোনো কর্মচারীরা। বাকিদের চোখে তুমি এখনও একজন নতুন ছেলে। যদিও তিন সপ্তাহ আগে যেমন ছিলে তার চেয়ে কম নতুন! কিন্তু এখানে তোমাকে অনেকেই পছন্দ করে, তারা তোমার মধ্যে কিছু একটা হয়েছে সেটা টের পায়। তোমার বান্ধনী এরিন, একজন। টম, আরেকজন। আমি, আরেকজন বন্ধু তোমার, অন্তত যে বন্ধুটি তোমাকে একটা কথা বলতে পারবে-'

নাটকীয় একটা বিরতি দিল রোজ। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমার হার্টকে ঠিক করতে পারবে না তুমি, সময় করবে ও কাজ। কিন্তু তোমার শরীরটা তো ঠিক রাখবে? খাওয়া-দাওয়া কর!'

'একদম ইহুদী মায়ের মত করছ দেখছি। কৌতুক!'

'আমি একজন ইহুদী মা-ই! কিন্তু কোনধরণের কৌতুক হচ্ছে না এখানে।'

'কৌতুকটা এখানে আমি। মেয়েটাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না ইদানিং।'

'এখন এমনটা হবেই। কিন্তু এর মধ্যে আর সব উল্টাপাল্টা চিন্তাগুলো যে আসে, সেগুলো মাথা থেকে দূরে রাখতে হবে তো। নিজেকে ধ্বংস করতে ইচ্ছে করলেই কি করা উচিত?'

এবার সত্যি সত্যি অবাক হলাম। আমার মাথাতে সারাদিন আত্মহত্যার চিন্তা ঘোরে। এটা এই মহিলা কি করে জানল? টেলিপ্যাথি? না, সম্ভবতঃ ক্লোজ অবজার্ভেশন। খুব খুটিয়ে কাওকে কয়েকদিন ধরে দেখলে বোঝা যায় ঠিক কি ধরণের চিন্তা করছে সে।

BanglaBook.org

সুযোগ পেয়ে মহিলা বলতে ভুলল না, 'রোজি গোল্ড হয়ত একজন ইহুদী মা, কিন্তু ফরচুনা অনেক কিছু দেখতে পায়।'

পরে অবশ্য জানতে পারলাম, ঘটনা এখানে ক্লোজ অবজার্ভেশনও না। মিসেস শপ্‌ল' আর রোজি অনেক পুরোনো বান্ধবী। মাঝে মাঝে রোজি বন্ধ পেলে একসাথে লাঞ্চও করেন তাঁরা। আমার ভাজা মাছ উল্টে খেতে না জানা গৃহকর্ত্রী ঠিক ঠিক লাগিয়ে দিয়েছেন রোজি দ্য ফরচুনাকে।

যখন ঘরে থাকি না আমি, মিসেস শপ্‌ল' আমার ঘর পরিষ্কার করতে আসতেন। আমার বয়েসী একজন ছেলে ঘুমের ঔষধ আর লম্বা দড়ির ফালির মধ্যে কি আনন্দ পেতে পারে তা বুঝতে তেমন কষ্ট করতে হয়নি তাঁকে। আমাকে সরাসরি কিছু না বললেও রোজিকে বলেছেন।

'আমি খাব।' দ্রুত বললাম তাকে। আরও ভয়ঙ্কর কোন কথা শোনার আগেই তার কাছ থেকে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।

'আর ঘুমানোর আগে কোন ধরণের ক্যাফেইন না, পারলে একটা বড় গ্লাসভর্তি দুধ খাবে তুমি। ঠিক আছে?'

মাথা দোলালাম, 'সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে।'

'প্রথমদিন যখন দেখা হয়েছিল, তখন জানতে চেয়েছিলে তোমার ভবিষ্যতে কোন কালোচুলো সুন্দরী আছে কি না। মনে পড়ে?'

মাথা ঝাঁকালাম আবারও, 'হ্যাঁ। বলেছিলেন, সে আমার অতীত।'

'ঠিকই বলেছিলাম। সে তোমার অতীত। আর তুমি যখন তাকে ফোন করে ফিরিয়ে আনার জন্য কান্নাকাটি করবে, তখন নিজের দিকে মাথা নেড়ো না, ফোন তুমি দেবে আমি জানি তখন যেন নিজের আত্মসম্মানবোধটা ঠিক থাকে। এটাও মনে রেখ, লং ডিসট্যান্স কল কিন্তু বেশ খরচের ব্যাপার স্যাপার। যা করবে পুরোটাই হবে অপচয়।'

'এমন কিছু বলেন যেটা আমি জানি না!' মনে মনে বললাম। মুখে শুধু বললাম, 'আমাকে যেতে হবে রোজ। অনেক কাজ পড়ে আছে আসলেই।'

'জানি, আমাদের সবার সামনেই একটা ব্যস্ত দিন পড়ে আছে। যাওয়ার আগে আরেকটা কথা বলে যাও তো, ছেলেটার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

BanglaBook.org

অবাক হয়ে তাকালাম।

'প্রথম দিন এদের কথাও তোমাকে বলেছিলাম। কুকুর নিয়ে থাকা সেই ছোট ছেলেটার কথা? আর একটা মেয়ে, যে পুতুল নিয়ে ছিল। বলেছিলাম কিন্তু তোমাকে।'

'রোজ, আমি গতকয়েকদিনে হাজারটার মত বাচ্চার সাথে দেখা করেছি, হাউয়ির কস্টিউম পরেছিলাম যখন-'

'তারমানে ওদের সাথে এখনও দেখা হয়নি তোমার।' উপসংহারে পৌঁছে গেল মহিলা। 'যাই হোক, তাদের সাথে দেখা হবেই তোমার। সামনে বিপদ দেখতে পাচ্ছি, জোনসি। দুঃখ আর বিপদ।'

ভেবেছিলাম নাটুকে আরও কিছু ডায়লগ দেবে মহিলা। কিন্তু তার বদলে সরাসরি আঙুল তুলল সে। আমি সেদিকে তাকালাম, হরর হাউজটা দেখাচ্ছে, 'এটা কি তোমাদের টীমের আন্ডারে?'

মাথা নাড়লাম, 'না, এটা তো ডোবারম্যানদের।'

'ভাল। এই জায়গা থেকে দূরে থাকবে। জায়গাটা ভূতুড়ে। মন খারাপ করে থাকা কোন তরুণ এখানে না ঢুকলেই ভাল করবে।' আবারও জিপসি বুড়িদের মত বলার ভঙ্গি তার গলাতে।

'হুম।' ঘড়ি দেখলাম।

বুঝতে পারল মহিলা। এক পা পিছিয়ে এল, 'বাচ্চাগুলোকে দেখে রাখো, সেই সাথে লক্ষ্য রেখো কোথায় পা ফেলছ। তোমার ওপর একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি।'

❤

লেন আর রোজি আমাকে একটা ভাল রকম ধাক্কা দিয়ে গেল সেদিন। তাদের সব কথাই শুনছিলাম আমি, এমনটা না, তবে খাওয়া দাওয়া বাড়িয়ে দিলাম। তিনটা করে মিল্কশেক শুষে নিতে থাকলাম রোজ। ফলাফলটা খারাপ ছিল না একেবারে। তাজা শক্তি অনুভব করতে থাকলাম। কেউ যেন একটা ট্যাপ খুলে দিয়েছে ভেতরে, ধীরে ধীরে আমার ভেতরটা আবারও এনার্জিতে ভরে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

জুলাইয়ের চার তারিখে আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হল ওদের প্রতি, যদিও মনে মনে। জয়ল্যান্ড সেদিন একেবারে টইটম্বুর, ফার পরতে হল অন্যদিনের চেয়েও বেশি। একদিনেই দশবার। অল-টাইম রেকর্ড হল এটা।

ফ্রেড ডীন নিজে নেমে এল আমাকে শিডিউল দিতে, তখন একটা নোট আমার হাতে তুলে দিল আলগোছে। মি. ঈস্টারব্রুকের লেখা ওটা। "যদি খুব বেশি কষ্ট হয়, তাহলে থেমে যেও। টীম লিডারকে বল একজন সাবস্টিটিউট জোগার করে দিতে।"

'আমি ঠিক আছি।' বললাম।

'হয়ত, কিন্তু পপসকে এই কাগজটা দেখাবে।'

'ওকে।'

'ব্র্যাড তোমাকে পছন্দ করে, জোনসি। এটা খুব রেয়ার কেস। গ্রিনিদের (নতুন কর্মচারী) দিকে সে তাকায় না বললেই চলে। কেউ একজন সব ভজঘট করে দিলে আলাদা কথা। পাছার চামড়া তোলার জন্য তার দিকে মনোযোগ দেন তিনি। তবে পছন্দ করার তালিকাতে গ্রিনিরা কখনও আসে না।'

আমিও তাকে পছন্দ করি, তবে সেটা ফ্রেডিকে বলার কোন প্রয়োজন মনে করলাম না। অদ্ভুত শোনাবে সেটা।

❤

জুলাইয়ের চার তারিখ, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস, প্রচুর ভীর হয় সেদিন অ্যামিউজমেন্ট পার্কগুলোতে। দশবার আমাকে হাউয়ি হতে হল। প্রত্যেকবার মাত্র দশ মিনিটের জন্য বের হয়েছিলাম। তবে প্রতিবারই দশ মিনিটের শিফটগুলো পনের মিনিট হয়ে যাচ্ছিল। গরমের ঠেলাতে টেকাটাই কঠিন হয়ে গেছে এখন। রোজি বলেছিল ছায়ার মধ্যেও থাকবে চল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা!

দুপুরের মধ্যে শুধু চল্লিশ না, পঁয়তাল্লিশে চলে গেছে দেখলাম থার্মোমিটারের কাঁটা। পার্ক অপস ট্রেইলারের মাথাতে একটা থার্মোমিটার ঝোলানো থাকে। ওদিকে না তাকানোর চেষ্টা করতে থাকলাম। আমার তাও ভাগ্য ভাল, ডটি ল্যাসেন অন্যান্য এক্সএল সাইজের হাউয়ি স্যুট মেরামত করেছে, এজন্য দুটো ব্যবহার করতে পারছি এখন।

BanglaBook.org

প্রথমে আমি নিজে থেকে স্যুটটা খুলতে পারতাম না। পরে আবিষ্কার করলাম, হাউয়ির ডান পাটা একটা গ্লাভ আসলে, ট্রিকটা জানার পর ঘাড়ের কাছ থেকে জিপার খুলে কস্টিউম সরানোটা সহজ। মাথা বের করে ফেলতে পারলে বাকিটা পানিভাত। আমার জন্য ভাল হল ব্যাপারটা, বার বার তরুণীদের সামনে জাঙ্গিয়া পরে আত্মপ্রকাশ করা লাগল না এরপর থেকে।

চৌঠা জুলাই তীব্র গরম যখন একটু কমে আসছিল মাত্র, সব ধরণের দায়িত্ব থেকে আমাকে ছাড় দেওয়া হল। হাউয়ি হয়ে ডিউটি দিচ্ছিলাম, তারপর বোনইয়ার্ডে ফিরে এসে কিছুক্ষণ এয়ার কন্ডিশনিংয়ের নিচে জিরিয়ে নেওয়া। কিছুটা শান্ত হয়ে আসার পর কস্টিউম শপে গিয়ে আমার ফার পাল্টে দ্বিতীয় জোড়াটা নিয়ে আসছিলাম, তারপর আরেকবারের মত কুকুর সাজতে লেগে যেতে হচ্ছিল। কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তবে যথেষ্ট মজা পাচ্ছিলাম আমি। আমাকে সেদিন বড়রাও পছন্দ করছিল।

বিকাল চারটার দিকে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছিলাম আমি, আমাদের মিডওয়ে ওটা। ওপরের স্পীকারগুলো তারস্বরে চিৎকার করছিল নানাধরণের গানে। তখন হচ্ছিল 'চিক-আ-বুম'। বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরছিলাম আমি, বড়দের ধরিয়ে দিচ্ছিলাম অ'সাম অগাস্ট কুপন।

মাঝে মাঝে ছবি তোলার জন্য পোজ দিচ্ছিলাম, বেশিরভাগই তুলছিল হলিউড গার্লরা, কিছু কিছু আবার পাপারাজ্জি বাবা-মার কাজ। বাচ্চাদের পেছনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেই সাথে জয়ল্যান্ড আন্ডারের কাছাকাছি দরজাটা খুঁজছি, আমার অবস্থা মোটামুটি কাহিল ততক্ষণে। হাউয়ি হয়ে আরেকটা শিডিউল নিতে পারব, এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তখন। সন্ধ্যার পর কখনও হাউয়িকে দেখা যায়নি। কেন, তা জানি না। এটা জানি, শো ট্রেডিশনগুলোর মধ্যে এই ব্যাপারটা একটা।

উত্তপ্ত জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে লাল হ্যাট পরা এক ছোট মেয়েকে কি দেখেছিলাম আমি, লাফাচ্ছিল খুশিতে সে? আমি এখন নিশ্চিত হতে পারব না সে ব্যাপারে। সময় যত বয়ে যায়, স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে। নকল স্মৃতি দিয়ে আসলটাকে ঢেকে দেয় মস্তিষ্ক। তবে তার হাতে একটা হটডগ ছিল। কোন বাচ্চার হাতে হট ডগ থাকাটা বিচিত্র না, সেদিন প্রচুর বিক্রি হয়েছিল ও জিনিস। বিশাল একটা পুতুল ধরেছিল সে, বুকে চেপে রেখেছিল ওটাকে। একটা র‍্যাগেডি অ্যান। সমস্যা ওটা ছিল না, সমস্যাটা ছিল, হট ডগটা মুখে দিয়ে দিয়েছিল বাচ্চাটা।

BanglaBook.org

রোজি আমাকে মাত্র দুইদিন আগে বলেছিল এমন একটা মেয়ে দেখতে পাব। সেজন্য আমার হ্যালুসিনেশন হতেই পারে। কারণ, মেয়েটাকে দেখার ঠিক পরের মুহূর্তে অজ্ঞানপ্রায় হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছিলাম। প্রচণ্ড গরমে হীটস্ট্রোক হয়ে যাচ্ছিল আমার। শুধু মনে ছিল, মেয়েটা আমার দিকে ছুটে আসছে। ছুটে আসছিল ওরা সবাই-ই। তার মধ্যেই ঘটে গেল অঘটন।

বাচ্চা মেয়েটা আমাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠল, 'হাউয়ি...!'

হা করার সাথে সাথে হট ডগটা গলাতে ঢুকে গেল তার। বাতাসের অভাবে মুখটা নিমেষে বেগুণী হয়ে উঠল। নিঃশ্বাস আটকে গেছে ছোট্ট মেয়েটার, গলাতে আটকে যাওয়ার জন্য হটডগ দারুণ একটা খাবার। মেয়েটার ভাগ্য ভাল, রোজির ভবিষ্যৎবাণীর কিছুটা আমার মাথাতে আটকে ছিল তখনও। সামান্য হলেও জ্ঞান থাকার পেছনে আর কোন কারণ দেখি না।

তড়িৎবেগে হাত তুলে ফেলেছি আমি, জিপারে আঙুল আটকে টেনে খুলে ফেলছি কস্টিউম, বিশাল হাউয়ির মাথাটা উধাও হয়ে বের হয়ে আসল ডেভিন জোনসের ঘর্মাক্ত মুখ। মেয়েটার হাত থেকে পুতুলটা পড়ে গেল ঠিক তখনই। গলাতে হাত চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে সে।

'হ্যালি! হ্যালি, কি হয়েছে তোর?' এক মহিলাকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল।

মেয়েটার ভাগ্য আরও ভাল, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ হ্যাম্পশায়ারের একমাত্র ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা নিয়েছিলেন একজন পোড়খাওয়া রেস্তোঁরা মালিক। গলাতে খাবার আটকে যাওয়া নিয়ে ছোটখাটো একটা লেকচারই ঝেড়েছিলেন তিনি, 'মনে রেখো, কঠিন পথে কাজ না করলে ফল পাবে না। তোমার সামনে কাউকে মারা যেতে দেখলে পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে দেবে দরকার হলে।'

বাতাসের আগে আগে পৌঁছে গেছি মেয়েটার কাছে, মাটিতে পড়ে থাকা শরীরটা জড়িয়ে ধরে আমার ওপর নিলাম। তারপর নির্দয়ের মত পাঁজরের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতেই বুলেটের মত বের হয়ে আসল হট ডগের দুই ইঞ্চি লম্বা একটা টুকরো। শ্যাম্পেন ঝাঁকালে যেভাবে কর্কটা ছুটে আসে, তেমনভাবেই বের হয়ে এল ওটা। শুন্যে চারফিট উঠে গেল একদম। কোন পাঁজরের হাড়ই ভাঙ্গেনি দেখে স্বস্তিবোধ করলাম। ঈশ্বর সহায়, বাচ্চাদের হাড়গোড় ফ্লেক্সিবল হয়।

BanglaBook.org

আমার খেয়ালই নেই ততক্ষণে আমাদের ঘিরে একটা ঘন ভীর গড়ে উঠেছে। আমার কোন ধারণাই নেই, আমার আর হ্যালি স্ট্যানসফিল্ডের কয়েকডজন ছবি উঠে গেছে ততক্ষণে- এর মধ্যে এরিন কুকের তোলা ছবিটা *হেভেন'স বে উইকলি* আর কিছু বড় বড় খবরের কাগজে পরদিন চলে গেছিল। উইলমিংটন স্টার-নিউজ তাদের মধ্যে একটা। এখনও একটা ফ্রেমড কপি আমার কাছে আছে, অ্যাটিকে খুঁজে দেখতে হবে। ছোট্ট একটা মেয়ে দুই মাথাওয়ালা মানব-কুকুর প্রজাতির হাইব্রীডের কোলে শুয়ে আছে, ছুটে আসা মা মাত্র হাঁটু গেড়ে বসেছে মেয়েটার পাশে (এরিনের টাইমিং অসাধারণ, বাচ্চাটার মা হাঁটু মাটিতে ফেলার মুহূর্তে ক্যাপচার করেছে সে।)

সবকিছুই ঘোলাটে হয়েছিল আমার কাছে। শুধু আবছাভাবে মনে আছে, হ্যালির মা তাকে আমার কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন, বাবাটি কাঁধের কাছে এসে বলছেন, 'বাবা, আজ আমার মেয়েটার জীবন বাঁচালে তুমি!'

একটা অংশই আমার স্পষ্টভাবে মনে আছে। ছোট্ট মেয়েটা তার বড় বড় নীল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়েছে বলছিল, 'ওহ হাউয়ি বেচারা! তোমার মাথা খুলে গেছে?'

❤

সর্বকালের সেরা হেডলাইনটা সবার জানা। "কুকুরকে কামড়ে দিল মানুষ"।

স্টার নিউজ ওটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারল না, তারা হেডলাইন দিল, "কুকুর প্রাণ বাঁচাল ছোট্ট মেয়েটির"।

পেপার হাতে পাওয়ার পর প্রথমে আমি কি করলাম তা জানতে চাইবেন তো? কেটে এক টুকরো ওয়েন্ডি কীগ্যানকে পাঠিয়ে দিলাম?

না, এরিনের ছবিতে আমার চেহারা রীতিমত বিধ্বস্ত লাগছিল। নাহলে, পাঠিয়ে দিতেও পারতাম! আমি ঠিক নিশ্চিত না। তবে এই কাটিংটা পাঠালাম আব্বুর কাছে। ফোন দিয়ে আব্বু যখন আমাকে বলছিল সে আমাকে নিয়ে কতটা গর্বিত, গলার কম্পন শুনেই বুঝে ফেলেছি চোখে প্রায় পানি চলে এসেছে আমার ছেলেপাগল বাবার।

BanglaBook.org

পরের দিন মি. ঈস্টারব্রুকের অফিসে ডাক পড়ল আমার। পাইন দিয়ে প্যানেলিং করা ঘর, অনেকগুলো পুরাতন কার্নি পোস্টার আর ফটোগ্রাফ দেওয়ালে। একটা ছবিতে চোখ আটকে গেল আমার, স্ট্র-হ্যাট পরে থাকা একজন গাঢ় কালো গোফযুক্ত এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে শক্তিপরীক্ষাকরণ-শাইয়ের পাশে। সাদা শার্টেরস্লীভ গুটিয়ে যুবক একটা স্লেজহ্যামারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পাখির পালকের মত কিছু একটা সেই স্লেজহ্যামার। পাশে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছেঃ *কিস হিম, লেডি। হি ইস আ হি-ম্যান!*

'এটা কি আপনি নাকি?' জানতে চাইলাম।

'অবশ্যই! কিন্তু এইসব ডিং-শো আমি বেশিদিন চালাইনি। ট্রিকস-ট্রিকস খাটানোর কাজ আমার কখনই পছন্দ না, যা করার সরাসরি করতে ভাল লাগে। বসে পড়, জোনসি। কোক-টোক কি দিতে বলব, বল।'

'না, স্যার। লাগবে না।' বসতে বসতে মানা করে দিলাম। আসলে, সকালে খাওয়া মার্শম্যালোটা এখনও পেটের মধ্যে লাফালাফি করছে, নতুন কিছু ঢোকানোর মত অবস্থা নেই।

'থাকুক তাহলে ... নিজের কাছেই ভারী মনে হচ্ছে জিনিসটা। গতকাল তুমি আমার পার্কের বিশ হাজার ডলার দামের পাবলিসিটি করে দিলে, আর আমি তোমাকে এজন্য কিছুই দিতে পারছি না। একটা বোনাস পর্যন্ত না, জানোই তো ... থাক, না বললাম ও কথা।' সামনে ঝুঁকে আসলেন তিনি, 'তোমাকে আমি একটা *সাহায্য* করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। যে কোন কিছু তোমার লাগলেই আমার কাছে এসে চাইবে, আমার সামর্থ্যের মধ্যে যা করা যায় করব। এতে চলবে তো তোমার?'

'শিওর।'

'আরেকটা কথা, আরেকবারের জন্য কি হাউয়ির কস্টিউমটা পরবে? বাচ্চা মেয়েটার বাবা-মা আমাদের ধন্যবাদ দিতে চাইছেন। কাজটা প্রাইভেটলিও করা যেত, তবে যতটা পাবলিসিটি আসে এ থেকে ততই আমাদের জন্য মঙ্গল না? অবশ্য তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

'কখন হবে এটা?'

BanglaBook.org

'শনিবার, দুপুর বেলাতে। আমরা জয়ল্যান্ড আর হাউন্ড ডগ ওয়ের মাঝে একটা মঞ্চ বানিয়ে নেব। সাংবাদিকদের খবর দেওয়া হবে।'

'খুশিই হব কাজটা করতে পারলে।' বললাম। নিউজপেপারে নিজেকে নিয়ে খবর দেখতে ভালই লাগছে। তাছাড়া, এই গ্রীষ্মটা এখন পর্যন্ত একদম ব্যর্থ গেছে, প্রতিটা পজিটিভ মোড় তো আমি নেওয়ার চেষ্টা করবই।

উঠে দাঁড়িয়ে আমার সাথে হাত মেলালেন তিনি, 'আবারও ধন্যবাদ তোমাকে। ছোট্ট মেয়েটার তরফ থেকেই না শুধু, জয়ল্যান্ডের পক্ষ থেকে। অ্যাকাউন্টেন্ট ব্যাটারা আমার ওপর বেশ খুশি থাকবে আগামী কয়েকটা দিন।'

❤

অফিস বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আসলাম, অন্যান্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের মধ্যেই অবস্থিত। জায়গাটাকে আমরা বলি ব্যাকইয়ার্ড। আমার পুরো টীমকে দেখতে পেলাম ওখানে, এমনকী পপস অ্যালেন পর্যন্ত এসে গেছে! এরিনের পোশাকটা এখনও সবুজ, তবে সাফল্যমণ্ডিত দেখাচ্ছে ওটাকে। ক্যাম্পবেল স্যুপ ক্যান দিয়ে বানানো একটা মুকুট তার হাতে।

আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেয়েটা, 'ফর ইউ, মাই হিরো!'

সূর্যের তাপে এতটাই পুড়েছি, যে লাল হয়ে গেলেও কেউ বুঝল না। দ্রুত বললাম, 'গড! কি শুরু করলি তুই আবার? উঠে পড়, উঠে পড়!'

এক পা এগিয়ে এল টম কেনেডি, 'শুধু বাচ্চা মেয়েদের উদ্ধারকর্তা না তুই, আমাদের সবার চাকরির রক্ষাকর্তাও। একটা পিচ্চির লাশ এখানে পড়ে গেলে পরদিনই মেইন গেটে তালা ঝুলত, মালিক ফাঁসিতে ঝুলত, আর আমরা ঝুলতাম -'

ঝোলাঝুলির টপিকটা পরিবর্তন করতেই কি না কে জানে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এরিন, আমাকে পরিয়ে দিল মুকুট। হুল্লোড় করে উঠল টীম বীগল।

'ওকে,' পপস এতক্ষণে কথা বলে উঠল, 'বেশ ঝাঁ চকচকে নাইট তুমি এখন - আমরা সবাই স্বীকার করছি। কিন্তু, জয়ল্যান্ডে কোন গাঁইয়াকে বাঁচানোর প্রথম উদাহরণ ছিল না ওটা। আগেও অনেক মাথামোটাকে আমাদের নতুন ছেলেপিলেরা উদ্ধার করেছে। এখন কি সবাই কাজে ফিরে যেতে পারি আমরা?'

BanglaBook.org

শনিবার হাউয়ির কস্টিউম পরে আমাদের মিডওয়েতে বানানো স্টেজে উঠে দাঁড়াতে বেশ ভাল লেগেছিল আমার। হ্যালিকে জড়িয়ে ধরতে হয়েছিল ক্যামেরার সামনে, এতকিছু না বুঝলেও আমার কাছে ফিরে আসতে পেরে হ্যালিকে বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছিল। প্রিয় কুকুরটার মুখে চুমু খেল সে।

এরিনও ক্যামেরা নিয়ে কাছাকাছি ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরের কাগজের জন্য আসা ক্যামেরাম্যানরা তাকে ঠেলে এক কোণে পাঠিয়ে দিল। বিশালদেহী পুরুষদের সঙ্গে গায়ের জোরে সদ্য কৈশোর পেরুনো একটা মেয়ে পারবে কেন? তবে তার মত ছবিও কেউ তুলতে পারবে না আর। খবরের কাগজের এই লোকগুলো আমাকে কস্টিউমের মুখ সরানোর অবস্থাতে পাবে না কখনই। পাবলিকলি হাউয়ি কখনও কস্টিউম খোলে না, এটা একটা নিয়ম। আমাকে এই নিয়ম ভাঙ্গতে কেউ বলবে না, বললেও আমি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখি। আর যাই হোক, আমিও একজন কার্নি।

খানিক পরে কস্টিউম খুলে আমার জামাকাপড় পরে বের হয়ে এলাম। হ্যালি আর তার বাবা-মায়ের সাথে আরেকবার দেখা করতে হল। কাছ থেকে আজ মহিলাকে দেখি বুঝলাম, পেটে দুই নম্বরটা আছে। আচার খাওয়ার সময় এখনও হয়নি, তবে অচিরেই আসবে সেটা। আমাকে জড়িয়ে হ্যালির মা কেঁদে ফেললেন আবারও। আমেরিকান মহিলাদের আবেগ এত বেশি কেন কে জানে!

হ্যালিকে আমাদের প্রতি আগ্রহী মনে হল না। প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে স্ক্রিন টাইমের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিছু সেলিব্রেটির ভিজিটিং রয়ালিটি ঘোষণা করা হচ্ছে সেখানে। মেয়ের মাকে স্বান্তনা দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলাম, বাবাটি অবশ্য কাঁদছেন না। তবে, চোখের কোণে পানি জমেছে তার।

আমার দিকে এগিয়ে এসে একটা চেক বাড়িয়ে দিলেন তিনি। হাতে নিয়ে দেখলাম, পাঁচশ ডলারের চেক ওটা। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, 'কি করেন আপনি?'

'কনট্র্যাক্টিং ফার্ম দিলাম এক বছর হল। এখনও ছোট আছে আমার ফার্ম, তবে সামনে ভালই চলবে ব্যবসা।'

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, ভাল চলার দেরী আছে বেশ। এক সন্তান আছেই, আরেকজন আসছে, সব মিলিয়ে যোগ বিয়োগ করে ফেলতে আমার বেশি সময় লাগল না।

উনার চোখের সামনেই ছিঁড়ে ফেললাম চেকটা। পাঁচশ ডলার অনেক টাকা, কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমার বয়স তখন একুশ।

'আমার রোজগারের অংশ হিসেবে যেটা করিনি, সেটার জন্য টাকা নিতে পারব না, স্যার।' বিনীতভাবে বললাম তাকে।

❤

জয়ল্যান্ডের জন্য উইক-এন্ড বলে কোন শব্দ নেই। প্রতি নয়দিন পর দেড়দিনের বন্ধ পেতাম আমরা। বোঝাই যাচ্ছে, কোনদিনও একই বারে পড়ত না এই বন্ধ। সাইন আপ শীট আছে, সেখানে কোন ধরণের বিরতি দিয়ে নয় দিন কাজ করব তা ঠিক করা যায়। আমি, টম আর এরিন আমাদের বন্ধগুলো একসাথে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

আগস্টের শুরুতে এক বুধবার রাতে বীচের ক্যাম্পফায়ারের পাশে এমনই এক দিনে বসেছিলাম। সামনে যে ধরণের খাবার নিয়ে আমরা আনন্দ করছিলাম, আর কোন বয়েসের মানুষ হলে মুখ কালো করে ফেলত। বিয়ার, বারবিকিউ ফ্লেভারড পটেটো চিপস আর কোলসল'। ডেজার্টের জন্য একটা গ্রিল করা হচ্ছিল, আগুনের মধ্যে মুরগি ধরেছিল এরিন। পাইরেট পিটের আইস ক্রিম ওয়্যাফল জয়েন্ট থেকে ধার করে এনেছে ওটাকে।

অন্যান্য আগুনগুলোও দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। বনফায়ার, কুকিং ফায়ার, পুরো সৈকতটাই প্রাণোচ্ছল একটা পরিবেশ হয়ে আছে। দূর থেকে দেখে কেউ যদি একে বিশাল এক স্বর্ণালঙ্কার বলে মনে করে, তাদের দোষ দেওয়া চলে না। একবিংশ শতাব্দীতে এমন আগুন জ্বালানোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ অসংখ্য দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছিল, কেন যে এগুলোকে আইন করে নষ্ট করে দিতে হয় কে জানে!

খেতে খেতে ওদেরকে মাদাম ফরচুনার ভবিষ্যৎবাণীর কথা শোনালাম, তারপর বললাম মেয়েটার হাতের লাল পুতুলের কথা, 'একটা মিলেছে, আরেকটা বাকি থাকল।'

BanglaBook.org

'ওয়াও!' এরিন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অল্পতেই চমৎকৃত হয়ে গেল, 'কিছু লোকের আসলেই সাইকিক পাওয়ার থাকে। অনেকে মাদাম ফরচুনার ব্যাপারে বলেছিল আমি তো ভেবেছিলাম-'

'অনেকে?' চট করে কথাটা আটকে ফেলল টম।

'ওয়েল, কস্টিউম শপের ডটি ল্যাসেন, একজন। আরেকজন হল টিনা অ্যাকারলি, যে লাইব্রেরিয়ানের জন্য ডেভ রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে আসে চোরের মত!'

এরিনে মাথাতে একট গাট্টা দিলাম। হাসল ও।

'দুটো? উঁহু দুই মোটেও বেশি নয়।' প্রফেসরদের মত কণ্ঠে বলল টপ।

'লেন হার্ডিকে ধরলে তিনজন হয়।' এরিনকে সাপোর্ট দিলাম, 'ও বলেছিল মাদাম ফরচুনার অনেক কথা মানুষকে লাফিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। অবশ্য ও এটাও বলেছে, মহিলার নব্বই শতাংশ কথাই আজাইরা প্যাচাল।'

'সম্ভাব্যতা বলছে সম্ভাবনাটা হবে পঁচানব্বই শতাংশ।' ভারিক্কি প্রফেসরী চালেই বলে যায় টম, 'ভবিষ্যৎ বলা একটা বাটপারি ছাড়া কিছুই না, ছেলেমেয়েরা। দ্য টক অনুযায়ী যদি বলতে চাও তাহলে পুরো বিষয়টাই *আইকি হেম্যান*। জয়ল্যান্ডের ডগটপ আছেই তিন রঙের, লাল, নীল আর হলুদ। এদের মধ্যে লাল হল জনপ্রিয় রঙ। অন্তত পুতুলের ক্ষেত্রে, কাম অন! এখানে কত বাচ্চা যে পুতুল নিয়ে আসে, তার ইয়ত্তা আছে নাকি? অ্যামিউজমেন্ট পার্ক মজা করার জায়গা, আর বাচ্চারা এমন সব জায়গাতে তাদের প্রিয় পুতুল ছেড়ে আসতেই চায় না। যদি এই মেয়েটা সবার সামনে গলাতে হটডগ আটকে মরতে না বসত তাহলে তাকে একটা হাগ দিয়ে সামনে আগাতে তুমি, খেয়ালই করতে না। তখনও আর কোন মেয়ের হাতে আরেক লাল পুতুল দেখতে পেতে, কারণ ওদের পুতুলগুলো ওরকম রঙেরই হয় বেশিরভাগ। তখন তুমি মনে মনে ভাবতে, "আহা, মাদাম ফরচুনা তো বেশ ভবিষ্যৎবাণী করে দেখছি। দুই হাত ভরিয়ে রূপোর টাকা দিতে হবে তো মহিলাকে!" '

কনুই দিয়ে তাকে খোঁচা দিল এরিন, 'তুমি যে কি না! রোজি গোল্ড কখনও কারও কাছে টাকা চায়নি শোর জন্য।'

BanglaBook.org

'তা ঠিক, কখনও আমার কাছে টাকা চায়নি সে।' মুখে এটা বললেও টমের কথায় যুক্তি দেখতে পেলাম। কালো চুলের সুন্দরী যে আমার অতীতে আছে সেটা আমার চেহারা দেখলেই যে কেউ বলে দিতে পারত তখন।

'তা তো বটেই। শুধু তোর ওপর নিজের ক্ষমতা ঝালাই করছিল বেটি।' মুখ বাঁকাল টম, 'বাজি ধরে বলতে পারি আরও অনেক নতুন ছেলেমেয়েদের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে সে।'

'তোকে ধরেছিল?' হাসিমুখে জানতে চাইলাম।

'উম, না, কিন্তু আর সবাইকে ধরতে বাধা কে দিয়েছে তাকে?'

এরিনের দিকে তাকালাম। মাথা নেড়ে সে জানাল, তাকেও মাদাম ফরচুনা ধরেনি কখনও।

'ফরচুনা মনে করে হরর হাউজটা ভূতে পাওয়া।' বললাম।

এরিন এবার সমর্থন করল আমাকে, 'এটা আমিও শুনেছি। একটা মেয়ে ভূত নাকি থাকে ওখানে। আগে খুন হয়েছিল হরর হাউজেই।'

'বালামার।' এককথাতে নিজের মতামত জানিয়ে দিল টম, 'এরপরে তোমরা বলবে এটা হচ্ছে *দ্য হুক*, এখনও হরর হাউজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সে।'

'খুন একটা হয়েছিল সত্যি।' চিন্তিত মুখে বললাম, 'লিন্ডা গ্রে নামে একটা মেয়ে, ফ্লোরেন্স থেকে এসেছিল। ও আর তার বয়ফ্রেন্ডের ছবিও আছে, শুটিং গ্যালারিতে তোলা। কোন হুক ছিল না, বয়ফ্রেন্ডের হাতে পাখির ট্যাটু আঁকা ছিল। বাজপাখি বা ঈগল হবে। পুলিশের মতে এই লোকই মেয়েটার খুনী।'

চুপ হয়ে গেল টম। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

'লেন হার্ডি বলেছে রোজ শুধু মনে করে হরর হাউজটা হন্টেড। কিন্তু কাছে যেতে সাহস পায়নি কোনদিনও, তাই দূর থেকেই ওটাকে হন্টেড বলে দায় সেরেছে সে। লেনের কাছে বিষয়টাকে আয়রনিক মনে হয়েছে, কারণ ও ভেতরে ঢুকেছিল, আর তারও মনে হয়েছে হরর হাউজটা ভূতুড়ে।'

এরিনের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, 'সেও দেখেছে নাকি?'

BanglaBook.org

'আমি তা জানি না। সে আমাকে বলেছিল মিসেস শপ্‌ল'কে প্রশ্ন করতে। পুরো গল্পটা আমাকে মিসেস শপ্‌ল'ই বলেছেন।' তিনি আমাকে যা যা বলেছিলেন, সব তাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি এবার। রাতের বেলাতে তারার আলোতে বসে বলার জন্য দারুণ একটা গল্প, সন্দেহ নেই। টমের চোখও কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড় হয়ে গেল।

তবে গল্প শেষ হতেই সেই পুরোনো টম হয়ে গেল সে, 'মিসেস শপ্‌ল' এই লিন্ডা গ্রেকে দেখেছেন কোনদিনও?'

মনে করার চেষ্টা করলাম এমন কিছু তিনি বলেছিলেন কি না। তারপর মাথা নাড়লাম, 'না তো। দেখলে তো আমাকে বলতেনই তিনি।'

হাতে চাপড় দিল টম, 'এইবার বুঝলাম। গুজব এভাবেই ছড়ায়, বুঝলি? সবাই জানে কেউ একজন ইউএফও দেখেছে। তারপর গোটা শহরবাসী জানে ব্যাপারটা। কিন্তু এই "কেউ"টা কে আর সে কোথায় মিলিয়ে গেল, এটা কেউ জানতে চায় না। ভূতের ব্যাপারটাও সেইম। আমি যথেষ্ট সন্দেহবাতিক লোক রে, আমাকে এসব ভুজুং-ভাজুংয়ে গলাতে পারবি না তোরা।'

এরিন কনুই দিয়ে আরও জোরে মারল ওর বুকে, 'বুঝেছি সেটা আমরা। কিন্তু, অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, গ্রীষ্মের তিন ভাগের দুইভাগ চলে গেল, এখনও জয়ল্যান্ডের স্ক্রিম-শাইয়ে আমাদের ছবি তুলতে যেতে মানা করে ওরা। কারণ হিসেবে বলেছে অনেক তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা ওখানে *প্রেম* করতে যায়। সেজন্য ওটা একটা নো-ফটো জোন। কিন্তু, আরও কিছু থাকতে পারে এর মধ্যে।' আমার দিকে চোখ পরে গেল মেয়েটার, 'কি হল, হাসছিস কেন ফ্যাক ফ্যাক করে ?'

'না, এমনি।' হাসি চাপতে চাপতে বললাম। মিসেস শপ্‌ল'র স্বামী কতগুলো পেন্টি প্রতিদিন কুড়োতেন ওখান থেকে মনে হতেই হাসি চলে এসেছিল।

'তোমরা কোন কাজে কি গেছিলে ওখানে?' জানতে চাইল এরিন।

'নাহ। হন্টেড হাউজ তো ডোবারম্যান টীমের এলাকা। আমাদের যাওয়ার কথা না ওখানে।'

'তাহলে কাল সকালে চল, তিনজন এক কারে করে হন্টেড হাউজে রাইড দেবো। বলা তো যায় না, মৃতা মেয়েটাকে দেখে ফেলতেও পারি আমরা!' এরিন রাইড দিতে চাইছে নাকি রেইড, আমার ঘোরতর সন্দেহ হল!

BanglaBook.org

'অফ ডে-তেও জয়ল্যান্ড! হায়রে কপাল! এর চেয়ে বীচে ঘোরা ভাল ছিল না?' আফসোসের সুরে বলল টম।

এবার কনুই দিয়ে মারল না ওকে এরিন, বরং পাঁজরের কাছে আলতো ছুড়ে দিল। ওরা সম্ভবতঃ একসাথে ঘুমাতে শুরু করেছে, রিলেশনশিপটা আচমকা যেভাবে ফিজিক্যাল হয়ে গেছে - তা দেখে এমনটা ধারণা করতেই হল আমাকে। 'বাদ দাও তো ওসব, তোমার বীচ-আইডিয়ার মাথায় গু। ওখানে কাজ করি আমরা, আমাদের টিকেট কাটতে হবে না। শুধু পাঁচমিনিট লাগবে রাইডটা চড়ে শেষ করতে। এটাও তোমার কাছে বোরিং হয়ে গেল?'

'আসলে-'একটা আঙুল তুললাম, '-নয় বা দশ মিনিট লাগবে রাইড শেষ হতে, আর বাচ্চাদের জন্য কিছুটা সময় নষ্ট হবে, সব মিলিয়ে পনের মিনিট।'

'নোংরা মেয়েছেলেগুলোর সাথে মিশে মিশে ভাষার কি অবস্থা বানিয়েছে মেয়েটা, দেখেছ?' আমাকে বলল টম, '*বীচ-আইডিয়ার মাথায়* গু, বলল ও। জয়ল্যান্ডে ওর কম যাওয়াই ভাল। হলিউড গার্ল মেয়েগুলোর সাথে মিশলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে তো।'

'ওসব ফালতু মেয়ের সাথে আমি ঘুরে বেড়াই না, ওটা করার আগে নিজের পেছন দিয়ে নিজেই ঢুকে বসে থাকব আমি। বোঝা গেল? ভয় পাচ্ছ হরর হাউজে যেতে, এটা বলছ না কেন?'

ওদের কথাবার্তার ভালগারিটি আমার ভাল লাগছিল, ওয়েন্ডি সব সময় ভদ্রতার মুখোশে জড়িয়ে রাখত নিজেকে। এটা একটা কারণ হতে পারে।

কাঁধ ঝাঁকাল টম, 'হার মানছি বাবা, চল কাল হরর হাউজে। ভূতেদের আমি ডরাই নাকি?' হাসি ফিরে আসল আমাদের মুখে, তবে টম প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছে, 'হিরো ডেভ, বাচ্চাটার বাবা-মাকে তোকে টাকাপয়সা কিছু দিল নাকি?'

'দিয়েছিল। নেইনি।' দায়সারাভাবে উত্তর দিলাম।

'নিস নাই! মানে কি!' চোখ কপালে উঠে গেল ওর।

'লোকটা ছোট একটা ব্যবসা করে। আর তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সামনে কপালে খারাবী আছে এই লোকের। এর মধ্যে পাঁচশ ডলার নেওয়াটা আমার জন্য ঠিক হত না।'

BanglaBook.org

'পাঁচশ'! গুড গড, পাঁচশ ডলার ফেলে এসেছিস তুই? ফিরে যেয়ে আবারও মানুষজনের ফেলে রাখা খাবারের বাটি মাজবি, তোর কপালে এছাড়া আর কিছু নাই এ আমার বোঝা সারা। পাঁচশ ডলার দিয়ে এক সেমিস্টার চালিয়ে দেওয়া যায় আর তুই কি কাজটা করেছিস! হাজী মুহম্মদ মহসিন নাকিরে তুই! আমি এর আগে কিছু টাকা কামানোর জন্য ধনী পোলাপাইনের রিপোর্ট লিখে দিতাম। ধরা পড়লে সেমিস্টারের জন্য আমার ভর্তি ক্যানসেল করে দিত ওরা। আর সেখানে তোর হাত গলে টাকা এসে পড়ে তাও ছেড়ে দিস!'

'যথেষ্ট হয়েছে, টম!' পাশ থেকে বিড়বিড় করল এরিন।

টমের জন্য টাকার গুরুত্ব আছে, আমি জানি। খুব অভাবে থেকে মানুষ ও। এখনও গাড়ি কিনতে পারেনি। ডেটিংয়ে গেলে আমারটাই নিয়ে যায় ওরা। খুব সাবধানে ব্যবহার করে। টাকার জন্য ও ক্ষেপে উঠতেই পারে। তবে কখনই তাকে আমার এমন মনে হয়নি যে টাকার কাছে গোলাম হয়ে গেছে। সেদিন বলা কথাগুলো কৃত্রিম ছিল না মন থেকে, আমি আজও জানি না।

এরিনকে পাত্তা না দিয়ে গলাতে খেদ নিয়ে বলে গেল ও, 'মানুষের জন্য রিপোর্ট লিখাটা কি যন্ত্রণার কাজ তা জানিস? নিজের পড়াশোনাও তো চালাতে হয়, সব মিলিয়ে দিনে বিশ ঘণ্টা ধরে এসবই করা লাগত আমাকে। সময়টা পড়াশোনাতে দিলে আরও ভাল করতে পারতাম, অথবা সেক্সি ক্লাসমেটদের সাথে আড্ডাবাজিও করা যেত ওই সময়ে- কিছুই করতে পারিনি আমি।'

'সেক্সি ক্লাসমেট ছুটিয়ে দিচ্ছি তোমার!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল এরিন, পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল টমের ওপর। বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুইজন। এরিন খুব মারছে টমকে, টম সরিয়ে দিতে চাচ্ছে ওকে ওপর থেকে কিন্তু পারছে না। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

প্রসঙ্গটা সরে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নিজস্ব কিছু নীতি আছে আমার। ওগুলো অতিক্রম করতে পারব না আমি। টমকে কে বোঝাবে সেটা?

❤

পরদিন পৌনে দুটোতে হরর হাউজের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা তিনজন। ব্র্যাডি ওয়াটারম্যান নামে এক ছেলে গলদঘর্ম হয়ে চালাচ্ছিল শাইটা। ছেলেটাকে আমি চিনি কারণ সেও হাউয়ি হিসেবে দারুণ পারফর্ম করে। (যদিও সততা রক্ষার খাতিরে আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমার চেয়ে ভাল পারফর্ম করতে সেও পারত না।) একই পথের পথিক আমরা, গ্রীষ্মের শুরুতে ব্র্যাডি বেশ

BanglaBook.org

ভোটকা ছিল, এখন চিপসে গেছে রীতিমত। ডায়েট প্রোগ্রাম হিসেবে আমাদের ফার আর যে কোন মহৌষধি থেকে ছয়গুণ বেশি কার্যকর।

'তোরা এখানে কি করছিস?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইল সে, 'আজ না তোদের ছুটি?'

'আমরা জয়ল্যান্ডের একমাত্র অন্ধকার রাইডটা দেখতে এসেছি। এরই মধ্যে নাটকীয় একটা মিলবন্ধন দেখতে পাচ্ছি অবশ্য - ব্র্যাড ওয়াটারম্যান আর হরর হাউজ, পারফেক্ট ম্যাচ!' খোঁচা দিল টম।

রেগে কাঁই হয়ে গেল ব্র্যাড, 'তিনটা মিলে এক কারেই ঢুকবি এখন, তাই তো?'

'একসাথেই ঢুকতে হবে।' এগিয়ে এল এরিন। ব্র্যাডের কানে কানে বলল, 'এটা ট্রুথ অর ডেয়ার গেম একটা। বুঝতেই পারছিস?'

এটা ব্র্যাড কনসিডার করতে রাজি হল। নিচের ঠোঁট ভেজাল সে, সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। আমাদের পেছন থেকে এক লোক ধাক্কা দিল তখন, 'তোমরা একটু সরে দাঁড়াও তো, বাচ্চারা। ভেতরে এয়ারকন্ডিশনিং আছে বলে মনে হচ্ছে। আমিও ঠাণ্ডা হতে চাই।'

'ঢুকে যা তবে। জুতার তলে একটা ডিম ফাটিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকিস।' আমাদের বলল ব্র্যাড।

'ভূত-টূত আছে নাকি ভেতরে কিছু?' জানতে চাইলাম আমি।

'শ'য়ে শ'য়ে। আশা করি আজ সবগুলোই তোদের পাছার খাঁজে এসে ঢুকে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবে!'

❤

মিস্টিরিও মিরর ম্যানশন থেকে যাত্রা শুরু করলাম। আয়নাগুলোর ভেতরে একেকজন এককেক রকমভাবে বিকৃত হয়ে গেল। একে অন্যকে দেখে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না আমরা, ভয় পাওয়া দূরে থাকুক। আয়নাগুলোর কয়েকটাতে রক্তের ছোপ, ওগুলোকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। দরজাটা বের হয়েছে মোমের জাদুঘরে।

BanglaBook.org

এক দফাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ঢুকতে পারে হরর হাউজে। এদের বলা হয় গ্রুপ। আমাদের গ্রুপের অন্যান্যদের থেকে আমরা এগিয়ে গেলাম দ্রুত। গোপন ম্যাপ অনুসরণ করতে দেওয়া হয়, ওটা ধরে বের হয়ে আসতে সমস্যা হল না তেমন। অন্যরা আয়নাতে ঠোকর খেয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকল। টমকে হতাশ হতে হল, মোমের জাদুঘরে কোন সিরিয়াল কিলারের প্রমাণ সাইজের মূর্তি নেই। কিছু সেলিব্রেটির মূর্তি আছে সেখানে, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন জন এফ. কেনেডি আর এলভিস প্রিসলি।

'ডু নট টাচ' লেখা সাইনটাকে পাত্তা না দিয়ে এলভিসের গিটারে টুংটাং শব্দ তুলল এরিন। প্রায় সাথে সাথে সোজ হয়ে দাঁড়াল এলভিস, জোরে জোরে গিটার বাজিয়ে গান জুড়ে দিল, '*ক্যান'ট হেল্প ফলিং ইন লাভ উইথ ইউ!*'

চিৎকার করে পিছিয়ে এল এরিন। দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল টম, 'ভয় পেও না।'

মোমের জাদুঘর পেরিয়ে যেতেই নতুন আরেকটা ঘরের দিকে চলে গেছে দরজা। ব্যারেল অ্যান্ড ব্রিজ রুম। ভেতরে অসংখ্য ভয়াল দর্শন যন্ত্রপাতি, বিকট শব্দ করছে তারা। মেশিনগানের মত শব্দ হচ্ছে তবে কোনটাই ক্ষতিকর নয়। তবে দর্শকের তা বোঝার কোন উপায় থাকার কথা না। সেই সাথে তীব্র আলো তো ফেলছেই। এর মধ্যে দিয়ে পার হতে হবে একটা ব্রিজ।

শেষ মাথাতে আছে ব্রিজটা। ব্রিজ না বলে একে সাক্ষাৎ পুলসেরাত বলা চলে, একে তো সরু, তায় আবার থরহরিকম্প অবস্থা। এরিন কোনমতে পার হয়ে গেল। আমিও ছুটলাম ওর পেছনে পেছনে, বিকট শব্দ করতে থাকা ব্যারেল আমাদের দিকে ঘোরানো হচ্ছে। মাতালের মত কাঁপতে কাঁপতে পার হয়ে গেলাম আমিও। একবার পড়ে যেতে ধরেছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছি।

টম মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দুই পাশে পাখির মত হাত ছড়িয়ে দিয়ে তিনশ' ষাট ডিগ্রিতে ঘুরতে শুরু করল ও। চিৎকার করল এরিন, 'থামাও ওসব, গাধা ছেলে! ঘাড় ভাঙ্গবে তো পড়ে!'

'পড়লেও কিছু হবে না ওর। নিচে প্যাড দেওয়া আছে।' বললাম।

টম আমাদের সাথে যোগ দিল আবারও, হাসছে। মাথাতে টোকা দিল, 'তিন বছর বয়স থেকে ব্রেইনের যে কোষগুলো ঘুমাচ্ছিল, ওগুলোকে জাগালাম আরকি।'

BanglaBook.org

মুখ বাঁকাল এরিন, 'খুব ভাল! কিন্তু যে জাগ্রত কোষগুলো এটা করতে গিয়ে মারা গেল, তাদের কি হবে?'

পরের ঘরটা আর্কেড, অসংখ্য টীনএজার এখানে পিনবল আর স্কি-বল খেলছে। কিছুক্ষণ তাদের খেলা দেখল এরিন, তারপর বুকে হাত বেঁধে ঘুরে দাঁড়াল, 'এটা তো স্রেফ কসাইদের খেলা।'

'লোকজন জায়গাটাকে কসাইখানা ভেবেই ঢোকে।' সহাস্যে জানালাম।

হতাশ হওয়ার ভান করল এরিন, 'আর এতদিন আমিই কি না টমকে পাগল ভেবে এসেছি!'

হঠাৎ আমাদের কথা থেমে গেল। দূরে একটা দরজার দিকে তাকিয়েছি একসাথে। ওপরে কংকালের মাথা জ্বলছে নিভছে, লেখা আছেঃ

"ভেতরে হরর হাউজ। সাবধান। গর্ভবতী মা এবং যাদের সাথে ছোট বাচ্চা আছে, বামদিকে চলে যান। ওদিকে নির্গমন পথ।"

হরর হাউজের ভেতরে পা রাখলাম আমরা।

প্রথম কামরায় ঢুকতে চারপাশ থেকে রেকর্ডেড ক্যাচক্যাচানি শব্দ আর চিৎকার ভেসে আসতে শুরু করল। সামনে একটা রাস্তা, দুই প্রান্ত লাল রঙ হয়ে জ্বলছে, নিভছে। চলে গেছে যেন অনন্তের দিকে। নিকশ কালো সামনেটা। আরও দূর থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত ধরণের আরেকদফা চিৎকার, এগুলো রেকর্ড করা নয়। কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে তাদের, যদিও আমি জানি এদের কয়েকজন খুব উপভোগ করছে পুরো ব্যাপারটা। মেয়েদের পেন্টি ওসব চিৎকারের জায়গাগুলো থেকেই পরে উদ্ধার করা হবে।

এডি পার্ক আমাদের দিকে এগিয়ে আসল, হরর হাউজের প্রোপ্রাইটর সে। ডোবারম্যান টীম লিডার। বিশাল দুটো গ্লাভস পরে আছে সে, মাথার ডগটপটা এত পুরোনো যে কোন রঙই বোঝার উপায় নেই ওতে। নাক দিয়ে শোঁকার মত শব্দ করে কথা বলল সে, 'ডে-অফের দিনে এর চেয়ে বোরিং আর কিছু করার পেলে না?'

BanglaBook.org

'বাকিরা কিভাবে বেঁচে থাকে, দেখতে এলাম আরকি।' টম বলল।

এরিন তার মধুরতম হাসিটা এডির দিকে ছুঁড়ে দিল, ফেরত হাসি পাওয়া গেল না। 'তিনজন মিলে একটা কারে উঠবে, এই ধান্ধা করেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কোন সমস্যা নেই। তবে আর সবার মতই তোমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে। এটা তো জানো? হাত বের করতে যেও না।'

'ইয়েস স্যার!' বিরতি ছাড়াই বলল টম, চট করে একটা স্যালুটও করে দিতে ভুলল না। এডি তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এই মাত্র জীববিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ছারপোকা গোত্রের কোন প্রাণির দিকে তাকাচ্ছে। তারপর হেঁটে গেল কন্ট্রোলের দিকে।

'চমৎকার মানুষ।' তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল টম।

এরিন এক হাত টমের ডান কনুইয়ে আটকালো, আরেকহাত আমার বাম কনুইয়ে। একসাথে তিনজন এগুলাম আমরা। জানতে চাইল, 'কেউ পছন্দ করে তাকে?'

মাথা নাড়ল টপ, 'নাহ। নিজের দলের দুইজনকে এর মধ্যেই ছাটাই করে দিয়েছে সে।'

গ্রুপের বাকিরা চলে এসেছে। অন্যদিক থেকে ট্রেনটা ফিরে এল, ভেতরে একদল হাসিখুসি কনি, আর কয়েকটা বাচ্চা মনোযোগ দিয়ে কাঁদছে। এদের বাবা-মার সম্ভবতঃ দরজার ওপরের নিষেধটা মেনে নিয়ে বাম দিকদিয়ে বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এরা নেমে গেলেই আমরা উঠব।

নেমে আসা একটা মেয়েকে এরিন প্রশ্ন করল, 'খুব ভয়ের নাকি?'

হাসল মেয়েটা, বয়ফ্রেন্ডকে দেখিয়ে বলল, 'ওর হাতটা জায়গামত রাখা যাবে কি না এটা ছিল ভয়।'

ছেলেটা ওর ঘাড়ে চুমু খেয়ে টেনে নিয়ে গেল আর্কেডের দিকে। আর আমরা লাফিয়ে উঠলাম ট্রেনে। দুইজনের জন্য বানানো কারে তিনজন ওঠাতে খুব গাদাগাদি করে বসতে হল। এরিনের উরু আমার পায়ের সাথে লেপ্টে গেছে, ওর স্তন আমার এক হাতে চেপে বসেছে, এসব ব্যাপার আমি তখন পূর্ণ সচেতন। ভালোলাগার একটা অনুভূতি গ্রাস করল আমাকে। বেশিরভাগ ছেলেই স্ট্রেইট হয়ে থাকে, আর তাদের বেল্টের নিচে কিছু একটা থাকে তাদের যা এরকম পরিস্থিতিতে কোন কিছুকেই পাত্তা দেয় না।

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর এক হুংকার ছাড়ল এডি পার্কস, 'কা-আ-আ-আ-রের ভেতরে হাত রাখেন সবাই! তিন ফিটের কম এমন ন্যাদা বাচ্চা থাকলে ওইটাকে কোলে তুলেন, বা-আ-আ-আ-র নেমে আসবে এখন।'

শোনাল অনেকটা *কা'* আর *বা'* এর মত। উচ্চারণ ভঙ্গিমাতে আমাদের হেসে লুটোপুটি খাওয়ার জোগাড়!

সেফটি বারগুলো সুন্দর করে নেমে এল। কয়েকটা মেয়ে চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল তাতেই। যে কেউ বলতেই পারে, এখন রেওয়াজ কওে নিজেদের গলা পরিষ্কার করছে তারা। একটু পর রাইড চালু হলে চেঁচিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিতে হবে না?

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের কার চলতে শুরু করল। হরর হাউজের দিকে রওনা দিলাম আমরা।

আমাদের কা-আ-আ-আ'!

❤

নয় মিনিট পর গর্ত থেকে বের হয়ে আসলাম আমরা তিনজন। আর্কেড পর্যন্ত যাওয়ার সময়টুকু উত্তেজনায় টগবগ করছিলাম। পেছনে এডি পরের ব্যাচের যাত্রীদের *কা-আ-আ-আ'*আর *বা-আ-আ-আ'* নিয়ে লেকচার দিচ্ছে, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না সে।

'ডানজনের অংশটা ভয়ঙ্কর ছিল না মোটেও। বন্দীরা সব টীম ডোবারম্যানের মেম্বার। পাইরেট আউটফিট পরে যে ছেলেটা ছিল ওর নাম বিলি রাগারিও। পরিচিত লোক থাকলে আর ভয় লাগে?' বলছিল এরিন, কলার তুলে রেখেছিল সে ওপরের দিকে, সেখান থেকে চুলগুলো হাঁপর থেকে বের হওয়া আগুনের ফুলকির মত দেখাচ্ছিল। এতটা সুন্দর আগে কখনও লাগেনি তাকে, '*ড্রিমিং স্কাল* দারুণ ভয় দিয়েছে আমাকে। আর টর্চার চেম্বার তো...'

মুখ বেঁকে গেল আমারও, 'হুঁ, বমি আনার মত।'

হাই স্কুলে পড়ার সময় প্রচুর হরর মুভি দেখেছি আমি, নিজেকে শক্ত মনে করতাম, অন্তত এদিক থেকে। কিন্তু একটু আগে যখন গিলোটিনে কেটে গলা থেকে

BanglaBook.org

আলাদা করা মাথা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন বমি প্রায় করেই ফেলেছিলাম। মানে, মুখটা তখনও নড়ছিল।

জয়ল্যান্ডে বের হয়ে ক্যাম জরগেনসেনকে দেখা গেল লেমোনেড বিক্রি করছে। হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকাল এরিন, 'কে কে খাবে? আমি খাওয়াচ্ছি।'

'শিওর।' বললাম।

'টম?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। ওর দিকে একটা ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি দিয়ে ছুটল এরিন। টমের দিকে একবার তাকালাম, ও সরাসরি মেরী গো রাউন্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। অথবা, ওটা ভেদ করে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ কোনদিকেই তাকিয়ে নেই সে।

তিনটা কাপ নিয়ে ফিরে এল ও, প্রত্যেকটার মধ্যে অর্ধেকটা লেবু ভেসে আছে। ওগুলো নিয়ে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের একটা বেঞ্চে এসে বসলাম আমরা। এরিন এখনও রাইডটা নিয়েই উত্তেজিত। শেষ দিকে অসংখ্য বাদুড় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের দিকে, ওগুলো যে নকল বাদুড় তা কিভাবে টের পেয়েছিল ও, আমাদের বলল সে। নকল হোক আর আসল, বাদুড় সব সময়ই আত্মা উড়িয়ে দেয় ওর। তারপরই ঝটকা দিয়ে টমের দিকে ঘুরে গেল ও।

'টম! কি সমস্যা তোমার? ঠিক আছ তুমি? একটা কথাও বলছ না যে, পেটে পাক দিচ্ছে নাকি? ব্যারেলের ওখানে ঘূর্ণি দিয়েছিলে না, হবেই তো ওরকম!'

'পেট আমার ঠিক আছে।' কথাটা প্রমাণ করতেই যেন লেমোনেডের কাপে চুমুক দিল ও। 'কি পরে ছিল মেয়েটা, ডেভ? জানিস তুই?'

'কি?' আকাশ থেকে পড়লাম।

'যে মেয়েটা খুন হয়েছিল, ডেভ! লরি গ্রে।'

শুধরে দিলাম, '*লিন্ডাগ্রে*।'

'লরি, লিন্ডা, লারকিন, যাই হোক না কেন, ওই বেটির পরণে ছিলটা কি? স্কার্ট পরেছিল নাকি, লম্বা স্কার্ট?'

ভাল করে তাকালাম তার দিকে। এরিনের প্রতিক্রিয়াও একই রকম, দুইজনই ভাবছি এটা আরেকটা *টম কেনেডি জোকস*। এই দফা তাকে দেখে বেশ সিরিয়াস

BanglaBook.org

বলেই মনে হল অবশ্য। ভাল করে তাকানোতে এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম ভয়ে আধমরা হয়ে আছে ছেলেটা।

'টম?' এরিন কাঁধ স্পর্শ করল ওর, 'দেখেছ তাকে? ফাইজলামি না!'

ওর হাতের ওপর নিজের হাত রাখল টম, কিন্তু তাকালও না তার দিকে। আমার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল, 'লম্বা স্কার্ট আর স্লিভলেস ব্লাউজ। এটাই কি তার ড্রেস ছিল? কি ড্রেস পরেছিল সেটা তোকে মিসেস শপ্‌ল' বলেছিল না?'

শুকনো গলাতে উত্তর দিলাম, 'ঠিক আছে। ওগুলোই পরণে ছিল তার। কিন্তু কি রঙের ছিল ওগুলো?'

'যেভাবে আলো বার বার পাল্টে যাচ্ছিল, বলাটা তো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল নীল রঙের জামা পড়েছিল ও। ব্লাউজ আর স্কার্ট, দুটোই।'

এরিন এতক্ষণে নিশ্চিত হল টম ফাজলেমি করার মুডে নেই। মুখ থেকে সব ঔজ্জ্বলতা উধাও হয়ে গেল নিমেষেই, 'হলি শিট।'

তখনও থমকে আছি আমি। আরেকটু তথ্য মেলানো বাকি আছে। পুলিশ যেটা বাইরে বলেনি কখনও। মিসেস শপ্‌ল' বলেছিল পুলিশ বাইরে তথ্যটা প্রচার করেনি।

'চুল কেমন ছিল তার? পনিটেইল, তাই না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল টম। আরেক চুমুক লেমোনেড খেল, 'পনিটেইল না, লম্বা চুল। কিছু একটা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল চূড়োর মত করে, মুখে পড়ছিল না সেজন্য। ওই জিনিস আমি হাজারটা মেয়ের মাথাতে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটাকে মেয়েরা কি বলে ডাকে তা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।'

'অ্যালিস ব্যান্ড।' এরিন বলল।

'ঠিক! আর যতদূর মনে করতে পারছি, ওটার রঙও নীল ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, সাহায্য চাইছে মেয়েটা।'

'মিসেস শপ্‌ল'র কাছ থেকে শুনে এসেছিস সব, তাই না? এখন আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিস! আমাদের কাছে স্বীকার করতে পারিস। আমরা ক্ষেপে উঠব না। তাই না, এরিন?'

BanglaBook.org

সায় দিল ও, 'না। ক্ষেপবো না।'

টম মাথা নাড়ল, 'শুনে আসব কেন? যা দেখে এসেছি তাই তোদের বলছি। তোরা কেউ দেখিস নাই ওকে?'

মাথা নাড়ার পালা এবার আমাদের।

'আমি কেন দেখলাম? ভেতরে ঢোকার পর থেকে আমি তার কথা চিন্তাও করছিলাম না। হ্যালুসিনেশন হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাহলে, আমি কেন দেখলাম?'

❤

হেভেন'স বেতে আমরা ফিরে আসার সময় টমের মুখ থেকে আরও তথ্য বের করার চেষ্টা করছিল এরিন। ড্রাইভ করছিলাম আমি। প্রথম কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আচমকা টম বলল এ নিয়ে কথা বলতে তার ভাল লাগছে না। এমন কর্কশ কণ্ঠে তাকে কোনদিন এরিনের সাথে কথা বলতে শুনিনি আমি। এরিনও মনে হয় শোনেনি, কারণ বাকি রাস্তা একেবারে চুপসে গেল সে।

শুধু সেদিন বলেই না, টম আমার সাথে এটা নিয়ে আর কোনদিনও কথা বলেনি। জানি না, এরিনের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছে কি না, তবে আমার সাথে ভূত দেখা নিয়ে কোন কথা হয়নি তার। মারা যাওয়ার এক মাস আগে আমাকে ও অবশ্য বলেছিল, ফোনে।

'অন্তত আমি তো জানি কিছু একটা আছে পৃথিবীতে। নিজে দেখেছিলাম আমি ... সেই যে সেই গ্রীষ্মে। হাস্টি হাটে।' *হরর হাউজে*, তবে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করিনি তাকে। টেলিফোনে কথা বলার সময় মাঝে মাঝে এভাবে থেমে থেমে কথা বলত সে। যখন কোন কিছু নিয়ে চরমমাত্রায় কনফিউজড থাকত, তখন। 'জানি না, ভাল হোক অথবা খারাপ, একটা প্রজাতি আছে আমরা ছাড়াও। মেয়েটা ... বুঝলি, মেয়েটা এমনভাবে হাত মেলে রেখেছিল-'

হ্যাঁ।

মেয়েটা যেভাবে হাত মেলে রেখেছিল!

BanglaBook.org

এরপর যেদিন পুরোপুরি বন্ধ পেলাম, তখন আগস্টের মাঝামাঝি চলে এসেছে। কনিদের ভীর কমে এসেছে অনেকটাই। এখন আমাকে আর ভীর ঠেলে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউ থেকে ক্যারোলিনা স্পিনে যেতে হয় না। লোকজন এতই কমে গেছে, ঘন ঘন ধাক্কা খাওয়ার জন্যও মানুষ চোখে পড়ল না। লেন আর ফরচুনা ওখানেই ছিল, রোজি পুরোপুরি ফরচুনা সেজে আছে এখন। আমাকে দেখেই লেন হ্যাট স্পর্শ করল, এভাবেই আমাকে স্বাগতম জানাত সে।

'দেখ দেখ, কার পদধুলি আজ এদিকে! কি খবর, জোনসি?'

'দারুণ।' সিকিভাগও সত্য না আমার উত্তর, তাও বলা লাগল। গাঁইয়াদের ভীর কমে আসার পর আগের মত দশবার করে ফার পরা লাগে না। দিনে চার-পাঁচবার পরতে হচ্ছে এখন। আমার ঘুমহীন রাতগুলো ফিরে এসেছে আবারও। স্রোতের শব্দ শুনতে শুনতে ওয়েন্ডিকে ভাবি আমি। ওয়েন্ডি আর তার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে। ইদানিং চিন্তাতে এসে ঢুকেছে লিন্ডা গ্রের ভূতও। ডানজন আর চেম্বার অফ টর্চারের মাঝে তাকে দেখেছিল টম।

ফরচুনার দিকে তাকালাম, 'তোমার সাথে কথা বলা যাবে?'

কেন, তা জানতে চাইল না ফরচুনা। আমাকে নিয়ে তার শাইয়ে চলে এল। দরজার কাছে একটা গোলাপী পর্দা। মাঝখানে টেবিলটার দুইপাশে দুটো চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা ক্রিস্টাল বল। পা দিয়ে ওটার লাইট জ্বালাতে নেভাতে পারবে রোজি, এটা আবার আমি দেখে ফেললাম। রোজির দুর্ভাগ্য! ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে, আমাকেও বসতে বলল।

বসে পড়ার পর ক্রিস্টাল বা হাত দেখা নিয়ে কোন কথাই বলল না রোজি, 'কি জানতে চাও বল।'

'যে বাচ্চা মেয়েটার কথা বলেছিলে, সেটা কি আন্দাজে বলা নাকি আসলেই কিছু দেখেছিলে তুমি?'

সরু চোখে আমার দিকে তাকাল সে, 'আসলে তুমি জানতে চাইছ আমি ভুয়া কি না, তাই না?'

'আমি ... আসলে আমি নিজেও জানি না ঠিক কি চাইছি আমি।'

BanglaBook.org

মুচকি হাসল এবার মহিলা। হাসিটা প্রাণোচ্ছল, যেন আমি কোন একটা টেস্ট পাশ করেছি এই মাত্র, 'তুমি ভাল একটা ছেলে, জোনসি। কিন্তু আর সব ভাল ছেলের মতই তোমার সমস্যা হল ... মিথ্যে কথা বলতে শেখনি।'

জবাব দিতে চাইছিলাম, হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিল সে। টেবিলের নিচে হাত বাড়িয়ে একটা ক্যাশবক্স বের করে আনল। মাদাম ফরচুনার ভবিষ্যৎবাণী ফ্রি, কিন্তু টিপস দিলে সে নেয়। এটা নর্থ ক্যারোলিনার আইনে বৈধ। বাক্সটা খুলতে দেখলাম দুমড়ানো টাকার বান্ডিল, অনেকটা পাঞ্চ-বোর্ডের মত লাগল (এটা নর্থ ক্যারোলিনার আইনে বৈধ না), আর একটা ছোট খাম, একপাশে আমার নাম লেখা। খামটা বের করে আনল রোজি। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে হাতে নিলাম ওটা।

'আজকে তুমি জয়ল্যান্ডে নিশ্চয় বাচ্চা মেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতে আসোনি।'

'ওয়েল...'

আবারও হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিল সে, 'কি চাও সেটা তুমি খুব ভাল মতই জানো। এক কথায় বলতে পারার মতই ব্যাপার। রোজি বা ফরচুনা যাই হই না কেন, আমি তোমার সাথে তর্ক করার কে? এখন যেটা করতে এসেছিলে, সেটা করে খামটা খুলে দেখো। তোমাকে টাকা দিতে হবে না, এমপ্লয়ীদের জন্য সবসময়ই ফ্রি আমার সার্ভিস। আর তোমার মত ভাল ছেলেদের জন্য আমার সেবা সব সময় উন্মুক্ত।'

'আমি-'

উঠে দাঁড়াল রোজি, 'যাও, জোনসি। আমাদের কথাবার্তা শেষ।'

❤

ওখান থেকে সরাসরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়লাম। প্রকৃতপক্ষে ওটা একটা দ্বিগুণ চওড়া ট্রেইলার। ভদ্রতা করে টোকা দিলাম, তারপর দরজা খুলে যেতে ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টিকে হ্যালো বললাম। অ্যাকাউন্ট বুকের ওপর হামলে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা। এবার আমার দিকে মনোযোগ দিলেন।

'হ্যালো, ডেভিন। তোমাদের হলিউড গার্লের যত্ন নিচ্ছ তো?'

'জ্বি ম্যাডাম। আমরা সবাই দেখে রাখি ওকে।'

BanglaBook.org

'ডানা এন্ডহার্ট, তাই না?'

'এরিন কুক, ম্যাম।'

'ও হ্যাঁ, এরিন কুক। টীম বীগল। লালচুলো। তোমার জন্য কি করতে পারি বল।'

'মি. ঈস্টারব্রুকের সাথে একটু কথা বলা যাবে এখন?'

'উনি তো রেস্ট নিচ্ছেন। সারাদিন অনেক ধকল গেছে, একটু আগেও প্রচুর ফোনকল ধরতে হল। বিরক্ত না করলেই ভাল হবে এখন উনাকে। এই বয়েসে খুব দ্রুত কাহিল হয়ে যান ভদ্রলোক। আগে খাটতেন প্রচুর।'

'আমি বেশিক্ষণ নেব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, 'আমি দেখছি উনি জেগে আছেন কি না। অন্তত কি নিয়ে কথা বলতে চাইছো সেটা আমাকে জানাতে পারো, নাকি?'

'একটা সাহায্য লাগত। উনাকে বললেই বুঝবেন উনি।'

❤

উনি বুঝেছিলেন। আমাকে মাত্র দুটো প্রশ্ন করেছিলেন সেদিন। প্রথমতঃ আমি নিশ্চিত কি না। আমি উত্তরে হ্যাঁ বলেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমার বাবা-মা জানে তো?'

'শুধু বাবাকেই জানাতে হবে, স্যার। আজকে রাতেই জানাব আমি।'

'তাহলে বেশ, ব্রেন্ডাকে বলে যেও। পেপারওয়ার্ক সেই করে দেবে। আর তুমি এটা পূরণ করে-' কথা শেষ করার আগেই বিশাল একটা হাই তুললেন তিনি, 'দুঃখিত। অনেক ক্লান্তিকর একটা দিন গেল তো পুরো গ্রীষ্মটাই চাপের মধ্যে গেল।'

'থ্যাংক ইউ, মি. ঈস্টারব্রুক।'

BanglaBook.org

হাত নাড়লেন তিনি, 'ভেরি ওয়েলকাম। আমি জানি তোমাকে অনুমতি দিয়ে আমি ভুল কিছু করছি না। কিন্তু, তুমি তোমার বাবাকে যদি না জানাও তাহলে আমি হতাশ হব। যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেও।'

বের হয়ে মিসেস ব্রেন্ডার কপালে ভ্রুকুটি দেখতে পেলেও কিছু বললাম না। ফুল-টাইম এমপ্লয়মেন্টের জন্য দরকারী কাগজপত্র খোঁজার সময় পুরো ব্যাপারটাই যে তার পছন্দ হচ্ছে না - এটা বোঝাতে ভুলল না সে। পাত্তা না দিয়ে আমার কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে সুন্দর করে বের হয়ে আসলাম ওখান থেকে।

ব্যাকইয়ার্ডের শেষ প্রান্তে ব্যাকগাম গাছের ঝোপ। সেখানে এসে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। মাদাম ফরচুনার খামটা খুলে পড়লাম এবার।

"তুমি এখানে মি. ঈস্টারব্রুকের কাছে এসেছ। লেবার ডে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পার্কে থেকে যেতে পারবে কি না সেটা জিজ্ঞাসা করতে এসেছ বটে, তবে তুমি জানো তিনি অমত করবেন না।"

ঠিকই বলেছে সে, ঈস্টারব্রুকের কাছে আমি এসেছিলাম। আমার চাকরিটা পার্মানেন্ট করে নিতেই এসেছিলাম। আর তিনি আমাকে *সাহায্য* করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাজেই অমত করতে পারতেন না। এটাও আমার জানা ছিল। রোজি দ্য মাদাম ফরচুনা মোটেও ভুল কোন ভবিষ্যৎবাণী করেনি এবার।

আমি তার কাছে গেছিলাম সে ভুয়া কি না তা জানতে। এখানে তার উত্তরও পেয়ে গেলাম। আর হ্যাঁ, এরপরে ডেভিন জোনস কি করতে যাচ্ছে সেটাও ঠিক করতে এসেছিলাম আমি। এখানেও ঠিক ধারণা করেছে মহিলা।

তবে আরেকটা লাইন লেখা আছে চিঠিটার নিচে।

"ছোট্ট মেয়েটাকে বাঁচিয়েছ তুমি, তাই বলে সবাইকে বাঁচাতে পারবে, এমনটা না।"

❤

আব্বুকে যখন জানালাম আমি আর ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাচ্ছি না, এক বছর এই জয়ল্যান্ডেই কাজ করতে যাচ্ছি, অন্যপাশটা একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম আমাকে বকবে খুব, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। ক্লান্ত গলাতে আব্বু বলল, 'ওই *মেয়েটার* জন্য, তাই না?'

প্রায় দুই মাস আগে আমি আব্বুকে বলেছিলাম আমি আর ওয়েন্ডি একটু সময় নিচ্ছি। আর কিছু বলতে হয়নি, যা বোঝার বুঝে ফেলেছিল সে। এতদিন আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ভুলেও ওর ব্যাপারে কিছু বলেনি আব্বু। আজকে তার কাছে ওয়েন্ডি 'ওই মেয়েটা' হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'পুরোপুরি না। ওয়েন্ডি একটা কারণ, তবে আমি চাচ্ছি কয়েকটা দিন ব্রেক নিতে। মনটা ভাল নেই। দম ফেলার অবসর চাচ্ছি একটা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আব্বু, 'তাও ভাল যে একটা কাজের মধ্যে আছো। ডিউয়ি মাইকাডের মেয়ে তো ইউরোপে হিচহাইকিং করতে গেছে সেই কবে, এখনও আসলই না। চৌদ্দ মাস হয়ে গেছে। যাই হোক, তুমি হারিকেন থেকে সাবধানে থেকো। এবার সিজন খারাপ।'

'তুমি আমার সিদ্ধান্তে ক্ষেপে নেই তো?'

'কেন? ঝগড়া বাঁধিয়ে দেব সে আশাতে ছিলে নাকি? তোমার যদি এত সখ থাকে আমি কিন্তু শুরু করে দিতে পারি! কিছু বলছি না, আর বলবও না অবশ্য। তোমার আম্মুকে ভাবছিলাম। ও থাকলে বলত, ছেলে যেদিন থেকে লিগালি ড্রিংক কিনতে পারছে, তারমানে জীবনের সব সিদ্ধান্তই নেওয়ার বয়েস তার হয়েছে।'

হাসলাম, 'হ্যাঁ, এমনটাই বলত আম্মু।'

'তাছাড়া, তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার সমস্যা না থাকার পেছনে আলাদা যুক্তি আছে। এখন এই মেয়েকে মাথাতে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গিয়ে রেজাল্টে বারোটা বাজাও সেটা চাইছি না। রাইডগুলোতে রঙ করা আর কনসেশন ঠিক করাতে যদি তোমার সিস্টেম থেকে ওই মেয়ে বের হয়ে আসে, তাহলে তো ভাল। কিন্তু তোমার স্কলারশিপের কি হবে? '৭৪ সালে ফিরে গেলে থাকবে ওগুলো?'

'তা থাকবে। রেজাল্ট ছিল ৩.২। স্কলারশিপ নিয়ে সমস্যা হবে না।'

'*মেয়েটা!*' তীব্র বিরক্তি নিয়ে বলল আব্বু। তারপর অন্য টপিক নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম আমরা।

BanglaBook.org

❤

আগস্টের শেষার্ধে পুরোনো কর্মচারীদের অনেকেই আমাকে লেবার ডে উইক-এন্ডে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বলল। আমাদের মত পাপীদের দোয়া কাজে দিল না, বৃষ্টি হল না সেবার।

ওদের কথার অর্থ হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। শনিবার কনিরা শেষবারের মত ফূর্তি করতে ঢুকল পার্কে, একদম টইটম্বুর হয়ে গেল পুরো এলাকা। আগেও অনেকবার এমন হয়েছিল কিন্তু এবারকার পরিস্থিতির সাথে সেগুলোর পার্থক্য

আছে। এবার আমাদের কলেজ স্টুডেন্টদের গ্রুপটার অর্ধেকই নেই। নিজেদের কলেজে ফিরে গেছে তারা। যারা তখনও আমাদের সাথে ছিল, কুকুরের মত খাটতে হল তাদের।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু কুকুরের মতই খাটছিল, তা না, আক্ষরিক অর্থেই কুকুর হয়ে খাটছিল তারা। শেষদিকের উইকএন্ডগুলোতে আমি প্রায় সারাদিনইপৃথিবীটাকে দেখছিলাম হ্যাপী হাউন্ডের মেশ-আই দিয়ে। রবিবারে ওই স্যুটের মধ্যে বারো বার ঢুকতে হল আমাকে। দিনের শেষের আগের শোতে নামার জন্য জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউ থেকে থ্রি-কোয়ার্টার মাইল দূরে যাচ্ছিলাম, মনে হল বর্তমান পৃথিবীটা আমাকে ধূসর ছায়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। গ্রে, লিন্ডা গ্রের ছায়াতে ঢেকে যাচ্ছি আমি, চকিতে ভাবলাম।

ইলেক্ট্রিক কার্ট চালিয়ে যাওয়ার সময় কস্টিউমটা বুক পর্যন্ত নামিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যেতে থাকল। *গেস-ইয়োর-ওয়েইট-শাইয়ে* পৌছাতে দেখা হল ফ্যাট ওয়ালির সাথে। জায়গাটা ওর তত্ত্বাবধায়নেই আছে।

আমাকে দেখে একটা বড় জগ বের করল সে, বরফের টুকরো ভাসছে ভেতরে পানিতে। নেমে ওর দিকে এগিয়ে আসতেপ্রশ্ন করল, 'হেই গ্রিনি! তোমার মাপের আরেকটা স্যুট আছে তো? নাকি এই একটাই ফিট করে তোমাকে?'

'আচ-ছে আর-রেক্কটা।' মাতালদের মত উচ্চারণে বললাম, 'কসসিউম শপে, এক্সর-রা লার্জ।'

'তাও ভাল।' বলতে বলতে ঠাণ্ডা পানি ভর্তি জগটা আমার মাথার ওপর ঢেলে দিল সে। চমকে উঠে চেঁচালাম, কয়েকটা মেয়ে সে চিৎকার শুনে একদিকে ছুটে পালালো। মুরগির কলিজা!

'এইটা কি হল, ফ্যাট ওয়ালি!'

হাসল সে, 'তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে তো? ভাঙ্গার কথাই। লেবার ডে উইকএন্ড, ম্যান। লেবার তোমাকে দিতে হবে, এখানে ঘুমালে চলবে না। ভাগ্য ভাল যে বাইরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী তাপমাত্রা নেই।'

বাইরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী থাকলে আমাকে আর এইসব ঘটনা বলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হত না। লাশ পড়ে যেত ঠিক। লেবার ডে-তে আকাশে সামান্য মেঘও ছিল, কোনমতে টিকে গেলাম আরকি।

BanglaBook.org

সোমবার চারটার দিকে শেষ শোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম আমি, এক্সট্রা কস্টিউমটা পরে একদম ফিটফাট। টম কেনেডিও কস্টিউম শপ থেকে ঘুরে এসেছে। ডগটপ আর নোংরা স্নিকারটা তার শরীরে দেখা যাচ্ছে না। খাকি প্যান্ট পরেছে আজ সে (খোদা জানেন গত কয়েক মাস কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল সে ওটাকে! আমরা অন্তত দেখিনি ও জিনিস), গায়ে চড়িয়েছে আইভি লীগ শার্ট, চুল পর্যন্ত কেটে এসেছে আজকে। প্রতিটা ইঞ্চিতে তাকে দেখাচ্ছিল কলেজ বয়ের মতই, পরিপাটি। গত পরশুই এক ইঞ্চি পাছার খাঁজ দেখাতে দেখাতে নোংরা তেলের মধ্যে উবু হয়ে কাজ করছিল সে, কেউ এখন বিশ্বাস করতে চাবে?

'চলে যাচ্ছিস তাহলে?'

'ট্রেনে করে ফিলিতে যাবো, আগামীকাল সকাল আটটাতে। এক সপ্তাহ বাসাতে থেকে সোজা কলেজে।' জানাল ও।

'ভালই হবে তোর জন্য। আজ তো আছিস, নাকি?'

'হেভেন'স বে-তে আজ রাতে থাকছি না, দোস্ত। এরিনের কিছু কাজ আছে, তারপর উইলমিংটনে দেখা করবে ও আমার সাথে। চমৎকার বিছানা দেখে একটা রুম ভাড়া করেছি, ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাসহ।'

ঈর্ষা অনুভব করলাম, 'সাবাশ!'

'একদম খাঁটি জিনিস ও।' আনমনে বলল টম।

'জানি রে।'

'তুইও। আমরা যোগাযোগ রাখব। মানুষ এই কথাটা বলে ঠিকই, কিন্তু পরে আর পাত্তা পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার কথার হেরফের হবে না। যোগাযোগ ঠিকই রাখব আমরা।'

হাত বাড়িয়ে দিল ও। শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম ওটা, 'ঠিক, যোগাযোগ রাখব আমরা। তুই ভাল থাকিস। ঠিকই বলেছিস, একদম সলিড একটা মেয়ে এরিন। ওর যত্ন নিস।'

BanglaBook.org

হাসল টম, 'ওটা নিয়ে ভাবিস না। সামনের বসন্তের সেমিস্টারে ও রাটগার্সে ট্রান্সফার হচ্ছে। ওকে এর মধ্যে স্কারলেট নাইটস ফাইট সং শিখিয়ে দিয়েছি। ওই যে, আপস্ট্রিম রেডটীম, রেডটীম, আপস্ট্রিম...'

'জটিল জিনিস।' বললাম।

ডটি ল্যাসেন দূর থেকে হাঁকল, 'তোমরা কি বিদায়বেলার ওই কান্নাকাটিটা একটু কমিয়ে আনতে পারবে, ছেলেরা? কাজ পড়ে আছে জোনসির।'

তার দিকে ফিরে দুইপাশে হাত ছড়িয়ে দিল টম, 'আহা! খুব মিস করব হে তোমাকে, ডটি আন্টি!'

পেটে একটা চাপড় দিয়ে মহিলাও বুঝিয়ে দিল তাকে কতটা(!) মিস করবে সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল নিজের শাইয়ের দিকে। টম আমার হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ তুলে দিল।

'আমার বাসা আর স্কুলের ঠিকানা, দুইজায়গার ফোন নাম্বার। আশা করি ফোন-টোন দিবি।'

'দিবো।'

'আসলেই একটা বছর ছেড়ে দিচ্ছিস তুই? এই জয়ল্যান্ডে বিয়ার চুষতে চুষতে রঙ-টঙ করার জন্য? তুই কি পাগল রে?'

এক মুহূর্ত বিবেচনা করে দেখলাম, তারপর সায় দিলাম মাথা দুলিয়ে, 'সম্ভবতঃ। কিছুটা পাগল তো বটেই, তবে ভাবিস না, দিন দিন উন্নতি হচ্ছে আমার।'

ঘাম আর নোংরাতে সারা শরীর ভরে আছে আমার, টমের পোশাক ঝাঁ চকচকে। তারপরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সে আমাকে। তারপর কস্টিউম শপ থেকে বের হওয়ার সময় ডটির গালে একটা চুমু খেল ও, পাত্তাই দিল না মহিলা, মুখ ভর্তি সুঁই তখন তার। হাত নাড়িয়ে 'ছেহ' জাতীয় একটা ইঙ্গিত করল সে।

দরকার কাছে গিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল টম, 'ডেভ, একটা উপদেশ দেই তোকে?'

BanglaBook.org

মাথা দোলালাম।

'ওই জায়গা থেকে দূরে থাকিস। ঠিক আছে?'

কোন জায়গা তা বুঝতে কষ্ট হল না আমার। হরর হাউজ! এবারও মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম তাকে।

আর কিছু না বলে বের হয়ে গেল ও। সম্ভবতঃ ও ভাবছিল বাড়ি আর এরিনের কথা। হয়ত সে তখন নতুন গাড়ি কেনার কথা ভাবছিল, আর ভাবছিল এরিনের কথা। হয়ত বা আসছে স্কুলের নতুন বছরের কথা ভাবছিল সে, আর এরিনের কথা। আপস্ট্রিম, রেডটীম, রেডটীম, আপস্ট্রিম। গানটা তারা প্রতিরাতেই করতে পারবে। বিছানাতে।

একসাথে।

❤

পার্কের কোন পাঞ্চ-ক্লক নেই। আমরা কখন ঢুকলাম আর কখন বের হলাম সে তদারকি করে টীম লিডার। হাউয়ি সেজে একপাক ঘেমে আসার পর পপস অ্যালেন আমাকে আমার টাইম-কার্ড নিয়ে আসতে বলল।

'আরও এক ঘণ্টা ডিউটি আছে তো আমার।' অবাক হয়ে বললাম।

'নাহ, গেটে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে।' বলল সে।

কে অপেক্ষা করতে পারে তা নিয়ে আমার একটা ধারণা ছিল। গ্যারি পপস অ্যালেনের হৃদয় জয় করাটা কঠিন, তবে সে গ্রীষ্মে একজনের প্রতি তার বিশেষ স্নেহ জন্মিয়েছিল। এরিন কুক।

'আগামীকাল তোমার ডিউটি কতক্ষণের মনে আছে তো?'

'সাড়ে সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা। ফার পরার ঝামেলা নেই, মহাশান্তি!'

'প্রথম কয়েক সপ্তাহ তোমাকে কাজ দেব আমি, তারপর ফ্লোরিডাতে যাব ছুটি নিয়ে। তখন লেন হার্ডির তত্ত্বাবধায়নে থাকবে তুমি। আর ফ্রেডি ডীন যদি খেয়াল করে যে তুমি এখনও আমাদের সাথে আছো, সেও কিছু দায়িত্ব দিতে পারে।'

'বুঝেছি।'

BanglaBook.org

'গুড। তোমার কার্ডে সাইন করে দেই এসো। তারপর আজকের মত কাজ শেষ তোমার।' একটু থামল পপস, 'জোনসি, মেয়েটাকে বলবে আমাকে মাঝে মাঝে পোস্ট কার্ড পাঠাতে। মিস করব তাকে।'

পপস একাই মিস করবে না তাকে! দীর্ঘশ্বাস লুকালাম।

❤

এরিনের পোশাকেও জয়ল্যান্ড লাইফ থেকে রিয়েল লাইফে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত পরিষ্কার। হলিউড গার্লের সবুজ পোশাক পরে নেই সে এখন আর, শেরউড ফরেস্ট হ্যাটও নেই তার মাথাতে। নিওনের মৃদু আলোতে স্নানরতা মেয়েটি পরে আছে নীল রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ আর *এ-লাইন* স্কার্ট। চুলগুলো পিন দিয়ে মাথার ওপর সুন্দর করে বাঁধা, দারুণ দেখাচ্ছে তাকে।

'বীচ পর্যন্ত একসাথে হেঁটে যাই, চল। তারপর বাসে উঠব, টমের সাথে দেখা হবে আজ উইলমিংটনে।'

'বলেছে ও আমাকে। কিন্তু, তোকে বাসে যাওয়া লাগবে না। আমি পৌঁছে দেব ড্রাইভ করে।'

'এতদূর ড্রাইভ করবি?' ভ্রু কুঁচকাল এরিন।

'আরে, ব্যাপার না।'

মিহি আর সাদা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম আমরা। হেভেন'স বীচের দিকে অর্ধেক যাওয়ার পর এরিন আমার হাত ধরল। বীচ পার্কিং লটে আমার গাড়িটা আছে, ওখানে পৌঁছে আমার দিকে তাকাল ও।

'মেয়েটাকে একদিন ভুলে যাবি তুই।' আমার চোখে চোখ রেখে বলল ও, কোন মেকআপ দেয়নি সে। দরকার ছিল না, চাঁদের আলো তার মেকআপ হিসেবে কাজ করছে। অপ্সরার মত দেখাচ্ছে তাকে।

'তা ঠিক।' জানি, কথাটা সত্য। তবুও কেন জানি দুঃখবোধ গ্রাস করল আমাকে।

'আমার মনে হয় এখানে থেকে যাওয়াটা তোর জন্য ভালই হল।'

'টমও কি এমনটা ভাবে?'

BanglaBook.org

'না, টম তোর বা আমার মত করে জয়ল্যান্ডকে দেখে না। এই গ্রীষ্মটা আমাদের কাছে যেরকম অর্থ বহন করে, তার কাছে তেমনটা করে না। তাছাড়া, হরর হাউজে যা দেখে এসেছে, সেটার পর থেকে তো আরও-'

'তার সাথে ওটা নিয়ে আর কথা হয়েছে?'

'নাহ। চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি। পৃথিবী নিয়ে তার নিজস্ব ধারণা আছে, হরর হাউজের অভিজ্ঞতাটা সেটার সাথে কনফ্লিক্ট করে। ও চায় যতদ্রুত সম্ভব ওসব ভুলে যেতে। তবে তোকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে ও।'

'তুইও করিস নাকি?'

'তোকে আর লিন্ডার ভূত নিয়ে? না। কিন্তু তোকে আর ওয়েন্ডি-পেত্নীকে নিয়ে চিন্তা তো করিই।'

হাসলাম, 'আব্বু তো এখন আর ওকে নাম ধরেই ডাকে না। শুধু 'ওই মেয়েটা' দিয়েই চালাচ্ছে আরকি। স্কুলে ফিরে গিয়ে একটা উপকার করতে পারবি আমার? মানে, যদি তোর সময় থাকে আরকি।'

'শিওর! কি করতে হবে, বল?'

কাজটা কি, বললাম ওকে।

❤

এরিন আমাকে উইলমিংটন বাস স্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করল, ও নাকি একটা ট্যাক্সি নিয়েই হোটেলে চলে যেতে পারবে। প্রথমে মানা করলাম, টাকার অপচয়। তারপর ওর চোখ দেখে আর না করলাম না, লজ্জা পাচ্ছে মেয়েটা। হয়ত আমার গাড়ি থেকে নামার দুই মিনিটের মধ্যে কাপড় খুলে টমের কম্বলের তলে যেতে চাচ্ছে না।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে গাড়ি থামালাম। আমার মুখের দুই পাশে হাত রেখে গভীরভাবে আমাক ঠোঁটে চুমু খেল এরিন, দীর্ঘ একটা চুমু। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'টম না থাকলে আমিই তোর মাথা থেকে ওই মেয়েটাকে বের করে দিতাম।'

'কিন্তু টম আছে।' শুকনো কণ্ঠে বললাম। হার্টবীট বেড়ে গেছে অনেকখানি।

'হ্যাঁ। আছে। যোগাযোগ রাখিস, ডেভ।'

BanglaBook.org

'কি করতে বলেছিলাম, মনে রাখিস তুই। সুযোগ পেলে করে দিস কাজটা।'

'মনে থাকবে। তুই সুইট।'

কেন জানি না, আমার চোখে পানি চলে আসছিল। তার মধ্যেই হাসলাম, 'স্বীকার করতেই হবে, দারুণ একজন হাউয়িও আমি।'

'হ্যাঁ। পিচ্চি মেয়েদের রক্ষাকর্তাও।'

এক মুহূর্তে জন্য মনে হল ও আমাকে আরেকবার চুমু খেতে যাচ্ছে, কিন্তু শেষে নিজেকে সামলে নিল। পিছলে আমার গাড়ি থেকে বের হয়ে এল ও, ছুটে পালাল বলে মনে হল আমার কাছে। স্কার্ট বাতাসে উড়ছে, ট্যাক্সির দিকে চলে গেল ও। ড্রাইভ করে মিসেস শপ্‌ল'র বাড়ির দিকে ছুটে গেলাম আমি। হেভেন'স বীচে ওটাই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শরৎকাল।

সবচেয়ে জঘন্যটাও বটে।

❤

কবে থেকে অ্যানি আর মাইক রস সবুজ ভিক্টোরিয়ানটার পাশে বসে থাকত, তা আমি মনে করতে পারছি না। লেবার ডের আগে থেকেই কি তারা ছিল, নাকি তার পর থেকে, সেটাও বলতে পারব না। সমুদ্র, সীগাল আর বালির ঢেউয়ের মাঝে তারা দৃশ্যটার এতটাই অপরিহার্য একটা অংশ হয়ে গেছিল, আলাদা করে লক্ষ্য করতে আমার সময় লেগেছে অনেকদিন।

দশ বছর পর আমি *ক্লীভল্যান্ড ম্যাগাজিন*-এর একজন স্টাফ রাইটার হিসেবে কাজ করছিলাম। প্রথম খসরা রচনা একটা হলুদ প্যাডেই লিখতাম তখন, ওয়েস্ট থার্ড স্ট্রীটের একটা কফি শপ আমার লেখালেখির অস্থায়ী আড্ডাখানা ছিল। লেকফ্রন্ট স্টেডিয়ামের কাছাকাছি ওটা। প্রতিদিন দশটার সময় দারুণ চেহারার এক মহিলা এসে চার-পাঁচটা কফি নিয়ে পাশের রিয়েল এস্টেট অফিসে ঢুকে পড়ত। কোনদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম তা আমার মনে নেই, তবে একদিন তাকে চোখে পড়েছিল আমার। দেখলাম মেয়েটি হাসছে, পাল্টা হেসেছিলাম আমিও। আট মাস পর আমাদের বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু, প্রথম কোনদিন তাকে দেখেছি তা আমি আজও মনে করতে পারি না।

অ্যানি আর মাইকও তেমনই দুইজন মানুষ। আচমকা একদিন তাদের লক্ষ্য করলাম আমি। বাচ্চাটা সব সময় হুইলচেয়ারে বসে থাকে, আমার হাত নাড়ার

BanglaBook.org

জবাবে সে-ও হাত নাড়ে। মহিলাটি সোনালিচুলো এবং বেশ সুন্দরী। চোয়ালের হাড় উঁচু তাঁর, বড় বড় নীল চোখ, চওড়া ঠোঁট। হুইলচেয়ারে বসে থাকা ছেলেটা কান পর্যন্ত নেমে আসা একটা সাদা ক্যাপ পড়ত, ভালরকমের অসুস্থ দেখাত তাকে। ওর হাসিটা সে তুলনাতে যথেষ্ট সুস্থ ছিল, মানসিক জোর ছিল ওর, বলতেই হবে। আমি যাই অথবা আসি, ঝলমলে হাসিটা ছুঁড়ে দিতে সে কোনদিনই ভুলত না। কোন কোনদিন আমাকে সে হাত দিয়ে শান্তিচিহ্ন দেখাত, আমিও ফিরিয়ে দিতাম সেটা।

সে যেমন আমার ল্যান্ডস্কেপের অংশ হয়ে গেছিল, আমিও হয়ত তেমনটাই হয়ে গেছিলাম তার জন্য।

শুধু তার মায়ের কোন দৃশ্যপটেই ছিলাম আমি না। আমার দিকে ছেলেটা যখন হাসি ছুঁড়ে দিত, তার মা বই থেকে মুখই তুলত না। শান্তিচিহ্ন দেখানো তো দূরের কথা। যেন আমি নেই-ই ওখানে!

❤

জয়ল্যান্ডে করার মত প্রচুর কাজ। গ্রীষ্মের মত নানা রকম কাজে ব্যস্ত থাকতে না হলে, দৈনন্দিন কাজগুলো অনেকটা সরলরৈখিক। আগের মত দম ফুরিয়ে তোলার মতও না অবশ্য। সেপ্টেম্বরের শুরুতে হাউয়ি অ্যাওয়ার্ড জেতার মত একটা সুযোগ বের করার সময়ও পাওয়া গেল, উইগল-ওয়াগল ভিলেজে কয়েকবার 'হ্যাপী বার্থডে টু ইউ' কোরাসও গাইতে হল আমাকে। কিন্তু, এর মধ্যে একটা রাইডও টইটম্বুর অবস্থাতে চালাতে হয়নি। ক্যারোলিনা স্পিন আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাইড, সেটা পর্যন্ত পুরোপুরি ভরল না।

'নিউ ইংল্যান্ডের উত্তরদিকের বেশিরভাগ পার্ক হ্যালোউইন পর্যন্ত খোলা থাকে।' ফ্রেড ডীনের সাথে চিলি বার্গারের লাঞ্চ খেতে খেতে শুনছিলাম তার কথা, 'ফ্লোরিডার দক্ষিণের পার্কগুলো আবার সারা বছর খোলা থাকে। আমরা মাঝখানে পড়ে গেছি। মি. ঈস্টারব্রুক ষাট সালের দিকে একবার শরৎকালীন সিজন চালু করতে চেয়েছিলেন। টাকা প্রচুর ঢেলেছিলেন ঠিক, কিন্তু কাজ হয়নি। রাতের দিকে লোকজন এটাকে গ্রাম্য মেলার চেয়ে বেশ কিছু ভাবতে পারেনি। বছরের এই সময়টা একদম খালি খালি হয়ে যায় জায়গাটা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুন্য হাউন্ড ডগ ওয়ের দিকে তাকাল সে।

BanglaBook.org

'পার্কটাকে ভাল লাগে আমার।' বললাম। আমার নিঃসঙ্গতার বছর ছিল ওটা। মাঝে মাঝে মিসেস শপ্‌ল'র আর লাইব্রেরিয়ান টিনা অ্যাকারলির সাথে মুভি দেখতে সিনেমা হলে যেতাম আমি, এ ছাড়া সন্ধ্যাগুলোতে 'লর্ড অফ দ্য রিংস' আবারও পড়া ছাড়া তেমন কোন কাজ ছিল না। এরিন, টম আর আব্বুকে চিঠি লিখতাম মাঝে মাঝে। আর লিখতাম কবিতা।

এখনও লজ্জাতে লাল হয়ে যাই সে কথা মনে পড়তেই, ভাগ্যিস সব কবিতা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম! গানের রেকর্ড কালেকশনটা আগের চেয়ে বড় হয়েছিল তখন। গানের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কোন উপায়ও ছিল না, একুশ বছরের সে সময়টা কেমন হতে পারে তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে?

আমার সৌভাগ্য, জয়ল্যান্ডে করার মত অনেক কাজ ছিল। প্রথম দুই সপ্তাহে পার্কটা পার্ট-টাইম চালু ছিল। সবাই মিলে শরতকালীন সীজন সমাপ্তি উপলক্ষ্যে পরিষ্কার করছিলাম ওটাকে। গাঁজুনীদের (ক্লিনার) একটা গ্রুপের সাথে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। যেদিন থেকে জয়ল্যান্ডের সামনের গেটে "ক্লোজড ফর দ্য সিজন" লেখা সাইনবোর্ড ঝুলে গেছে, লন কাটা থেকে শুরু করে ফুলের গাছের পরিচর্যা, সবই করতে হয়েছে আমাদের। ব্যাকইয়ার্ডে ফুড রোলারগুলো জমিয়ে রাখলাম আমরা, ওগুলোকে *গ্রাব-রোলার* বলে দ্য টকের ভাষাতে। শীতকালে আবার কাজে লাগবে।

গাঁজুনীদের দলটা যখন আপেল ক্ষেতে ফিরে গেছে, আমি, লেন হার্ডি আর এডি পার্কস শীতকালের জন্য পার্কটাকে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। ঝর্ণাগুলোর পানি সরিয়ে পরিষ্কার করতে হল, ক্যাপ্টেন নিমো'স স্প্ল্যাশ অ্যান্ড ক্রাশ পরিষ্কার করা অনেক বড় একটা কাজ। ওটা নিয়ে লেগেছিলাম যখন, মি. ঈস্টারব্রুক পা রাখলেন পার্কে।

'আমি আজ সন্ধ্যাতে সারাসোটাতে যাচ্ছি, ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টিও আমার সাথে থাকবে আর সব বারের মত। পার্কের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।' ঘোড়ার মত দাঁতগুলো দেখিয়ে বললেন তিনি, চারপাশে তাকালেন একবার, 'মানে, যারা টিকে আছো এখনও।'

'দারুণ একটা শীতকাল কাটিয়ে আসুন, মি. ঈস্টারব্রুক!' লেন বলল।

এডির মুখ থেকে যেটা বের হল তা অনেকটা 'ঈট আ উডেন শিপ' শোনাল। সম্ভবতঃ 'হ্যাভ আ গুড ট্রিপ' বলেছে সে।

BanglaBook.org

'সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ, স্যার।'

সবার সাথে হাত মেলালেন তিনি, তারপর আমাকে বললেন, 'আশা করি আগামী বছরও তোমার সাথে দেখা হবে। তোমার অন্তরে কার্নি ছাড়াও আরও অনেক কিছু থাকা উচিত, সম্ভাবনা আছে তোমার মধ্যে।'

আগামী বছর তার সাথে আমার দেখা হয়নি। কারও সাথে দেখা করার মত পরিস্থিতিতেই ছিলেন না তিনি। নিউ ইয়ারের দিনে মারা গেছিলেন তিনি, জন রিংলিং ব্যুলেভার্ডে।

গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন ঈস্টারব্রুক। ব্রেন্ডা গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল তাকে।

'ক্রেজি ওল্ড বাস্টার্ড!' দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করল পার্কস।

'মুখের গর্তটা বন্ধ রাখো, এডি!' গরগর করে উঠল লেন।

কথাটা শুনেছিল এডি। আমি অন্তত বলব, বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছিল সে।

❤

এক সকালে বীচে প্যাস্ট্রি খেতে খেতে হেঁটে যাচ্ছি, জ্যাক রাসেলটা আমাকে তদন্ত করতে আসল। টেরিয়ার কুকুর একটা, সম্ভবতঃ অসুস্থ ছেলেটার মালিকানাতে আছে।

'মাইলো! ফিরে আয়!' চেঁচাল মহিলা।

মাইলো মাথা ঘুরিয়ে একবার তার দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে ফিরিয়ে আনল ওর গাঢ় কালো চোখদুটো। চট করে একটুকরো প্যাস্ট্রি ফেলে দিলাম ওর সামনে। বুলেটের বেগে ছুটে এল মাইলো।

'কিচ্ছুটি খাওয়াবেন না ওকে!' দূর থেকেই হুংকার ছাড়ল সোনালিচুলো।

পাশ থেকে বাগড়া দিল ছেলেটা, 'আহ, মা! থামো তো!'

মাইলো ধমক শুনে পরিস্থিতি ভাল বুঝেছে। পড়ে থাকা টুকরোটা খেল না সে। তবে আমার সামনে বসে পড়ল, সামনের থাবা দুটো মেলে রেখেছে। টুকরোটা তুলে ওকে খাইয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

'এরকমটা আর করব না।' মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু এত দারুণ একটা খাবারের টুকরো নষ্ট করিই বা কি করে?'

নাক সিঁটকালো মহিলা, বই পড়তে শুরু করল আবারও। ছেলেটা বলল, 'আমরা সব সময় ওকে খাওয়াই। কিন্তু ও মোটা হয় না। দৌড়াদৌড়ি করে অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে রাখে আমাদের কুকুর।'

বই থেকে না তাকিয়েই মা বলল, 'অচেনা মানুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে তোমাকে কি বলেছিলাম, মাইক?'

'প্রতিদিন আমরা যাকে দেখি সে তো আর অপরিচিত থাকে না।' যুক্তি দেখাল ছেলেটা, আমার মনের সাথে দারুণভাবে মিলে গেল তার কথা।

'আমি ডেভিন জোনস। নিচে ওইদিকে থাকি আমি, জয়ল্যান্ডে কাজ করি।'

'তাহলে আপনি নিশ্চয় চাইবেন না কাজে যেতে দেরী হয়ে যাক।' বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন মহিলা।

কাঁধ ঝাকাল ছেলেটা, 'কি আর করবেন!' জাতীয় একটা অভিব্যক্তি। ফ্যাকাসে দেখতে ছেলেটা, বুড়োদের মত বাঁকা হয়ে গেছে এ বয়েসেই। কিন্তু ওই কাঁধ ঝাঁকানোর মধ্যে যথেষ্ট হিউমার লক্ষ্য করলাম। পাল্টা কাঁধ ঝাঁকালাম আমিও। তারপর হেঁটে চলে গেলাম জয়ল্যান্ডের দিকে।

পরদিন সকালে ভিক্টোরিয়ান পর্যন্ত আসার আগেই খাবারটা পেটে চালান করে দেওয়ার ব্যাপারে খেয়াল রাখলাম। মাইলোকে জিভ লকলকাতে হল না। দূর থেকেই হাত নাড়ালাম ওদের দিকে, মাইক হাত নেড়ে জবাব দিল। মহিলা বসে ছিল ছাতার নিচেই, আজ অবশ্য কোন বই ছিল না তার হাতে, কিন্তু পাল্টা হাত নেড়ে জবাব দিল না সে।

সুন্দর মুখটা বন্ধ, তবুও দূর থেকে আমার মনে হল ওটা বলছে *"এখানে তোমার জন্য কিছু নাই তো রে ভাই! সোজা গিয়ে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে হান্দিয়ে যাও না কেন! আমাদের একটু একা থাকতে দাও!"*

ঠিক তাই করতে থাকলাম আমি। যদিও যাওয়ার সময় আর আসার সময় হাত নাড়ার ধারাটা অব্যহত থাকল। ছেলেটা সব সময় পাল্টা হাত নেড়ে আমাকে জবাব দিত।

BanglaBook.org

সোমবার গ্যারি পপ অ্যালেন ফ্লোরিডাতে চলে গেল। ওখানে অ্যালস্টনের অল-স্টার কার্নিভাল হচ্ছে, শাই-বস হিসেবে একটা বাগিয়েছে সে। পার্কে এসে আমার সবচেয়ে কম পছন্দের মানুষটাকে পেলাম, এডি পার্কস, হরর হাউজের সামনে একটা আপেলের বাক্সে উঠে সিগারেট খাচ্ছে।

পার্কে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু আশেপাশে ফ্রেডি ডীন নেই, নেই মি. ঈস্টারব্রুকও। কাজেই নিয়মটা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে দ্বিধার কোন কারণ এডি পার্কস দেখেনি। লক্ষ্য করলাম, গ্লাভস পরেই সিগারেট ধরিয়েছে সে। কখনও কি গ্লাভস খোলে এই মানুষটা? আমার চোখে অন্তত পড়েনি।

'বাহ, এসেছ তাহলে! পাঁচ মিনিট লেট তুমি, কিডো!'

এখানে সবার কাছে আমি হয় ডেভ নয়ত জোনসি। তবে এডির কাছে সব সময়ই *কিডো* থেকে গেলাম!

'আমার নাকের সামনে দেখছি সাড়ে সাতটা বাজে!' ঘড়ি দেখালাম তাকে।

'তোমার ঘড়ি লেট। গাড়িতে করে আসলেই পারো। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাবে এখানে।'

'বীচটা ভাল লাগে আমার।'

'তোমার কি ভাল লাগে তা জেনে আমার কাজ নেই। দেরী করে আসা চলবে না, এটা হল গিয়ে কথা। এটা একটা চাকরি, কলেজের ক্লাস না তোমার যে যখন ইচ্ছা ঢুকলে আর বের হলে। বীগলের হেড যখন নেই এখানে, চাকরিটা তোমাকে চাকরির মতই করতে হবে, বোঝা গেল?'

পপ আমাকে বলে গেছিল তার অনুপস্থিতিতে আমাকে লেন হার্ডির অধীনে কাজ করতে হবে, তবে সে কথা এডিকে বলার চেষ্টা করলাম না। খারাপ একটা পরিস্থিতিকে সখ করে জঘন্য বানাতে চাবে কে! এমনিতেই এডি আমাকে পছন্দ করে না, কারণটাও সুস্পষ্ট। তার সমান সুযোগ সুবিধা কেউ পাক, সেটা এডির পছন্দ না।

BanglaBook.org

আমার হাতে লেনের কাছে চলে যাওয়ার অপশন আছে। কিন্তু তার কাছে কেটে পড়লাম না আমি, ওটাকে শেষ সুযোগ হিসেবে রাখা যেতে পারে। আব্বু

বলত, *একজন মানুষ নিজের সমস্যাগুলোর দায়িত্ব নিতে না পারলে আর আর কার দায়িত্ব নিতে পারবে?*

'আমার জন্য কাজ কর্ম কিছু আছে, মি. পার্কস?'

'প্রচুর। টার্টল ওয়াক্স নিয়ে এসো, তারপর সবগুলো কারে লাগাও।' কার উচ্চারণের সময় কা-আ-আ' জাতীয় একটা শব্দ বের হল তার মুখ থেকে, সব সময়ের মত। 'জানো তো, সিজন শেষ হলে আমরা পুরো রাইডটাকে ওয়াক্স করি?'

'আসলে, জানতাম না।'

'যীশু! তোমরা বাচ্চা পোলাপান যে কেন কাজ করতে আসো!' সিগারেটের ফিল্টারটা পায়ে দলল সে, তারপর আপেলের বাক্সের তলে পাঠিয়ে দিল যেন এতেই গায়েব হয়ে যাবে জিনিসটা। 'কাজ করতে করতে কনুই পর্যন্ত গ্রিজে ভরে যাওয়ার কথা তোমার। এরচেয়ে কম নোংরা অবস্থাতে দেখলে বুঝব ফাঁকিবাজি করেছ। তখন আবারও পাঠাব একই কাজ করতে, বুঝলে?'

'পরিষ্কারভাবে।'

আরেকটা সিগারেট বের করে আনল এডি, গ্লাভস পরা হাতের জন্য লাইটারের ঢাকনি খুলতে বেগ পেতে হল তাকে। কয়েকবারের প্রচেষ্টাতে পারল কাজটা করতে, তবুও গ্লাভস খুলল না সে। আগুন জ্বালানোর আগে আমার দিকে তাকাল সে, 'কি দেখছ হে?'

দ্রুত বললাম, 'কিছু না।'

'তাহলে কাজে লেগে পড়। হাউজের সব আলোগুলো জ্বালিয়ে দাও। লাইটের সুইচগুলো কোথায় জানো তো?'

আসলে, আমি জানি না। কিন্তু সেটা এই লোককে বলার দরকার দেখলাম না। তার সাহায্য ছাড়াও লাইটগুলো খুঁজে নিতে পারব আমি। বললাম, 'শিওর।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে আমার দিকে তাকাল সে, 'ওদের মধ্যে স্মার্ট ছোকরা ছিলে তুমি, তাই না?'

স্ম্যাআআআট!

BanglaBook.org

দেওয়ালের একটা বাক্সে এলটিএস লেখা আছে। ওয়াক্স মিউজিয়াম আর ব্যারেল অ্যান্ড ব্রিজ রুমের মাঝে ছিল ওটা, খুলতে একগাদা সুইচ দেখা গেল। সবগুলো জ্বালিয়ে দিলাম। হরর হাউজের রহস্যময় অন্ধকার কেটে যাওয়ার কথা ছিল। আলোতে সাধারণ একটা বাড়ি মনে হওয়ার কথা জায়গাটাকে, কিন্তু তা হল না।

দূরবর্তী কোণগুলো অন্ধকার থেকেই গেল। বাতাসের জোরালো শব্দ শুনতে পেলাম, বাইরে সজোরে বইছে। কোথাও খোলা কোন বোর্ডে বাঁধা পাচ্ছে বার বার, খট খট শব্দ উঠছে। ওটাকে ঠিক করতে হবে, মনের খাতাতে লিখে রাখলাম।

আমার হাতের বাক্সে কিছু পরিষ্কার ন্যাকড়া আর বিশাল এক টার্টল ওয়াক্সের ক্যান। টিল্টেড রুম পর্যন্ত টেনে আনলাম বাক্সটা। আর্কেডের স্কি-বল মেশিনের কাছে এসে কানে বেজে উঠল এরিনের কণ্ঠস্বর। খেলাটাকে কসাইদের খেলা বলেছিল ও। ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটে উঠল আমার, মিইয়ে যেতে অবশ্য বেশিক্ষণ লাগল না। হাতের কাজটা শেষ করার পর কি করব সেটা তো জানি!

বিশটা কার মোট, এডি পার্কসের কা-আ-আ-আ'!

লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোডিং পয়েন্টে। সামনে টানেলটা সরসরি চলে গেছে সামনের অন্ধকারে। ওদিকে আর উজ্জ্বল কোন আলো রাখা হয়নি। পুরো পরিবেশটাকে আরও গদ্যময় করে তুলেছে সেটা।

পুরো গ্রীষ্মে কারগুলোকে কেউ মোছেওনি। অর্থাৎ আমাকে প্রথমে ধুতে হবে তাদের। তারপর গ্রিজ দিতে হবে। বিশ বিশটা কার ধোয়া শেষ করতে করতেই ব্রেকটাইম চলে আসল, কিন্তু বের হলাম না। ব্যাকইয়ার্ডে বা বোনইয়ার্ডে পা রাখলে দেখা হয়ে যেতে পারে এডির সাথে, তার গজগজানি একদিনে জন্য যথেষ্ট শুনেছি। আবার সামনে পড়ার ইচ্ছে ছিল না আমার। পালিশ করতে শুরু করলাম গাড়িগুলো। ওপরের লাইটগুলোকে ঘষে ঘষে চকচকে করে ফেললাম কিছুক্ষণের মধ্যেই।

BanglaBook.org

সামনে যারা এতে চড়তে আসবে, নয় মিনিটের রাইডে এতকিছু খেয়াল করবে বলে মনে হয় না। তবুও আমার কাজটা তো আমাকে করতে হবে! গ্লাভস জোড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই নোংরা হয়ে গেল। কাজ শেষ হতে হতে ওটার দফাও রফা।

আরেকটা কিনতে হবে আরকি! এগুলো সস্তা না একদম, ভালোই দাম ছিল। এডিকে যদি গিয়ে বলি, 'আপনার কাজ করতে গিয়ে আমার গ্লাভস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কিনে দেন।'

লোকটার চেহারা কেমন হবে ভেবেই আমোদ পেলাম।

কাজ শেষ হতে বাক্স ভর্তি ময়লা ত্যানা আর প্রায় খালি হয়ে আসা টার্টল-ওয়াক্স ক্যান নিয়ে এক্সিট ডোরের কাছে রেখে আসলাম। বারোটা দশ বাজে, পেটের মধ্যে ছুঁচো কীর্তন গাইছে, তবে আমার এখনকার ক্ষুধা শুধু খাবারের জন্যই না। গাড়িগুলোকে কেমন পরিষ্কার করেছি তা একবার কাছ থেকে দেখে সোজা ঢুকে পড়লাম সামনের অন্ধকার টানেলে।

স্ক্রিমিং স্কালটাকে পার হওয়ার সময় মাথা নামিয়ে রাখলাম, এখন অবশ্য ওটা বন্ধ আছে। ওটা পার হওয়ার পর ডানজন, এখানেই ডোবারম্যান টীম শো চলাকালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, চেষ্টা করে (এবং অনেকাংশে সফলও হয়) বিচিত্র সব শব্দ করে বাচ্চাদের আত্মা উড়িয়ে দিতে।

এখানে এসে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারলাম, ঘরটা যথেষ্ট লম্বা এখানে। কাঠের মেঝেতে আমার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যদিও মেঝেটার ডিজাইন দেখে যে কেউ ওটাকে প্রথমে পাথরের বলে মনে করবে। আমার ভয় করছিল না, এমনটা নয়। টম আমাকে বলেছিল এ জায়গাটা থাকতে দূরে থাকতে। কিন্তু এডি পার্কের মতই, টম তো আর আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে না। *ডোরস* দেখেছি আমি, *পিংক ফ্লয়েড* দেখেছি, এবার লিন্ডা গ্রেকে দেখব।

ডানজন আর টর্চার চেম্বারের মধ্যে দুবার 'এস'-জাতীয় বাঁক খায় ট্র্যাকটা। অন্ধকার রাইড এটা। তবে দর্শকদের ভয় দেখানোর উপকরণ একমাত্র অন্ধকার নয়। কিছু ট্যাকটিক্যাল চাল দেওয়া হয়ে সেই সাথে। এখানে তীব্র দুলুনীতে এমনিতেই রাইডারদের মানসিক সামর্থ্য কমে অর্ধেক হয়ে যায়। তখন কানের পাশে জোরে তালি দিলেও যে কেউ ভয় পাবে। আর আমরা স্প্লাই দিই ভয়ালদর্শন একপাল ভূত!

BanglaBook.org

এদিকে কোথাও খুনী মেয়েটিকে খুন করেছিল। চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম ঠিক কোনখানে কাজটা করে থাকতে পারে সে।

শেষ বাঁকটার আগে রাইডারদের অনেক রঙের আলো দিয়ে ধাঁধিয়ে দেওয়া হয়। টম আমাকে মেয়েটাকে দেখা জায়গাটা নির্দিষ্ট করে কখনই বলেনি, তবে বলেছিল আলোর ঝলকানির জন্য মাথার ব্যান্ডের রঙ নিয়ে তার মনে সন্দেহ আছে। অর্থাৎ এই বাঁকের কাছেই মেয়েটাকে দেখেছিল সে।

খুব সাবধানে গিয়ে ওখানে দাঁড়ালাম। শব্দ করছি না। এডি যদি টের পায় আমি এখানে আছি, মজা করার জন্য ওপরের আলোগুলো বন্ধ করে দিতেই পারে সে। আর ওই অন্ধকারে একটা হাত যদি আমার হাত খামচে ধরে তাহলেই দেখতে হবে না আর।

ওখানে দাঁড়িয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। তাই বলে কিছুই অনুভব করছিলাম না, এমনটাও না। বাতাস ওখানে ঠাণ্ডা ছিল। কাঁপুনি দেওয়ার মত না হলেও ঠাণ্ডা।

'দেখা দাও আমাকে!' হিসহিস করে বললাম। নিজেকে নির্বোধ মনে হচ্ছিল আমার।

শ্বাস নেওয়ার মত সামান্য একটা শব্দ হল। কোন স্টীম ভালভ ছেড়ে দিলে যেমনটা হয়, অনেকটা তেমন। কিছুক্ষণের জন্য স্থায়ী হল ওটা, তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন আর কিছু দেখিনি আমি।

❤

'অনেক দেরী হল তোমার।' বের হতেই বলল এডি পার্কস। আগের জায়গাতেই বসে আছে সে, আপেলের বাক্সে। এখন একহাতে বেকন, লেটুস আর টমেটোর স্যান্ডউইচের সামান্য অবশিষ্টাংশ, অন্যহাতে আছে এককাপ কফি।

'প্রচণ্ড নোংরা হয়েছিল গাড়িগুলো। ধুয়ে তারপর ওয়াক্স দিতে হল।' জানালাম।

মাথা নাড়ল সে, 'মেডেলের আশাতে কাজ করছ কি না কে জানে, তবে জেনে রেখো, ওসব পাবে না এখানে। এখন হার্ডির কাছে গিয়ে দেখ, ইরিগেশন সিস্টেমটা খালি করতে তার সাহায্য দরকার হতে পারে। তোমার মত স্লো মানুষকে একদম বিকাল পর্যন্ত ব্যস্ত রাখতে পারবে কাজটা। গিয়ে দেখোগে।'

BanglaBook.org

'ওকে।'

চলেই যাচ্ছিলাম, লেন হার্ডির সাথে কাজ করার মজাই আলাদা। ও বললে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতেও আমার আপত্তি থাকবে না। কিন্তু পেছন থেকে আবারও ডাকল এডি, 'কিডো!'

ঘুরে তাকালাম, 'হুম?'

'মেয়েটাকে দেখেছ?'

'কি!'

বিশ্রীভাবে হাসল সে, '*কি-কি* করতে হবে না। তোমার আগেও যারা ঢুকেছে এখানে তারাও ওটাকে দেখার চেষ্টা করেছে, তোমার পরে যারা ঢুকবে তারাও চেষ্টা করবে। তুমিও ভূত খুঁজেছ এতে আশ্চর্যের কি আছে!'

'আপনি দেখেছেন নাকি তাকে?' চট করে প্রশ্নটা করে ফেললাম।

'নোপ!'

আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। চেহারাটা দেখে অনুমান করার চেষ্টা করলাম, বয়েস কত হবে তার? ত্রিশ? ষাট? বোঝার উপায় নেই। যেমনটা বোঝার উপায় নেই এইমাত্র দেওয়া উত্তরটা কতটুকু সত্য!

এডি গ্লাভস পরা হাতটা তুলল, 'যে ব্যাটা খুন করেছে, সে এরকম একজোড়া গ্লাভস পরত। জানো তো?'

মাথা দোলালাম, 'হ্যাঁ। আর একটা এক্সট্রা শার্ট।'

'ঠিক।' আরও চওড়া হল তার হাসি, 'শরীর থেকে রক্ত সরিয়ে রাখার জন্য দুটো শার্টের দরকার ছিল ওর। তার পরিকল্পনাকাজেও দিয়েছিল। খুনীর খোঁজ এখনও কেউ পায়নি। এখন লেন হার্ডির কাছে যাও তো, কেচ্ছাকাহিনী নিয়ে পড়ে থাকার মত সময় আমাদের নেই।'

BanglaBook.org

স্পিনে পৌঁছানোর পর আক্ষরিক অর্থেই লেন হার্ডির ছায়া আমাকে স্বাগত জানাল। মানুষটা তখন বিশাল রাইডটার চূড়োতে। লোহার ছোট ছোট দণ্ডগুলোতে পা রেখে রেখে ওপরে উঠছে সে, প্রতিটা টুকরোতে পা রাখার আগে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ওটা তার ভার নিতে পারবে কি না। কোমরে একটা চামড়ার টুলকিট শোভা পাচ্ছে। একটু পর পর ওখান থেকে একটা সকেট রেঞ্চ বের করে আনছে সে।

জয়ল্যান্ডে মাত্র একটা অন্ধকার রাইড আছে বটে, উঁচু রাইডের সংখ্যা এখানে মোটেও কম না। বারোটার মত হাই রাইডের মধ্যে স্পিন, জিপার, থান্ডারবল আর ডেলিরিয়াম শেকারও আছে। তিনজনের মেইনটেন্যান্স ক্রু তাদের প্রতিদিন চেক করে রাখে। নর্থ ক্যারোলিনা থেকে বিনা নোটিশে ভিজিট করতে লোক পাঠানো হয়, কোন রাইডে এতটুকু নিরাপত্তার ঝুঁকি দেখলে তারা লিখে নিয়ে যাবে। এরপর চোখের পলক পড়ার আগেই বন্ধ হয়ে যাবে পার্ক।

লেন হার্ডির মতামত আলাদা। সে বলে, যে লোক নিজের রাইড নিজে চেক করে রাখে না তার মত অলস আর দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক দ্বিতীয়টি নেই। ভাবলাম, এডি পার্ক শেষ কবে তার *কা-আ-আ-আ'* আর সেফটি *বা-আ-আ-আ-'* চেক করেছে নিজে?

নিচের দিকে তাকিয়ে লেন চিৎকার ছাড়ল, 'নোংরা শুয়োরের বাচ্চাটা কি তোমাকে লাঞ্চ করার জন্য ছুটি দিয়েছিল?'

'কাজের মধ্যে পার হয়ে গেছিল লাঞ্চ ব্রেক। সময়ের হিসেব ছিল না তো।' আমশি মুখে বললাম। রাক্ষসের মত ক্ষুধা পেয়েছিল আমার তখন।

'আমার ডগহাউজে কিছুটুনা আর ম্যাকারোনি সালাদ আছে। খেয়ে নিতে পারো, গতকাল রাতে অনেক বেশি বানিয়ে রেখেছিলাম।'

ছোট কন্ট্রোলরুমটাতে ঢুকে প্যাকেটটা খুললাম। লেন নেমে আসতে আসতে খাবারগুলো আমার পেটে ঢুকে গেছে, দুটো ফিগ নিউটনস দিয়ে পেটের গভীরে তাদের ঢোকাচ্ছিলাম।

'থ্যাংকস, লেন। দারুণ স্বাদ হয়েছে।'

BanglaBook.org

'হুম, কোন একদিন নিজেকে উত্তম গৃহিণীর পরিচয়ও দিতে পারব... এখন নিউটনগুলো সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই আমাকে দুটো দাও।'

বাক্সটা ওর হাতে তুলে দিলাম, 'রাইডটা ঠিক আছে তো?'

'স্পিনটা ঠিক আছে। ইঞ্জিন নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে। খাবারগুলো একটু হজম হয়ে গেলে আমাকে সাহায্য করতে পার।'

'শিওর।'

ডার্বিটা খুলে এক আঙুলের ডগাতে নিয়ে পাক খাওয়ালো সে। লক্ষ্য করলাম চুলে কালোর মাঝে সাদার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই গ্রীষ্মের শুরুতে প্রথম যেদিন তাকে দেখি, সেদিন ওগুলো ছিল না সেটা আমি নিশ্চিত। পরিশ্রমে কত তাড়াতাড়িই না বুড়িয়ে যায় একজন মানুষ!

'শোন, জোনসি, এডি পার্কস একজন কার্নি-ফ্রম-কার্নি। তারমানে এই না যে ও ব্যাটা একটা ফার্স্ট ক্লাস ছোটলোক না। তোমার বিরুদ্ধে ওর দুটো অভিযোগ আছে। এক. তোমার বয়স কম, দুই. তুমি এইটথ গ্রেডের ওপর পড়াশোনা করেছ। তোমার ওপর ঝড়ঝাপ্টা যাবে, তা তো বুঝতেই পারছ! ও তোমাকে অতিষ্ঠ করে ফেললে আমাকে বলবে, বাকিটা আমি দেখব।'

'থ্যাংকস। কিন্তু আপাতত তেমন সমস্যা হচ্ছে না।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। প্রতিকূল পরিবেশে তুমি কিভাবে পরিস্থিতি সামলাও তা কি আর একদিন ধরে দেখছি? কিন্তু এডি তোমার অ্যাভারেজ সমস্যাগুলোর চেয়েও বেশি ঝামেলা করবে।'

'এডি কাঠখোট্টা টাইপ একটু, এই আরকি।'

'ভুল বলনি, কিন্তু আর সব শক্ত চিজের মত এটার তলেও মুরগির মত নরম আঁশ আছে। পার্কের মধ্যে কয়েকজনকে ভয় পায় ও, আমাকে সহ। একবার ও শালার নাক ভেঙ্গে দিয়েছিলাম আমি। দরকার হলে আবারও ভাঙ্গব। সে যাক গে, দম ফেলার জায়গা লাগলে যাতে তুমি সেটা পাও তা আমি দেখব।'

'উনাকে নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

BanglaBook.org

'শুট।'

'সব সময় গ্লাভস পরে থাকে কেন ও?'

হাসল লেন, 'সোরাইসিস। হাতের চর্মরোগ ওটা, আঁশ আঁশ বের হয়ে আসে তালুতে। গ্লাভস না থাকলে নাকি ওগুলোকে খামচে খামচে রক্ত বের করে ফেলে অজান্তেই। যদিও আমি কোনদিনও দেখিনি ওরকম কোন আঁশ।'

'এজন্যই হয়ত উনার মেজাজ সব সময় খারাপ হয়ে থাকে।'

'আমি তো উল্টোটা মনে করি। মেজাজ ওরকম খারাপ থাকলে যে কারও চর্মরোগ হবে। মাথাই তো শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই না? বাদ দাও, চলো, কাজ শুরু করা যাক।'

❤

স্পিনের ইঞ্জিন এবারের শীতকালের মত ঠিক করে ফেললাম। তারপর আমরা লাগলাম ইরিগেশন সিস্টেম নিয়ে। সময়ের সাথে পাইপগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, কয়েক গ্যালন অ্যান্টিফ্রিজ ঢুকে গেছে সিস্টেমের ভেতরে। সূর্য নেমে আসছিল নিচে, পার্কের গাছগুলোর ছায়া অনেক লম্বা মনে হচ্ছিল।

'আজকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্টরও বেশি ... তোমার কার্ড নিয়ে আসো, সাইন করে দেই।'

ঘড়ি দেখালাম, 'সোয়া পাঁচটা বাজে মাত্র।'

মাথা নাড়ল লেন, 'ওটাকে ছয় লিখে দিতে আমার দিক থেকে তো কোন সমস্যা দেখছি না। আজকে বারো ঘণ্টার খাটুনি তুমি দিয়েছ, কিডো!'

'ওকে!' মেনে নিলাম, 'কিন্তু আমাকে কিডো বলবে না। ওই ব্যাটাও এটা বলে ডাকে আমাকে।' হরর হাউজের দিকে তাকালাম চকিতে।

'মনে রাখলাম। এখন তোমার কার্ডটা এনে দাও, তারপর ভাগো।'

BanglaBook.org

বিকেলের দিকে বাতাস পড়ে গেল। আবহাওয়া গরম আর থমথমে হয়ে আছে, তার মধ্যেই সৈকত ধরে হেঁটে চললাম। অন্যান্যা দিন আমার লম্বা ছায়া দেখতে দেখতে হাঁটার অভ্যেস, কিন্তু আজ পায়ের তালুর দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। প্রচুর ধকল গেছে সারাদিনে, কাজের মধ্যে টের পাইনি।

এখন বেটি'স বেকারি থেকে হ্যাম আর চিজবার্গার নিয়ে পাশের দোকানে ঢুকে পড়তে হবে। সেভেন-এলিভেন নাম ওটার, ভাল বিয়ার পাওয়া যায়। দুটো বিয়ার হাতে নিয়ে সোজা আমার রুমের চেয়ারে ফিরে যাবো। খেতে খেতে *দ্য টু টাওয়ারস*-বইটা শেষ করতে হবে। অনেকদূর পড়ে ফেলেছি।

চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য করল ছোট ছেলেটার কণ্ঠ, 'আরও জোরে, মা! প্রায় উড়ে-' কাশির দমকে থেমে গেল কণ্ঠ, তারপর শেষ করল কথা, 'প্রায় উড়ে গেছিল এবার।'

মাইকের মা এই বিকেলে ছাতার নিচে নেই, ছুটে আসছে আমার দিকে। আমাকে অবশ্য দেখেনি সে, মাথার একটু ওপরে দুইহাতে ধরে আছে একটা ঘুড়ি। সূতো ধরা আছে ছেলেটার হাতে, ব্রডওয়াকের এক ধারে হুইলচেয়ারে বসে আছে সে।

'ভুল দিকে ছুটছ, মাম।' বিড়বিড় করে বললাম।

ঘুড়িটা ছেড়ে দিতেই এক বা দুই ফিট ওপরে উঠে আবার আছড়ে পড়ল বালিতে। বাতাস ধাক্কা দিয়ে কিছুদূর নিয়ে গেল ওটাকে, মহিলাকে ছুটে গিয়ে আবার ধরতে হল।

'আরেকবার!' মাইক চিৎকার দিয়ে বলল, 'এবার - খুক খুক খুক খুক- এবারই প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিলে!'

'নাহ, ধারেকাছেও যায়নি ওটা উড়ার।' নাক কুঁচকে গেল মামের, 'আমাকে ঘৃণা করে ওটা। চলো ভেতরে গিয়ে রাতের খাবারটা-'

মাইকের হুইলচেয়ারের পাশে মাইলো বসে ছিল। আচমকা ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল এবার আমার দিকে। কুকুরটাকে আমার দিকে ছুটে আসতে দেখে মাদাম ফরচুনার প্রথম দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমার।

BanglaBook.org

'ভবিষ্যতে তোমার এক ছোট মেয়ে আর এক বাচ্চা ছেলের সাথে পরিচয় হবে। ছেলেটার একটা কুকুর থাকবে।'

'মাইলো, ফিরে আয়!' চিৎকার করল মাম। চুল বেঁধেই বের হয়েছিল সে, কিন্তু কয়েকবার উড্ডয়ন প্রচেষ্টার পর এখন কিছু কিছু কপালে এসে পড়েছে। এক হাতে সেগুলোকে চোখের ওপর থেকে সরিয়ে রাখল সে।

কুকুরটা কোন পাত্তাই দিল না তাকে, বুলেটের মত আমার সামনে এসে থামল। সমানে ডাকছে। ওর মাথাতে আলতো করে কয়েকবার চাপড় দিলাম, 'আজকে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকো, মিয়া। কোন প্যাস্ট্রি নেই আজ আমার সাথে।'

আমার দিকে আরেকবার চিৎকার ছাড়ল মাইলো। ডাকটা হতাশার। তারপর মামের পেছনে পেছনে হেঁটে গেল বাড়ির দিকে।

মহিলা মাথা নাড়ল, 'এজন্যই সেদিন এটাকে খাবার দিতে নিষেধ করেছিলাম। পুরাই ফকিরা স্বভাব এর। যার কাছে একটু খাবার পাবে তাকেই প্রাণের বন্ধু মনে করবে।'

'বাঁচোয়া, আমি বন্ধুভাবাপন্ন মানুষই।'

'জেনে ভাল লাগল। আমাদের কুকুরকে আর খেতে দেবেন না দয়া করে।'

পুরোনো একটা নীল একটা টিশার্ট পরে ছিল মহিলা। সামনে কিছু প্রিন্ট করা আছে, পড়া যাচ্ছে না। ঘামের দাগগুলো দেখে বুঝলাম অনেক্ষণ ধরেই ঘুড়িটা ওড়ানোর চেষ্টা করছিল ও। অবশ্য, আর কি করার আছে তার? আমার যদি কোন পঙ্গু বাচ্চা থাকত তাকে উড়াতে পারার মত যে কোন কিছুই এনে দিতাম আমি।

'ভুল দিকে ছাড়ছিলেন আপনি ঘুড়িটা। ওড়ানোর জন্য ওটা নিয়ে দৌড়ানের প্রয়োজন নেই, কেন জানি সবারই ভুল ধারণা আছে এ ব্যাপারে।'

'বুঝলাম, *আপনি একজন এক্সপার্ট*। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে এখন। মাইকের রাতের খাবার বানাতে হবে আমাকে।'

'মা, একবার চেষ্টা করে দেখুন না উনি! প্লিজ?'

BanglaBook.org

কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে অপেক্ষা করল সে, অবাধ্য চুলগুলো ঘাড়ে লেপ্টে আছে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার হাতে তুলে দিল ঘুড়িটা। এবার তার শার্টের প্রিন্টটা পড়তে পারলাম, "ক্যাম্প পেরি ম্যাচ কম্পিটিশন (প্রোন) ১৯৫৯"।

ঘুড়ির সামনেটা অবশ্য আরও চমৎকার। আমি না হেসে পারলাম না। যীশুর আদলে একজন মানুষের মুখ আঁকা সেখানে।

'প্রাইভেট জোক। ও নিয়ে প্রশ্ন করবেন না।'

'বেশ।'

'এক বার চেষ্টা করতে পারেন, মি. জয়ল্যান্ড। তারপর ওকে আমি খেতে নিয়ে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা লাগানোয় নিষেধ আছে ওর। গত বছর থেকে অসুস্থ, মহারাজের ধারণা সে সম্পূর্ণ সুস্থ। আসলে না।'

সৈকতে এখনও বিশ ডিগ্রী তাপমাত্রা আছে, তবে সেটা তাকে বলতে গেলাম না। এটা নিয়ে আপত্তি করার মুডে *মাম* নিঃসন্দেহে নেই। শুধু জানালাম আমার নাম ডেভিন জোনস, মি. জয়ল্যান্ড বলে যাতে আর না ডাকতে হয় তাকে।

ছেলেটার দিকে তাকালাম, 'মাইক?'

'হুঁ?'

'সুতো ছাড়তে থাকো, যখন বলব তখন থামবে, ঠিক আছে?' সূতো ছাড়ার ফাঁকে ঘুড়িটার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'এবার উড়বে তো, মি. ক্রাইস্ট?'

মাইক হাসল। মাম না হাসলেও ঠোঁটের কোণ চওড়া হয়েছে তার, টের পেলাম।

'ক্রাইস্ট বলেছেন, তিনি উড়বেন।' মাইককে বললাম।

'ভাল। কারণ - খুক খুক খুক খুক- কারণ, এতক্ষণ ও বালি খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি।'

মাম ঠিকই বলেছিল, যেই অসুখই হয়ে থাকুক ছেলেটার- এখনও সারেনি। হাত ওপরে তুলে ঘুড়িটাকে বাতাসের মধ্যে ধরলাম। তবে ওটার মুখ হেভেন'স বের দিকে করে রেখেছি এবার। প্লাস্টিক বাতাসে উড়তে চাচ্ছে, না পেরে শব্দ করছে।

BanglaBook.org

'আমি এবার এটাকে ছেড়ে দেব, মাইক। ঠিক যখন বলব, তখনই সুতো টেনে ধরবে তুমি, ঠিক আছে?'

'কিন্তু ওটা তো পড়ে যাবে ছাড়লেই!'

'যাবে না। তোমাকে দ্রুত সূতো টানতে হবে, খুব সাবধানে, হ্যাঁ?'

কাজটা যতটা কঠিন তার চেয়ে বেশি সিরিয়াসনেস ফুটিয়ে তুললাম গলাতে। কারণ, মামের একবার সুযোগ দেওয়ার কথাটা ফেলনা ছিল না বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে।

'ঘুড়িটা ওপরে উঠবে, যখন তোমার হাতে টান দেবে তুমি একটু করে সুতো ছাড়বে, টানটান করে রাখবে শুধু। ঠিক আছে? মানে, এটা যদি পড়ে যেতে শুরু করে তাহলে-'

'আরেকটু টেনে নেব। বুঝেছি আমি, খোদার কসম!'

'ওকে, রেডি?'

আমার আর মামের মাঝখানে বসে ছিল মাইক, ওর দিকে একবার তাকালাম, 'ওকে, দেন ... থ্রি, টু ওয়ান - *লিফট অফ*!'

বাচ্চাটার পা নষ্ট হয়ে গেলেও হাত একদম ঠিক ছিল। কিভাবে নির্দেশনা মানতে হয় তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে দেখিয়ে দিল মাইক। প্রথমে সুতো টেনে নিল, ঘুড়িটা একটু উঠে থেমে গেল, টান পড়েছে। একটু একটু করে ছাড়তে শুরু করল তখন। খুব দ্রুত ছাড়ছিল শুরুতে, ঘুড়িটাও একবার গোত্তা খাওয়া ভঙ্গি করে নেমে আসে। আবারও টেনে ধরল মাইক, তারপর খুশিতে চিৎকার করে উঠল, 'ফীল করছি আমি এটাকে! আমার হাতের মধ্যে ফীল করছি!'

'বাতাসকে ফীল করছ তুমি, মাইক। আরেকটু ওপরে উঠে গেলে বাতাস ওটাকে নিয়ে নেবে, তখন তোমাকে শুধু ওটার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে হবে। ব্যাস।'

আড়চোখে একবার মায়ের দিকে তাকালাম। আমার তাকানোটা খেয়াল করল না সে, নজর পুরোপুরি ছেলের দিকে নিবদ্ধ তার। এতটা ভালোবাসা আর সুখ আমি তার চোখে আগে দেখিনি। কারণ, মাইক এখন খুশি। মায়ের দিকে না তাকিয়েই ও বলল, 'মাম্মি, মনে হচ্ছে ওটা জ্যান্ত হয়ে গেছে!'

BanglaBook.org

তেমনটাই মনে হওয়ার, পুরোনো স্মৃতি ফিরে এল আমার মনে। আব্বু আমাকে শিখিয়েছিল কিভাবে ঘুড়ি ওড়াতে হয়। টাউন পার্কে ছিলাম আমরা। আমার বয়েস তখন মাইকের সমান হবে। আমার অন্তত পা দুটো ভাল ছিল।

'মাম, এটা ধরে দেখ! অবিশ্বাস্য!' নাটাইটা এগিয়ে দিল মাইক।

'শিওর তুমি? তোমার ঘুড়ি কিন্তু এটা।'

নাটাই ধরার পর মামের মুখেও এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। অনেক ওপরে উঠে গেছে ঘুড়িটা, এখান থেকে আর যীশুর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কালো একটুকরো হীরের মত দেখা যাচ্ছে ওটাকে। কিছুক্ষণ মাম ওড়ানোর পর ছেলেটা আমার দিকে ইঙ্গিত করল, 'উনাকেও ওড়াতে দাও একটু।'

'না না, ঠিক আছে!' দ্রুত বললাম।

মাম অবশ্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, 'নিন, মি. জোনস। আমরা অনুরোধ করছি। আফটার অল, আপনিই আমাদের ফ্লাইমাস্টার।'

নাটাইটা হাতে নিয়ে পুরোনো অভিজ্ঞতা ফিরে পেলাম আবারও। একই রকম উত্তেজনা, সেই পুরোনো পরিচিত টান অনুভব করলাম হাতের মধ্যে।

'কত ওপরে উঠবে এটা?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। তবে আজ রাতে আর ওপরে না ওঠানোই ভাল হবে। ওপরে প্রচণ্ড বাতাস। ছিঁড়ে যেতে পারে তোমার ঘুড়ি। তাছাড়া, তোমাদের খেতে যাওয়া দরকার এখন।'

'আপনিও চলেন না, আমাদের সাথে খাবেন।' ফট করে বলল মাইক।

মায়ের মুখে পরিষ্কার হতাশার ছাপ দেখা গেল। তবুও আমাকে ডেকে বসবে বাধ্য হবে বলেই মনে হল আমার। যেহেতু, ঘুড়ি উড়িয়ে উপকার করেছি একটা। এখন তো আর মুখের ওপর না করে দিতেও পারবে না! দ্রুত মাথা নাড়লাম, 'না, না, আজ সারাদিন আমরা আমাদের রাইডগুলো পরিষ্কার করলাম। আগাপাশতলা নোংরা হয়ে আছি।'

BanglaBook.org

'কোন সমস্যা নাই। আমাদের সত্তরটা বাথরুম আছে।' চটপট সমাধান পিচ্চির।

হিসিয়ে উঠল মাম, '*মাইকেল* রস! আমাদের এত বাথরুম নেই।'

'সত্তর না, পচাত্তরটা বাথরুম আমাদের, প্রত্যেকটাতে একটা করে জ্যাকুজিও আছে।' হাসতে হাসতে বলল মাইক। মিষ্টি কণ্ঠ তার, আচমকা কাশির দমকে হাসি বন্ধ হয়ে গেল তার। মামকে এখন বেশ উদ্বিগ্ন লাগছে, আমি তখনও দাঁড়িয়ে। আপদ বিদেয় হয়নি।

'তোমার ক্রাইস্ট-ঘুড়িটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। কুকুরটাও ভাল তোমার।' মাইলোর মাথাতে মৃদু চাপড়ে দিলাম, 'তবে আরেকদিন আসব আমি, ঠিক আছে? আজকে না।'

'ওহ ঠিক আছে।' সায় দিল সে, 'কিন্তু খুব বেশি দেরী কর না আবার আসতে, পরে আমি তো-'

মাম দ্রুত কথা বলে উঠল এবার, 'আগামীকাল একটু সকাল সকাল কাজে যাওয়ার জন্য বের হতে পারবেন, মি. জোনস?'

'পারব না কেন?'

'আবহাওয়া ভাল থাকলে সকালের দিকে আমরা এখানে ফ্রুট স্মুদি খাই। আমাদের সাথে যোগ দেবেন।'

দারুণ আইডিয়া ফেঁদেছে মহিলা, এতে করে দাওয়াতও দেওয়া হল বাড়িতে অপরিচিত কাউকে ঢোকানোও লাগল না।

'অবশ্যই যোগ দেব আপনাদের সাথে। বেটি'স থেকে এক ব্যাগ পেস্ট্রি নিয়ে আসব আমি।'

'তার কোন দরকার নেই-'

'মাই প্লেজার, ম্যা'ম।'

'ওহ! আমার নামটাই বলা হয়নি, দেখুন কি কাণ্ড! আমি অ্যানি রস।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

BanglaBook.org

'হাত মেলাতাম, মিসেস রস। কিন্তু আসলেই অনেক নোংরা আমি।' হাত দেখালাম তাকে, 'ঘুড়িতেও লেগে গেছে মনে হয়।'

'জেসাসের নাকের নিচে একটা গোঁফ লাগিয়ে দিতে পারতেন তাহলে।' হাসতে হাসতে বলল মাইক, আরেকবার কাশিতে গিয়ে আটকাল ওর হাসি।

'একটু ঢিল দিতে হবে তোমার নাটাইয়ে, মাইক।' ওটা করছিল ছেলেটা, কুকুরটাকে একটা বিদায়ী টোকা দিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

'মি. জোনস।' পেছন থেকে ডাকল মাইকের মা।

ঘুরে দাঁড়ালাম। ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন সে, ঘামে ভেজা শার্টটা তার শরীরের সাথে লেপ্টে ফেলেছে। মহিলার দুধজোড়া দারুণ।

'মিসেস নয়, মিস রস। কিন্তু, যেহেতু আমাদের পরিচয় হয়েই গেছে, অ্যানি বলে ডাকলেও পারেন।'

'বেশ তো, তাই ডাকব নাহয়।' শার্টের দিকে দেখালাম, 'ম্যাচ কম্পিটিশন মানে কি? প্রোনটাই বা কি, বলা যাবে?'

'যখন আপনি শুয়ে শুয়ে গুলি করেন, সেটাকে প্রোন বলে। শুটিং গেইম!' মাইক দিল জবাবটা।

'অনেকদিন ধরেই এসবের বাইরে আছি।' অ্যানি এমনভাবে বলল যেন এ নিয়ে কথা বলার আগ্রহ নেই তার।

মাইককে একবার হাত নেড়ে বিদায় দিলাম আবারও। হাসতে হাসতেই পাল্টা হাত নাড়ল ও। হেঁটে ফেরার সময় একবার পেছনে তাকালাম। চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ওরা, দুইজনই আকাশের ঘুড়িটাকে দেখছে। মাইকের কাঁধে হাত রেখেছে অ্যানি।

মিসেস নয়, মিস রস। তাহলে, সত্তরটা বাথরুম বিশিষ্ট পুরোনো ভিক্টোরিয়ানের ভেতরে তাহলে একজন মিস্টারও আছে?

আমি এতদিন ভেবেছিলাম শুধু ওরা দুইজনই থাকে এখানে। সম্পূর্ণ একা।

BanglaBook.org

পরদিনও অ্যানি রসের কাছ থেকে তেমন একটা উষ্ণ ব্যবহার পেলাম না। তবে মাইক রস সেটার অভাব পূরণ করে দিল। প্রচুর ফ্রুট স্মুদিও পেটে গেল অবশ্য, অ্যানি বলল ইয়োগার্টটা তার নিজের বানানো। কোথা থেকে যে স্ট্রবেরী পেয়েছে খোদা মালুম, তবে ও জিনিস দিয়েই একটা স্তর বানিয়েছে সে। মাইক অবশ্য আমার আনা ব্লুবেরী মাফিন আর ক্রুইস্যান্ট ছুঁয়েও দেখল না। কিন্তু স্মুদি শেষ করে আরও একটা চাইল মায়ের কাছে। প্রায় হা হয়ে গেল অ্যানি, আমার মনে হল ছেলেটার রুচির উন্নতি হয়েছে।

'আরেকটা খেতে পারবে তুমি?'

'অর্ধেকটা পারব তো।' মন খারাপ করে বলল মাইক, 'কি হল, মাম? তুমিই না বলতে ফ্রেশ ইয়োগার্ট খেলে আমার হাগু পরিষ্কার হবে?'

'তোমার হাগু নিয়ে সকাল সাতটাতে কথা বলার দরকার দেখছি না, মাইক।' উঠে দাঁড়াল অ্যানি, আমার দিকে বিব্রত দৃষ্টি দিল।

হাসল মাইক, 'ভয় পেও না, মি. জোনস আমাকে জাদুটোনা করতে গেলে আমি মাইলোকে বলব কামড়ে দিতে।'

'*মাইকেল এভারেট রস!*' হুংকার দিল অ্যানি।

'সরি।' মুখে বললেও চেহারাতে দুঃখের কোন ছাপ দেখলাম না, চোখ জ্বলজ্বল করছে ওর।

'আমাকে না! মি. জোনসকে বল সেটা!'

'অ্যাকসেপ্টেড, অ্যাকসেপ্টেড!' দ্রুত বললাম।

'ওর ওপর একটু নজর রাখতে পারবেন, মি. জোনস? ভেতর থেকে আসছি, এক মিনিট?'

'তা পারব, যদি মি. জোনস না বলে ডেভিন ডাকেন আমাকে।'

'সেক্ষেত্রে, তাই ডাকব।'

BanglaBook.org

আগ্রহের সাথে অ্যানিকে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখল মাইক, তারপর করুণ কণ্ঠে বলল, 'এখন এটাও আমাকে খেতে হবে।'

'তুমিই না চাইলে!' বুঝলাম না আমি।

'তা তো চেয়েছি তোমার সাথে কিছুক্ষণ একা কথা বলার জন্য। সব সময় মাঝখানে বাগড়া দিতে জানে ওই মহিলা। মানে, মামকে আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু আমার ব্যাপারটা গোপন করতে চায় সে সবসময়। ' কাঁধ ঝাঁকাল মাইক, 'আমার মাসকুলার ডিস্ট্রফি আছে। এজন্যই হুইল চেয়ারে বসে থাকি। এমনিতে আমি কিন্তু হাঁটতে পারি। কিন্তু ব্রেস আর ক্রাচ সহ হাঁটাটা ঝামেলার।'

কোমল গলাতে বললাম, 'আ'ম সরি। খুবই কষ্ট তো তোমার, মাইক।'

'হয়ত। কিন্তু আমি এখন এইটা কবে ছিল না সেটাই মনে করতে পারি না। ডিস্ট্রফি ছাড়া একটা দিনও কাটিয়েছি কি না কে জানে! অথচ, মাম বলে দিল গতবছর থেকে আমার এই সমস্যা! এটা একটু বিশেষ ধরণের ডিস্ট্রফি, আক্রান্ত বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই বিশ বছরের আগে মরে যায়।'

দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে যখন বলে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, তাকে আমার কি বলা উচিত? আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মন খারাপ করে বললাম, 'মাইক, আমাকে যদি এসব বলতে না চাও তো ঠিক আছে।'

'না, বলতে চেয়েছি বলেই মাকে ভেতরে পাঠিয়েছি আমি। কারণ, তোমার জানার ইচ্ছে ছিল... আসলে, তোমার জানাটা দরকার।'

ফরচুনার কথা মনে পড়ে গেল আমার। ও বলেছিল একটা ছেলে আর একটা মেয়ের সাথে সাক্ষাত হবে আমার। এদের মধ্যে একজনের দিব্যদৃষ্টি থাকবে। কে, তা সে জানে না।

বেশ, আমি অন্তত এখন জানি।

'মা তো বলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কি মনে হয় সবকিছু ঠিক হবে?'

BanglaBook.org

অ্যানি ভেতরে চলে যাওয়ার পর থেকেই ও আমাকে তুমি করে বলা শুরু করেছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম। স্বান্তনা দিতে চাইলাম ওকে, 'কাশিটা একটু বাজে ধরণের, তবে ওছাড়া আর তো কোন-'

আর তো কি? ওকে কি বলব *ওছাড়া* তোমার পা দুটো কাঠির মত? *ওছাড়া* আমিই তোমাকে দড়ির সাথে বেঁধে ঘুড়ির মত ওড়াতে পারি? *ওছাড়া* তুমি আর তোমার কুকুরের মধ্যে কে পরে মরবে, এটার ওপর আমি বাজি ধরলে কুকুরের পক্ষে ধরব?

'থ্যাংকসগিভিংয়ের সময় আমার নিউমোনিয়া ধরা পড়েছিল, ওকে? দুই সপ্তাহ হাসপাতালে থেকেও যখন কোন উন্নতি হয়নি আমার, ডাক্তাররা বলেছিল আশা ছেড়ে দিতে। মানে, বুঝই তো, আমি মারা যাব আর সেজন্য মাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিল ওরা।'

কিন্তু ওরা তোমার উপস্থিতিতে এমন কথা তো বলেনি! কখনই রোগীর উপস্থিতিতে এধরণের কথা বলা হয় না, ভাবলাম। *তুমি জানলে কি করে?*

'যাকগে, আমি তো টিকেই গেলাম। আমার নানা মামকে ফোন দিয়েছিল তারপর, অনেকদিন পর কথা হয়েছিল ওদের। কে জানি বলে দিয়েছিল আমার অবস্থার কথা, নানাভাইয়ের আবার সব জায়গাতেই লোক আছে। তাদের কেউ হবে।'

সব জায়গাতে লোক আছে - এটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। ঠাট্টা নাকি! পরে অবশ্য জেনেছিলাম আসলেই সবখানে লোক আছে মাইকের নানার। এই লোকেরা আবার যীশু, দেশের পতাকা আর বাস্কেটবল অ্যাশোসিয়েশনকে অন্ধের মত স্যালুট দেয়, যদিও এই ক্রমিকেই না!

'নানা তাকে বলেছিল আমি ঈশ্বরের দয়াতেই নিউমোনিয়া থেকে বেঁচে ফিরেছি। যখন আমার ডিস্ট্রফি ধরা পড়ল, তখন উনিই বলেছিলেন এসব আমাদের পাপের ফল। মাম তাকে বলল, আমি খুব শক্ত একটা ছেলে তাই ফিরে এসেছি, এখানে ঈশ্বরের কিছুই করার নেই। তারপর ফোন রেখে দিল ওর মুখের ওপর।'

এখানেও বোঝা যাচ্ছে, মাইকের মা তার বাবার সাথে কথোপকথন পুরোপুরি মাইককে শোনায়নি, ছেলেটা তাহলে জানল কি করে ওসব? ফরচুনার মত নয়,

BanglaBook.org

মাইকের কথাগুলো অনেকটা সহজ সরল। কিন্তু সাইকিক পাওয়ার না থাকলে তার পক্ষে এসব বলা সম্ভব হত না কোনদিনই।

ফরচুনা থেকে অনেক বিশুদ্ধ তার কথা, ওই মহিলা রঙ চড়াতে গিয়েই হোক আর যেভাবেই হোক বাড়াবাড়ি করত। মাইকের ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি নেই। সহজ সরল বর্ণনা। অনেকটা আরেক জগত ছুঁয়ে দেওয়ার মত বিষয়টা।

'মাম এখানে আসতেই চায়নি। আমার জন্য আসতে হয়েছে। সৈকতে থাকব আর ঘুড়ি ওড়াবো এজন্য এসেছিলাম, জানি বারো বছর পর্যন্ত টিকব না। বিশ বছর তো অনেক লম্বা জীবন! এমনিতে স্টেরয়েড নিয়ে উপকার হচ্ছিল, কিন্তু নিউমোনিয়া আর ডিস্ট্রফি মিলে আমার হার্ট আর লাংসের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এগুলো পার্মানেন্ট ড্যামেজ।'

শান্ত ভঙ্গিতে আমাকে দেখল ও। খেয়াল করছে কেমন রিঅ্যাকশন দেই আমি। প্রতিক্রিয়া তেমন দেখালাম না, এতটুকু ছেলের শব্দচয়ন আমাকে এর মধ্যেই চমকে দিয়েছে। সে ধাক্কা কাটানোর চেষ্টা করছিলাম।

'তারমানে এক্সট্রা ইয়োগার্ট তোমার কোন কাজে আসছে না, এটাই বলছ তো?'

পেছন দিকে মাথা এলিয়ে দিলে হেসে ফেলল সে। আরেকবারের জন্য কাশিতে আটকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হাসল। কাশতে কাশতে আরেকবার বাঁকা হয়ে গেল তারপর। এবার কাশি থামল না সহজে, ভয় পেয়ে উঠে গেলাম, দুইবার ওর পিঠে চাপড় দিলাম। পিঠ স্পর্শ করে বুঝলাম একদম পালকের মত হাল্কা ওর শরীর, ভেতরে হাড্ডি ছাড়া আর কিছু নেই।

টেবিলের ওপর দুটো জগ আছে, পানি আর কমলার রসের। মাইক পানির জগটার দিকে দেখিয়ে দিল। কাশছে এখনও, আধগ্লাস ঢেলে দিলাম। যতটুকু সময় লেগেছে তাতেই অধৈর্য্য হয়ে গেল সে। আমার দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকাল। পানিটা হাতে পেতেই ঢক ঢক করে খেল ওটা, কিছু ছিটকে শার্টে পড়ল। বেশিরভাগই অবশ্য গলা দিয়ে নেমে গেছে। কিছুটা শান্ত মনে হল তাকে এরপর।

'এটা বাজে ছিল।' ধাতঃস্থ হয়েই বলল মাইক, 'মামকে আবার বলবে না তো?'

BanglaBook.org

'খোদা! তোমার মা কি জানে না ভেবেছ?'

'একটু বেশিই জানে, আমার যা মনে হয়। মাম জানে আমার আর তিনটে ভাল মাস আছে কপালে, তারপর চার বা পাঁচ মাস খুব দুর্ভোগে যাবে- কোনমতে বিছানাতে শুয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা আর কি! একমাত্র অনিশ্চিত বিষয়টা হল নানা-নানীকে আমার শেষকৃত্যে মা ডাকবে কি না!'

কাশতে কাশতে চোখে পানি এনে ফেলেছে ও, কিন্তু আমি জানি এগুলো অশ্রুজল নয়। একটু আবেগী হলেও নিয়ন্ত্রণে আছে সে। 'মাম জানে। কিন্তু বেচারি জানে না যে আমিও জানি।'

পেছনের দরজা খুলে গেল। অ্যানি রস বের হয়ে আসল ওদিক থেকে।

'আমার জানাটা দরকার বলেছিলে। কেন, মাইক?'

'আমার কোন আইডিয়াই নাই। কিন্তু মামের সামনে এসব নিয়ে কিছু বলবে না, ঠিক আছে? শুধু শুধু মন খারাপ করিয়ে দেবে তার। আমি ছাড়া আর কিছু নাই মামের।' শেষ কথাটা বলার সময় গর্ব না, বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার একটা অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম তার মুখে।

'ঠিক আছে।'

'ওহ, আরেকটা কথা। ভুলেই গেছিলাম প্রায়! ওটার রঙ সাদা না।'

অবাক হলাম, 'কিসের রঙ সাদা না?'

'তা তো জানি না। আজ সকালে আচমকা মনে হল কথাটা। তোমার জানার কথা, আমার না... ইয়াম! মাম, থ্যাংকস!'

খাবারের বাটিটা নামিয়ে রাখল অ্যানি, 'ইউ আর ওয়েলকাম, হানি।'

গপাগপ অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল মাইক। অবাক হয়ে গেল মাম, 'ওয়াও, আসলেই ক্ষিধে পেয়েছিল দেখছি তোমার!'

'বলেছিলাম!'

'এতক্ষণ মি. জোনসের সাথে মানে, ডেভিনের সাথে কি নিয়ে আলাপ করলে?'

BanglaBook.org

'তেমন কিছু না। তবে বেচারার মন খারাপ ছিল এতক্ষণ, এখন ঠিক আছে।'

মায়ের দিকে অর্থপূর্ণ হাসি দিল ছেলেটা। লজ্জাতে আমার কান গরম হয়ে গেল নিমেষে। তারমধ্যেও ভাল লাগল অসম্ভব মিষ্টি একটা হাসি শুনতে। তাকিয়ে দেখলাম হাসিতে ভেঙ্গে পড়েছে অ্যানি রস।

'ওয়েলকাম টু মাইক'স ওয়ার্ল্ড, ডেভিন!'

❤

সেই সন্ধ্যাতে জয়ল্যান্ড থেকে ফিরে আসার সময় ব্রডওয়াকে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল অ্যানি রস। প্রথমবারের মত ওকে ব্লাউজ আর স্কার্টে দেখা গেল। একা ও, মাইক সাথে নেই। এটাও প্রথমবারের মত।

'ডেভিন, এক সেকেন্ড কথা বলা যাবে?'

'মাইক কোথায়?'

'সপ্তাহে তিনদিন ফিজিক্যাল থেরাপি আছে ওর। জ্যানিস, ওর থেরাপিস্ট, সাধারণতঃ সকালে আসে। তবে আজকে ওকে বিকেলে আসতে বলেছি। আপনার সাথে একা কথা বলা দরকার ছিল।'

মুচকি হাসলাম, 'মাইক জানে?'

হাসল অ্যানিও, 'সম্ভবতঃ। যতটা জানা দরকার তার চেয়েও বেশি জানে মাইক। গতকাল আমাকে ইয়োগার্টের কথা বলে ঝেড়ে ফেলার পর আপনার সাথে কি নিয়ে কথা বলছিল সেটা নিয়ে কোন প্রশ্ন করব না। কিন্তু মনে হচ্ছে ওর অন্তর্দৃষ্টি আপনাকে অবাক করেনি।'

'ও আমাকে শুধু হুইলচেয়ারে থাকার কারণটা ব্যাখ্যা করেছিল। আর গত থ্যাংকসগিভিং থেকে যে নিউমোনিয়া, সেটা জানিয়েছিল আমাকে। আর কিছু না তো।'

'ঘুড়ি ওড়াতে আমার ছেলেটাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, ডেভ। ও রাতে ঘুমাতে পারে না শান্তিতে। কষ্ট হয়, এমনটা না। তবে নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হয় বেচারার। আধবসা অবস্থাতে ঘুমাতে হয় ওকে, তাও খুব কাজে আসে না সেটা। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ওর,

BanglaBook.org

তখন লাফ দিয়ে জেগে বসে। শুধু গতকালই শান্তিমত ঘুমাতে পেরেছে মাইক। রাত দুটোতে আমি একবার অবাক হয়ে মনিটরগুলোকে চেক করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যান্ত্রিক কোন গোলযোগে এরকম ভাল ঘুম দেখাচ্ছে যন্ত্রগুলো। কোন ছটফটানি ছিল না, দুঃস্বপ্ন ছিল না গতকাল। ঘুড়ি ওড়ানোর পর থেকে শান্ত হয়ে এসেছে ওর স্নায়ুগুলো। আর কোনকিছু এমনটা করতে পারত কি না জানি না। পারত হয়ত আপনার ওই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ওটা তো আর সম্ভব না।' আচমকা থেমে গেল ভদ্রমহিলা, 'ওহ, সরি! আমি দেখছি বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম একেবারে!'

'না, ঠিক আছে।' বললাম।

'কথা বলার মানুষ পাই না তো! হাউজকীপিং করে এক চমৎকার মহিলা আর জ্যানিস আসে মাঝে মাঝে। কিন্তু এখনকার মত না ব্যাপারগুলো।' নিঃশ্বাস নিল ও গভীরভাবে, 'আরেকটা ব্যাপার হল, আপনার সাথে বেশ কয়েকবার কারণ ছাড়াই খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি দুঃখিত।'

'মিসেস মিস...' *শিট!* 'অ্যানি, দুঃখিত হওয়ার মত কিছু আপনি করেননি।'

'করেছি। আমাদের ঘুড়িটা নিয়ে চেষ্টা করতে দেখেও হেঁটে চলে যেতে পারতেন আপনি। মাইক সেক্ষেত্রে গতকালকে রাতের ঘুমটা পেত না। আমার সমস্যা কি জানেন, মানুষকে সহজে বিশ্বাস করতে পারি না।'

এখানেই সে আমাকে রাতে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে- ভাবলাম। কিন্তু তেমন কিছু হল না। আমার পরের কথাটা প্রসঙ্গই পাল্টে ফেলল।

'কী জানেন, পার্কে কিন্তু ও আসতে পারে। সব কিছু এখন বন্ধ, খুব সহজেই অ্যারেঞ্জ করতে পারব আমি। ও নিজেই চালাতে পারবে পার্ক।' হাসলাম।

হেভিওয়েইট রেসলারের মুষ্টির মত শক্ত হয়ে গেল অ্যানির মুখ, 'না, একদম না! আপনার এটা মনে হলে বুঝতেই হবে মাইক তার কন্ডিশন নিয়ে খুব পরিষ্কার কোন ধারণা দিতে পারেনি। এসব তাকে বলবেন না, ঠিক আছে? অনুরোধ করছি আপনাকে।'

'আপনার কথাই থাকবে। কিন্তু যদি কোনদিনও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন...'

BanglaBook.org

গলা মিইয়ে আসল আমার। সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন হবে না সেটা বুঝতে পারছিলাম। ঘড়ি দেখল ও, তারপর চতুর একটা হাসি দিল। প্রাণোচ্ছল হাসিটা যে পুরোপুরি মেকি তা ভাল করে না দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না।

'ওহ, অনেক দেরী হয়ে গেছে দেখছি। থেরাপির পর মাইকের খুব ক্ষিধে পায়, আর আমি এদিকে রাতের জন্য কিছুই বানাইনি। আসি, হ্যাঁ?'

'নিশ্চয়।'

বিশাল ভিক্টোরিয়ানের দিকে চলে গেল ও। আমার বেশি বকবক করার অভ্যাসকে ধন্যবাদ, ওজন্যই বাড়িটার ভেতরে কোনদিন আমার ঢোকা হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য মাইককে জয়ল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার আইডিয়াটা আমার কাছে সঠিক একটা কাজ বলেই মনে হয়েছে। গ্রীষ্মের সময় অসুস্থ বাচ্চাদের জন্যও সুবিধা রাখা হত, ক্যানসারযুক্ত বাচ্চা, পঙ্গু বাচ্চা, মানসিক অপরিপক্ক বাচ্চা (যাদের আমরা তখন 'হাবা'ই বলতাম)দের জন্য রাইডের ব্যবস্থা আমরা করেছি।

মেরি-গো-রাউন্ডে মাইককে চড়াতে পারব, ওটা এখনও শীতের আগ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়নি। তাছাড়া গতি আর মানসিক চাপের দিক থেকে ওটা তার জন্য ক্ষতির কোন কারণ হবে না। অবশ্য এসব নিয়ে চিন্তা করাটা উচিত না, মাইকের মা আমাকে একটা 'দুঃখিত' বলেছে এই অনেক। ঘুড়ি পর্যন্ত ঠিক আছে, পার্কে কোনদিনও ওদের নিয়ে যাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

এখনও ওকে দেখা যাচ্ছে। বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে সে। কি এক সম্পদ নিয়ে ঘুরছে নিজেও জানে না হয়ত, স্কার্টের নিচে ওর নগ্ন পা জোড়া দেখলাম। ওয়েন্ডি কীগ্যানের ভূত মাথা থেকে কখন নেমে গেছে, আমি নিজেও জানি না।

❤

এরপরের বন্ধটা পেলাম উইকএন্ডে। কে জানে, শুধু আপনার বন্ধের দিনই অঝোরে বৃষ্টি পড়ে কেন! কাকতলীয় ব্যাপার মনে হচ্ছে? চাকরি করছে এমন যে কাওকে প্রশ্ন করে দেখুন তো, কতগুলো উইকএন্ডের ক্যাম্পিং বা ফিশিং প্রোগ্রাম তাদের নষ্ট হয়েছে!

অবশ্য তখনও আমার *দ্য টু টাওয়ারস* শেষ হয়নি। জানালার পাশের চেয়ারে বসে বসে ওটা পড়ছিলাম, মিসেস শপ্‌ল' নক করলেন। বৈঠকখানাতে স্ক্র্যাবল খেলতে যাবেন তিনি আর টিনা অ্যাকারলি, আমি যেতে চাই কি না। সোজাভাবে বোঝাতে গেলে এটা শব্দ বানানোর খেলা। ওয়ার্ড গেম।

BanglaBook.org

খেলাটা আমার জন্য খুবই অপছন্দের। ছোট থেকে আন্টিরা জোর করে ধরে ধরে খেলাত। রীতিমত পরাস্ত হতাম তাদের কাছে। নাস্তানাবুদ হতে মোটেও ভাল লাগত না আমার। খেলাটার প্রতি ওখান থেকেই ঘৃণা জন্মেছে মনে।

কিন্তু মিসেস শপ্‌ল' আমার বাড়িওয়ালি। কিছু ডিপ্লোমেসির দরকার তো আছে! উনাকে বললাম, ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রিয় খেলা ওটা, না খেলার প্রশ্নই আসে না!

নামার সময় তিনি আশ্বস্থ করলেন, 'আসলে, টিনার ওয়ার্ম আপ করাচ্ছি আমরা। সামনে একটা টুর্নামেন্ট আছে, আটলান্টিক সিটিতে। ক্যাশ প্রাইজও আছে।'

চার দানেই বুঝে গেলাম আমার বিরক্তিকর আন্টিদের (যাদের খেলার নমুনা দেখেই খেলাটাকে ভয় পাই আমি) তুড়ি মেরে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই মিস অ্যাকারলি। স্ক্র্যাবল শার্কের মত বিনীত হাসি মুখে ধরে রাখল সে (আমার মনে হয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এটা প্র্যাকটিস করে তারা), তবুও দেখা গেল মিসেস শপ্‌ল' তাঁর থেকে আশি পয়েন্ট পেছনে। আর আমি থাক, নাই বা বলি!

'আপনাদের কেউ কি অ্যানি আর মাইক রস সম্পর্কে কিছু জানেন?' একটা চাল দেওয়ার আগে দুই মহিলা প্রায় দুই ঘণ্টা করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকছে, কাজেই প্রশ্নটা করতেই হল, 'বীচ রো-তে সবুজ ভিক্টোরিয়ানটাতে থাকে ওরা।'

মিস অ্যাকারলি মূর্তির মত জমে গেল, 'তোমার সাথে তাদের দেখা হয়েছে নাকি?'

'উম-হুম। ওরা একটা ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করছিল, মানে মেয়েটা। আমি একটু সাহায্য করেছি শুধু। চমৎকার মানুষ তারা। শুধু যেটা আমার কাছে খারাপ লাগল, এতবড় বাড়িটাতে দুইজন একা কি করে থাকে, ছেলেটাও যে অসুস্থ!'

'মেয়েটা কথা বলেছে তোমার সাথে? *দ্য আইস কুইন* সত্যি তোমার সাথে কথা বলেছে?' মিসেস শপ্‌ল'র চোখ কপালে উঠতে যেন বাকি থাকল।

কথা বলেছে শুধু? ফ্রুট স্মুদি খাইয়েছে তো খাইয়েছেই, থ্যাংকসও বলেছে - সরিও বলেছে আমাকে! এগুলো অবশ্য বললাম না তাদের। অ্যানির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যেত।

BanglaBook.org

'ওর বাবাকে চেন তো? বাডি রস। দ্য বাডি রস - *আউয়ার অফ পাওয়ার*, কিছু মনে পড়ে?'

হাল্কা পাতলা টোকা দিল নামটা আমাকে। কোন এক ধর্মপ্রচারক ছিলেন তিনি, রেডিওতে শুনেছিলাম। এবার কিছুটা বুঝলাম ওদের দুইজনের অভিব্যক্তি কেন অমন হয়েছিল। জেসাস ক্রাইস্ট ঘুড়িতে কি করছিলেন সেটাও হাল্কা পাতলা আঁচ করতে পারলাম এবার। মাঝখানে হাউয়ি সেজে সেজে দুনিয়ার কোন খবরই রাখিনি বলেই খুব একটা পরিষ্কার মনে পড়ল না বাডি রসের ব্যাপারে। তবে ঝাপসাটাই যথেষ্ট ছিল।

'বাইবেল-শাউটারদের একজন, তাই না?'

'ওরাল রবার্টসের পরেই এই লোকের নাম উচ্চারিত হয় এখন। বড় একটা চার্চ থেকে প্রচার করেন তিনি, গড'স সিটাডেল- নামে ডাকেন ওটাকে। আটলান্টাতে অবস্থিত চার্চটা। তার রেডিও গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে, এখন ধীরে ধীরে টিভিতে ঢুকে পড়ছেন তিনি। রাতের দিকে শো-গুলোতে থাকেন তিনি। মিরাকল হীলিং নিয়ে কাজ করেন, দূর থেকেই বুড়ো মানুষদের বাতের ব্যথা সারিয়ে দিতে পারেন।'

'কেবলমাত্র নাস্তিকে সারাতে তার অতিলৌকিক ক্ষমতা কোন কাজে আসেনি দেখছি।' খোঁচা না দিয়ে পারলাম না।

টিনা এতক্ষণ ধরে হাত তুলে রেখেছিল। বোর্ডের ওপর থেকে কোন চাল না দিয়েই এবার উঠিয়ে নিল হাত। সম্ভবতঃ কি দিতে গেছিল তা নিজেই ভুলে গেছে। মেয়েটার দুই অসহায় শিকার সেজন্য মনে মনে খুশি না হয়ে পারল না।

গলা খাদে নামিয়ে আনল টিনা, ঠিক ষড়যন্ত্রকারীদের মত, 'এসব গালগল্পের কথা আমি জানি না, তবে তুমি যখন ওদের দেখে এসেছ - তোমাকে একটা কথা বলি।'

'হুম, প্লিজ।'

এর মধ্যেই একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। এত বিলাসবহুল বাড়ি তারা কিভাবে পেল। এটা বড় রসের সামার রিট্রিট।

BanglaBook.org

'দুটো ছেলে আছে তার, দুইজনই ওই চার্চের উঁচু পদে আছে, ডিকন বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্যাস্টোর জাতীয় কিছু। তাদের এখন কি বলে ডাকা হয় আমি জানি না ঠিক। এইসব ধার্মিকতার মধ্যে আমি নাই বাবা! মেয়েটা অবশ্য অন্যরকম হয়েছিল, খেলাধুলো পছন্দ করত সে। ঘোড়াতে চড়া, টেনিস, তীর নিক্ষেপন, হরিণ শিকার আর কম্পিটিটিভ শুটিং - এসব নিয়েই মেতে থাকত ও।'

'ক্যাম্প পেরি' শার্টের অর্থ বুঝতে পারলাম এবার।

'আঠারো বছর বয়সে সবকিছু জাহান্নামে গেল, অন্তত তার বাবার কাছে তেমনটাই মনে হয়েছিল। তার ধারণা, মেয়ে গেছে "সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট কলেজ"-এ পড়তে। আর মেয়েটাও বেশ পাগলাটে টাইপের ছিল। চার্চে যাওয়ার জন্য পার্টি, মদ আর পুরুষের সঙ্গ ছেড়ে দিতে সে ছিল নারাজ, তারওপর - গাঁজার নেশা ছিল ওর।'

'ও বাবা! ওটাও টানত নাকি?'

'টানত মানে, পত্রিকাতে উঠে এসেছিল সে গাঁজাতে দম দিতে গিয়ে! ট্যাবলয়েডগুলো এসব খবরে ভাল মাতে, লক্ষ্য করেছেন তো? বড়লোক মেয়ে, বাবার কল্যাণে বড়লোক, আর এখন নৈতিক পতন হচ্ছে তার - খুবই গরম বিষয় তাদের কাছে। তারপর মেয়েটা-' টিনার চোখ এখন অনেক বড় বড় হয়ে গেছে, 'তারপর মেয়েটা নাস্তিকদের সোসাইটিতে যোগ দিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল ও, হবে যে তাতে কারও সন্দেহও ছিল না অবশ্য। সেই বাচ্চাটাও একটা কি রোগ নিয়ে জানি জন্মাল-'

'মাসকুলার ডিস্ট্রফি।'

'যাইহোক, রোগটা ভয়ঙ্কর। খবরটা মেয়েটার বাবা কি বলল সেটা জানেন?'

মাথা নাড়লেও বেশ ভাল অনুমান করতে পারছিলাম আমি।

'তিনি বললেন, ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিয়েই থাকেন। তার নিজের মেয়েও এর বাইরে কেউ নয়। ছেলের প্রতি ভালবাসা হয়ত তাকে আবারও ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনবে।'

'এখন পর্যন্ত অন্তত হয়নি সেটা।' যীশুর মুখ লাগানো ঘুড়িটার কথা মনে পড়তে বললাম।

BanglaBook.org

'ধর্মকে ব্যবহার করে কিছু মানুষ যে কেন কাওকে আরও দুঃখ দিতে চায়, সেটাই বুঝি না।' মিসেস শপ্‌ল' বললেন, 'ধর্ম জিনিসটা সবাইকে শান্তি দেওয়ার জন্যই এসেছিল বলে জানি।'

'আরে ওই লোকটা শুধু নিজের কথাকেই ঠিক মনে করে। যত লোকের সাথেই মেয়েটা শুয়ে থাকুক আর যত ডিব্বা গাঁজাই টানুক, ও তার মেয়েই থাকবে। ছোট্ট ছেলেটাও তার নাতিই হয়ে থাকবে। এগুলো সে অস্বীকার করে কি করে? আর ছেলেটাকে আমি দেখেছি শহরে, হুইলচেয়ারে বসে থাকে। হাঁটতে চাইলে ব্রেস পরে হাঁটতে হয় ওকে। যথেষ্ট ভাল একটা ছেলে। মেয়েটাও ভদ্র হয়ে ছিল, ব্রা পরেই এসেছিল ও।' একটু থেমে স্মৃতিশক্তি ঝালাই করল টিনা, 'মনে হয় পরেছিল।'

'কোন একদিন হয়ত লোকটা নিজের ভুল বুঝতে পারবে। সন্দেহ আছে যদিও, একটা বয়সের পর বুড়ো মানুষগুলো নিজেদের ঠিক মনে করতে শুরু করে। দুনিয়ার কিছু দিয়েই তাদের ধারণা আর পাল্টাতে পারবে না তোমরা। তবে, কোন একদিন যা গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না তিনি, বুঝবেন মেয়েটি ওসব কাজ করার সময় ছোট্ট ছিল অনেক।' আমার দিকে তাকালেন তিনি, 'তোমার টার্ন, ডেভ।'

একটা শব্দ মিলিয়ে ফেললাম এবার। Tear. চার পয়েন্ট জুটল কপালে।

❤

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ওয়েন্ডির বদলে আমার মাথাতে অ্যানি রস ঘুরছে। ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী ক্রাশ খেয়েছি আমি তার ওপর, নিজের কাছে স্বীকার করতে মোটেও দ্বিধা নেই। সমস্যা হল, এই ক্রাশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। মহিলা আমার চেয়ে দশ বছরের বড় হবে অন্তত। কপাল খারাপ হলে বারোও হতে পারে বছরের সংখ্যা। মানে, কপাল *ভাল* হলে আরকি! ওই বয়েসে ছেলেরা বয়স্কা মহিলাদের সাথে প্রেম করতে ভীষণ আগ্রহী হত।

মিসেস শপ্‌ল' তো বললেন অ্যানির বাবাটি কোন একদিন যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। এটাও শুনেছি যে নাতি-নাতনিদের মধ্যে নানার ঘাড়ের বাঁকারগ সোজা করে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। বাডি রস কতটা কি করবে তা আমার জানা নেই। তবে অ্যানি যে *যা গেছে তা নিয়ে আর মাথা না ঘামানোর* মত মানুষ না, সেটা আমার বোঝা হয়ে গেছে। অন্তত, এখনও আগের রেষারেষি ভুলে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেনি সে।

BanglaBook.org

ঘর থেকে বের হয়ে নিচের বৈঠকখানাতে নেমে আসলাম। মানিব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের হল, এরিন কুকের ডর্মেটরির নম্বর লিখা আছে ওতে। দূর থেকে মিসেস শপ্‌ল' আর টিনার গলা শোনা যাচ্ছে, রান্নাঘরে আছে ওরা। শনিবার বিকেলে এরিনকে বাড়িতে পাব বলে ভাবিনি, তবে ফোনটা যে রিসিভ করল সে আমার কাছে তিন মিনিট সময় চাইল। তারপরই এরিনের কণ্ঠ শোনা গেল অন্যপ্রান্তে।

'ডেভ, তোকে কল করতাম আমি। আসলে, তোর ওখানে আমিই যেতাম দেখা করতে। টমকে রাজি করাতে পারলেই আসব আমরা, মনে হয় পারব। এরপরের উইকএন্ডে হবে না কিন্তু তার পরের উইকএন্ডে ঠিক চলে আসব আমরা।'

ক্যালেন্ডারে দেখলাম ওটা অক্টোবরের প্রথম উইকএন্ড হবে।

জানতে চাইলাম, 'কিছু বের করতে পারলি নাকি?'

'জানি না। রিসার্চ করছি এই জায়গাটা নিয়ে। ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যথেষ্ট তথ্য কালেক্ট করেছি। অবশ্য কলেজ লাইব্রেরিতে বসে লিন্ডা গ্রের মার্ডার কেস সলভ হয়ে যাচ্ছে, এমনটা না। তাছাড়া, আরেকটা জিনিস তোকে দেখাতাম জিনিসটা চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে আমাকে।'

'কেন ... মানে কিভাবে চিন্তায় ফেলছে?'

'এটা ফোনে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব না। টমকে পটিয়ে আনতে না পারলে আমি তোকে খামে করে পাঠিয়ে দিব কাগজগুলো। নিজেই দেখে নিস। তবে টম আসবে মনে হয়, তোর সাথে দেখা করতে ওরও অনেক ইচ্ছা। কিন্তু আমার ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নাই। তাকায়ও না ছবিগুলোর দিকে।'

রহস্যময় শোনাল তার কথাগুলো। কিন্তু ও নিয়ে আর কথা বললাম না, 'শোন, বাডি রস নামে কাওকে চিনিস তুই?'

'বাডি-' হেসে ফেলল ও, 'ওই ভণ্ডটা? আমার দাদী তো তার রেডিও সারাদিন শোনে। ব্যাটা কি না মানুষের পেট থেকে ছাগলের পাকস্থলী বের করে বলে ওসব টিউমার। পপ অ্যালেন থাকলে কি বলত জানিস?'

'কার্নি-ফ্রম-কার্নি।' বললাম, হাসছি আমিও।

BanglaBook.org

'ঠিক ধরেছিস। কিন্তু ওকে দিয়ে তোর কি দরকার? হঠাৎ জানতে চাইলি যে?'

'আসলে, হেভেন'স বে লাইব্রেরীটা ছোট। এরা হু'জ হু রাখে বলেও মনে হয় না। যাই হোক, বুড়োকে নিয়ে আমার আগ্রহ না। আমার জানতে হবে ওর দুই ছেলেকে নিয়ে। ওদের কি কোন ছেলেমেয়ে আছে নাকি দেখিস তো পারলে।'

'কেন?'

'কারণ, বুড়োর একটা মেয়ে আছে আর তার একটা চমৎকার ছেলেও আছে। যদিও খুব অসুস্থ সে, মারা যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।' গলা কেঁপে গেল আমার।

কোমল হয়ে এল এরিনের কণ্ঠ, 'নিজেকে আবার কোন ঝামেলাতে জড়িয়েছিস তুই?'

'নতুন মানুষজনের সাথে পরিচিত হচ্ছি শুধু। এখানে চলে আয়, টমকে বলিস ফানহাউজে ঢোকাবো না ওকে। দেখবি লাফাতে লাফাতে চলে এসেছে।'

'হাহা, ওকে হাতির সাথে বেঁধেও ওটার ত্রিশ গজের মধ্যে নিতে পারবি না রে।'

একজন আরেকজনকে গুডবাই বলে অনার শীটে আমার ফোনকলের ডিউরেশন লিখে রাখলাম। ভাড়ার টাকার সাথে দিয়ে দিতে হবে টেলিফোন বিলে আমার অংশটুকু। ঘরে ফিরে এসে জানালার পাশে বসে টের পেলাম ঈর্ষাতে ভেতরটা জ্বলছে। টম কেনেডিকে ঈর্ষা।

ভূতটাকে ও শালাই দেখল কেন? আমি কেন দেখতে পেলাম না?

❤

অক্টোবরের চার তারিখ দ্বিতীয়বারের মত পত্রিকার হেডলাইন হলঃ **জয়ল্যান্ড এমপ্লয়ী সেভস সেকেন্ড লাইফ**।

এই হেডলাইনটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। হ্যালি স্ট্যান্সফিল্ডের ক্ষেত্রে পূর্ণ কৃতিত্ব নিতে রাজি আছি আমি, কিন্তু এডি পার্কসের ব্যাপারে তেমন কিছুই করিনি। কৃতিত্বের বাকি অংশ লেন হার্ডি আর ওয়েন্ডি কীগ্যানের জন্য রাখা উচিত ছিল। মেয়েটা আমার সাথে ব্রেক আপ না করলে ডুরহ্যামে থাকতাম আমি, দুই হতচ্ছাড়াই নিশ্চিন্তে মরতে পারত জয়ল্যান্ডের মাটিতে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় কাওকে বাঁচাতে হবে- পার্কে ঢোকার সময় এমন কোন চিন্তাই আমার মাথাতে ছিল না সেদিন। এসব ভবিষ্যৎ দেখার কাজকারবার রোজি বা মাইকের, আমার না। আমার মাথাতে শুধু টম আর এরিন ঘুরছে তখন, মাত্র দুটো দিন পরই দেখা হচ্ছে ওদের সাথে।

এডি পার্কস সেদিনও তার প্রিয় আপেলের বাক্সের ওপর বসে ছিল। সিগারেট টানছিল মনের আনন্দে। ওখানে এই কাজটা করার জন্য বসা নিরাপদ, সিগারেটের গোড়াটা সুন্দর করে বাক্সের তলে চালান করে দেওয়া যায়। কতগুলো গোড়া ওটার নিচে জমেছে কে জানে, আমার চোখের সামনেই অন্তত পঞ্চাশটা ঢুকিয়েছে সে।

সেদিন বাক্স তোলার বদলে সামনে ঝুঁকে পড়েছিল সে। ওর চেহারাতে কি বিস্ময় ছিল? তা অবশ্য আমি জানি না, তবে কিছু একটাতে তার সমস্যা হচ্ছে, এতটুকু বুঝতে বুঝতে আরেকটু ঝুঁকে গেল সে, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। লাঞ্চশ্যাক ফেলে ছুটলাম আমি, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জানতে চাইলাম, 'এডি! কি হয়েছে?'

'টিকা!' এতটুকুই বলতে পারল সে।

প্রথমে মনে হল টিক-বাইটস থেকে হওয়া কোন রোগের কথা বলছে সে, তারপরই ডানহাত দিয়ে বুকের বামপাশ চেপে ধরতে দেখলাম তাকে। টিকা না, *হার্ট অ্যাটাক*।

ছয় মাস আগের ডেভিন জোনস এখন 'হেল্প! হেল্প!' করে চেঁচামেচি জুড়ে দিত। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে যে *দ্য টক* অনুযায়ী কথা বলে তার মাথাতে ওই শব্দটা এলই না। চিৎকার করলাম একবার, '*ওই, গাঁইয়া!*' বলে। সবচেয়ে কাছে ছিল লেন হার্ডি, চিৎকারটা শুনেই ছুটে এল সে।

ততক্ষণে আমার রেড ক্রিসেন্ট শিক্ষার প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছি। কাজটা একটা ডামির ওপর করতে হত ট্রেনিংয়ের সময়। ওটাকে আমরা ডাকতাম হারকিমার সল্টফিশ। এবার প্রথমবারের মত একজন মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে পারলাম সেই ট্রেনিং।

ছোট্ট মেয়েটার গলা থেকে হটডগ বের করার প্রক্রিয়ার সাথে খুব একটা পার্থক্য নেই এর। বুকে হাত দিয়ে পাম্প করে হৃৎপিণ্ডটাকে আবারও কাজে নামিয়ে

BanglaBook.org

দিতে চেষ্টা করতে হয়। প্রচণ্ড জোরে চাপ দেওয়াটাই সব। কাজটা করতে গিয়ে শয়তানটার চারটে পাজরের হাড়ে ফাটল ধরালাম, একটা দিলাম ভেঙ্গে।

বলব না, এই ভাঙচুরের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা আমার হয়েছিল!

লেন পৌঁছাতে পৌঁছাতে এডির বুকের ওপর রীতিমত চড়ে বসেছি। দুই হাতে চাপ দিচ্ছি ওর বুকে। তারপর কান পেতে শোনার চেষ্টা করছি কোনধরণের নিঃশ্বাস ফেলে কি না সে।

'ক্রাইস্ট! হার্ট অ্যাটাক?' আঁতকে উঠল লেন।

'হ্যাঁ। একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো।'

সবচেয়ে কাছের ফোনটা ছিল গ্যারি অ্যালেনের ডগহাউজে। তালা দেওয়া আছে, তবে লেনের কাছে এই*রাজত্বের* সব দরজার চাবিই ছিল। তিনটা মাস্টারকী দিয়ে সবগুলো খোলা সম্ভব, তার একটা গোছা থেকে বের করতে করতে ছুটল সে। বুকে চাপ দেওয়া চালিয়ে গেলাম। প্রতি পাঁচবার চাপ দেওয়ার পর তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করি, এডি নিঃশ্বাস নিল কি না লক্ষ্য করি।

জয়ল্যান্ড অর্থ আনন্দভূমি। তবে, এখানে আজ কোন আনন্দের ছোঁয়া নেই। অন্তত এডির জন্য না। প্রথম পাঁচটা চাপ দেওয়ার পরও কোন ধরণের নিঃশ্বাস নেওয়ার লক্ষণ দেখতে পেলাম না তার মধ্যে। পরের পাঁচটা চাপ অথবা তার পরের ... বারো-তের বার পাঁচবার করে চাপ দেওয়ার পরও চুপচাপ মাটিতে পড়ে থাকল এডি পার্কস। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, নিথর।

এডি ফাকিং পার্কস!

লেন হার্ডি যখন দৌড়ে ফিরে আসছে, তখন হতাশার চোখে লেন হার্ডির দিকে তাকালাম। ভেতর থেকে বার বার একজন বলে উঠল *আমি করছি না এই কাজ, মরে গেলেও না*! মনে মনে নিজেকে বললাম ঠিকই, বাস্তবতা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সামনে ঝুঁকলাম, এডির মুখে ঠোঁট আটকেই বুঝলাম ব্যাপারটা অতটা খারাপ না, আসলে তারচেয়েও বেশি জঘন্য। ব্যাটার ঠোঁটের স্বাদ সিগারেটের চেয়েও বাজে, তার মধ্যে মুখের মধ্যে একটা কি জানি আমার ঠোঁটে লাগল। সকালের নাস্তা করে আসার পর ডিমভাজির টুকরোটা মুখেই রেখে দিয়েছিল দেখছি!

গা গুলিয়ে উঠলেও ভাল মত বায়ুনিরোধক করে তুলতে পারলাম আমাদের মুখ, তারপর কয়েক দফাতে বাতাস পাঠিয়ে দিলাম তার ফুসফুস বরাবর।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজে থেকে শ্বাস নেওয়া শুরু করল লোকটা, সরে আসলাম আমি। আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শোনা গেল জয়ল্যান্ডের গেটে।

ওদিকে গিয়ে দ্রুত তাদের পথ দেখিয়ে আনতে গেল লেন। আমি তাকিয়ে থাকলাম হরর হাউজের দিকে। বড় করে লেখা আছে **"কাম ইন ইফ ইউ ডেয়ার!"** মনে পড়ল লিন্ডা গ্রের কথা, অসহায় মেয়েটা জীবিতই ঢুকেছিল ওই গেট দিয়ে, বের হয়েছিল লাশ হয়ে। একদিন পর!

এরিনরা এদিকে আসছে। খুনীর সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আসছে তারা। এমন কোন তথ্য যেটা এরিনকে চিন্তাতে ফেলে দিয়েছিল! আর মিসেস শপ্‌ল' বলেছিলেন, খুনীর চেহারার ছবি থেকে বোঝার উপায় ছিল না ঠিক কে হতে পারে সে। অজ্ঞান এডি পার্কসের পাশে বসে আছি, মিসেস শপ্‌ল'র মুখ থেকে শোনা একটা কথা মাথার ভেতরে আবারও বেজে উঠল।

তুমিও হতে পারো। যদিও তোমার চুল সোনালী না, আর তোমার হাতে পাখির মাথার ট্যাটু নেই, এইটুকুই পার্থক্য আর কি। ওই লোকের দুটোই ছিল, , ঈগল বা বাজপাখির ট্যাটু একহাতে।

এডির চুল এখন ধূসর, জীবনভর প্রচুর সিগারেট টেনে আসার ফলাফল। চার বছর আগে ব্লন্ড হতেই পারে ওই চুল। সব সময় গ্লাভস পরে থাকে সে, ট্যাটুটা তার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে কি না কে জানে! লিন্ডা গ্রেকে শেষ অন্ধকার রাইডে চড়ানো মানুষটার তুলনায় তার বয়েস বেশি বলেই মনে হয়, তবুও...

অ্যামবুলেন্স খুব কাছে চলে এসেছে, কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে না তাদের। লেনকে গেটের কাছে দেখতে পাচ্ছি, মাথার ওপর দুই হাত নিয়ে নাড়ছে সে। দ্রুত আসতে বলছে ইঙ্গিতে।

শুয়ে থাকা এডি পার্কসের দিকে আরেকবার তাকালাম। তারপর একটানে খুলে ফেললাম দুই হাতের গ্লাভস।

মরা শুকনো চামড়া তার আঙুলগুলোতে, সাদা ক্রিমের মত পুরু আস্তরণ আছে তাতে। কোন ধরণের ক্রিম ব্যবহার করে লোকটা।

কোন ট্যাটু নেই হাতদুটোতে।

শুধুই সোরাইসিস।

BanglaBook.org

হেভেন'স বে হাসপাতালে গিয়েই কাছের ডীনকারে ঢুকলাম। বার বার কুলি করে এডি পার্কসের মুখের তেতো স্বাদ দূর করার চেষ্টা করতে থাকলাম, খুব একটা উপকার হল বলে মনে হয় না। বের হয়ে আসতে লেন হার্ডির সাথে দেখা হয়ে গেল।

'দারুণ দেখিয়েছ, জোনসি। জান বাঁচিয়েছ লোকটার।'

'ওই লোক কবরে ঢোকার বান্দা বলে মনে হয় না। ডাক্তাররা দেখছে তো তাকে, আমার মনে হয় হার্টের সাথে তার মাথাতেও ভালরকমের সমস্যা আছে।'

'মাথাতে তার সমস্যা থাকতেই পারে, তবে তুমি না থাকলে ওকে কবরেই গিয়ে সেঁধাতে হত। একটার পর একটা জীবন যেভাবে বাঁচাচ্ছ, কোনদিন তোমাকে জোনসি না বলে জেসাস ডাকা শুরু করি, তাই ভাবছি।'

'হুঁ, ডাকা শুরু কর, আমি সোজা দক্ষিণযাত্রা করব।' চাকরি ছেড়ে দেওয়ার *দ্য টক* ওটা।

'ঠিক আছে, তবে আসলেই দারুণ দেখিয়েছ হে। বলতেই হচ্ছে, কাঁপিয়ে দিয়েছ একেবারে।'

'ও ব্যাটার মুখের যা স্বাদ, ইয়াক!'

হাসল লেন, 'স্বাভাবিক। কিন্তু ভাল দিকটা দেখ, দৃশ্যপট থেকে এডি আউট। তুমি তোমার স্বাধীনতা আবারও ফিরে পাচ্ছ। মুক্ত তুমি আবারও, জোনসি। এটা তোমার জন্য ভাল হল, তাই না?' পকেট থেকে গ্লাভসজোড়া বের করে দেখাল ও, 'মাটিতে পেয়েছিলাম। খুলেছিলে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকালাম, 'আমাদের ফার্স্ট এইড ট্রেনিং দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল যতদূর সম্ভব খোলা ত্বকের ব্যবস্থা করতে। কখনও কখনও নাকি এটা কাজে আসে।'

BanglaBook.org

গাধার মত শোনাল কথাটা, জানি। তবে সত্য কথা বললে আমাকে আরও বড় গাধা ভাববে যে কেউ। লেন মেনে নিল অবশ্য, 'যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই নতুন জিনিসপাতি শিখব মনে হচ্ছে। যাই হোক, খুব শীঘ্রই বেচারা কাজে ফিরে

আসতে পারবে বলে মনে হয় না। এই গ্লাভস দুটো তুমি কাল ওর ডগহাউজের রেখে দিও, কেমন?'

'ঠিক আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্লাভসজোড়া নিলাম আমি।

পরদিন ঠিকই ওখানে রেখে এসেছিলাম আমি, কিন্তু সেদিনই আবার ফিরিয়ে এনেছিলাম। এডি পার্কসের ডগহাউজ থেকে আরও একটা কিছু সরিয়েছিলাম তখন।

❤

লোকটাকে আমি চুল পরিমাণও পছন্দ করতাম না। এ ব্যাপারে আমাদের কারও কোন সন্দেহ ছিল না। তাকে পছন্দ করার মত একটা কারণও সে দেখাতে পারবে না আমাকে। শুধু আমি না, জয়ল্যান্ডের কোন কর্মচারীই তাকে পছন্দ করার মত একটা কারণ খুঁজে পাবে না। এমনকী, পপ অ্যালেন আর রোজির মত পুরোনো লোকেরাও তার দিকে সবসময় বাঁকা চোখে তাকায়। তবুও পরদিন দুপুর চারটায় নিজেকে এভেন'স বে কমিউনিটি হাসপাতালে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। একহাতে গ্লাভস আর 'কিছু একটা' ধরে ছিলাম তখন।

সামনের ডেস্কে গিয়ে এডওয়ার্ড পার্কসের রুম নম্বরটা জানতে চাইলাম। নীলচুলো ভলান্টিয়ার রিসেপশনিস্ট দুইবার সামনের কাগজের ওপর চোখে বোলাল। তারপর মাথা নাড়ল। লোকটা মরেছে শেষ পর্যন্ত!

তখনই মেয়েটা আমার কল্পনার ফানুস ফাটিয়ে দিল, 'ওহ! এডওয়ার্ড নয়, এডউইন পার্কস, রুম নম্বর ৩১৫, আইসিইউতে আছেন তিনি। আগে নার্স স্টেশনের সাথে কথা বলে তারপর ঢুকতে পারবেন।'

লিফটে চড়লাম, কচ্ছপের বেগে ওপরে উঠছিল ওটা। ভাবার জন্য যথেষ্ট সময় পেলাম তখন। এখানে ঠিক কি করছি আমি? প্রশ্নটা আবারও ধাক্কা দিয়ে গেল আমাকে। জয়ল্যান্ড থেকে কেউ যদি দেখতে আসে, তবে সেটা হওয়ার কথা ফ্রেডি ডীন। আমি কেন? হতে পারে নার্স স্টেশন থেকেই আমাকে খেদিয়ে দেওয়া হবে। ভাবনাটা আমাকে সাময়িক স্বস্তি দিল।

কিন্তু চার্ট পরীক্ষা করে হেড নার্স (স্বাস্থ্যবান এক যুবক) আমাকে দেখা করার অনুমতি ঠিক দিয়ে দিল। 'ঘুমাচ্ছে মনে হয়, তবুও দেখেন আরকি।'

BanglaBook.org

'মানসিক অবস্থা-'

'চলে। নিজের নাম বলতে পেরেছে যখন, ঠিক আছে বলেই মনে হয়।'

ভেতরে ঢুকে ওকে ঘুমন্তই দেখলাম। চোখ বন্ধ হয়ে আছে শক্ত করে, শেষ বিকেলের আলো মুখে এসে পড়ছিল তার। গ্লাভসের প্রয়োজন আপাতত তার হবে না, কেউ একজন সুন্দর করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে হাত। হয়ত ক্রিম থেকে ভাল কোন চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে সেখানে। এই মুহূর্তে তাকে লিন্ডা গ্রের খুনী ভাবতেও হাসি পাচ্ছে, মনে হচ্ছে একশ'র কম বয়েস হবে না তার। ভুল বললাম, *একশ' বিশের কম না!*

নিঃশব্দে ঘরটা পার হলাম, ওয়ারড্রোবের সাথে রেখে দিলাম গ্লাভসজোড়া। গতকাল জয়ল্যান্ডে এই গ্লাভসজোড়া ফিরিয়ে দিতে গিয়েই এডির ডগহাউজে ঢুকেছিলাম। অবাক হয়ে দেখেছিলাম নোংরা দেওয়ালের সাথে একটা ছবি পিন দিয়ে সাঁটা আছে।

ছবিটা এডির, বয়েস খুব বেশি হলে পঁচিশ হবে তার তখন, সরল মুখের এক মহিলাকে একহাতে জড়িয়ে রেখেছে সে। হাসছে মহিলা এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এডিও পাল্টা হাসছে! এই লোক হাসতে জানে তা আবিষ্কার করার পর আমার শুধু ভিরমি খেতে বাকি ছিল। গ্লাভসের সাথে ওই ছবিটাই উদ্ধার করে এনেছিলাম আমি।

একপাশের টেবিলে জগ আর গ্লাস রাখা আছে। এডির হাতের নাগালের মধ্যে আছে সেগুলো। আমার মনে হল না হাতের এই অবস্থা নিয়ে সে পানি ঢেলে খেতে পারবে। জগের সর্বোত্তম ব্যবহার করার মত একটা কাজই করার দেখলাম। ছবিটা এনে চট করে লাগিয়ে দিলাম জগের সাথে। ঘুম থেকে উঠেই ছবিটা দেখতে পাবে সে।

যেভাবে চোরের মত ঢুকেছি, সেভাবেই দরজা দিয়ে পালাচ্ছিলাম, দূর থেকে কেউ মৃদু গলাতে ডাকল, 'কিডো!'

অনিচ্ছার সাথে আবারও ফিরে আসতে হল। একপাশে একটা চেয়ার আছে ঠিকই, ওটাতে বসে পড়ার কোনরকম ইচ্ছে অনুভব করলাম না। 'কেমন লাগছে এখন?'

BanglaBook.org

ঠোঁট যত সম্ভব কম নড়িয়ে উত্তর দিল এডি, 'বলা কঠিন। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। টেপ মেরে রেখেছে ওরা সারা শরীরে?'

'আপনার গ্লাভস নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু দেখলাম এরই মধ্যে-' হাতের দিকে ইঙ্গিত করলাম।

'হুম। এতে উপকার হলে রোগটার চিকিৎসা করে দেবে ওরা।'

' লেন বলেছিল আপনার ডগহাউজে গ্লাভস রাখতে, তখন এই ছবিটা দেখে মনে হল আপনার এটা সাথে রাখতে ইচ্ছে করতে পারে। তাই আনলাম। উনাকে ফোন দিতে হলে বলবেন।' ছবির মহিলাটিকে ইঙ্গিত করলাম।

'করিন?' নাক কুঁচকাল সে, 'বিশ বছর হল মারা গেছে ও। একটু পানি দাও তো, শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ভেতরটা।'

পানি খাইয়েই দিলাম না, মুখও মুছিয়ে দিলাম লোকটার। এতকিছু করতে চাইনি অবশ্যই, তবে ভৌতিক *চুম্বন-ব্রেদসাপোর্টের* তুলনায় এটা তেমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল না। আমাকে ধন্যবাদ দিল না এডি, কোনদিনও কাউকে সে জিনিস দিয়েছে বলে মনে পড়ে না অবশ্য। শুধু বলল, 'ছবিটা ওপরে তুলে ধর।'

তুললাম, বলে যাচ্ছে এডি, 'ফালতু স্যাটা মারানো মহিলা। ওকে ছেড়ে দিয়ে রয়েল আমেরিকান শোতে ঢোকাটা আমার জীবনের বেস্ট ডিসিশন ছিল।'

'ফিরিয়ে নিয়ে যাব ছবিটা? আপনার ডগহাউজে আগের মত ঝুলিয়ে রাখব?'

'না, থাকুক।' চোখের কোণে একটুকরো অশ্রুবিন্দু দেখলাম বলে মনে হল। 'আমাদের একটা বাচ্চাও ছিল, মেয়ে।'

'তাই?'

'হুম। গাড়ির তলে চাপা পড়েছিল তিন বছর বয়সে। কুকুরের মত রাস্তার মাঝখানে মরে পড়ে ছিল। আমার মেয়েটার দিকে খেয়াল না করে স্যাটামারানি মহিলা তখন ফোনে কথা বলছিল।' মাথা একটু সরিয়ে শুল ও, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে, 'যাও তো এখন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্লান্ত আমি, বুকের ওপর হাতি বসে আছে।'

'যাচ্ছি। নিজের খেয়াল রাখবেন।'

BanglaBook.org

ঝটকা দিয়ে চোখ খুলে গেল তার, 'হাস্যকর কথা বলবে না। কিভাবে খেয়ালটা রাখব শুনি? কোন আইডিয়া থাকলে দাও তো, আমার অন্তত নাই ওই জিনিস। আত্মীয়-স্বজন নাই আমার, বন্ধু বান্ধব নাই, কোন সেভিংস-ইনসুরেন্স নাই, কি করব আমি এখন?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' মিনমিন করে বললাম।

'হ্যাঁ, মুভিগুলোতে যেমনটা হয় আরকি! ভাগো, ভাগো।'

এবার দরজা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আবারও কথা বলে উঠল এডি।

'আমাকে মরতে দিলেই ভাল করতে, কিডো।' কোনরকম নাটুকেপনা ছাড়াই উচ্চারণ করল ও কথাটা, 'আমার মেয়েটার সাথে থাকতে পারতাম অন্তত।'

❤

আবারও হাসপাতাল লবিতে এসে হাঁটছি, আচমকা থমকে দাঁড়াতে হল। প্রথমে সন্দেহে পড়ে গেলাম, যাকে দেখছি মনে করছি তাকেই কি দেখছি সামনে? নাকি আর কাউকে? অবশ্য, বিশাল সংগ্রহের একটা বই হাতে নিয়ে যে বসে আছে, তাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

'অ্যানি?'

তাকাল সে, প্রথমে উদ্বেগ তারপর হাসিমুখ নিয়ে। 'ডেভ! এখানে কি করছেন?'

'পার্কের একজন রোগীকে দেখতে এসেছিলাম। হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ওর।'

'ওহ মাই গড! আমি খুব দুঃখিত। ঠিক হয়ে যাবে তো?'

আমাকে পাশে বসার আমন্ত্রণ জানায়নি সে, তবুও বসলাম। এডির সাথে কথা বলে আসার পর থেকে কেমন জানি মন খারাপ আমার, ধরণটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্নায়ু অস্থির হয়ে আছে, দুঃখ বা অখুশী জাতীয় কোন অনুভূতি না এটা। ভোটকা লোকটার ঠোঁটের স্বাদ নিতে হয়েছে বলে একটা ভয়ঙ্কর ক্রোধ কাজ করছে, অনেকটা ওয়েন্ডির ওপরও। মেয়েটাকে এখনও ভুলতে পারিনি আমি। ভাঙ্গা হাত সুস্থ হয়ে উঠতেও এত সময় লাগে না!

'আমি জানি না। ডাক্তারের সাথে কথা হয়নি। মাইক ঠিক আছে তো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। রেগুলারলি শিডিউলড অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসেছি আমরা। বুকের এক্সরে আর রক্তের পরীক্ষা। নিউমোনিয়া ধরার পর থেকে একটা টাইম গ্যাপ দিয়ে এটা করতে হচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কাশিটুকু বাদ দিলে নিউমোনিয়া থেকে সুস্থ হয়ে গেছে ও। এখন ভালই আছে মাইক।'

এখনও বইটা ধরে আছে অ্যানি। আমাকে চলে যেতে বলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এটা। প্রচণ্ড রাগ হল এবার আমার, এই বছর সবাই চেয়েছে আমি চলে যাই। সবাই! এমনকী যে লোকটার জীবন আমি বাঁচিয়েছি সে পর্যন্ত একটু আগে চেয়েছে আমি চলে যাই! রাগটা থেকেই পরের বাক্যটা আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল।

'মাইক মনে করে না ও ভাল আছে। আমি কার কথা বিশ্বাস করব, বলতে পারেন?'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল অ্যানির, আমার কাছ থেকে এরকম কোন কথা আশা করেনি। 'আপনি কি বিশ্বাস করবেন না করবেন সেটা আমি কেয়ার করি বলে মনে হচ্ছে নাকি আপনার? আপনার নাক গলানোর মত কিছু না এসব।'

'ভুল বললে।'

আমার পেছন থেকে শোনা গেল শান্ত কণ্ঠটা। মাইক তার হুইলচেয়ার গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। মোটর দেখলাম না, তারমানে ছেলেটা হাত দিয়ে চালাচ্ছে হুইলচেয়ার। কাশির যে সমস্যাতে আছে, তারপরও শক্তি আছে ভালই। এক্সরের পর শার্টের বোতাম লাগাতে ভুল করেছে অবশ্য।

'তুমি এখানে কি করছ? নার্স একা ছাড়ল কেন তোমাকে?'

'রেডিওলজিতে একবার বামে মোড় নিয়ে দুইবার ডানে মোড় নিলেই পৌঁছানো যাবে। ওকে আমি বলেছি একা একাই যেতে পারব। নার্স বলেছে ঠিক আছে। আমি মারা যাচ্ছি ঠিক, কিন্তু অন্ধ হয়ে যাইনি।'

'মি. জোনস তার বন্ধুকে দেখতে এসেছে, মাইক।' *আমাকে ডিমোশন দিয়ে মি. জোনস বানিয়ে দেওয়া হল তাহলে!* 'বাড়ি ফেরা দরকার তার, আর তুমিও নিশ্চয় ক্লান্ত-'

'ও আমাদের পার্কে নিয়ে যাবে এখন।' শান্ত কণ্ঠে বলল মাইক, কিন্তু এত জোরে যে অনেকেই আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে, '*আমাদের!*'

BanglaBook.org

'মাইক, তুমি-'

'জয়ল্যান্ডে যাব আমরা এখন। জয়...ল্যান্ডে।' এখনও ওর কণ্ঠ শান্ত, কিন্তু প্রচুর জোরালো। সবাই এদিকে তাকিয়ে আছে এখন। 'আমি চাই, তোমরা দুইজন মিলে আমাকে জয়ল্যান্ডে নিয়ে যাবা।' গলা আরও চড়ালো মাইক, 'মারা যাওয়ার আগে আমি জয়ল্যান্ড থেকে ঘুরে আসতে চাই, তোমাদের দুইজনের সাথে।'

অ্যানির হাত মুখে উঠে গেছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, এতটা আগে কখনও হয়নি। 'মাইক! তুমি মারা যাচ্ছ না, ঠিক আছে? আর কে তোমাকে জয়ল্যান্ডে-' চট করে আমার দিকে ঘুরে তাকাল ও, 'আইডিয়াটা ওর মাথাতে ঢোকানোর জন্য কি আমার আপনাকে ধন্যবাদ বলা উচিত?'

'অবশ্যই না!' চারপাশে জমে ওঠা ভীরটা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন আমি তখন, কয়েকজন ডাক্তার আর নার্সও আছে তার মধ্যে। কেয়ারই করলাম না, রাগ বিন্দুমাত্রও কমেনি আমার, 'ও নিজে থেকে বলেছে এটা। আপনার অবাক হওয়ার তো কিছু দেখছি না, ওর অনুমান ক্ষমতা আমার চেয়ে বেশি ভাল আপনিই জানেন যখন!'

দিনটা মনে হয় মানুষজনের চোখের পানি দেখার দিন, প্রথমে এডি, তারপর অ্যানি। মাইক অবশ্য শুষ্ক চোখে বসে আছে তার চেয়ারে, প্রতিটা কোষ থেকে রাগের স্ফুলিঙ্গ ঝড়ছে তার। একদম আমার মত অবস্থা বেচারার। কোনদিকে না তাকিয়ে অ্যানি ওর হুইলচেয়ারটা ধরে বাইরের দিকে রওনা দিল। এত জোরে, ভয় হল ছেলেটা ছিটকে না পড়ে যায়।

যাকগে ওরা! মনের ভেতর থেকে কেউ একজন বলল। কিন্তু, মেয়েদের যেতে দিতে দিতে আমি ক্লান্ত তখন। সব ধরণের অবহেলা আমাকেই করা হয় আর আমি শুধু যেতে দেই তাদের। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে আমি যথেষ্ট ক্লান্ত।

'সবকিছু ঠিক আছে, স্যার?' একজন নার্স এগিয়ে এসে জানতে চাইল।

'না।' কড়া কণ্ঠে বললাম, তারপর ওদের অনুসরণ করে বের হয়ে আসলাম বাইরে।

BanglaBook.org

অ্যানির ভ্যান হাসপাতালের বাইরে পার্ক করা ছিল। পার্কিং লটের ওই অংশটায় লেখা আছে "প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত"। ভ্যানের পেছনে হুইলচেয়ার রাখার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে, প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে দিয়েছে এখন সে। কিন্তু মাইক সেখান ঢুকতে নারাজ, সর্বশক্তি দিয়ে হুইলচেয়ারের হাতল খামচে ধরে আছে সে। এত জোরে যে আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে।

' ভেতরে ঢোক!' চিৎকার করে বলল অ্যানি।

মাইক মাথা নাড়ল একবার। তাকালও না তার দিকে।

'ভেতরে ঢোক, *ড্যামিট*!'

এবার মাইক মাথা নাড়ার ঝামেলাতেও গেল না। দুই হাতে ওকে শক্ত করে ধরে অমানুষিক শক্তি দিয়ে টানল অ্যানি। শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে ওঠা হুইলচেয়ারটাকে ধরে ফেললাম। আরেকটু হলে দুইজনই ওটার ধাক্কাতে আছড়ে পড়ত ভ্যানের ওপর।

অ্যানির চুলগুলো মুখের ওপর পড়ে আছে, চোখদুটোতে বুনো দৃষ্টি। প্রবল ঝড়ের সময় কোন ঘোড়ার চোখে এরকম দৃষ্টি থাকতে পারে! আমার দিকে হিসিয়ে উঠল এবার সে, 'ছেড়ে দিন! আপনার দোষ সব, আমার কখনই আপনাকে আমাদের জীবনে আসতে দেওয়া উচিত হয়নি-'

'থামুন!' খপ করে ওর কাঁধ খামচে ধরলাম। চামড়ার খুব কাছে হাড়, বুঝলাম ছেলের দিকে নজর দিতে গিয়ে নিজেকে যে শেষ করে দিয়েছে মহিলা, টেরও পায়নি!

'ছাড়ুন, ছাড়ুন আমাকে-'

'আপনার হাত থেকে মাইককে কেড়ে নিতে চাইছি না। অ্যানি, সত্যিই ওটা করতে চাইছি না আমি। ওকে নামাবেন কি?'

টানাহ্যাচরা থামাল ও এবার। মাইককে আস্তে করে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিল। নিচু হয়ে ওর বইটা তুলে নিলাম। ধ্বস্তাধ্বস্তির এক পর্যায়ে পড়ে গেছে পেভমেন্টে।

BanglaBook.org

'মাম,' মাইক হাত ধরল ওর, 'এটাই শেষবার হবে না, দেখো। আমরা আবারও একসাথে ভালো সময় কাটাব।'

এবার বুঝলাম আমি, অ্যানি কান্নাতে ভেঙ্গে পড়ার আগেই বুঝতে পারলাম। রাইডে তুলে মাইকের অ্যাড্রেনালিন বাড়িয়ে অঘটন ঘটিয়ে দেব অথবা আমার মত একজন আগন্তুক এসে মাইকের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়টা কেড়ে নেবে তার কাছ থেকে, এরকম কোন ভয় থেকে এমন করছে না সে!

মায়েদের প্রাচীন এক ধরণের ভীতি তার মনে, যেখানে তাদের ধারণা হয়ে যায় কিছু কাজ না করলে জীবন আগের মতই চলে যেত। আমার সাথে কথা না বললে হয়ত সকালের ফ্রুট স্মুদি, বিকেলের ঘুড়ি ওড়ানো আগের মতই চলত, অফুরন্ত এক গ্রীষ্মের মত আজীবন করে যেতে পারত হয়ত তারা। সবকিছু পাল্টে গেছে আমার সাথে কথা বলার পর থেকেই। শুধু ওরা জানে না, এটা অক্টোবর মাস, বাচ্চাদের কোলাহল আর জয়ল্যান্ডকে মুখর করে রাখে না, ফূর্তিবাজ ছেলেমেয়েরা সৈকতে আড্ডা দিতে যায় না। গ্রীষ্ম অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কোন গ্রীষ্মকালই অফুরন্ত নয়।

দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে প্যাসেঞ্জার সীটে বসে পড়ল ও। বেশ উঁচু হয়ে গেছে তার জন্য, আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। দ্রুত ধরে ঠিকমত বসিয়ে দিলাম তাকে। খেয়ালই করল না অ্যানি।

'যান, নিয়ে যান ওকে। প্যারাসুট পিঠে লাগিয়ে লাফ দিতে দেন ওকে। শুধু আমাকে ... আমাকে আপনাদের *বয়েজ অ্যাডভেঞ্চারে* আশা করবেন না, প্লিজ।'

মাইক বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি যাব না।'

দুই হাত মুখ থেকে নামাল অ্যানি, 'মাইকেল, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, সেটা কি জানো?'

মায়ের একটা হাত নিজের উভয় হাত দিয়েই ধরল মাইক, 'জানি। আমারও তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।'

অ্যানির মুখ দেখে বুঝলাম এই কথাটা আগে ভাবেইনি সে!

'আমাকে ভেতরে ঢুকতে হেল্প কর তো। দুইজনই, প্লিজ।'

BanglaBook.org

যখন ও ভেতরে বসে পড়ল, হুইলচেয়ারটা পেছনে এনে রাখলাম। সামনের সীটে অ্যানিকে তুলে দেওয়ার সময় ওর কনুইয়ের ওপরটা ধরলাম, আমার হাতের মুঠোতে পুরো হাতের ব্যাসার্ধ এঁটে গেল। বিপদজনকভাবে ওজন হারিয়েছে সে, মাইকের দিকে তাকিয়ে আর উপন্যাসে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে কোন নজরই রাখেনি।

'ও আপনাকে ছাড়া যেতে পারবে না, আমিও না।' বললাম তাকে।

'ওকে নিয়ে সবসময় এত্ত ভয় করে আমার। খুব বেশি দেখতে পায় ও, আর এগুলোর প্রায় সবটাই তাকে কষ্ট দেয়। ভাল কেন হয়ে যায় না ও? দারুণ একটা ছেলে ও, কেন ভাল হয়ে যায় না?' এমনভাবে বলল সে, যেন এখানে মাইক নেই।

'আমি জানি না।' হতাশ কণ্ঠে বললাম।

মাইকের গালে চুমু খেল তার মা। তারপর গভীরভাবে শ্বাস টানল ভেতরে। আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তাহলে? কখন যাচ্ছি আমরা?'

❤

সেদিন রাতে বইয়ে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। মিসেস শপ্‌ল' এসে বললেন, 'ছোট একটা ছেলে ফোন করেছে। তোমাকে চাইছে।'

নেমে এসে ফোন ধরলাম, 'মাইক?'

নিচু গলাতে কথা বলল ও, 'মাম ঘুমাচ্ছে। অনেক ক্লান্ত তো।'

'হওয়াটা স্বাভাবিক।' *যেভাবে দুইজন মিলে চেপে ধরেছিলাম আজ আমরা!*

'তা ধরেছিলাম, দরকার ছিল মামকে চাপ দেওয়া।'

অবাক না হয়ে পারলাম না, 'এক সেকেন্ড! আমি উচ্চারণ করিনি ওটা। তুমি কি মনের কথা পড়তে পারো? আমারটা পড়ছ নাকি?'

'জানি না! কিছু শব্দ শুনতে পাই আর অদ্ভুত কিছু ছবি দেখতে পাই মাঝে মাঝে। মনে হয় নানার কাছ থেকে পেয়েছি এটা। আসলেই কিছু মানুষকে দূর থেকে সুস্থ করে দিতে পারেন তিনি। বেশিরভাগই ফেইক, কিন্তু কিছু কেস তিনি ঠিকমতই হ্যান্ডেল করেন।'

BanglaBook.org

'ফোন করলে যে হঠাৎ?'

'জয়ল্যান্ড নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করল যে হঠাৎ!' বালকসুলভ উত্তেজনা ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে, 'মেরি গো রাউন্ডে উঠতে পারব আমি? ফেরিস হুইলে?'

'নিশ্চয়!'

'শুটিং গ্যালারিতে শুট করতে পারব?'

'হয়ত, তোমার মামের অনুমতি পেলে করবে না কেন? তবে ফাস্ট রাইডগুলোতে চড়তে পারবে না। শীতকালের আগ পর্যন্ত ওগুলো বন্ধ, তাছাড়া-'

'জানি, আমার হার্ট সহ্য করতে পারবে না। ফেরিস উইলে চড়তে পারলেই চলবে আমার। অনেক ওপরে তুলে দেবে তুমি আমাকে, ওপর থেকে পৃথিবীটা দেখলে নিশ্চয় মনে হবে আমার ঘুড়ির ওপর বসে নিচে তাকিয়ে আছি?'

মুচকি হাসলাম, 'অনেকটা ওরকমই। কিন্তু প্রতিটা রাইডে চড়ার জন্য আগে তোমার মায়ের অনুমতি লাগবে। উনিই এখানে বস, মনে আছে তো?'

'দেখা যাবে। আমরা আসলে পার্কে যাচ্ছি মামের জন্যই। সারা রাত জেগে জেগে বই পড়ে আর আমাকে নিয়ে থাকে! একটু ঘুরে আসুক।' অভিভাবকসুলভ কণ্ঠ এখন তার, 'আর তোমার জন্যও, ডেভ। কিন্তু, আমার ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য আলাদা। মেয়েটার জন্য যাচ্ছি আমি। অনেকদিন ধরেই আটকে আছে বেচারি।'

আমার মুখ হা হয়ে ঝুলে পড়ল। টের পেলাম গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 'তুমি ...তুমি কিভাবে ওর ব্যাপারে জানো?'

'তা তো জানি না। কিন্তু ওর জন্যই এসেছি আমি, এটা জানি। বলেছিলাম না, ওটার রঙ সাদা না?'

'তা বলেছিলে, কিন্তু এর অর্থ তো তুমি জানতে না। এখন জানো?'

'না।' কেশে ফেলল মাইক, 'রাখি, হুম? মাম উঠে গেছে। আশা করি আগামীকাল আমাকে ফেরিস হুইলে চড়তে দেবে।'

BanglaBook.org

'ওটার নাম ক্যারোলিনা স্পিন। আমরা যারা ওখানে কাজ করি তারা অবশ্য ওটাকে শুধু হোইস্টার বলেই ডাকি। জয়ল্যান্ডের ভেতরে আমাদের সিক্রেট কোড আছে অনেকগুলো।'

'দ্য হোইস্টার! মনে রাখব, বাই, ডেভ!'

ক্লিক করে কেটে গেল লাইন।

এক মুহূর্তের জন্য ফ্রেড ডীনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। গ্রীষ্মে অনেক অসুস্থ বাচ্চাকেই আমরা বিশেষ রাইডের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তবে, যেমনটা বলেছিলাম, কোন গ্রীষ্মই অফুরন্ত নয়। এখন অফ সিজন। পার্কের রাইডগুলো আবার চালাতে কি সে রাজি হবে? রাইডগুলো ফ্রিতে চলে না। প্রচুর খরচ আছে চালাতে, মাইক আর অ্যানির জন্য পার্ক চালু করলে কোন কাস্টোমারের পকেট থেকে টাকা আসবে না। খরচটা কি পার্কের ক্ষতি করে দেবে? অসুস্থ হয়ে উঠলাম ভাবনাটা মাথাতে আসতে।

❤

পরদিন লেন হার্ডি আমাকে দেখেই সামনে এক হাত বাড়িয়ে দিল, 'রোল খাবে? অতিরিক্ত একটা আছে।'

ওটা নিলাম, 'শিওর। খেতে খেতে একটা কথা বলতে পারি?'

'বাহ, পাপ স্বীকার করতে এসেছ নাকি? হ্যাভ আ সীট, মাই সান!' চার্চের ফাদারদের মত উচ্চারণ করে বলল লেন।

একটা চেয়ার খুলে বসলাম, 'পাপযুক্ত কিছু না। একটা প্রমিজ করেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না ওটা রাখতে পারব কি না।'

খুলে বললাম তাকে সবকিছু। মাইক কে, তার অবস্থা এখন কি, কিভাবে মাইকের মাকে রাজি করাতে হয়েছে, সব। শেষে বললাম, এখন ফ্রেডি ডীন অনুমতি দিবে কি না সে ভয়ে আছি।

'তো, এই ছেলেটার মা কি খুব আবেদনময়ী নাকি?'

'একরকম, কিন্তু ওটার জন্য না-'

BanglaBook.org

আমার কাঁধে চাপড় দিল লেন, মুখে চাপা হাসি, 'আর বলতে হবে না, ছেলে, আর না বললেও চলবে।' তারপর চোখও টিপে দিল একবার। কি মহা ফিচলে লোক দেখুন দেখি!

'লেন, আমার চেয়ে দশ বছরের বড় ও!'

'বেশ তো! আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট কতগুলো মেয়েকে নিয়ে আমি ডেটিংয়ে গেছি তা জানো? মেয়েদের সংখ্যার সমান ডলার দেওয়া হলে ওটা দিয়ে অনায়াসে স্টেক ডীনার করার টাকা উঠে যাবে। বয়স একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছু না, সান।'

'কি ভয়ঙ্কর! অংক শেখানোর জন্য থ্যাংকস। এখন প্লিজ একটা কথা বল তো, বাচ্চাটাকে আমি প্রমিজটা করে কি ঝামেলা করে ফেললাম নাকি?'

'তা তো করেছই। ফ্রেডি জীবনেও রাজি হবে না ' আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল একদম, 'কিন্তু-'

দ্রুত জানতে চাইলাম, 'কিন্তু কি?'

'ডেট কি ঠিক করে দিয়েছ ওদের?'

'না। তবে ভাবছিলাম এই বৃহস্পতিবার নিয়ে আসব।' এক অর্থে, এরিন আর টম আসার আগে আগেই নিয়ে আসব!

'নাহ, ডেট পাল্টাও। সামনের সোমবার, ঠিক আছে?'

'কেন?'

প্রশ্নটা করার সাথে সাথে লেন এমনভাবে তাকাল যেন বিশাল কোন গাধামী করে ফেলেছি জানতে চেয়ে।

'পেপারের জন্য অপেক্ষা কর, ছেলে। খবরের কাগজ। লোকাল পেপারে বৃহস্পতিবার ছাপাবে তোমার হিরোইজমের খবর। তারপর ফ্রেডি ডীনের চোখে তোমার দাম হবে লাখ টাকা। এর পর তুমি একটা ইন্টারভিউ দিয়ে ফেল। সোজা আকাশে উঠে যাবে। আর বাধা দেবে না তখন কেউ। কৃতজ্ঞ থাকতে হবে ফ্রেডকে অনেকদিন।'

BanglaBook.org

'ওয়েট আ মিনিট। আমি বা এডি তো খবরের কাগজওয়ালাদের কিছু জানাইনি। ওরা জানল কি করে?'

চোখ ঘোরাল লেন, 'ওরা কিছু দিকে চোখ রাখে। পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স কলগুলো তাদের মধ্যে একটা। আর শুধু অ্যাম্বুলেন্স কল করার খবর তো বোরিং, তাই সাইড নিউজটা তুলতে হবে না ওদের? আমি গাঁইয়াদের এর মধ্যে তোমার কাহিনী বলে দিয়েছি, ওরাই যা করার করছে আরকি। লোক পাঠাবে নাকি তোমার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য। শোন, ইন্টারভিউয়টার জন্য রেডি হয়ে যাও। সাক্ষাৎকার একটা দাও।'

'আমি তো এসব-'

'আহা, বিনয়! বয় স্কাউট! এসব রাখো আপাতত। বাচ্চাটাকে পার্কে দেখতে চাও কি না বল?'

'অবশ্যই।'

'সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হও। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুখ গোমড়া করে থেক না। বিশাল হাসি আশা করছি তোমার কাছ থেকে।'

❤

দ্য ব্যানার-এর ফটোগ্রাফার আমাকে থান্ডারবলের সামনে পোজ দিতে বলল। পরে ছবিটা দেখে স্রেফ আঁতকে উঠেছিলাম, ট্যারা চোখে তাকিয়ে আছে গ্রাম থেকে উঠে আসা এক ইডিয়ট! তবে ওতেই কাজ হয়ে গেল। ফ্রেডির অফিসে গিয়ে যখন গেলাম, তখন তার ডেস্কে পত্রিকাটা পড়ে আছে। কাজেই, অনুরোধে ঢেঁকি গিলল মানুষটা। একটা শর্ত দেওয়া হল অবশ্য, লেন হার্ডিকে আমাদের সাথে পুরোটা সময় থাকতে হবে। ওটা কোন সমস্যাই ছিল না।

লেন রাজি হল ঠিকই, কিন্তু এটা বলতেও ভুলল না রাজি হয়েছে শুধু আমার গার্লফ্রেন্ডকে দেখার জন্য। লাল হতে শুরু করেছি দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল ও।

ফিরে যাওয়ার সময় অ্যানি রসকে জানিয়ে দিলাম সামনের মঙ্গলবার আমরা পার্কে ট্যুর দিতে যাচ্ছি। আবহাওয়া খারাপ থাকলে বুধ বা বৃহস্পতিবারে ডেট পেছাতে পারে।

BanglaBook.org

আমার দিকে একটা লম্বা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। সুন্দর চোখজোড়ায় অদ্ভুত এক দৃষ্টি।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানি। দম আটকে ফেললাম, 'না' করে দেবে না তো?

ছোট্ট করে উত্তর দিল মেয়েটা, 'ঠিক আছে।'

❤

ব্যস্ত একটা শুক্রবার গেল। পার্ক থেকে আগে আগে চলে এসেছিলাম সেদিন। উইলমিংটনে ড্রাইভ করে গেলাম। টম আর এরিন ট্রেন থেকে নামল কিছুক্ষণ পর। এরিন আমাকে দেখেই ছুটে এল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। দুই গালে চুমু খেয়ে নাকেও একটা খেল ও। আমার বুকে মিশে থাকলেও সিস্টারলি কিসগুলোকে আর কিছু ভেবে ভুল করার কোন উপায় নেই।

টম জড়িয়ে ধরল আমাকে, পিঠ চাপড়ে দিল সজোরে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হল আমরা পাঁচ সপ্তাহ না, একজন আরেকজনকে না দেখে পাঁচ বছর ছিলাম!

'তোকে আবার দেখতে পেয়ে কি যে ভাল লাগছে!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল এরিন, 'চামড়া পুড়িয়ে একদম বাদামী করে ফেলেছিস দেখছি! হোয়াট আ ট্যান!'

'একদম ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলি তুই।' বলল টম, 'প্রথমে যখন শুনেছিলাম স্কুলে আর ফিরে যাবি না, তখন বিশ্বাসই হয়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একদম ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলি। এখন তো মনে হচ্ছে আমিও থেকে গেলে পারতাম।'

ঝলমলে একটা হাসি দিয়ে কথাগুলো বললেও ওর চোখের কোণে ফুটে থাকা ছায়াটুকু আমার নজর এড়াল না। কোনদিনও জয়ল্যান্ডে থাকতে চাইত না ও, আমাদের অন্ধকারের সেই রাইডের পর তো না-ই।

সোজা মিসেস শপ্‌ল'র ওখানে উঠল ওরা। মিসেস এস আর টিনা অ্যাকারলি ওদের দেখে খুবই খুশি হল। ফলাফলঃ সৈকতে একটা আধ-মাতাল ডীনার হল সেরাতে। বিশাল একটা বনফায়ার জ্বালানো হল অবধারিতভাবে। কিন্তু শনিবার যখন এরিন তার 'চিন্তায় ফেলে দেওয়া' তথ্যটা আমার সাথে শেয়ার করতে এল, টম জানাল স্ক্র্যাবল খেলার জন্য প্রাণ আঁইটাই করছে তার। আসলে, আমাদের একা কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে সরে গেল সে।

BanglaBook.org

সৈকত ধরে হাঁটলাম আমরা। অ্যানি আর মাইক ব্রডওয়াকের ধারে থাকলে তাদের সাথে এরিনকে পরিচয় করিয়ে দিতাম। দিনটা ঠাণ্ডা ছিল, ওরা কেউ বের হয়নি সেদিন। এরিনের হাতে একটা ব্রিফকেস। যখন কোমর থেকে চাবি বের করে জয়ল্যান্ডের বিশাল দরজাটা খুলছি, ওর একটা ভ্রু উঁচু হয়ে গেল।

'তাহলে এখন তুই ওদের একজন?'

'না। মেইন গেটের একটা চাবি আমার কাছে থাকে। যদি আমি সবার আগে চলে আসি বা সবার পরে বের হই সেজন্য। এমনিতে এই রাজত্বের সব চাবি থাকে ফ্রেড আর লেনের কাছে।'

হাসল ও, 'প্রধান ফটকের চাবি থাকা মানেই রাজত্বের চাবি থাকা, এটাই তো জানতাম।'

ভেতরে ঢুকলাম আমরা। সব রাইড বন্ধ হয়ে আছে। ঢেকে রাখা হয়েছে তাদের। সেদিকে মন খারাপ করা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল এরিন। ওর এই দৃষ্টির অর্থ বুঝলাম। কিছু বললাম না।

'পেপারটা দেখলাম। মিসেস শপ্‌ল' আমাদের ঘরে ওটা ফেলে রেখে গেছিলেন 'ভুলবশতঃ'। মানুষজনের প্রাণ বাঁচানো তোর অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে!'

'আরে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গাতে উপস্থিত ছিলাম। তেমন কিছু না ওটা।'

মাদাম ফরচুনার শাইয়ের কাছে পৌঁছে দুটো ফোল্ডিং চেয়ার খুলে বসলাম আমরা। পকেট থেকে একটা বোতল বের করলাম, 'সস্তা হুইস্কি, কিন্তু ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে ভালই কাজ দেয়।'

উজ্জ্বল চোখে বোতলটা নিল ও। দুই চুমুক দিয়ে ফিরিয়ে দিতে আমিও গলাতে ঢাললাম। মুখ বন্ধ করে পকেটে ফিরিয়ে নিলাম বোতলটা। পঞ্চাশ গজ দূরে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউ, আমাদের মিডওয়ে। তারপর লম্বা দরজাটা, সবুজ অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছে ওটার ওপরঃ **কাম ইন ইফ ইউ ডেয়ার।**

'এখন বল কি জানতে পারলি।'

ব্রিফকেস খুলে একটা ফাইল বের করল ও, 'আমার মনে হয় না এখানে যা আছে সব শোনার পর শার্লক হোমসের মত খুনীর নাম বলে দিতেতুই পারবি।'

BanglaBook.org

'ওরকমটা আমিও আশা করছি না।'

'আরেকটা কথা, তোর কাছ থেকে আমি চল্লিশ ডলার পাই এখন।' হাতের কাগজগুলো দোলাল এরিন, 'ইন্টার-লাইব্রেরী লোন ফি!'

হাসলাম, 'কোন ব্যাপার না।'

আমার পাঁজরে খোঁচা দিল ও, 'সে হলেই ভাল। আমার সামারের সব উপার্জন এই তদন্তে ঢালার জন্য করিনি, বুঝলি!'

ফাইলটা খুলল এরিন। ভেতরে কয়েক পৃষ্ঠা জেরক্স করা, দুই বা তিন পৃষ্ঠা টাইপরাইটার দিয়ে নিজেই টাইপ করে এনেছে, কিছু ফটোগ্রাফও আছে ওতে, এরিনের নিজের তোলাই মনে হল।

'শুরু করি তাহলে। তোর কথামত *নিউজ অ্যান্ড কুরিয়ার* পত্রিকার আর্টিকেল থেকে শুরু করেছিলাম। শনিবারের খবর, পাঁচ হাজার শব্দের বর্ণনা, খুব বেশি হলে আটশ শব্দের কাজের তথ্য আছে এখানে। পরে পড়িস মন চাইলে, এখন মূল অংশগুলো তোকে শোনাই।'

আমার হাতে জেরক্স কপিগুলো তুলে দিয়ে বলতে শুরু করল ও, 'চারটা মেয়ে ভিক্টিম। ওকে ধরলে পাঁচজন।' হরর হাউজের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ও, 'প্রথম শিকার ছিল ডিলাইট মোউব্রে। বন্ধুরা তাকে ডাকত ডিডি বলে। জর্জিয়ার ওয়েক্রসে থাকত। শ্বেতাঙ্গ, একুশ বছর বয়স। খুন হয়ে যাওয়ার দুই-তিনদিন আগে বান্ধবী জেসমিন উইদারসকে সে জানায়, নতুন বয়ফ্রেন্ড হয়েছে তার। একটু বয়স্ক আর দারুণ হ্যান্ডসাম। ১৯৬১ সালের ৩১শে আগস্ট, উধাও হয়ে যাওয়ার নয়দিন পর তাকে পাওয়া গেল ওকেফেনোকির জলার পাশে। মৃতা। যে ওকে খুন করেছে, সে লাশটা একটু পাশে ফেললেই জলাতে চিরতরে হারিয়ে যেত সে। অনেকদিন পর হয়ত লাশের অংশবিশেষ পাওয়া যেত।'

'তাও পাওয়া যেত না। কুমীরেই খেয়ে ফেলত।' ওকেফেনোকি জলার সুনামের কথা ভেবে বললাম।

'কথা সত্য।' আরেকটা জেরক্স আমার হাতে তুলে দিল ও, 'ওয়েক্রসের একটা পত্রিকা *জার্নাল-হেরাল্ডের* খবর এটা।' ছবিতে এক পুলিশকে দেখা যাচ্ছে,

BanglaBook.org

চাকার দাগ দেখাচ্ছে সে, 'ধারণা করা হচ্ছিল, যেখানে মেয়েটার গলা কেটেছে খুনী, সেখানেই লাশটা রেখে গেছে সে। চাকার দাগটা ট্রাকের।'

'ময়লা ফেলার মত করে লাশটা ফেলে গেছে আরকি।'

'এটাও একটা জঘন্য সত্য।' আরেকটা নিউজপেপারের জেরক্স কপি তুলে দিল ও আমার হাতে, 'এখানে দুই নম্বর। ক্লডাইন শার্প। রকি মাউন্টে বাড়ি এর, নর্থ ক্যারোলিনারই মেয়ে। শ্বেতাঙ্গ, তেইশ বছর বয়স। লোকাল থিয়েটারে লাশটা পাওয়া গেল এবার। আগস্টের দুই তারিখে। ১৯৬৩ সাল। থিয়েটারে তখন চলছি *লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া* মুভিটি। অনেক লম্বা একটা মুভি, শব্দও বেশি ওতে।'

মাথা দোলালাম। তিন ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিটের মুভি। আমার জানামতে সবচেয়ে দীর্ঘ মুভি।

'পুলিশ মনে করে কোন এক যুদ্ধের দৃশ্যে মেয়েটার গলা কেটে ফেলেছিল খুনী। একটা রক্ত মাখা শার্ট আর একজোড়া গ্লাভস ফেলে রেখে গেছিল সে। অর্থাৎ একটা অতিরিক্ত শার্ট নিয়ে এসেছিল সেবারও।'

'লিন্ডা গ্রের খুনের সাথে ভালই মেলে। কি বলিস?'

'তেমনই মনে হচ্ছে। পুলিশ ক্লডীনের সব বান্ধবীদের প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কেউ এবার *নতুন বয়ফ্রেন্ডের* কথা বলতে পারল না। হয়ত ক্লডীন তাদের জানায়নি এ ব্যাপারে।'

'ওর বাবা-মাও জানে না কিছু? কার সাথে মুভি দেখতে যাচ্ছে তা তো বলে যাওয়ার কথা মেয়েটার।'

সরু চোখে তাকাল এরিন, 'মেয়েটার বয়স তেইশ। চৌদ্দ না। বাবা-মা শহরের যে প্রান্তে থাকে তার ঠিক উল্টোদিকে থাকত ক্লডীন। ড্রাগস্টোরে কাজ করত, তার ওপরেই ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকত।'

'এসবও কি নিউজপেপারে ছিল নাকি?'

'না। কয়েক জায়গাতে ফোন করতে হয়েছে। ভালমত বলতে গেলে, আমার আঙুল ক্ষয়ে গেছে ফোন করতে করতে। মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য থ্যাংকস! লং ডিসট্যান্স কলগুলোর টাকাও আমি তোর কাছ থেকে পাই।' চোখ নাচাল ও,

BanglaBook.org

'ক্লডীনকে নিয়ে আর না জানলেও চলবে আপাতত, পরে আরও বলব তোকে। তিন নম্বর ভিক্টিমের কথা বলি এবার। ইভা লংবটম, সাউথ ক্যারোলিনাতে থাকত। ১৯৬৫ সালের ঘটনা এটা, মেয়েটার বয়স তখন উনিশ। কৃষ্ণাঙ্গ। জুলাইয়ের চার তারিখ উধাও হয়ে গেল, নয়দিন পর তাকে পাওয়া গেল স্যান্টী নদীর তীরে। দুইজন জেলে আবিষ্কার করে দেহটা, রেপড অ্যান্ড স্ট্যাবড। বুকের মাঝে ছুরি মেরেছে কেউ। বাকি খুনগুলোর শিকাররা কেউ রেপডও হয়নি, কালোও ছিল না তারা। আমার মতামত চাইলে আমি বলব, এটা ফানহাউজ কিলারের কাজ না। শেষ শিকার - মানে, লিন্ডা গ্রের আগে শেষ শিকার, এই মেয়েটা।'

আরেকটা ছবি আমার হাতে তুলে দিয়েছে এরিন। হাইস্কুল ইয়ারবুক থেকে নেওয়া। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী মেয়েটার চুল সোনালী। হেড চিয়ারলিডার বা হোমকামিং কুইনরা এরকম দেখতে হয়, ফুটবল কোয়ার্টারব্যাকের সাথে এরাই প্রেম করে, তারপরও গোটা কলেজের কামনার দৃষ্টি তাদের ওপরই থাকে। কনস্ট্যান্ট।

'ডারলেন স্ট্যামনেকহার। লাস্ট নেইমটা তাকে মুভি বিজে ঢুকতে হলে পাল্টে ফেলতেই হত, মানে- ওটাই তার জীবনের লক্ষ্য ছিল। শ্বেতাঙ্গিনী, উনিশ বছর বয়স, নর্থ ক্যারোলিনাতে থাকত। ২৯শে জুন, ১৯৬৭তে নিখোঁজ হয়ে যায়। প্রচুর খোঁজাখুঁজির পর দুই দিন পর লাশটা পাওয়া যায়। এলরডের দক্ষিণে, গলা কাটা।'

'ক্রাইস্ট! সুন্দরী ছিল মেয়েটা। একজন স্থায়ী বয়ফ্রেন্ড ছিল না তারপরও?'

'ছিল না আবার! তবে তিন বন্ধুকে সাথে নিয়ে ব্লু রিজে ক্যাম্পিং করছিল সে খুনের সময়টায়। তিনজনই সাক্ষ্য দিতে পারবে তার নামে। পাখা মেলে উড়ে না গেলে খুনটা করা তার জন্য সম্ভব ছিল না।'

'এরপর তাহলে লিন্ডা গ্রে। পাঁচ নম্বর।'

একটা আঙুল তুলল এরিন, 'খোঁজ পাওয়া পাঁচ নম্বর। '৬২, '৬৪, '৬৬ সালে আরও কতগুলো মেয়েকে খুন করে লাশই গুম করে দিয়েছে দেখ গে! কিন্তু, যেটা আমাকে ভাবাচ্ছে-'

BanglaBook.org

যেন পাঁচটা মেয়ের খুন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কম ভাবনার নয়! আরেকটা জেরক্স কপি বের করে আমার হাতে দিল এবার ও। দেখলাম।

একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ফ্লায়ার। দ্য টক অনুযায়ী এগুলোকে আমরা বলি *শাউট*। *'ম্যানলি ওয়েলম্যান'স শো অফ থাউজ্যান্ড ওয়ান্ডারস'* নামক কোন শোর শাউট। কয়েকজন ক্লাউন একটা লম্বা পার্চমেন্ট ধরে আছে। ওতে লেখাঃ

আমেরিকা'স ফাইনেস্ট কালেকশন অফ ফ্রীকস! অ্যান্ড অডিটিস!

বাচ্চাদের রাইড, খেলা আর আনন্দের উপকরণও থাকছে!

আর থাকছে-

পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম ফানহাউজ।

কাম ইন ইফ ইউ ডেয়ার! ভাবলাম।

'এগুলো সব ইন্টারলাইব্রেরী লোক থেকে পেয়েছিস!' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। যে কোনকিছুই ইন্টারলাইব্রেরী লোন থেকে পাওয়া সম্ভব। শুধু খুঁড়তে হয়। যাই হোক, এই অ্যাডভার্টাইসমেন্টটা আমি নিয়েছি *ওয়েক্রসজার্নাল-হেরাল্ড* থেকে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে শোটা হয়েছিল, ১৯৬১তে।'

'ওয়েলম্যান কার্নি তাহলে প্রথম মেয়েটা উধাও হওয়ার সময় ওয়েক্রসেই ছিল!'

'না, ততক্ষণে সরে গেছিল তারা। কিন্তু মেয়েটা দুই-তিনদিন আগেই বলেছিল তার নতুন বয়ফ্রেন্ড হয়েছে। তখন ওরা ছিল ওখানেই। এবার এইটা দ্যাখ। রকি মাউন্ট টেলিগ্রাম থেকে পাওয়া। ১৯৬৩র জুলাইয়ের মাঝামাঝি শোটা হয়েছিল।'

আরেকটা পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন। ম্যানলি ওয়েলম্যান' শো অফ থাউজ্যান্ড ওয়ান্ডারস। আগের দুটো ক্লাউন একই পার্চমেন্ট ধরে আছে। প্রায় একই কথা লেখা, দশ হাজার ডলারের কাভার-অল বীনো গেমসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। কোথাও 'ফ্রিকস' শব্দটা দেখা গেল না এবার অবশ্য।

'মুভি থিয়েটাররে শার্প নামের মেয়েটা যখন খুন হয়, শো-টা কি তখনও শহরেই ছিল?'

BanglaBook.org

'একদিন আগে তারা চলে যায়। ডেটগুলো খেয়াল কর তুই।'

তারিখগুলোর সাথে এরিনের মত পরিচিত না আমি। ঘাটাঘাটি তো করেছে ও, আমি না। কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু বললাম না, 'তিন নাম্বার মেয়েটা? লংবটম? শো-টা কি ওখানেও গেছিল নাকি?'

'না, স্যান্টী এলাকাতে কোন কার্নির কথা শুনিনি আমি। আর ওয়েলম্যান শো নিয়ে কিছু পাওয়া যাবেও না, কারণ ১৯৬৪ সালেই উঠে গেছে তারা। *আউটডোর ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি* পত্রিকা থেকে জেনেছি এটা। অনেক লাইব্রেরিয়ান বলবে, এটাই একমাত্র শোবিজ পত্রিকা।'

'জেসাস এরিন! তোর ফটোগ্রাফির কথা ভুলে গিয়ে লেখালেখি শুরু করা দরকার। একজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাড়া কর। ভাল করবি তুই!'

'এরচেয়ে ছবিই তুলব, ভাইয়া! রিসার্চ করার মত যন্ত্রণাদায়ক জিনিস আর নাই। কিন্তু কার্নি নাই দেখে পটে যাস নে, ইভা লংবটমের মার্ডারটা আমার কাছে এই খুনীর করা বলে মনে হয় না। রেপ করে না আমাদের খুনী।'

'ডারলেন শুমেকার খুন হল যখন- '

'*স্ট্যামনেকহার!* এই মেয়েগুলো মারা গেছে, ডেভ! অন্তত নামগুলো তো ঠিকমত উচ্চারণ করবি?'

'সময় লাগবে। একসাথে এতগুলো নাম শুনছি তো, সমস্যা হচ্ছে মনে রাখতে।'

আমার কাঁধে হাত রাখল এরিন, 'সরি, সব একবারে চাপিয়ে দিচ্ছি তোকে। আমার কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল এসব জোগার করতে।'

'স্ট্যামনেকহার যখন খুন হল, তখন শহরে কোন কার্নি ছিল?'

আরেকটা জেরক্স আমার হাতে তুলে দিল ও, এটাতে রবসন কাউন্টি সামার ফেয়ারের বিজ্ঞাপন। ওতে টোকা দিল এরিন। আমার চোখে একটা লাইনই আটকালো, **"সাউদার্ন স্টার অ্যামিউজমেন্ট দিচ্ছে ৫০টি নিরাপদ রাইড"**।

BanglaBook.org

'সাউদার্ন স্টার অ্যামিউজমেন্টস নিয়েও *আউটডোর ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে* চোখ বুলিয়েছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এরা আছে। ব্রাইমিংহ্যামে এদের ঘাঁটি, দক্ষিণ দিকটায় ঘুরে বেড়ায়। রাইড দেয় যার লাগে। থান্ডারবল বা ডেলিরিয়াম শেকারের মত বিশাল কিছু না, কিন্তু অনেক জনপ্রিয় *চাম্পগুট* তাদের আছে। ওগুলো চালানোর জন্য আছে জক।'

একটু হাসলাম। এরিন দ্য টক ভুলে যায়নি একদমই। চাম্পগুট হল ছোট ছোট রাইড। দ্রুত সেট করা যায় এদের, আবার দ্রুত খুলে রাখা যায়।

'সাউদার্ন স্টারের রাইড-বসকে ফোন করেছিলাম। বললাম জয়ল্যান্ডে এই গ্রীষ্মে কাজ করেছি। এবার সোশিওলজি ক্লাসের জন্য অ্যামিউজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির ওপর একটা টার্ম পেপার রেডি করছি। লোকটা যা বলল তা অবশ্য আগেই আন্দাজ করেছিলাম। *ওয়েলম্যান শো* থেকে কাওকে নেওয়া হলেও সে বলতে পারবে না কারণ, এখান থেকে কয়েকজন রাফি যোগ দেয় তো ওখান থেকে কয়েকজন জকি আসে। একটা দুটো রাইড নিয়ে কাজ করে টাকা নিয়ে চলে যায়। তারমানে, ডিডি আর ক্লডীনকে যে খুন করেছিল সে সেই সময় ওদের সাথে থাকতেই পারে। স্ট্যামনেকহারের সাথে হয়ত ওখানে দেখা হয়ে গেছিল তার। অফিশিয়ালি খোলেনি তারা তখনও। কিন্তু কিছু রাইড চলছিল স্থানীয় গাঁজুনীদের তত্ত্বাবধায়নে।' আমরা দিকে সমানদৃষ্টিতে তাকাল ও, 'আর আমার মনে হয় সেটাই হয়েছে।'

'এরিন,এই যে কার্নি লিংকটা আবিষ্কার করলি, কোন পত্রিকার চোখে পড়েছে এটা?'

'নোপ। আরেক চুমুক হুইস্কি দে তো। ঠাণ্ডা লাগছে।'

'ভেতরে গিয়ে বসি, চল।'

'না, সেই ঠাণ্ডা না। খুন-টুন নিয়ে এত ঘাঁটতে গেলেই আমার ঠাণ্ডা লেগে যায় একটা সময়। এসব তথ্য জোগাড় করার সময়ও অনেকবার হয়েছে।'

বোতল বাড়িয়ে ধরলাম তারদিকে। এক চুমুক দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিতে আমি আরেক ঢোক গলা দিয়ে চালান করে দিলাম।

' তোকেই তো এখন আমার শার্লক হোমস লাগছে রে। পুলিশদের কি খবর, তারাও কি এই লিংকটা মিস করেছে?'

BanglaBook.org

'এটা আমি নিশ্চিত না, কিন্তু আমার মনে হয় ... তাদের চোখেও পড়েনি। বাদ দে, আরেকটা জিনিস আমার চোখে আটকেছে। এইগুলো দ্যাখ।'

এবার ছবিগুলো দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। হলিউড গার্লের তোলা ছবি, লিন্ডা গ্রে আর তার রহস্যময় প্রেমিকের। চার বছর আগের, অরিজিনাল প্রিন্ট।

'এগুলো পেলি কোথায় তুই?'

'ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টি। যথেষ্ট তেল দেওয়ার পর ধার দিয়েছে আমাকে। এখানে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে। মেয়েটার মাথার হেডব্যান্ডটা দেখছিস তো?'

'হুঁ। অ্যালিস ব্যান্ড।' *নীল রঙের একটা অ্যালিস ব্যান্ড!*

'ব্রেন্ডা বলেছিল পত্রিকাতে ছবি দেওয়ার সময় মাথার ওপরের অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। যাতে করে কেউ অ্যালিস ব্যান্ডের কথা বললেই তাকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা পারা যায়। কারণ, আর কারও জানার কথা ছিল না ওটার কথা। যদিও এসব ট্রিকস কাজে আসেনি, কেউ কখনও খুনীকে খুঁজে পায়নি।'

'তাহলে তোর চোখে আটকাল কোন জিনিসটা?'

'হাতের দিকে দ্যাখ।'

'ট্যাটু। দেখেছি ওটা, শুনেওছিলাম মিসেস শপ্‌ল'র কাছে। বাজপাখি নাকি ঈগল, কোনটা মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় ঈগল। কিন্তু ওটা কোন ব্যাপার না।'

'কেন?'

'তোকে না বলেছিলাম ক্লডীনের ব্যাপারে আরও বলব? লোকাল মুভি থিয়েটারে তরুণীর গলা কেটে দুই টুকরো করে ফেলা হয়েছে - এটা অনেক বড় একটা খবর ছিল। রকি মাউন্টে এটার ওপর প্রায় একমাস ধরে নিউজ বের করেছে "টেলিগ্রাম"। পুলিশ একটা লিড পেয়েছিল ওখানে। ক্লডীনের হাইস্কুল ফ্রেন্ড একটা মেয়ে থিয়েটারে ওকে দেখতে পেয়ে 'হাই' দিয়েছিল। ক্লডীনও পাল্টা 'হ্যালো' বলে। তখন তার পাশে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল, বান্ধবীটি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা

BanglaBook.org

করেনি এ ক্লডীনের বয়ফ্রেন্ড হতে পারে। অনেক বয়স্ক একজন মানুষ তো। তাকে চোখে পড়ার একমাত্র কারণ, লোকটা মুভি শোতে এসেও সানগ্লাস পরেছিল। আর হাতে ছিল একটা ট্যাটু।'

'পাখির?'

'না, কপটিক ক্রসের। এটার মত।' আরেকটা জেরক্স বের করে দেখাল ও। 'পুলিশকে মেয়েটা বলে প্রথমে তার কাছে ওটাকে নাকি সিম্বল মনে হয়েছিল।'

'স্বাভাবিক। দুই হাতে দুই ধরণের ট্যাটু তার। এক হাতে ক্রস, আরেক হাতে ঈগল।'

মাথা নাড়ল, 'না। জয়ল্যান্ডে তার কোন হাতে ট্যাটু দেখা গেছিল? ছবিতে দেখে বল।'

দেখলাম, 'ডানহাতে।'

'থিয়েটারেও তার ডানহাতে ট্যাটু দেখেছিল ওই মেয়ে।'

'ভুল করেছে। সাক্ষীরা মাঝে মাঝে ভুল করে থাকে। ডান আর বামের ভুল তো খুবই কমন।'

'আমার বাবা এটা নিয়ে সারাদিন তর্ক চালাতে পারবে, বুঝলি!' এরিনের বাবা একজন ডাকসাইটে উকিল, 'কিন্তু দ্যাখ, ডেভ।'

শুটিং গ্যালারির ছবিটা আমার হাতে তুলে দিল এবার সে, এটাই সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি। হলিউড গার্ল তাদের দেখে সুযোগ মনে করেছিল, তারপর ছবি তুলতে এসেছিল। ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এখানে তাকে। তবে ছবিটা যত্ন করে তুলতে পেরেছিল মেয়েটা।

মিসেস শপ্‌ল'র ভাষাতে *লিন্ডার নিতম্বে নিজের তলপেট ঠেকিয়ে* দাঁড়ানো খুনীর বাম হাত এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাতটা খালি। কোন ট্যাটু নেই।

'হাতে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুই জন খুনী আছে তাহলে? একজন লিন্ডাকে খুন করেছে, আরেকজন ক্লডীনকে?'

BanglaBook.org

'না। কিছু যে দেখা যাচ্ছে না, এটাই আমার পয়েন্ট। প্রিন্ট আর নেগেটিভ ছবি নিয়ে ফিল হেনড্রন নামক এক গ্র্যাড স্টুডেন্টের কাছে গেছিলাম। ও হল ডার্করুম জিনিয়াস। বার্ড ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। স্পীড গ্রাফিকস ক্যামেরা নিয়ে আমরা ছবি তুলতাম, মনে আছে?'

'হুম।'

'ওটা শুধুমাত্র একটা আকর্ষণ। সুন্দর সুন্দর মেয়েরা পুরোনো ফ্যাশনের ক্যামেরা নিয়ে ছোটাছুটি করছে, আবেদন আছে আলাদা। কিন্তু ফিল বলল নেগেটিভ দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায়। যেমন-'

আরেকটা ছবি দিল ও এবার। যেসব ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওরা ছিল, মূল ফোকাস আর কারও দিকে, সেগুলোর একটা। যদিও এখানে ওদের জুম করে আনা হয়েছে। কিছুটা ঝাপসা, তবে আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার।

'হাতের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। লিন্ডার বয়ফ্রেন্ডের হাতের দিকে।'

'কালি! কালি গড়িয়ে পড়ছে ওর হাত থেকে!'

'প্রচণ্ড গরম ছিল সেদিন। তারওপর মেয়েটাকে খুন করার পরিকল্পনা করেই ঢুকেছিল হারামজাদা। ঘেমে উঠবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? ঘামের সাথে ধুয়ে যাচ্ছিল কালি। আমার থিওরি শুনবি?'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

'কালি দিয়ে ট্যাটু এঁকে খুন করতে বের হয় সে। কারণ, এধরণের ট্যাটু মানুষের চোখে পড়বেই। মানুষ সেটা মনে রাখবে। আর সব-'

'ট্যাটুর দিকে সবার এত মনোযোগ থাকবে যে ওর আর কোন দিকেই মানুষ লক্ষ্যই করবে না। পরে ট্যাটু ধুয়ে ফেললেই একদম ক্লীন হয়ে যাচ্ছে সে। দারুণ জিনিস বের করেছিস তো!' প্রশংসা না করে পারলাম না। 'পুলিশ কি জানে?'

'জানি না। তোর মন চাইলে তুই জানা গিয়ে, আমি নেই এর মধ্যে আর। সোজা ভদ্র ছাত্রীর মত স্কুলে ফিরে যাব আমি। এতদিন পর তারা পাত্তা দিবে বলেও মনে হয় না।'

BanglaBook.org

বার বার ছবিগুলো দেখলাম। এরিন যে দারুণ আবিষ্কার করেছে সেটা নিয়ে কোন সন্দেহ ছিল না আমার, কিন্তু মনে হচ্ছে আরও কিছু একটা বাকি থেকে গেছে। কি সেটা, তা আমি ধরতে পারলাম না। মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকল ব্যাপারটা।

'এই টাইপের আর কোন মার্ডার হয়েছ কি না সেটা চেক করে দেখেছিস? ইভা লংবটোমকে বাদ দে, বাকি চারটা মার্ডারের মত?'

'চেষ্টা করেছি। সংক্ষেপে উত্তর হল, আমার মনে হয় না আর কোন খুন হয়েছে এরকম। পঞ্চাশটার মত তরুণীর মার্ডার নিউজ পড়েছি আমি, আরও বেশি হতে পারে, যেখানে গ্রীষ্মে খুন হয়ছে, ডেটিং সিচুয়েশনে খুন হয়েছে, গলা কাটা হয়েছে আর কার্নি কানেকশন আছ-'

'হ্যালো, কিডস!'

চমকে উঠে ফিরে তাকালাম আমরা। ফ্রেড ডীন। আজ গলফিং শার্ট পরে আছে সে, স্যুট পরিহিত অবস্থাতে তাকে দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। এই পোশাকে অবশ্য একেবারে তরুণ দেখাচ্ছে তাকে। মাথার চুলে পাক না ধরলে তেমনটা বলেই চালিয়ে দেওয়া যেত।

'হ্যালো, মি. ডীন। আমাকে আপনার মনে আছে কি না জানি না-' একহাতে ওর পেপারওয়ার্ক আর ছবি আর অন্যহাতে ফাইলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল এরিন।

'অবশ্যই মনে আছে। হলিউড গার্লদের আমি ভুলি না, তবে নামটা একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় আরকি। তুমি কি অ্যাশলি না জেরি?'

মুচকি হাসল ও, আলগোছে কাগজগুলো ফাইলে ঢুকিয়ে আমার হাতে তুলে দিল, 'আমি এরিন।'

'ও হ্যাঁ! এরিন কুক!' আমার দিকে চোখ টিপল ফ্রেড, এটা তাকে গলফিং শার্টে দেখার চেয়েও বেশি অবাক করা ব্যাপার! 'ইয়াং লেডিদের ব্যাপারে তোমার দারুণ টেস্ট আছে, জোনসি।'

BanglaBook.org

'তা আছে। কি বলেন?' পাল্টা দাঁত কেলাতে কেলাতে বললাম আমি। দ্রুত আমার হাতে ধরা ছবিগুলো ঢুকিয়ে ফেলছি ফাইলে। এখন টম কেনেডির গার্লফ্রেন্ড হিসেবে তাকে পরিচয় করাতে গিয়ে কথা বাড়াবার কোন মানে হয় না।

'অ্যাকাউন্ট বুকটা নিতে এসেছিলাম। আইআরএস পেমেন্ট আসছে সামনে, বিশাল ঝামেলা। ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে তো, এরিন?'

'জ্বি স্যার। অনেক।'

'সামনের বছর ফিরে আসছ আমাদের সাথে কাজ করতে?'

'না মনে হয়।' দুম করে সত্য কথাটা বলে দিল এরিন।

'ফেয়ার এনাফ। তবে মন পাল্টালে চলে এসো। তোমার জায়গা এখানে সব সময়ই হবে।' আমার দিকে তাকাল ফ্রেড, 'পার্কে যে ছোট ছেলেটাকে আনতে চেয়েছিলে, ওর মাকে দিন-তারিখ কিছু বলেছ?'

'মঙ্গলবার। বুধ বা বৃহস্পতিবার হবে যদি বৃষ্টি পড়ে। বাচ্চাটা বৃষ্টিতে বের হতে পারবে না।'

আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল এরিন।

'মঙ্গলবারেই এনো তাহলে ওদের। এদিকে একটা ঝড় এগিয়ে আসছে, আবহাওয়া খবর দেখনি মনে হয়? বুধবারে উপকূলবর্তী এলাকাতে এসে হামলে পড়বে ওটা। ভাগ্য ভাল ঝড়টা হারিকেন না। যাকগে, আমি গেলাম। দেখা হয়ে ভাল লাগল, এরিন।'

'টিপসের জন্য ধন্যবাদ।' বললাম।

মানুষটা চোখের সামনে থেকে সরে যেতেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল এরিন। 'দেখেছিস কি প্যান্ট পরে এসেছেন আজ উনি? হিহিহিহি।'

'হুম।' আনমনে বললাম। লেনের কাছ থেকে শুনেছি ফ্রেড ডীন জয়ল্যান্ডকে টিকিয়ে রেখেছে। একসাথে একগাদা জিনিস সামলায় সে, অ্যাকাউন্ট বুকও তার মধ্যে একটা। সে যে কোন ধরণের পোশাক পরেই চলাফেরা করুক না কেন, দারুণ চালু লোক।

BanglaBook.org

'বাচ্চা ছেলেকে পার্কে আনছিস মানে? ঘটনা কি?'

'যেতে যেতে বলছি, চল।'

বললাম ওকে। সব কিছুই খুলে বললাম, হাসপাতালের বিশাল মারামারির কাহিনীটুকু বাদ দিয়ে অবশ্যই। এরিন কোন বাধা না দিয়ে পুরোটা শুনল। শেষে একটা মাত্র প্রশ্ন করল ও, ততক্ষণে সৈকত থেকে মিসেস শপ্‌ল'র বাড়িতে ঢুকে পড়ছি আমরা।

'মাম্মিটার যৌনাবেদন কেমন, ডেভ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মানুষ আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করতেই থাকতে দেখছি!

❤

সেরাতে টম আর এরিন সার্ফার জো'স-এ গেল। বিয়ার অ্যান্ড বুগি বার ওটা, আগের সামারেও এরিন আর টম ওখানে কয়েক রাত কাটিয়েছিল। আমাকেও ডেকেছিল ওরা, তবে আমি পুরোনো প্রবাদে বিশ্বাসী। দু'জনে সঙ্গী, তিনজনে - জানেনই তো! তাছাড়া শহরে এ সময়ে তারা কোন পার্টি পাবে বলে মনে হয় না। হেভেন'স বে-র গ্রীষ্মকালীন চেহারা যাই হোক, অক্টোবরে সম্পূর্ণ মৃত জায়গা এটা।

টমকে সতর্ক করে দিতে হেসেই উড়িয়ে দিল, 'বুঝতে পারছিস না, ডেভ। আমরা ওখানে মজা খুঁজতে যাচ্ছি না, আমরা মজা নিয়ে যাচ্ছি। এটাই পুরো গ্রীষ্মে আমাদের একমাত্র শিক্ষা।'

এরপরও তাদের আগে আগে ফিরে আসার শব্দ শুনলাম। গলা পর্যন্ত গিলে এসেছে দুইজনই, খিলখিল করে হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল। ওদের কণ্ঠ শুনে খুব একা একা লাগতে থাকে নিজেকে। ওয়েন্ডির জন্য না, যে কোন সঙ্গিনী পেলেই চলত। এখন মনে হয় ওয়েন্ডি অধ্যায় শেষ করতে ওরকম চিন্তাভাবনাটা ছিল একধরণের অগ্রগতি।

ছবি আর কাগজগুলো নিয়ে বসেছিলাম। পুরোটা পড়লাম তবে নতুন কিছু জানতে পারলাম না। ছবিগুলো আবার দেখতে শুরু করলাম তখন। সাদা-কালো ছবিগুলোর নিচে লেখা আছে 'আপনার জয়ল্যান্ড হলিউড গার্লের আলোকচিত্র'। কয়েকবার দেখলাম ওগুলো, তারপর সামনে রেখে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজাতে থাকলাম ওগুলোকে। দেখে যে কেউ মনে করতে পারে আমি কোন ধাঁধার সমাধান

BanglaBook.org

করার চেষ্টা করছি। এক দিক থেকে ভাবলে অবশ্য তাদের ধারণাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

এরিন দুটো বিষয় নিয়ে চিন্তাতে পড়ে গেছিল।

এক. কার্নি কানেকশন।

দুই. ট্যাটুগুলো নকল ছিল।

আমাকেও ভাবাচ্ছে বিষয়দুটো। তবে, আরও কিছু একটা আছে। সেটা কি, ধরতে পারছি না। আমার মনে হতে থাকে, ঠিক আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ব্যাপারটা। সরাসরি আমার দিকে। অথচ আমি ধরতে পারছি না। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যেতে দুটো ছবি বাদের আর সবগুলোকে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলাম।

প্রথমটাতে লিন্ডা গ্রে আর তার খুনী হুইরলি কাপসের সামনের লাইনে অপেক্ষা করছে।

দ্বিতীয়টাতে লিন্ডা গ্রে আর তার খুনী শুটিং গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

'ট্যাটুর দিকে মনোযোগ দিতে হবে না। ওটা না, আর কিছু ... আর কিছু...' মনে মনে নিজেকে বলতে থাকলাম।

আর কি হতে পারে? সানগ্লাস খুনীর চেহারাকে মুখোশ পরিয়ে দিয়েছে যেন। বাস্কেটবল ক্যাপ কপাল আর ভ্রু ঢেকে দিয়েছে। ক্যাপের লোগোতে একটা ক্যাটফিশ দেখা যাচ্ছে, বিশাল লাল 'সি'এর ভেতর থেকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওটা। সাউথ ক্যারোলিনা মাইনোর লীগ টীমের প্রতীক। নাম - মাডক্যাটস। শত শত মাডক্যাট ক্যাপ পরে থাকা মানুষ প্রতিদিন পার্কে আসে। আমরা তাদের ঠাট্টা করে বলি 'ফিশটপস'। এদের জন্য ডগটপস নামটা প্রযোজ্য নয়। পার্কের সবচেয়ে কমন ক্যাপ এটা, সেজন্যই বেজন্মাটা ফিশটপ পরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বার বার ছবি দুটো দেখলাম। বার বার। তারপর ফাইলে আবারও ঢুকিয়ে রেখে কাটিংগুলো পড়লাম। টম আর এরিন ফিরে আসার সাথে সাথে প্রচণ্ড ঘুম চোখে বিছানাতে আছড়ে পড়লাম। সকালে হয়তবা আচমকা মনে করতে পারব ছবিগুলোতে কি খুঁজছিলাম, এই একটা আশা মনের গহীনে ধরে রাখতে তো দোষ নেই!

BanglaBook.org

ঘুমের মধ্যে স্রোতের ভারী গর্জনের শব্দ শুনতে পেলাম। স্বপ্নে দেখলাম সৈকতে দাঁড়িয়ে আছি আমি, অ্যানি আর মাইকের সাথে। আমি আর অ্যানি ঢেউয়ের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে, একে অন্যকে একহাতে জড়িয়ে রেখেছি। মাইক সৈকতে ছুটতে ছুটতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। নাটাই নিয়ে সামনে ছুটতে হচ্ছে সুতো ছাড়তে, কাজটা অনায়াসে করছে সে। একদম ঠিক হয়ে গেছে ছেলেটা। সম্পূর্ণ সুস্থ একজোড়া পা তার, নিউমোনিয়া ছেড়ে গেছে।

মাসকুলার ডিস্ট্রফির রোগীকে নিয়ে এমন দুরাশা করা হয়ত শুধু স্বপ্নেই সম্ভব।

সেদিন সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। গতকাল জানালা আটকে দিতে মনে ছিল না, তীব্র আলো পড়েছে মুখে।

ফাইলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, ছবি দুটো আবারও বের করে আনলাম। মনোযোগ দিয়ে তাকালাম ওদের দিকে, ঘুম ভাঙ্গার পর মন খুঁতখুঁত করার কারণটা খুঁজে পাব বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু, পেলাম না।

❤

আসার সময় টম আর এরিনের শিডিউল দারুণভাবে মিলে গেছিল। নাহলে এক ট্রেনে করে আসতে পারত না ওরা। যাওয়ার সময় দেখা গেল হেভেন'স বে থেকে উইলমিংটনে একসাথে যাওয়ার একমাত্র রাইড আমার ফোর্ড। এরিনের ট্রেন নিউ ইয়োর্কে যাবে, টমের কোস্টার এক্সপ্রেস যাবে বোস্টনে। কিন্তু এরিনের ট্রেন টমের দুই ঘন্টা আগেই ছেড়ে যাবে এই স্টেশন থেকে।

ওর জ্যাকেট পকেটে একটা চেক গুঁজে দিলাম, 'ইন্টারলাইব্রেরী লোন আর লং ডিসট্যান্স।'

বের করে অ্যামাউন্টটা পড়ল ও, 'আশি ডলার অনেক বেশি হয়ে যায়, ডেভ!'

'এত বেশি তথ্য বের করেছিস, সে তুলনাতে কিছু হয়নি ওটা। রাখ তোর কাছেই, *লেফটেন্যান্ট কলম্বো*!'

হাসল ও। পকেটেই রাখল। আরেকবার চুমু খেয়ে বিদায় জানাল আমাকে। সেই ভাই-বোন জাতীয় চুমু। গ্রীষ্মের শেষে যেমনটা খেয়েছিল তার ধারে কাছেও না

BanglaBook.org

এটা। একয়দিনে টমের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করে হয়ত সে রাতের কথা ভুলেই গেছে সে।

টমকে দেখে মনে হল মেয়েটাকে ছাড়বেই না এবার। ধরে থাকবে ট্রেন চলে যাওয়ার পরও। অবশ্য শেষ হুইসলটা দেওয়ার পর ছেড়ে দিল তাকে। টম আর আমি রাস্তা পার হয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়লাম। রাতের খাবার খেয়ে ট্রেন ধরবে বন্ধুবর।

ডেজার্ট সামনে আসার পর গলা পরিষ্কার করল টম, 'ডেভ, শোন্।'

ওর গলাতে কিছু একটা ছিলো, সাবধানে তাকালাম আমি, 'বল্।'

'তুই আর এরিন যেটা করছিস আমার মনে হয় এটা থামানো দরকার তোদের। এরিনের ওপর ভালো প্রভাব ফেলছে এটা, ঠিকমত কিছুই করতে পারছে না। নিজের কোর্সগুলোকে অবহেলা করছে সে।' হাসল টম, জানালা দিয়ে বাইরে ট্রেন স্টেশনের দিকে তাকাল, 'আমার কথা শুনে তোর নিশ্চয় মনে হচ্ছে এরিনের বয়ফ্রেন্ড না, বাবা কথা বলছে?'

অবাক হলাম, 'নাহ! তুই ওকে কেয়ার করিস। দ্যাটস অল। আমি বুঝতে পারছি, ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন তুই। এটা তো ভাল।'

'কেয়ার করি? দোস্ত, আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রেমে ডুবে আছি। ও আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখন। তোকে যা বললাম তাতে আবার মনে করিস না জেলাসি থেকে বললাম। আসলে ব্যাপারটা হল, ও যদি বোস্টনে আমার কাছে ট্রান্সফার হয়ে আসতে চায়, টাকার পাশাপাশি ভাল একটা রেজাল্ট রাখতে হবে ওকে। তোর তদন্তে ও মাথা ঢোকালে সে রেজাল্ট উঠবে বলে আমার মনে হয় না। এবার বুঝতে পারছিস? '

বুঝতে তো পারছিই। আরেকটা ব্যাপারও স্পষ্ট বুঝলাম, টমই হয়ত বুঝতে পারছে না সেটা। চাইলেও বুঝতে পারবে না ও সেটা। ঈর্ষার একটা হল্কা আমার তলপেট বেয়ে চলে গেল।

BanglaBook.org

হাসলাম তারপর, লুকাবো না- প্রচুর কসরত করে বের করতে হল হাসিটা। বললাম, 'মেসেজ রিসিভড! যতদূর তোকে বলতে পারি, আমাদের ছোট্ট রিসার্চ প্রজেক্টটা এখানেই শেষ হল।'

কাজেই তুই এখন শান্তিতে থাকতে পারিস। হরর হাউজে কি হয়েছিল তা নিয়ে তোকে আর ভাবা লাগবে না!

'গুড! আমাদের বন্ধুত্ব এখনও আগের মত আছে তো?'

টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'মৃত্যু পর্যন্ত অটুট থাকবে আমাদের বন্ধুত্ব।'

হাত মেলাল ও।

❤

উইগল-ওয়্যাগল ভিলেজের স্টোরি স্টেজের তিনটা পর্দা আছে। প্রিন্স চার্মিং ক্যাসল, জ্যাক ম্যাজিক বীনস্টক আর একটা তারা ভরা রাতের আকাশ, পেছনে লাল নিওনে ক্যারোলিনা স্পিনের আউটলাইন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে রঙ জ্বলে গেছে তাদের। সোমবার এগুলোর পেছনে লাগলাম, হাল্কা টাচ দিলাম (ভরে দিচ্ছিলাম না একেবারে, আমি কোন ভ্যান গগ না) যাতে মোটামুটি দর্শনযোগ্য হয়ে ওঠে আগের মত। পার্ট টাইম এক গাঁজুনী এসে জানাল ফ্রেড ডীন আমাকে তার অফিসে ডাকছে।

কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে রওনা দিলাম সেদিকে। এরিনকে পার্কে নিয়ে আসার কথা শোনা লাগে কি না কে জানে! ফ্রেডকে আজও স্যুট-বুটে দেখলাম না দেখে অবাক হলাম। রঙচটা জিন্স আর প্রায় একই দশার একটা জয়ল্যান্ড টি-শার্ট পরে আছে সে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা পার্কের চীফ এমপ্লয়মেন্ট অফিসার না, তাকে রাইড-জকের মত দেখাচ্ছে।

আমার বিস্ময়টা ধরতে পারল সে। হাসল, ' ড্রেসটা পছন্দ হয়েছে? আমার কিন্তু বেশ লাগে। ব্রিটিজ ব্রাদারস শোতে থাকার সময় এরকম পোশাকেই ঘুরতাম আমি। পঞ্চাশের দশকের কথা। আমার মা ব্রিটিজিদের পছন্দ করত, কিন্তু বেঁকে বসেছিলেন বাবা। উনিও কিন্তু কার্নি ছিলেন।'

BanglaBook.org

'জানি আমি।' বললাম।

'তাই নাকি? কথা ছড়ায় তাহলে ভালই? যাই হোক, আজ বিকেলে অনেক কিছু করার আছে।'

'আমাকে শুধু লিস্টটা দেন। পর্দাগুলোতে রঙ করা প্রায় হয়ে গেছে, তারপর -

'না না, তুমি আজ দুপুরেই বের হয়ে যাচ্ছ এখান থেকে। আগামীকাল সকাল নয়টার আগে তোমাকে আমি এখানে আর যেন না দেখি। পে-চেক নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আজকের পূর্ণ বেতনই চলে যাবে তোমার অ্যাকাউন্টে।'

'কি হচ্ছে, ফ্রেড?'

অদ্ভুত একটা হাসি ছুঁড়ে দিল সে আমাকে, 'এটা একটা সারপ্রাইজ।'

❤

সোমবারটা ছিল বেশ গরম আর রোদ্রালোকিত। হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছি, ব্রডওয়াকের প্রান্তে অ্যানি আর মাইককে দুপুরের খাবার খেতে দেখলাম। মাইলো আমাকে দেখেই ছুটে আসল প্রাণপনে।

সাথে সাথেই চেঁচাতে শুরু করল মাইক, 'ডেভ! আসো, আসো! আমাদের সাথে স্যান্ডউইচ খাও! অনেক আছে।'

'না, আমার উচিত হবে না-'

'আমরা খুশি হব।' অ্যানি বলল, ভ্রু কুঁচকে আছে তার, 'যদি তোমার অসুখ করে থাকে তাহলে আলাদা কথা।'

আজকে ও আমাকে 'তুমি' করে বলছে। অদ্ভুত এক ভাললাগায় মনটা ভরে গেল।

'আমি ঠিক আছি। আগে আগে বাড়ি পাঠিয়ে দিল মি. ডীন, মানে আমার বস। কি নাকি একটা সারপ্রাইজ দেবেন তিনি। আমার মনে হয় আগামীকালের ব্যাপারটা আছে এখানে।' উদ্বেগের সাথে তাকালাম অ্যানির দিকে, 'কালকের তো যাচ্ছি আমরা, নাকি?'

'হ্যাঁ। যখন আমি সারেন্ডার করি, তখন সারেন্ডার করেই থাকি। শুধু একটা কথা, আমরা মাইককে ক্লান্ত করে ফেলতে যাচ্ছি না, তাই না?'

'মাম!' চাপা গলাতে বলল মাইক।

BanglaBook.org

পাত্তাই দিল না তাকে মাম, 'তাই না?'

'না, ম্যা'ম।' বিনয়ের সাথে বললাম বটে, তবে তরুণ বয়েসের পোশাক পরে থাকা ফ্রেড ডীনের মন মেজাজের যা ফুরফুরানি দেখে এসেছি, কি সারপ্রাইজ দেবে খোদা মালুম। সেটা মাইককে কতটা ক্লান্ত করবে সেটাও জানে কে? ছেলেটার শরীরের কন্ডিশন ঠিকমত বুঝিয়েছিলাম তাকে। তবে সে বুঝেছিল তো?

'তাহলে, আমাদের সাথে একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে যাও, এসো। এগ সালাদ তোমার ভাল লাগে তো?'

❤

সোমবার রাতে ভাল ঘুম হল না। কেন জানি মনে হচ্ছিল ঝড়টা আগে আগে এসে মাইকের ট্রিপটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু মঙ্গলবার ভোরের আকাশটা দারুণ পরিষ্কার দেখা গেল। সুড়সুড় করে বৈঠকখানাতে গিয়ে টিভি অন করলাম। ভোরের আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি দেখতে হবে।

ঝড়টা এখনও আসছে, তবে আপাতত ওটার ঝাপ্টা সামলাবে ফ্লোরিডা আর জর্জিয়া। মনে মনে শুধু আশা করলাম মি. ঈস্টারব্রুক তার খাবারদাবার প্যাকেট করে রাখছেন।

'সকালে ঘুম ভাঙ্গল যে আজ তোমার?' পেছন থেকে মিসেস শপ্‌ল'র গলা শুনে ঘুরে তাকালাম। 'এখন স্ক্র্যাম্বলড এগ আর বেকন বানাচ্ছিলাম। এসো, খাবে।'

সবাই আজকাল খাওয়ার জন্য ধরাধরি করছে। বললাম, 'ক্ষিধে পায়নি যে, মিসেস এস।'

'বাজে কথা। তুমি এখনও বাড়ন্ত একটা ছেলে, ডেভিন। কতই বা বয়স হয়েছে? বেশি বেশি খাওয়া দরকার তোমার। আর, এরিন তোমার আজকের প্ল্যান বলে গেছিল আমাকে। দারুণ একটা কাজ করছ তুমি। সব ঠিকমতই শেষ হবে।'

'আশা করি আপনার কথাই ঠিক।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ফ্রেড ডীন।

যে আমাকে গতকাল আগেভাগে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফ্রেড ডীনের আজকে একটা সারপ্রাইজ প্ল্যানিং আছে।

BanglaBook.org

আগের দিন লাঞ্চের সময়ই সব প্ল্যানিং করা হয়ে গেছিল আমাদের। ঠিক সাড়ে আটটায় বিশাল সবুজ ভিক্টোরিয়ানের ড্রাইভওয়েতে আমার গাড়িটা ঢুকল। অ্যানি আর মাইক যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, মাইলোও।

'ওকে নিলে কেউ বকবে না তো?' গতকালই জানতে চেয়েছিল মাইক। 'আমি কোন ঝামেলা বাঁধাতে চাই না।'

'জয়ল্যান্ডে সার্ভিস ডগদের ঢোকার অনুমতি আছে। আর মাইলো আমাদের সাথে সার্ভিস ডগ হিসেবে যাবে। তাই না, মাইলো?'

মাইলো অনিশ্চিত ভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছিল। *সার্ভিস ডগ*শব্দটার সাথে তার তেমন পরিচিতি নেই।

আজ মাইক তার বিশাল ব্রেসগুলো পরেছে। ওকে ভ্যানে তোলার সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলাম কিন্তু হাত নেড়ে আমাকে তাড়ালো ও। নিজে নিজেই উঠবে। অন্য কোনদিন হলে হাজারবার কাশতে হত এই কাজটা করতে গিয়ে। কিন্তু আজকে তেমন কিছু দেখা গেল না। বোঝা গেলপ্রচণ্ড উত্তেজনাতে আছে সে, কাশতেও ভুলে গেছে। অ্যানির পা দুটোকে ব্লু রাইডারসের জিনসে অসম্ভব লম্বা দেখাচ্ছে। আমার হাতে ভ্যানের চাবিটা দিয়ে দিল সে।

'তুমি ড্রাইভ কর। আমার নার্ভাস লাগছে।' নিচু গলাতে বলল, মাইক যাতে না শুনতে পায়।

নার্ভাসনেস, সেটা আমাকেও ধরেছিল সেদিন। চাপাচাপি করে ওদের দুইজনকে বের করে এনেছি আমি, কিছু একটা হয়ে গেলে আমিই দায়ী থাকব। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম।

আমাদের গাড়ি ছুটে গেল জয়ল্যান্ডের দিকে। প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে অ্যানি। অক্টোবরের সেই সকালে আমার মনে হল আগে কখনও এতটা সুন্দর লাগেনি ওকে। ফ্যাকাসে জিনসের প্যান্টের সাথে হাল্কা রঙের স্যোয়েটার, চুলগুলো পেছনে একটা নীল রিবন দিয়ে বাঁধা।

'সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ, ডেভ। আমি শুধু আশা করছি আমরা ঠিক কাজটাই করছি এখানে।' পেছন থেকে বলল ও।

BanglaBook.org

'ঠিক কাজটাই করছি আমরা। ভেবো না।' গলাতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে বললাম আমি।

ভেতরে ভেতরে আত্মবিশ্বাস তার ধারেকাছেও ছিল না আমার। অন্যপাশে কি সারপ্রাইজ রেডি হচ্ছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছি, কোনমতেই স্বস্তির সাথে গাড়ি চালানো সম্ভব না আমার পক্ষে।

❤

জয়ল্যান্ডের গেটের সাইন জ্বলে উঠেছে আজকে, প্রথমে এটাই খেয়াল করলাম দূর থেকে। তারপর কানে ভেসে এল গ্রীষ্মকালীন মিউজিক। লাউডস্পীকারে বাজনা বাজাচ্ছে ওরা। এখন যে গানটা বাজছে, ষাটের দশকের শেষদিকে অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা করে রাখা জায়গাতে পার্ক করতে চাচ্ছিলাম গাড়ি, ফ্রন্ট গেট থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে পার্কিং লটের সে অংশটা। কিন্তু তার আগেই ফ্রেড ডীন মেইন গেটে এসে দাঁড়াল, আমাদের ইঙ্গিতে ভেতরে চলে আসতে বলল সে।

আজকে স্যুট পড়েছে লোকটা। শুধু তাই না, তার সবচেয়ে ভাল স্যুটটা পরে এসেছে। এটা পরে ভিআইপি ট্যুর ছাড়া আর কোথাও যায় না সে। স্যুটটা তো তাও আগে দুই একবার দেখেছি, মাথাতে কালো সিল্কের যে হ্যাটটা পরেছে তা দেখিওনি আগে।

'প্রতিদিনই কি এমন হয় নাকি?' অ্যানি জানতে চাইল।

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বললাম। কোনদিনও এখানে এত জাঁকজমক আয়োজন দেখি আমি!

ভেতরে ড্রাইভ করে এনে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে চলে আসলাম। মি. ঈস্টারব্রুকের সাথে প্রথম দিক যে বেঞ্চে কথা হয়েছিল, সেখানে গাড়ি রাখলাম। মাইক যেভাবে ভেতরে ঢুকেছিল সেভাবেই বের হয়ে আসতে চাইল। নিজের প্রচেষ্টাতে। প্রতিটা সেকেন্ড খুব সাবধানে থাকলাম যাতে ও ব্যালান্স হারালেই ধরে ফেলতে পারি।

BanglaBook.org

অ্যানি হুইলচেয়ারটা রোল করে দাঁড় করাতে করাতে ফ্রেড চলে এল কাছে। সেদিন ফ্রেড ডীন ছিল ... *আলোকজ্জ্বল*। আর কোন শব্দ পেলাম না তাকে ব্যাখ্যা করার মত। অ্যানিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল সে, 'আপনি নিশ্চয় মাইকের মা?'

অ্যানি *মিস* নাকি *মিসেস* সেটা ফ্রেডিকে বলা হয়নি। কাজেই ভয়ে ছিলাম। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে বিপদ কাটিয়ে দিল সে।

'আমিই মাইকের মা।' মুচকি হেসে বলল সে, 'আর এই তরুণ ছেলেটা-'

'মাইকেল।' হাত বাড়িয়ে দিল সে স্টিলের পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার দিকে। 'আজকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

'ইউ আর ওয়েলকাম-' স্বভাবসুলভ উত্তরটা দিয়েই থমকে গেল মাইক, 'মানে, থ্যাংক ইউ! আমাদের আসতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের।' হাত মেলাল ফ্রেডের সাথে, 'বিশা-আ-আ-আল জায়গা তো!'

ওটা মোটেও বিশাল জায়গা ছিল না। ডিজনি ল্যান্ড বিশাল, আমাদের অ্যামিউজমেন্ট পার্ক তার ধারে কাছেও না। তবে যে বাচ্চাটা প্রথমবারের মত এরকম একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসেছে তার জন্য বিশাল লাগারই কথা। আমার মনে জমে ওঠা সন্দেহ আর শঙ্কা ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করল।

ফ্রেড সামনে ঝুঁকে বসল এবার, রস পরিবারের তৃতীয় সদস্যকে পরীক্ষা করে দেখছে। 'আর তুমি হলে মাইলো।'

নিজের নাম শুনতে পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

'আমাদের কুকুরের নাম কি করে জানলেন?' অ্যানি ধরল ব্যাপারটা, 'ডেভ কি এটাও বলেছে নাকি?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ফ্রেডি, হাসছে, 'না, ও বলেনি। আমি জানি কারণ এটা একটা জাদুর জায়গা। দাঁড়ান দেখাচ্ছি-'

দুই হাত পেছনে নিয়ে গেল সে, 'কোন হাত?'

'বাম।'

BanglaBook.org

বাম হাত বের করে আনল ফ্রেড। খালি।

চোখ ঘোরাল অ্যানি। হাসছে। 'ঠিক আছে, তাহলে ডান হাত।'

ডান হাত বের করে আনতেই টাটকা একডজন গোলাপ দেখা গেল। কাপড়ের না, সত্যিকারের। একটা ভাঁজও খায়নি কোনটা। অ্যানি আর মাইক বিষম খেল, সেই সাথে আমিও। এতবছর পরও আমি জানি না কিভাবে কাজটা করেছিল ফ্রেড ডীন।

'জয়ল্যান্ড শিশুদের জায়গা, মাই ডিয়ার। আর আজকে যেহেতু মাইক এখানকার একমাত্র শিশু, পার্কটা আজ ওর। এই ফুলগুলো অবশ্য আপনার জন্য।'

অ্যানি ওগুলো নিয়ে নাক ডুবালো ভেতরে। মিষ্টি লাল গন্ধ শুঁকল প্রাণভরে।

'আমি এগুলোকে ভ্যানে রেখে আসতে পারি।' হাত বাড়ালাম। একমুহূর্ত পর আমার হাতে ফুলগুলো তুলে দিল সে।

'মাইক, তুমি জানো এখানে আমরা কি বিক্রি করি?' জানতে চাইল ফ্রেড।

অনিশ্চিত দেখাল তাকে, 'রাইড? রাইড আর গেমস?'

'উঁহু। এখানে আনন্দ বিক্রি করি আমরা। তাহলে, কিছু আনন্দ তুলে নেওয়ার যাক, কি বল?'

❤

পার্কে মাইকের সে দিনটির কথা আমার এখনও মনে পড়ে। শুধু মাইক না, অ্যানির জন্যও আমাদের পার্কে ওটা ছিল প্রথমদিন। যেন গত সপ্তাহে ঘটেছিল ঘটনাটা, এমন মনে হয় আমার। কিছু কিছু দিন একদম রত্নের মত ঝলমলে। জীবনে খুব বেশি আসে না এসব দিন, তবে সবার জীবনেই এই সামান্য দিনগুলোর ভূমিকা আছে। সামান্য সেসব দিনের মধ্যে সেই দিনটা একটা। আমি সেদিন ওয়েন্ডি কীগ্যানের ভূত মাথা থেকে পুরোপুরি নামিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন জীবন আমাকে পেয়ে বসে, সবকিছুই সস্তা বলে মনে হতে থাকে, জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে ফিরে যাই আমি। বৃষ্টিস্নাত দিনে হেঁটে বেড়াই ওখানে,

BanglaBook.org

কল্পনায়। মনে করিয়ে দেই নিজেকে, জীবনের সবকিছুই নিষ্ঠুর খেলা নয়, কখনও কখনও পুরস্কারগুলো বাস্তব। কখনও কখনও তারা বেশ মূল্যবানও।

সেদিন সবগুলো রাইড অবশ্যই চলছিল না। তবে অর্ধেকের বেশি রাইড চালু রেখেছিল ওরা। বেশ কয়েকজন গাঁজুনী ভাড়া করে এনে পপকর্ন, ফ্রাই, সোডা, কটন ক্যান্ডি, হট ডগ বিক্রি করানো হচ্ছিল। সবগুলো আলো জ্বলছিল সেদিন, মিউজিক বাজছিল সবখানেই। ফ্রেড আর লেন কিভাবে মাত্র এক বিকেলের মধ্যে এত কিছু ম্যানেজ করে ফেলল সেটা আমি জানি না, তবে সামলেছিল ভালই।

উইগল-ওয়্যাগল ভিলেজ থেকে শুরু করলাম আমরা। লেন *চু-চু উইগলের* ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আজকে তার হ্যাটের কানা অন্যভাবে সরানো। আমুদে গলাতে বলল ও, 'উঠে পড়ুন সবাই! এই রাইড বাচ্চাদের দিবে আনন্দ, উঠে পড়ে ধরে রাখুন সে ছন্দ। কুকুর আর মায়েরা ফ্রিতেই ছুটবে আজ বাতাসে, বাচ্চারা ইঞ্জিন টপকে চলে এসো আমার পাশে।'

মাইকের দিকে ইঙ্গিত করল সে, তারপর ইঞ্জিনের একমাত্র প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে দেখাল। হুইল চেয়ার থেকে উঠে গেল মাইক, ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অ্যানি এগিয়ে আসলেও মানা করল তাকে।

'না, মাম। আমি নিজেই পারব।'

ওপরে ওঠার সময় অবশ্য লেনকে সাহায্য করতে দিল সে। তারপর খুশিমনে জানতে চাইল, 'এই কর্ডটা দিয়েই বাঁশি বাজায় না? একবার টান দিতে পারি?'

'হ্যাঁ, বাঁশি বাজানোর জন্যই ওটা। কিন্তু ট্র্যাকের ওপর শুয়োরদের জন্য চোখ রেখ। এলাকাতে একটা নেকড়েও আছে, শুয়োরগুলো তাকে খুব ভয় পায়।'

অ্যানি আর আমি অন্য গাড়িগুলোর একটাতে বসলাম। চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে আছে ওর। ঠোঁটদুটো চেপে বসেছে একটা আরেকটার সাথে। কাঁপছে ওরা।

'ঠিক আছো তো?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ।' আচমকা আমার হাত ধরল ও, আঙুলে আঙুল আটকে ধরল এত জোরে, ব্যথা পেলাম। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

'কন্ট্রোলে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলে আমাকে চেক বল, মাইক!'

BanglaBook.org

'চেক!'

'ট্র্যাকে কি দেখলে হর্ন বাজাবে?'

'শুয়োর!'

'তোমার দারুণ একটা স্টাইল আছে, হাসি উঠে যাচ্ছে আমার। একটা হর্ন বাজাও তাহলেই আমরা রওনা দেব!'

মাইক কর্ডটা টেনে ধরল। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল হর্ন, সাথে সাথে ট্রেন ছেড়ে দিল লেন।

চু-চু উইগল একদম ছোটদের জন্য। ছোট অর্থ, তিন থেকে সাত বছর বয়স্ক বাবুদের জন্য এই রাইড। তবে মাইক রস বাড়ি আর তার ত্রিসীমানা থেকে খুব কম বের হয়। সৈকতে বসে থেকে দূরের জয়ল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে সে, ওখান থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনেই মনকে প্রবোধ দেয়। জানে, এসব তার জন্য নয়। মাঝে মাঝেই কাশতে হবে তাকে, কোন একদিন হাঁটার ক্ষমতা পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন বিছানাতে পড়ে থাকতে হবে। ডায়পার পরতে হবে পায়জামার নিচে। মুখে একদিন অক্সিজেন মাস্ক উঠে আসবে। তারপর মারা যাবে সে। এরকম যার অবস্থা, তার জন্য বাচ্চাদের এই রাইডটাও অনেক গুরুত্ব রাখে।

উইগল-ওয়্যাগল ভিলেজ এখন জনশূন্য। নতুন কলেজ স্টুডেন্ট কর্মচারীদের কেউ নেই, তাই রূপকথার অংশটা কেউ অভিনয় করে দেখাতে পারল না। তবে ফ্রেড আর লেন সব মেকানিক্যাল অংশগুলো চালু করে দিয়েছে। ক্যান্ডি হাউজের সামনের ডাইনি বুড়ি, ম্যাড হ্যাটারের চা-পার্টি, নাইটক্যাপ পরে থাকা ওয়্যারউলফ (ট্রেনের নিচ দিয়ে চলে যায় এটা বিশেষ একটা জায়গাতে এসে), তিনটা বাচ্চাদের পরিচিত বাড়ি, যথাক্রমে খড়, কাঠি আর ইট দিয়ে তৈরি- মাইক সবই উচ্ছ্বাসের সাথে পার হল।

'শুয়োর-টুয়োর বের হয় কি না দেখো কিন্তু!' লেন সাবধান করে দিল।

প্রায় সাথে সাথে শুয়োরের পালটা লাইনের ওপর উঠে এল। হেসে কুটি কুটি হয়ে গেল মাইক। হর্ন বাজাল জোরে। শুয়োরের দল উধাও হয়ে গেল নিমেষে। আবারও স্টেশনে ফিরে এলাম আমরা, ট্রেন থামতেই আমার হাত ছেড়ে দিল অ্যানি। তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেল ইঞ্জিনের কাছে।

BanglaBook.org

'হানি, ঠিক আছো তো তুমি? ইনহেলার লাগবে তোমার?'

'না, ঠিক আছি।' লেনের দিকে ঘুরে তাকাল মাইক, 'থ্যাংকস, মি. ইঞ্জিনিয়ার।'

'মাই প্লেজার, মাইক।' একটা হাত তুলল সে, 'এখনও বেঁচে আছ তুমি? থাকলে একটা হাই-ফাইভ দাও দেখি।'

ফাইভ দিল মাইক। আমার মনে হল এর চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত সে আর কখনও ছিল না।

'চলো, আমরা আরেক জায়গায় যাই। আজ অনেক রাইডেই আমি থাকব তোমাদের সাথে।' আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল লেন।

❤

অ্যানি হুইরলি কাপে মাইককে চড়তে দিল' না, তবে চেয়ার-ও-প্লেনসে বেচারার জন্য অনুমতি মিলল। ট্রেনের চেয়েও জোরে খামচে ধরল এবার ও আমাকে, তবে আঙুল নয়। এ দফাতে চাপটা গেল আমার হাতের ওপর দিয়ে।

'গড! ওর চুল দেখছ? কিভাবে উড়ছে ওটা?' হাসিটা মুখে ফুটে উঠতে যাচ্ছিল, পরমুহূর্তে চিৎকার শুরু করল ও। ওপর থেকে বাঁকা হতে শুরু করেছে রাইডটা। নিজের চিৎকারের ব্যাপারে সচেতন বলে তাকে মনে হল না। আমার হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে কখন, তাও হয়ত খেয়ালই করেনি সে।

ফ্রেড কন্ট্রোল করছিল এবারের রাইডটা। অর্ধেক স্পীডে চালাচ্ছে সে। মাইককে যতসম্ভব মাটির সাথে সমান্তরাল করে চালাল। তবুও নেমে আসার পর পায়ে বল পাচ্ছিল না মাইক। ওকে আমি আর অ্যানি দুই পাশ থেকে ধরে হুইলচেয়ারে নিয়ে এলাম। মাইকের ক্রাচ ধরে থাকল ফ্রেড।

'ওহ, ম্যান!' এটাই শুধু বলতে পারল ক্লান্ত ছেলেটা, 'ওহ ম্যান! ওহ, ম্যান!'

এরপরের রাইড *দ্য ডিজি স্পীডবোটস*। নামের সাথে মিল খুঁজলে হতাশ হতে হবে, স্থলপথেই চলে এটা। মাইক আর মাইলো একটাতে উঠল, আরেকটাতে আমি আর অ্যানি। চার মাস ধরে এখানে কাজ করলেও এই রাইডে আমার চড়া হয়নি। এবার আমিও চেঁচালাম, মাইকদের বোটের সাথে আমাদেরটা লেগে যাচ্ছিল প্রায়। ধাক্কা দেওয়ার এক সেকেন্ড আগে সরে এল অবশ্য।

BanglaBook.org

'উইম্প!' কানের পাশে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাসটা বের করে দিল ও।

নেমে আসার পর মাইক দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল। তবে কাশছে না আজ। হাউন্ড ডগ ওয়েতে নিয়ে আসলাম আমরা ওকে। সোডা কিনলাম ওখানে। অ্যানি টাকা দিতে গেলে গাঁজুনি মাথা নাড়ল, 'আজ সবকিছু আমরাই সরবরাহ করব, ম্যাডাম।'

'আমি একটা হটডগ খাই, মাম? আর একটু কটন ক্যান্ডি?' মাইক আবদার করল।

ভ্রু কুঁচকাল ও, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে! কিন্তু মনে রেখ, আজকের দিনটা এক্সেপশন। এরপরে খাওয়া চলবে না আর ওসব!'

হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে হট ডগের দোকানের দিকে চলে গেল মাইক। আমার দিকে ঘুরে ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে অ্যানি বলল, 'নিউট্রিশনের সাথে সম্পর্ক নেই। আসলে, ওসব হাবিজাবি খাওয়ার পর যদি মাইক বমি করে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাইকের কন্ডিশনে যারা থাকে তাদের জন্য বমি হওয়া বিপদজনক। ওরা-'

ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম আচমকা। আলতো করে আমার ঠোঁট ছুঁয়ে দিলাম ওরটায়, অসম্ভব মধুর কোন পানীয়ের একফোঁটা স্বাদ যেন। তারপর বললাম, 'থামো তো, এত বেশি চিন্তা করতে পারো তুমি! ওকে দেখে কি তোমার অসুস্থ মনে হচ্ছে?'

ওর চোখ দুটো বেশ বড় বড় হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল এখনই আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেবে সে, তারপর মাইককে নিয়ে বের হয়ে যাবে। চমৎকার দিনটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে সেই সাথে। পুরোটা আমার দোষ!

কিন্তু না, হাসল অ্যানি। গভীর পর্যবেক্ষণিক দৃষ্টি মেলে আমাকে একবার দেখল, 'এর অর্ধেক চান্স পেলেও এর চেয়ে কয়েকগুণ ভাল পারফর্ম করতে পারবে, বাজি ধরে বলতে পারি আমি।'

কোন উত্তর দেওয়ার আগেই মাইকের পেছনে পেছনে ছুটল ও। তবে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন কিছু আসত যেত না এখন। বাকশক্তি হারিয়েছি সাময়িকভাবে।

BanglaBook.org

অ্যানি, মাইক আর মাইলো গাদাগাদি করে গনডোলা গ্লাইডে চড়েছে এবার। পুরো পার্কের ওপর দিয়ে এমাথা থেকে ও মাথাতে যেতে ব্যবহার করা যেতে পারে এটাকে। ফ্রেড ডীন আর আমি আরেকটা ইলেক্ট্রিক কারে করে ওদের নিচ দিয়ে চললাম। মাইকের হুইলচেয়ারটা আমাদের পেছনে তুলে নিয়েছি।

'ছেলেটা অসাধারণ!' মন্তব্য করল ফ্রেড।

'তা বটে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে এরকম পুরো পার্ক খুলে দেওয়াটা আশা করিনি সত্যিই। সারপ্রাইজিং ছিল।'

'কাজটা আমরা শুধু মাইকের জন্যই না, তোমার জন্যও করছি। পার্কটার কত উপকার করেছ তা হয়ত নিজেও জানো না। মি. ঈস্টারব্রুককে যখন বললাম হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটাবো, তিনিও আপত্তি করলেন না।'

'আপনি উনাকে ফোন করেছিলেন?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু, গোলাপ ফুল দিয়ে কি ট্রিকসটা করলেন, বলেন তো!'

বিনয়ে ফ্রেডির মুখটা এতটুকু হয়ে গেল, 'একজন ম্যাজিশিয়ান কখনই তার সিক্রেট বলে না, এটা তো জানো?'

'অনুমান করব? ব্রিটজ ব্রাদারসের সাথে যখন ছিলেন তখন এসবই করতেন।'

'দূর! ওই সময় রাইড চালাতাম শুধু, আর কিছু না। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স পর্যন্ত ছিল না, তার পরও ট্রাক চালাতে হত ওখানে!'

'তাহলে ম্যাজিক শিখলেন কোথায়?'

আমার কানের পেছনে হাত নিয়ে এসে একটা রূপার মুদ্রা বের করে আনল সে। তারপর কোলের ওপর ফেলে দিল, 'এখানে ওখানে। বিশাল ইতিহাস। জোনসি, ওরা কিন্তু এগিয়ে গেছে অনেকটাই।'

BanglaBook.org

স্কাইটপ স্টেশন থেকে বের হয়ে মেরি-গো-রাউন্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। লেন হার্ডিকে আবারও দেখা গেল এখানে, তবে মাথার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাপটা এখন নেই। ডার্বিটা ফিরে এসেছে। পার্কের লাউডস্পীকার তখনও বেজে চলেছে। মাইক ডিশগুলোর দিকে চড়ার জন্য এগিয়ে যেতেই ফ্রেড সামনে এসে পথরোধ করল।

'এতে তো ডগটপ ছাড়া চড়তে পারবে না, খোকা। মানে, জয়ল্যান্ডের হ্যাট পরে চড়তে হবে তোমাকে। আমরা ডগটপ বলে ডাকি ওগুলোকে। আছে তোমার?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মাইক, 'না। আমি এখন কি করব তা তো বুঝতে পারছি না-'

ফ্রেড এবার নিজের হ্যাট খুলে উল্টো করে আমাদের দেখাল। সব ম্যাজিশিয়ানদের মত তার হ্যাটও দর্শকদের দেখানোর সময় একদম খালি। তারপর খালি হ্যাটের মধ্যে হাত দিয়ে দারুণ একটা ডগটপ বের করে আনল সে। বাড়িয়ে দিল মাইকের দিকে।

'পারফেক্ট! এবার বল কোন রাইডে চড়তে চাও তুমি? ঘোড়া? ইউনিকর্ন? মারভা দ্য মারমেইড? লিও দ্য লায়ন?'

'ইয়েস! দ্য লায়ন! আমি সিংহের পিঠে চড়ব! মাম তুমি বাঘের পিঠে উঠো।'

হাসল অ্যানি, 'অবশ্যই! ছোট থেকেই আমার বাঘের পিঠে চড়ার শখ।'

লেন মাইককে সিংহে উঠতে সাহায্য করছে, অ্যানি ফ্রেডকে গলা নামিয়ে বলল, 'বেশি ঘুরিয়েন না, ঠিক আছে? আজকের দিনটা আলাদা ছিল, ও সারাদিন মনেও রাখবে, কিন্তু -'

'ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ও। বুঝেছি, ভাববেন না।' আশ্বস্ত করল ফ্রেড।

ওরা দুইজন বাঘ আর সিংহের পিঠে লাফিয়ে উঠলে মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হল মাইলোকে। হাসছিল কুকুরটাও, মানে কুকুররা যেভাবে মুখ করে রাখলে বোঝা যায় তারা হাসছে- তেমন মুখ করে রেখেছিল। ফ্রেড আমার দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

'ক্যারোলিনা স্পিন ওর শেষ রাইড হবে। তুমি এই ফাঁকে দৌড়ে কস্টিউম শপে যাও তো। একটু হৈচৈ-এর ব্যবস্থা কর।'

কেন? - প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম তাকে, তারপরই বুঝে গেলাম।

হ্যাঁ, *হই-হট্টোগোলের* ব্যবস্থা আমি সেদিন করেছিলাম।

❤

১৯৭৩ সালের অক্টোবারের সেই মঙ্গলবার সকালে শেষবারের মত ফার পরেছিলাম আমি। কস্টিউম শপ থেকে ফারটা তুলে নিয়েই *জয়ল্যান্ড আন্ডার* ব্যবহার করে ফিরে এসেছিলাম পার্কের ঠিক মাঝখানে। একটা ইলেক্ট্রিক কার্টকে এত দ্রুত চালিয়ে নিয়ে এলাম, আমার হাউন্ড কস্টিউমের মাথা এক কাঁধের ওপর মুহূর্মুহু দাঁপাদাঁপি করতে থাকল।

মাদাম ফরচুনার শাইয়ের পেছনে আড়াল নিয়ে দেখলাম একদম সময় মত এসেছি। লেন, অ্যানি আর মাইক মাত্র মিডওয়েতে ফিরে আসছে। লেন মাইকের হুইল চেয়ার ঠেলছে। তাদের কেউই আমাকে শাইয়ের কোণে দেখে ফেলেনি তখনও। সবার দৃষ্টি ক্যারোলিনা স্পিনের ওপর নিবদ্ধ। ঘাড় বাঁকা হয়ে আছে ওদের। ফ্রেড অবশ্য আমাকে দেখে ফেলল, একটা থাবা দেখালাম তাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল সে। তারপর সাউন্ড সিস্টেমের পেছনে যারা আছে তাদেরকে নিজের 'থাবা' দেখাল। গান পাল্টে গেল মুহূর্তে, এলভিসের "*হাউন্ড ডগ*"!

আড়াল থেকে লাফিয়ে বের হয়ে আসলাম। হাউয়ির নাচ শুরু করলাম ওখানেই, অসম্ভব নরম জুতো এই হাউয়ি কস্টিউমের। মাইক হা হয়ে গেছে। অ্যানি কপালে হাত খামচে ধরল, যেন হঠাৎ মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে তার। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

আমার জীবনের সেরা পারফর্ম্যান্সটা ওখানে দিলাম আমি, তারপর মাইকের হুইল চেয়ারটা ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করলাম। "*হাউন্ড ডগ*" শেষ হতে "*ওয়াকিং দ্য ডগ*" বেজে উঠল এবার। কপাল ভাল, গানটা ছোট। নাহলে আমাকে আর দেখতে হত না। অনেক দিন পর হাউয়ি সেজে টের পেলাম আমার শরীরের কি দুরবস্থা এখন!

BanglaBook.org

অবশেষে দুই পাশে হাত ছড়িয়ে নাচ শেষ করলাম। ডেকে উঠেছি, 'মাইক! মাইক! মাইক!' এই প্রথম আর শেষবার হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ড ডেকে উঠল। স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে আমি বলতে পারি, চিৎকারটা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতই শোনাচ্ছিল।

মাইক তার চেয়ার থেকে উঠে এল, কিছু দূর এসেই নিজেকে ছুঁড়ে দিল শুন্যে। ও জানত আমি ধরে ফেলব ওকে, অসংখ্য বাচ্চাকে আগেও ধরেছি। ঝাঁপ দিয়ে ধরলাম বাচ্চাটাকে। মনে একটা খেদ থেকে গেল, হ্যালি স্ট্যানসফিল্ডের মত করে শুধু পাঁজরে চাপ দিয়েই যদি ওর অসুখটা ভাল করে দিতে পারতাম!

ফারের মধ্যে নাক ডুবিয়ে মাইক বলল, 'তুমি খুব ভাল হাউয়ি সাজতে পার, ডেভ।'

ওর মাথা এক থাবা দিয়ে ঘষে দিলাম। ওর ডগটপ ছিটকে পড়ল আমার থাবার ধাক্কাতে। হাউয়ি হয়ে জবাব দিতে পারলাম না তাকে, ওই নাম ধরে ডাকা পর্যন্তই হাউয়ির দৌড়। মুখ খুব একটা স্বাধীন থাকে না ফারের নিচে। মনে মনে বললাম, *ভাল ছেলেরা ভাল কুকুর ডিজার্ভ করে। মাইলোকে প্রশ্ন করেই দেখ।*

মাইক হাউয়ির নীল চোখের দিকে তাকাল, 'আমাদের সাথে হোইস্টারে চড়বে তুমি?'

মাথা দুলিয়ে আরেকবার মাথা চাপড়ে দিলাম ওকে। লেন ওর ডগটপটা তুলে নিয়ে মাথাতে পড়িয়ে দিল। অ্যানি সামনে এগিয়ে আসল এসময়, 'তোমার জিপার খুলে দিতে পারি কি, মি. হাউয়ি?'

আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু জয়ল্যান্ডের একটি কঠোর নিয়ম, হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ড সবসময় হাউয়ি দ্য হ্যাপী হাউন্ডই থাকবে। সে কনিদের চোখের সামনে কখনই ফার খুলবে না।

BanglaBook.org

জয়ল্যান্ড আন্ডার দিয়ে আবারও ছুটলাম, দ্রুত ফারটা রেখে ফিরে এলাম অ্যানি আর মাইকের কাছে। ক্যারোলিনা স্পিনের র‍্যাম্পে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তখন। অ্যানি ওপরের দিকে নার্ভাস হয়ে তাকাল, 'আসলেই এটাতে চড়বে নাকি, মাইক?'

লাফিয়ে উঠল ও, 'হ্যাঁ! হোইস্টারে চড়তেই আমার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল!'

'ঠিক আছে।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসলে, হাইট ভয় পাই তা না, কিন্তু খুব একটা থ্রিলও দেয় না এটা আমাকে।'

লেন একটা কারের দরজা খুলে দিল, 'উঠে পড়ুন সবাই। এত ওপরে উঠাবো তোমাকে, যেখানে বাতাসে অক্সিজেন কম।' নিচু হয়ে মাইলোর কানে কানে বলল, 'তোমাকে এবার বাইরে বসে অপেক্ষা করবে হবে, বাছা।'

হুইলের ভেতরের দিকে বসলাম আমি, অ্যানি বসল মাঝখানে। এককোণে বসালাম মাইককে, ওখান থেকেই ভিউটা সবচেয়ে পরিষ্কার।

'অপেক্ষা করছে চমক!' ডাক ছাড়ল লেন। তারপর সাঁই সাঁই করে ওপরে উঠে গেলাম সবাই। ধীরে ধীরে পৃথিবীটা যেন প্রস্ফুটিত হল আমাদের নীচে। প্রথমে পার্কটা দেখা গেল পুরোপুরি, তারপর দেখা গেল সমুদ্র, তারপর নর্থ ক্যারোলিনার নিচুভূমিগুলোর বিশাল একটা অংশ।

মাইক সেফটি বার ছেড়ে দিল, দুই হাত মাথার ওপর তুলে ফেলেছে উত্তেজনায়, 'আমরা উড়ছি!'

আমার পায়ে কারও হাত অনুভব করলাম। অ্যানির দিকে তাকাতে ঠোঁট নড়িয়ে উচ্চারণ করল, 'থ্যাংক ইউ!'

জানি না কতবার লেন আমাদের ওপরে উঠিয়েছে আর নিচে নামিয়েছে, তবে সাধারণ সময়ে এতবার সময় দেওয়া হয় না কাউকে। আমার ভালমত মনে পড়ে মাইকের মুখ, ফ্যাকাসে আর বিস্ময়াভূত। আর আমার উরুতে অ্যানির হাত, ওর

BanglaBook.org

স্পর্শে জ্বলে যাচ্ছিল যেন জায়গাটা। শেষবার ঘুরে এসে থামার আগ পর্যন্ত ও হাত সরাল না।

মাইক আমার দিকে ঘুরে বলল, 'এখন আমি জানি আমার ঘুড়ির উড়তে কেমন লাগে!'

ততক্ষণে আমিও জেনে গেছি সেটা!

❤

অ্যানি যখন মাইককে বলল আজকের জন্য তার যথেষ্ট হয়েছে, ছেলেটা আপত্তি করল না। ওকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। লেন হুইলচেয়ারে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, মাইক বলল, 'এখনও বেঁচে আছ তুমি? থাকলে একটা হাই-ফাইভ দাও দেখি।'

হাসল লেন, ফাইভ দিল ওর হাতে, 'যে কোন সময় চলে এসো, মাইক।'

'থ্যাংকস! দারুণ লাগল আমার!'

লেন আর আমি ওকে ঠেলে মিডওয়েতে নিয়ে আসলাম। সবগুলো বুথ আজ বন্ধ, একটা মাত্র শাই খোলা আছে এখানে। অ্যানি ওকলিস শুটিং গ্যালারী। চাম্প বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেড ডীন। পুরোটা গ্রীষ্ম পপ অ্যালেন এখানেই দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনে চেইন লাগানো খরগোস আর হাঁসগুলো একটা আরেকটার বিপরীত দিকে ঘুরছে। সেগুলোর ওপর ছোট আর হলুদ সিরামিকের মুরগির বাচ্চা। শুধু ছোট বললে ভুল হবে, ভীষণ ছোট ওগুলো।

ফ্রেড বলল, 'বের হওয়ার আগে আপনাদের শুটিং স্কিলটা ঝালাই করে যাবেন কি? আজকে কেউ হারবে না, সবাই জিতবে।'

অ্যানির দিকে তাকাল মাইক, 'মাম, চেষ্টা করি আমি?'

'শিওর, হানি। কিন্তু খুব বেশিক্ষণের জন্য না।'

চেয়ার থেকে উঠতে চেষ্টা করেও পারল না মাইক। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এখন। লেন আর আমি টেনে তুললাম তাকে। একটা ছোট রাইফেল তুলে নিল ও,

BanglaBook.org

দুটো গুলি করলেও কোথাও লাগল না ওগুলো। হাত সোজা রাখতে পারছে না এখন আর। বুলেটগুলো পেছনের ক্যানভাস ফুটো করে পড়ে গেল।

'মনে হচ্ছে নিরেট এক গর্দভ আমি!' হতাশায় বলল মাইক, রাইফেল নামিয়ে রাখল।

'একেবারে চমক দিতে পারনি আজ, তা ঠিক।' ফ্রেড স্বীকার করল, 'তবে যেমনটা বলেছিলাম, আজ সবাই জিতবে।' সবচেয়ে বড় হাউয়ির পুতুলটা নামিয়ে আনল ফ্রেড, খুব ভাল শার্পশুটাররাও এটা অর্জন করার জন্য আট-নয় ডলারের বুলেট কেনে!

মাইক ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ল। পরিশ্রমে নিঃশেষ দেখাচ্ছে তাকে। কুকুরের পুতুলটা প্রায় তারই সমান। মায়ের দিকে তাকাল, 'তুমি চেষ্টা কর তো, মাম।'

'না, না, ঠিক আছে!' বলল অ্যানি, কিন্তু আমার মনে হল ও নিজেও চাচ্ছে শুটিং করতে। ওর চোখে একটা কিছু ছিল। অনুমানের ভিত্তিতে চাম্প বোর্ড আর টার্গেটের দূরত্ব মাপছিল ও।

'প্লিজ?' আমার দিকে তাকিয়ে লেনের দিকে ফিরল মাইক, 'ও কিন্তু দারুণ ভাল শুটার। প্রোন শুটিং টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, আমি জন্মাইওনি তখন! দুইবার সেকেন্ডও হয়েছিল।'

'আমি-'

লেন তাকে কথা শেষ করতে দিল না, একটা মডিফাইড পয়েন্ট টু বোরের রাইফেল বের করে এনে বাড়িয়ে ধরল, 'সোজা হয়ে দাঁড়ান। অ্যানি ওকলির বেস্ট শুটিংটা আমরা দেখতে চাচ্ছি, অ্যানি।' অ্যানি ওকলি আমাদের শুটিং-শাইয়ের নাম।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে এমনভাবে সেটা পরীক্ষা করল, কোন কনিকে আমি আগে করতে দেখিনি।

'কতগুলো শট নেওয়া যাবে?'

'এক ক্লিপে বুলেট থাকে দশটা।'

BanglaBook.org

'দুটো ক্লিপ নেওয়া যাবে?'

'যতগুলো আপনার মনে চায়, ম্যাম। আজ আপনার দিন।'

চট করে রাইফেলটা তুলল অ্যানি, এক সেকেন্ডেরও কম বিরতি দিয়ে একটার পর একটা গুলি করে গেল, পনের সেকেন্ডের মধ্যে দশটা শট নিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে ছিটকে পড়েছে দুটো নড়তে থাকা হাঁস আর তিনটা খরগোস। ছোট ছোট সিরামিক মুরগিগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে অ্যানি।

'দারুণ শট!' ফ্রেড চিৎকার করে উঠল, 'মাঝের শেলফের যে কোন প্রাইজ নিতে পারেন।'

মুচকি হাসল অ্যানি, 'ফিফটি পার্সেন্ট কোন মতেই দারুণ হতে পারে না। আমার বাবা এখানে থাকলে লজ্জাতে মুখ ঢেকে বসে থাকতেন। আমি আরেকবার রিলোড করতে চাচ্ছি, যদি তাতে কোন সমস্যা না থাকে।'

রিলোড দেওয়া হল ওকে। জানতে চাইল ও, 'সাইটগুলো ঠিক আছে তো?'

'জ্বি, ম্যাডাম। জয়ল্যান্ডের কোন খেলাতেই কারচুপি করা হয় না। আর এই শাই যে চালায়, পপ অ্যালেন, সে তো সাইটগুলোর পেছনে অনেক সময় দেয়। এটা স্বীকার না করা হলে মিথ্যা বলা হবে।'

পপের টীমের একজন মেম্বার হিসেবে আমি জানি কথাটা ডাহা মিথ্যাই বলল ফ্রেড। রাইফেলের সাইট ঠিক রাখার কাজটা পপ মরে গেলেও করবে না। গাঁইয়ারা যত ভাল গুলি করতে পারবে, তত বেশি প্রাইজ হাতছাড়া হয়ে যাবে তার। শাই-রানারদের নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রাইজ কিনতে হয়। সস্তাদরের প্রাইজ হতে পারে, কিন্তু সেগুলো ফ্রি না! কাজেই রাইফেলের সাইট বাঁকা করে রাখাটা পপস অ্যালেনের চালাকিগুলোর মধ্যে একটা।

'বাম দিকে সামান্য উঁচুতে গুলি করছে রাইফেলটা,' বিড়বিড় করে বলল অ্যানি। নিজেকেই বলল বলে মনে হল।

BanglaBook.org

আস্তে করে রাইফেল তুলল ও, এবার বিন্দুমাত্র বিরতি না দিয়ে একটানা দশটা গুলি ছুঁড়ল। হাঁস আর খরগোসদের দিকে তাকালও না এবার, লক্ষ্য করেছে সিরামিকের মুরগিগুলোর দিকে। চোখের পলকের আটটা মুরগি বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

'জেসাস হোরেশিও ক্রাইস্ট!' থেমে থেমে উচ্চারণ করল লেন, তন্দা লেগে গেছে ওর। 'আটটা মুরগি কেউ ফেলতে পারে না!'

'এই রেঞ্জ থেকে আমার সবগুলোই ফেলা উচিত ছিল।' আত্মদম্ভ না, একটা ফ্যাক্ট বলল যেন অ্যানি।

ক্ষমা প্রার্থনার সুরে মাইক বলল, 'বলেছিলাম, ও কিন্তু ভাল শুটিং করে!'

'সত্যিই অ্যানি ওকলির বেস্ট শুটিংটা দেখালেন আপনি।' লেন বলল, 'যে কোন প্রাইজ তুলে নিতে পারেন সুন্দরী ভদ্রমহিলা। কোনটা নেবেন আপনার ইচ্ছে।'

'আমার প্রাইজ আমি এর মধ্যেই পেয়ে গেছি! দারুণ, অসাধারণ একটা দিন কাটল আমার আজ। কোন ধন্যবাদ জানিয়েই আপনাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাতে পারব না আমি।' আমার দিকে ঘুরে তাকাল ও, 'আর এই মানুষটাকে আমার সাথে তর্ক করে এখানে আসার জন্য রাজি করাতে হয়েছে, কি বোকা আমি!' মাইকের কপালে চুমু খেল, 'এখন আমার ছেলেটাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। মাইলো কোথায়?'

চারপাশে তাকিয়ে মাইলোকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দূরে দেখা গেল তাকে, হরর হাউজের সামনে লেজ গুটিয়ে বসে আছে।

'মাইলো, এদিকে আয়?' চিৎকার করল অ্যানি।

কানে ডাকটা পৌঁছাল ঠিকই, একচুল নড়ল না মাইলো। আমার মনে হল ও সাইনবোর্ডটা পড়ছে। **কাম ইন ইফ ইউ ডেয়ার।**

অ্যানি যখন মাইলোর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে, চট করে মাইকে দিকে তাকালাম। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত সে, কিন্তু ওর চেহারাতে ফুটে থাকা অভিব্যক্তিটা চিনতে মোটেও ভুল হল না আমার।

BanglaBook.org

সন্তুষ্টি!

কুকুরটার সাথে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে এসেছিল মাইক! এভাবে চিন্তা করাটা পাগলামি হয়ত, কিন্তু তখন তেমনটাই মনে হল আমার। এতদিন পর আজও আমারমনে হয় আমার ধারণা ভুল ছিল না।

মাইক বলল, 'আমাকে ওখানে নিয়ে যাও তো, মাম। আমি গেলে ও আসবে।'

'কোন দরকার দেখছি না।' মাইকের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল লেন, 'আমিই ওকে ফিরিয়ে আনতে পারব। ওর গলাতে দড়ি পরান না আপনারা? ওটা দেন, আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

'মাইকের হুইলচেয়ারের পেছনের পকেটে একটা আছে।' বলল অ্যানি।

প্রায় সাথে সাথে মাথা নাড়ল মাইক, 'উম, না মনে হয়। দেখতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় আনতে ভুলে গেছি।'

'*ভুলেছ না ছাই!*' মনে মনে বললাম।

'ওহ মাইক! তোমার কুকুর, তোমার দায়িত্ব! কতবার বলব তোমাকে?'

'সরি, মাম।' ফ্রেড আর লেনের দিকে তাকাল ও, 'আমাদের দড়ি লাগে না তো, সবসময় ডাকলেই আসে মাইলো। লক্ষী কুকুর ও।'

'যখন দরকার তখন বাদ দিয়ে সবসময়ই আসে!' বিরক্তির সাথে শুধরে দিল অ্যানি, 'মাইলো! চলে আয় এদিকে! বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে!' নড়ল না মাইলো, নতুন পথ ধরল অ্যানি, 'বিস্কুট মাইলো! এদিকে আয়, বিস্কুট নিয়ে যা!'

এত সুললিত কণ্ঠে এই ডাকটা অ্যানি দিল, কুকুরটার জায়গাতে আমি থাকলেও জিভ নাড়াতে নাড়াতে চলে আসতাম। কিন্তু মাইলোর কোন বিকারই নেই। আমার দিকে তাকাল মাইক, 'কাম অন, ডেভ!'

যেন আমিও তার পরিকল্পনারই অংশ, কিন্তু আমার সিগন্যালটা ধরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ওকে মুখ ফুটে বলতে হল! কোন দ্বিধা ছাড়াই ওর হুইলচেয়ার ধরে মাইককে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউ দিয়ে ফানহাউজের দিকে নিয়ে গেলাম। পিছু পিছু অ্যানিও আসল, ফ্রেড আর লেন নিজেদের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। এই মুহূর্তে লেন চাম্প বোর্ডের ওপর ঝুঁকে চেইনে রাইফেলগুলো সাজাচ্ছে। এক আঙুলে ডার্বিটা ঘোরাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

'কি সমস্যা তোর, মাইলো!' কুকুরটার কাছে গিয়ে রাগান্বিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল অ্যানি।

অ্যানির কণ্ঠ কানে আসতে কুকুরটা লেজ দিয়ে মাটিতে বাড়ি দিল। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর কোন লক্ষণই দেখা গেল না তার মাঝে।

'মাইকেল! তোমার কুকুরকে ঠিক কর তাড়াতাড়ি! তোমার বিশ্রামের দরকার-'

কথাটা শেষ করার আগেই দুটো জিনিস ঘটল। তাদের ক্রম সম্পর্কে আমি আজও সন্দিহান, এতবছর পরও বার বার মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘটনাটাকে দেখি আমি। তবুও মনে করতে পারি না কোনটা আগে ঘটেছিল আর কোনটা পরে।

আমার মনে হয়, হরর হাউজের ভেতরে গুমগুমে শব্দটা আগে হয়েছিল, কোন একটা রাইড চলতে শুরু করেছিল ভেতরে। প্রায় সাথে সাথেই বিশাল তালাটা খুলে দরজা খুলে গেল হা করে। দুটোই একসাথে ঘটতে পারে, আমি নিশ্চিত নই।

ফ্রেড ডীন পরে বলেছিল কোন কারণে রাইড চালু হয়ে গেছিল। সেটার কাঁপুনিতেই তালা খুলে গেছিল হয়ত। শেকলটা খোলা ছিল, আমি পরে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। অথচ, সেদিন আমি নিজের হাতে তালা মেরেছিলাম ওখানে। ক্লিক শব্দটা শুনেছিলাম স্পষ্ট। তারপর টেনে দেখেছিলাম খোলে কি না, আর সবাই তালা লাগানোর পর যেটা করে! কোনভাবেই ওটা খোলা অবস্থাতে থাকতে পারে না, সামান্য ধাক্কাতে খুলে পড়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু হরর হাউজের ব্রেকারগুলোর সুইচ অফ করে রাখার পরও কারগুলো চলতে শুরু করল কি করে? ফ্রেডের এ প্রশ্নের উত্তর আমি কখনও দিতে পারিনি, বলা চলে এড়িয়ে চলেছি সবসময়।

হরর হাউজের ট্রিপগুলো যেমনটা হয়, প্রথমে টর্চার চেম্বার পর্যন্ত আসার পর অনেকে মনে করে চমকের পালা এবার শেষ, তখনই একটা কংকাল (হ্যাগার দ্য হরিবল বলে ডাকি আমরা ওটাকে) চিৎকার করতে করতে তাদের দিকে ছুটে আসে, সরাসরি কারের দিকে সাংঘর্ষিক গতিপথে! এটা সরে গেলেই একটা পাথরের দেওয়াল দেখতে পাবে আরোহী, গলিত এক জোম্বি আঁকা সেখানে, সবুজ কালিতে

BanglaBook.org

লেখা আছে "এন্ড অফ দ্য লাইন"। তারপর শেষ ঘূর্ণিটা দেওয়ার সময় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরাও চেঁচিয়ে ওঠে আতঙ্কে।

সেদিন অবশ্য কোন চিৎকার শোনা গেল না। ডাবল ডোর খুলে যাওয়ার পর কারগুলো চলছিল ঠিকই, কিন্তু কোন আরোহী ছিল না সেগুলোতে। অর্ধবৃত্তাকার পথ বেয়ে গড়িয়ে এল ওটা, পরের ডাবল ডোর পর্যন্ত গিয়ে হাল্কা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

'ও-কেই।' এত আস্তে বলল মাইক, শুধু আমিই শুনতে পেলাম। হাসছে মাইক!

'এটা কিভাবে হল?' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অ্যানি।

'আমি জানি না। শর্ট সার্কিট বা কোন ধরণের পাওয়ার সার্জ হয়ত।' বললাম। খুব ভাল একটা ব্যাখ্যা মনে হল ওটাকে। যে কেউ মেনে নেবে, অ্যানিও মেনে নিল। সে তো আর জানে না পাওয়ার সুইচই বন্ধ করা ছিল!

কারগুলোর কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সেফটি বারগুলো নেমে আসেনি ওপর থেকে। এডি পার্কস বা তার কোন কর্মচারী যদি এটা চালানোর সময় লাগাতে ভুলেও যায়, অটোমেটিকালি নেমে আসার কথা ওটার। এভাবেই বানানো হয়েছে রাইডটাকে। আরোহীদের নিরাপত্তা সবার আগে দেখা হবে। স্টেটের আইনেও তেমনটাই আছে।

বারগুলো উঠে থাকার পেছনের কারণটাই বেশি যুক্তি সঙ্গত। ফ্রেড আর লেন মাইক যেসব রাইডে উঠেছিল সেগুলোরই পাওয়ার অন করেছিল। এই রাইডের পাওয়ার অন না থাকায় বার নেমে আসতে পারেনি।

অথচ, পাওয়ার ছাড়াই চলে এতদূর পর্যন্ত এসে গেছে কারগুলো!

অর্ধবৃত্তাকার সীটের মাঝে একটা জিনিস চোখে পড়ল এবার। ফ্রেড অ্যানিকে যে গোলাপগুলো দিয়েছিল, সেগুলোর মতই বাস্তব। পার্থক্য একটাই, এটার রঙ লাল না।

নীল রঙের একটি অ্যালিস ব্যান্ড।

BanglaBook.org

ভ্যানের দিকে ফিরে গেলাম আমরা। মাইলো এবার ভদ্রছেলের মত মাইকের হুইলচেয়ারের পাশে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে।

'ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব আমি।' ফ্রেডকে বললাম, 'কিছু বাড়তি ঘণ্টা থেকে আমার অনুপস্থিতির গ্যাপটা পূরণ করে দেব।'

মাথা নাড়ল সে, 'আজকের জন্য আর আসা লাগবে না। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়, কাল সকাল সকাল চলে আসবে। আমাদের জন্য দুটো স্যান্ডউইচ নিয়ে এসো, সারারাত কাজ করতে হবে আজ আমাদের। ঝড়টা বেশ দ্রুত এদিকে আসছে।'

অ্যানিকে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'আমি আর মাইক কি তাহলে সরে যাব?'

'সন্ধ্যাতে রেডিওতে কান রাখবেন। যদি আবহাওয়াবিদরা উপকূলবর্তী সবাইকে সরে যেতে বলে, তো যাবেন। ব্যস্ত হবেন না, আমার মনে হয় না বাড়িঘরের তেমন কিছু হবে। আমার চিন্তা হচ্ছে বড় বড় রাইডগুলো নিয়ে। থান্ডারবল, ডেলিরিয়াম শেকার আর ক্যারোলিনা স্পিন মাঝারি ঝরের ঝাপ্টাও সহ্য করতে পারে কি না কে জানে!'

হাসল লেন, 'সমস্যা নেই। গতবছর হারিকেন অ্যাগনেসেও তো কিছু হল না। আর এটা তো মামুলী ঝড়।'

'এই ঝড়ের নাম দেয়নি ওরা?' জানতে চাইল মাইক।

'*গিল্ডা* বলে ডাকছে এটাকে,' জানাল লেন, 'তবে হারিকেন না এটা। সাবট্রপিক্যাল নিম্নচাপ।'

ফ্রেড বলল, 'মাঝরাত থেকেই বাতাসের ঝাপটা শুরু হয়ে যাবে। লেনের কথাই হয়ত ঠিক, কিন্তু আমরা কোনরকম ঝুঁকি নিতে পারব না। রেইনকোট আছে না তোমার, ডেভ?'

'আছে তো।'

'পরে এসো ওটা।'

BanglaBook.org

আবহাওয়ার খবর শুনে অ্যানির মুখ থেকে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সরে গেল। গিল্ডা যে ঝড়ো বাতাস বইয়ে আনছে সেটা খুব বেশি হলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিবেগ পাবে। সামান্য পানি উঠে আসতে পারে, তবে বাড়িঘর ডোবাবে না সেটা। রেডিওতে যে খবরটা পড়ল তার মতে, 'ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য দারুণ আবহাওয়া'। আমাদের ও নিয়ে ইতিহাস আছে, কাজেই হেসে ফেললাম।

বিশাল ভিক্টোরিয়ানটার কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে মাইক প্রায় ঘুমিয়েই পড়ল। ওকে তুলে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিলাম। ব্রেস খুলে ফেলার পর ত্রিশ কেজির বেশি হবে না ওর ওজন। চেয়ারটা ঠেলে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছি, মাইলো আবারও শান্ত হয়ে অনুসরণ করল।

টয়লেটে যাবে মাইক, আমাকে বলল নিয়ে যেতে। অ্যানিই নিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু মানা করে দিল বাচ্চাটা। বাথরুমে নিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলাম, ইলাস্টিকের প্যান্টটা ঢিলে করে দিতে হল। গ্র্যাব বার ধরে কাজ সারল ও, তারপর আরেকটু হলেই কমোডে পড়ে যাচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে ধরে ওর পতন ঠেকালাম।

'থ্যাংকস, ডেভ। আজকে বের হওয়ার সময় একবার মাথা ধুয়েছি এমনিতেই।' হাসলাম আমরা, 'হারিকেন হলেই ভাল হত। দারুণ লাগত নিশ্চয়?'

'হলে এই কথা আর বলতে না। ভয়ংকর জিনিস এই হারিকেন।' দুই বছর আগের হারিকেন ডোরিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। নিউ হ্যাম্পশায়ারে ধাক্কা দিয়েছিল ওটা, ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে। পোর্টস্মাউথ, কিটারি, স্যানফোর্ড, বারউইকসে অসংখ্য গাছ মূলসহ উপড়ে ফেলে দিয়েছিল ওটা। একটা বিশাল পাইন একটুর জন্য আমাদের বাড়িটা মিস করেছিল। বেজমেন্টে পানি জমে সুইমিং পুল হয়ে গেছিল, চারদিন কারেন্ট ছিল না।

'হারিকেন হলেও পার্কের কোন কিছু নষ্ট হোক, তা চাই না। এখন পর্যন্ত আমার দেখা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা ওটা!'

'গুড! এখন প্যান্ট পরিয়ে দেই এসো। আম্মুকে গিয়ে পাছা দেখাবে নাকি?'

BanglaBook.org

হেসে ফেলল মাইক। এবার কাশিতে আটকে গেল হাসি। বের হয়ে আসতে ওর মা হুইলচেয়ারটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিল। হল থেকে মাইককেতার বেডরুমের দিকে নিয়ে গেল ও, ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে বলল, 'এদিক ওদিক উঁকি মারতে যেও না আবার!'

পুরো বিকালটা ছুটি আমার, কাজে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কোনদিকে উঁকিঝুঁকি মারার দরকার দেখলাম না আমি। বসার ঘরে গিয়ে বসলাম। অনেক কিছুই আছে এখানে, সবগুলো প্রচুর দামী কিন্তু আমার মত একুশ বছরের যুবকের জন্য আগ্রহ জাগানোর মত কিছু না। একপাশে একটা বিশাল পিকচার উইন্ডো ঘরটায় আলাদা সৌন্দর্য্য এনে দিয়েছে। ওপথে আসা আলোর বন্যায় ঘর ভেসে যাচ্ছে। দূরে মেঘ জমেছে, সেদিকে তাকিয়ে অ্যালিস ব্যান্ডটার কথা মনে পড়ল। লেন হার্ডির চোখে কি ওটা পড়বে?

পরক্ষণেই নিজের বোকামিতে হাসলাম। ভৌতিক উপস্থিতি ওটা, ভৌতিক ব্যান্ড। লেন হার্ডিকে দেখা না দিলে কোনদিনও দেখতে পাবে না সে।

অ্যানি ভেতর থেকে বের হল, 'তোমার সাথে কথা বলবে ও। বেশি সময় নিও না।'

'ওকে।'

'ডানদিকের তৃতীয় দরজা।'

হল ধরে এগিয়ে গেলাম, তারপর দরজাতে ছোট্ট করে নক দিলাম। ভেতরে কোন সাড়া না পেয়ে ঢুকে গেলাম। গ্র্যাব বার এখানেও আছে, অক্সিজেন ট্যাংকটা এক কোণে। বিছানার পাশে লেগ ব্রেস দাঁড়িয়ে। এগুলো ছাড়া আর যে কোন বাচ্চার বেডরুমের মতই এ ঘরটা।

'মেয়েটাকে তুমি দেখেছিলে, ডেভ? চলে যাচ্ছিল যখন, তখন?' বিশাল বিছানাতে ছোট্ট দেখাচ্ছে মাইককে।

মাথা নাড়লাম, হাসছি। টমের প্রতি ঈর্ষা হয়েছিল, কিন্তু মাইকের ক্ষেত্রে তেমন কোন অনুভূতি টের পেলাম না। আমি বাদে সবাই দেখছে লিন্ডাকে, তবে এবার মন খারাপ হল না।

BanglaBook.org

'নানা থাকলে ভাল হত। ঠিক দেখতে পেত তাকে। শুনতেও পাওনি তুমি ওর কথা?'

'না তো! কি বলেছে?'

'ধন্যবাদ বলেছে। আমাদের দুইজনকে উদ্দেশ্য করেই। আর তোমাকে বলেছে সাবধানে থাকতে। একটুও শোননি ওর কণ্ঠ?'

মাথা নাড়লাম। একটুও শুনিনি।

'কিন্তু তুমি ওর ব্যাপারে জানো। নাহলে আমার মাথাতে গাট্টা দিয়ে ঘুমাতে বলতে।' ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। গলার স্বর নেমে গেছে অনেকটাই।

'তা জানতাম। ওর কি হয়েছে তা তুমি জানো?'

'কেউ খুন করেছে ওকে।' আরও মৃদু কণ্ঠে বলল মাইক।

'সে নিশ্চয় এটা তোমাকে বলেনি?'

আলতো করে মাথা নেড়ে ও জানাল, এটা তাকে লিন্ডা গ্রে বলেনি। 'স্পিনটা ছিল বেস্ট রাইড। দ্য হোইস্টার। ওড়ার মত ছিল ওটা।'

'হুঁ।'

ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ হয়ে গেল ওর। ঘুমিয়ে পড়েছে। শব্দ না করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। নব ধরতেই পেছনে শুনলাম, 'সাবধানে থেক, ডেভ। ওটার রঙ সাদা না।'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটা ঘুমাচ্ছে। আমি নিশ্চিত ও ঘুমাচ্ছিল। কথাটা কিভাবে আমার মাথার ভেতর বলল কে জানে! এমনও হতে পারে, ঘুমের ঘোরেই বলেছে। ঘরে শুধু একা মাইলো তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বের হওয়ার সময় দরজাটা আলতো করে ভিজিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

অ্যানিকে রান্নাঘরে পাওয়া গেল।

'কফি বানাচ্ছি, তবে তুমি চাইলে বিয়ার নিতে পারো। আমার কাছে ব্লু রিবন আছে।' আমাকে বলল সে।

'কফিতেই চলবে।'

'বাড়িটা দেখে কি মনে হল?'

'ফার্নিচারগুলো আমার চেয়ে বেশি বয়স্কদের পছন্দ হবে। তবে ধারণাটা ভুলও হতে পারে। আমি তো কখনও ইনটেরিওর ডেকোরেটিং স্কুলে পড়াশোনা করিওনি।'

'আমিও না। কলেজই শেষ করিনি আমি।' হাসল ও।

'আমার সাথে হাত মেলাতে পারো। একই অবস্থা আমার।'

'আরে তুমি তো শেষ করবা। ওই মেয়েকে মাথা থেকে বের করতে পারলেই ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাবে তুমি। শেষও করবে ঠিকমত, তারপর তোমার সামনে একটা ব্রাইট ফিউচার আছে।'

'তুমি কি করে-'

'মেয়েটার কথা? প্রথমতঃ তোমার চেহারা দেখলেই যে কেউ ধরতে পারবে সেটা। দ্বিতীয়তঃ মাইক বলেছে আমাকে। মাইক হল, আমার ব্রাইট ফিউচার। একটা সময় আমি অ্যানথ্রোপলজিতে মেজর করতে যাচ্ছিলাম, অলিম্পিকে গোল্ড মেডাল পেতে যাচ্ছিলাম, অদ্ভুত সব জায়গা ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছিলাম আমি, আমাদের প্রজন্মের *মার্গারেট মীড* হতে পারতাম হয়ত, বাবার ভালবাসা ফিরে পেতাম- আমার বাবাকে তুমি চেন?'

'আমার বাড়িওয়ালি বলেছেন উনি একজন ধর্মপ্রচারক।'

'সে-ই। বাডি রস। সাদা স্যুটের মানুষ, চুলও এখন সাদা তার। রেডিওতে হিরো, ইদানিং টিভিতেও গিয়ে ঢুকেছেন। কয়েকটা ভাল গুণ সম্বলিত একজন

BanglaBook.org

অ্যাসহোল সে, ফ্র্যাংকলি স্পীকিং।' দুই কাপ কফি ঢালল সে, 'কিন্তু আমাদের সবার ক্ষেত্রেই খাটে কথাটা, তাই না? আমার তো তাই মনে হয়।'

'কোন ব্যাপারে তোমার আফসোস আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তা ছিল। কিন্তু মাইক চমৎকার একটা ছেলে। আমার বাবা তো আমাদের অর্থনৈতিক খরচটা দিচ্ছে, মাইককে সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে তো পারছি! বিশ্বাস কর, চেকবুক ভালোবাসা থেকে বাবা-মেয়ের মধুর কোন ভালবাসা নেই। যখন তুমি ওই কস্টিউম পরে নাচানাচি করছিলে আর মাইক হাসছিল, একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন।'

'কি ব্যাপারে?'

'বাবা যা চাচ্ছে তাই করব। তাহলে মাইককে নিজের জীবনের একটা অংশ হিসেবে মেনে নেবে সে। ছেলেটার অসুখ নিয়ে খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বলেছে বাবা, আমি চাইছিলাম সে নিজের ভুল বুঝে একদিন ক্ষমাপ্রার্থনা করুক। কিন্তু করবে বলে মনে হয় না, মন থেকে বিশ্বাস করেই বলেছে যা বলার।'

'আ'ম সরি।' আর কি বলব ভেবে পেলাম না।

কাঁধ ঝাঁকাল সে, যেন ওটা কোন ব্যাপারই না, 'মাইককে জয়ল্যান্ডে যেতে দিচ্ছিলাম না এটা আমার একটা ভুল ছিল। আর পুরোনো কাসুন্দী নিয়ে রেষারেষি করে আমার ছেলেকে তার নানার থেকে দূরে রাখাটা আরেকটা ভুল হয়েছে। তোমার কি মনে হয় একত্রিশ বছর বয়স বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট না?'

চোখে কৌতুক নিয়ে তাকালাম, 'আমার বয়স একত্রিশ হলে প্রশ্নটা আবার কর।'

হাসল অ্যানিও, 'তুসে! এক মিনিট!'

প্রায় পাঁচ মিনিটের জন্য উধাও হয়ে গেল সে। খুট করে দরজাতে একটা শব্দ হতে মুখ তুলে তাকালাম। ডান হাতে স্যুয়েটারটা ধরে আছে অ্যানি। পেটের চামড়া রোদে পুড়ে ট্যান হয়ে আছে। নীল রঙের একটা ব্রা পরে আছে সে, ফ্যাকাসে নীল জিন্সের সাথে মিলে গেছে রঙটা।

'মাইক গভীর ঘুমে অচেতন। আমার সাথে দোতলায় আসছ তুমি?'

BanglaBook.org

বেডরুমটা বিশাল আর ফাঁকা। এতগুলো মাস থেকেও জিনিসপত্রগুলো পুরোপুরি আনপ্যাক করা হয়নি। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল ও, ঠোঁটের কোণে ছোট্ট হাসি। টোল পড়েছে সে গালে।

'"এর অর্ধেক চান্স পেলেও এর চেয়ে কয়েকগুণ ভাল পারফর্ম করতে পারবে, বাজি ধরে বলতে পারি আমি।" বলেছিলাম, মনে আছে? বাজিতে আমি জিততাম কি না দেখা যাক, চলো!'

অ্যানির মুখটা মিষ্টি আর ভেজা। ভেতরে ওর নিঃশ্বাসের স্বাদ পেলাম আমি। বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে করে পিছিয়ে গেল ও, 'এটা একবারই করতে পারব আমরা। তোমাকে এটা বুঝতে হবে।'

বুঝতে চাইছিলাম না, তারপরও বুঝতে হল আমাকে, 'যতক্ষণ এটা একটা-মানে, ইয়ে-'

তার মুখের হাসিটা চওড়া হয়ে গেল, 'যতক্ষণ এটা কোন *থ্যাংক-ইউ-ফাক* না, ততক্ষণ তোমার কোন আপত্তি নাই, তাই তো? বিশ্বাস কর, এটা তেমন কিছু না। শেষবার এরকম সঙ্গী পেয়েছিলাম যখন, তখন আমারও বয়স কম।' আমার একটা হাত তুলে এনে ওর বাম স্তনের ওপর রাখল, 'বাবার সাথে যা ঝামেলা ছিল, সব আজকেই ছেড়ে দিচ্ছি না আমি। এখনও ওর ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে আমার।'

আমরা আবারও চুমু খেলাম, ওর হাত নেমে এল আমার বেল্টের ওপর। কোমরের চারপাশে ওটার বাঁধন আলগা হয়ে গেল। আলতো শব্দে প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল অ্যানি। ওর নরম হাতের তালু আন্ডারওয়্যারের ওপর অবাধে চলাফেরা করছে, ঢোক গিললাম আমি।

'ডেভ?'

'কি?'

'আগে কখনও করেছ তুমি? আমাকে মিথ্যে বলবা না!'

'না, এটাই প্রথম।'

BanglaBook.org

'গাধী নাকি? তোমার ওই গার্লফ্রেন্ড?'

'আমার তো মনে হয়, আমরা দুইজনই গর্ধভ ছিলাম!' তিক্ত গলাতে বললাম।

হাসল ও। ঠাণ্ডা একটা হাত আন্ডারওয়ারের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। একটু পরই মুঠোতে ধরল আমাকে। তারপর আঙুলগুলোকে চমৎকার ভাবে নাড়িয়ে গেল, ওয়েন্ডির আদরগুলোকে এখন লেভেল জিরোর জিনিসপত্র মনে হচ্ছে আমার কাছে।

'তাহলে তুমি একজন ভার্জিন?'

'আসামী দোষী প্রমাণিত হইয়াছে।'

'চমৎকার!'

❤

ওটা আমরা একবারই করিনি সে রাতে, তবে সেজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবব না দুর্ভাগা তা আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। প্রথমবার মাত্র আট সেকেন্ড টিকলাম, বা নয় সেকেন্ড! এরপরই সবকিছু এদিক ওদিক ছিটকে একাকার হয়ে গেল! এর চেয়ে বেশি লজ্জা মনে হয় পেয়েছিলাম মেথোডিস্ট ইউথ ক্যাম্পে একবার গাধার ডাকের বাঁশি বাজিয়ে, এটাও আমি নিশ্চিত না।

'ওহ, গড!' বললাম, মুখ ঢেকে ফেলেছি দুই হাতে।

হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে গেল অ্যানি, 'অদ্ভুত। একদিক থেকে আমি অবশ্য অভিভূত হয়েছি!' হাসিটা সুন্দর ওর, তবে বিদ্রুপ করছে না আমাকে, 'রিল্যাক্স করার চেষ্টা কর। আমি নিচে গিয়ে মাইককে একবার দেখে আসি। খেয়াল তো রাখতেই হবে যাতে ওর প্রিয় হ্যাপী হাউন্ডের সাথে আমাকে বিছানাতে দেখে না ফেলে ও।'

অ্যানির দুষ্টুমিতে আমি আরও লাল হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল, আরেকটু লজ্জা পেলেই আমার গালে আগুন ধরে যাবে!

'আমি ফিরে আসতে আসতে আশা করি তুমি রেডি হয়ে যাবে আরেক দান খেলার জন্য। একুশ বছর হওয়ার মজাই আলাদা। সতের হলে দেখতে এর মধ্যেই রেডি হয়ে গেছ!'

BanglaBook.org

যখন ফিরে আসল, দুটো কোক একটা বরফের পাত্রে চুবিয়ে নিয়ে এসেছে। রোব আলগা করে নগ্ন হয়ে গেল ও সম্পূর্ণ, ওই মুহূর্তে কোকের বোতলের দিকে কে তাকাবে? দ্বিতীয়বার বিছানাতে উঠে আসলাম আমরা।

আগের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হল এটা, চার মিনিট টিকলাম আমি। তারপর মৃদু গোঙানি বের হয়ে আসছিল ওর মুখ থেকে। এই দফাতে আমি যেন হারিয়ে গেলাম। হারিয়ে যাওয়ার কি অসাধারণ উপায়ই না সেটা ছিল!

❤

ক্লান্ত শরীরে ঝিমাচ্ছিলাম আমরা। অ্যানি আমার বাহুর গভীরে মাথা দিয়ে শুয়েছে, এটাই এখন ওর বালিশ।

'ঠিক আছ?'

'এতটাই ঠিক আছি যে বিশ্বাসই করতে পারছি না।' বললাম।

হাসল ও, দেখতে না পেলেও অনুভব করতে পারলাম। 'এতদিন পর এই বেডরুমটা ঘুম ছাড়া আর কোন দরকারি কাজে লাগানো গেল।'

'তোমার বাবা এখানে থাকেন না?'

'নাহ, বহুদিন এদিকে আসে না তো বাবা। মাইক পছন্দ করেছিল এই বাড়িটা, তাই আমি ফিরে এসেছি। নাহলে আমিও আসতাম না। মাইক মারা যাবে এটা আমার ভেতর থেকে বিশ্বাস হতে চায় না, মাঝে মাঝে আবার হয়। এজন্য কিছু শর্ত দিয়ে নিজের মনটাকে বুঝাই আমি। যদি ওকে জয়ল্যান্ডে নিয়ে না যাই, ও মারা যাবে না। যদি আমার বাবার সাথে ঝগড়া না মেটাই, তাহলে বাবার সাথে ওর দেখা হবে না। বাবার সাথে দেখা না হলে মারা যাবে না ও। এই বাড়িতে আমরা থাকলে ও মারা যাবে না! এরকম হাজারটা ছেলেমানুষী চিন্তা আমার। এজন্য ও যখন সৈকতে প্রথম গেল, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। মাইক জানতে চাইছিল কি হয়েছে আমার। আমি বলেছিলাম, এই মাসের পিরিওডের সময় হয়ে গেছে আমার। ওটা কি জিনিস তা ও জানে।'

উঠে বসল ও, শরীরে জড়িয়ে রাখল চাদর, 'মনে আছে, মাইককে আমার ব্রাইট ফিউচার বলেছিলাম?'

BanglaBook.org

'হুঁ।'

'আমি আর কিছু ভাবতে পারি না যে! মাইকেল ছাড়া আর কিছু ভাবতে গেলে জাস্ট ব্ল্যাংক সবকিছু। কে জানি বলেছিল আমেরিকাতে দ্বিতীয় কর্ম বলে কোন শব্দ নেই? ঠিকই বলেছিল সে।'

ওর হাত ধরলাম, 'প্রথম কাজটা শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় কাজ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে।'

হাতটা আলতো করে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখের ওপর বুলিয়ে দিল ও, 'তোমার বয়েস কম হলেও গাধা-টাইপের না।'

ওর মুখ থেকে কথাটা শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু নিজেকে তখন আমার *গাধা-টাইপই* মনে হচ্ছিল। ওয়েন্ডির ব্যাপারে না, এরিনের ফাইলে করে আনা ছবিগুলোর কথা আবারও মনে পড়ছে। ধরতে পারিনি আমি অসঙ্গতিটা। এখনও পারিনি!

অ্যানি আবার শুয়ে পড়েছে, ওর বুক থেকে চাদর সরে যেতে স্তনজোড়া বেরিয়ে পড়ল আবার। উঠে যাচ্ছে আমার, টের পেলাম। একুশ বছর বয়স্ক হওয়ার বেশ কিছু সুবিধা আছে দেখা যাচ্ছে!

'শুটিং গ্যালারিতে ভাল মজা হয়েছে আজ। অনেকদিন শুটিং করি না তো, প্রায় ভুলেই গেছিলাম কাজটা কি পছন্দের ছিল আমার! আমার বয়স যখন ছয়, প্রথম রাইফেল পেয়েছিলাম বাবার কাছ থেকে। টুটু বোর, কিন্তু আমার বেশ পছন্দ ছিল ওটাকে।'

'ছয় বছরে?'

'হুঁ। এটা আমার আর বাবার সিক্রেট। এই একটা জিনিসই ঠিকমত চলেছিল আমাদের মধ্যে। মানে, এখন পর্যন্ত।' কনুইয়ে ভর করে উঠল ও, 'এই ধর্ম-টর্ম নিয়ে প্রচারণা সে তার টীন এইজ থেকেই করছে। সতের বছর বয়স থেকে চলে আসছে ওসব, ব্যাপারটা অবশ্য টাকার জন্য না। বাবা-মার কাছ থেকে আর কোন ভাইয়ের থেকে তিন গুণ বেশি সাপোর্ট পেত সে ওকারণে। এখনও যা বলে তা বিশ্বাস করেই বলে, কিন্তু জীবনযাত্রা আগের মতই আছে তার। প্রথমে একজন দক্ষিণের লোক সে, তারপর একজন ধর্মপ্রচারক। একটা গাড়ি কিনেছে পঞ্চাশ

BanglaBook.org

হাজার ডলার দিয়ে, সেটা আবার একটা পিকআপ ট্রাক। দাম যাই হোক, পিকআপ ট্রাক মানে পিকআপ ট্রাক। রুচির কোন পরিবর্তন হয়নি বাবার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানি, 'ওসব যীশুর ব্র্যান্ড আর পিকআপ ট্রাক নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নাই। তবে বাবা রাইফেলের কালেকশন এই রাইফেল, শুটিং আর শিকারের দিকটা শুধু তার মেয়ের দিকেই এসেছে। আর ছেলেরা কিন্তু ওসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। বাবার দিক থেকে এই একটা জিনিসই পেয়েছি আমি। হাস্যকর লিগেসী, তাই না?'

কিছু না বলে একটা কোকের বোতল খুলে দিলাম ওকে।

'বাবার পঞ্চাশটার মত রাইফেল আছে সাভান্নার বাড়িতে। বেশিরভাগই অ্যান্টিক জিনিস। এই বাড়ির সেফে ছয়টার মত আছে রাইফেল। আমার অবশ্য এত নেই, শিকাগোতে আছে দুটো মাত্র। প্রায় দুই বছর ধরে গুলি করি না আমি, তবে মাইক যদি মরে যায়...' কপালে বোতলটা ঠেকাল ও, যেন মাথাব্যথা এড়াতে চাইছে, 'মানে, যখন মাইক মারা যাবে, রাইফেলগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে আমাকে। তানাহলে প্রলোভনে পড়ে যাব।'

'মাইক কিন্তু চাইত না তুমি-'

'জানি। কিন্তু মাইক কি চাইত আর কি চাইত না, সেটাই সব সময় মুখ্য হতে পারে না। মাইক মারা যাওয়ার পর এমনটাও মনে হবে না ওপাড়ের কোন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার এসব পরকালে বিশ্বাস নেই। তবুও আত্মহত্যার ইচ্ছেটা আমার মধ্যে আসবেই। ওটা এড়াতে রাইফেল সরাতেই হবে আমাকে।' হতাশ দেখাল তাকে, 'যদি পরকালে বিশ্বাস করতে পারতাম তাহলেই হয়ত ভাল হত। চার বছর বয়সে রূপকথার ওপর থেকে যখন বিশ্বাস উঠে গেল, তখন থেকেই ওসবে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। আমার মনে হয় মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরক কিছু নেই। শুধু শুন্যতা। অসীম শুন্যতা। এজন্যই মাইকের ব্যাপারটা মেনে নিতে আমার এত কষ্ট হয়।'

'মাইক জানে মৃত্যুর পর শুধু শুন্যতা নেই, আর কিছু আছে সেখানে।'

'কি? কেন বললে এ কথা? মানে, কেন মনে হল তোমার এরকম?'

BanglaBook.org

কারণ, মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটাকে দেখেছে মাইক, কথা বলতে শুনেছে। আর আমি জানি, অ্যালিস ব্যান্ডটা দেখেছিলাম আমি। টমও দেখেছে তাকে।

'ওকেই প্রশ্ন কর। তাই বলে আজকেই এসব নিয়ে গুঁতোগুঁতি করার দরকার নেই।'

একপাশে কোক সরিয়ে রেখে আমাকে পর্যবেক্ষণ করল ও। গালে আবারও টোল পড়া হাসিটা ফিরে এসেছে। 'দুইবার করেছ তুমি, তৃতীয়বারের জন্য আগ্রহ আছে তোমার?'

আমার কোকটাও বিছানার পাশে নামিয়ে রাখলাম, 'সেক্ষেত্রে বলতেই হচ্ছে-'

আমাকে দুই হাতে জড়ালো ও।

❤

বসার ঘরে অপেক্ষা করছিলাম, অ্যানি পোশাক পরে নেমে আসল। আগের সেই জিনস আর স্যুয়েটার পরনে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভেতরে এখনও নীল সেই ব্রা পরে আছে ও, মনে হতেই আরেকবার উত্থান টের পেলাম নিচের দিকে।

'আমাদের বোঝাবুঝিতে সমস্যা নেই তো?' কাছে এসে জানতে চাইল ও।

'না। তবে আমরা আরও ভাল বুঝতে পারতাম আমাদের।' অর্থপূর্ণ গলাতে বললাম।

'ওরকমটা হলে আমারও ভাল লাগত। কিন্তু এরচেয়ে বেশি কিছু হবে না। যদি তোমাকে যতটা পছন্দ করি, তুমিও আমাকে ততটা কর, তাহলে এখানেই শেষ হচ্ছে ব্যাপারটা।'

'বেশ।'

'গুড।'

'কতদিন তুমি আর মাইক থাকছ এখানে?'

'মানে, আজ রাতে যদি ঝড়ে উড়ে না যায় জায়গাটা?'

BanglaBook.org

'তেমন কিছু হবে না। সেরকম ঝড় না এটা।'

'তাহলে এরপর এক সপ্তাহের মত আছি আমরা। সতের তারিখে শিকাগোতে স্পেশালিস্টের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ওই সময়ের আগেই পৌঁছে যেতে চাইছি আমি।' গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল ও, 'তারপর বাবার সাথে দেখা করার জন্য ফোন করে কথা বলব একবার। কয়েকটা শর্তও দেব, প্রথমতঃ কোন যীশু নিয়ে যেন আলাপ না করে সে আমার সাথে।'

'তোমাদের সাথে এর মধ্যে আর দেখা হবে আমার?'

'হ্যাঁ।' আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ও, 'তবে এভাবে আর না। এটা সবকিছুকে খুব কনফিউজড করে দেয়। বুঝতেই তো পারছ তুমি?'

মাথা দোলালাম।

'এখন তোমার যাওয়া উচিত, ডেভ। ধন্যবাদ তোমাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ সবকিছুর জন্য। কিন্তু বেস্ট রাইডটা আমরা শেষ রাইড হিসেবে চড়ব। মনে আছে?'

অন্ধকার না, ওটা কোন এক উজ্জ্বল রাইড হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'তোমার আর মাইকের জন্য আরও কিছু করে যেতে পারলে ভাল লাগত।'

'আমারও লাগত। কিন্তু, যে পৃথিবীতে আছি তাতে ওসব হয় না। আগামীকাল রাতে খেয়ো এখানে, মাইক তোমাকে দেখলে খুশি হবে।'

সুন্দর লাগছিল ওকে দেখতে, খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করল আমার, ইচ্ছে করল তাকে নিয়ে একটা নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সেসবের কিছু করলাম না। শুধু হেঁটে বের হয়ে এলাম বাড়িটা থেকে। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল অ্যানি।

যেমনটা বলেছিল মেয়েটা, *যে পৃথিবীতে আছি তাতে ওসব হয় না।*

কি একটা নির্মম সত্য কথাই না সে বলেছিল!

BanglaBook.org

সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়তে বলেছিল ফ্রেড ডীন। তার কথা মেনে শুয়ে পড়লাম বিছানাতে। সমুদ্রের স্রোতের কান্না শুনতে শুনতে ঘুম এল না, মনে পড়ছিল অ্যানি রসের কথা।

ওর নরম হাতের ছোঁয়া, ওর স্তনের কোমলতা, ওর মুখের স্বাদ, ওর দুটো চোখ, চোখ দুটোকে নিয়েই বেশি ভাবতে হল আমাকে। ওয়েন্ডি কীগ্যানকে যেমন অন্ধের মত ভালবেসেছিলাম, তেমন কিছু ফীল করতে পারলাম না। ওধরণের অন্ধ ভালবাসা একবারই আসে মানুষের জীবনে। তবে অ্যানিকে ভালবেসেছি আমি। প্রেমে পড়ার পেছনে ওর কোমল স্বভাবটাই মূল কারণ, তাছাড়া মেয়েটার ধৈর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

ওকে ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল আমি জানি না।

❤

বিকট একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আমার। নিচ থেকে শব্দটা আসছে। পৌনে একটা বাজে তখন, জামাকাপড় পরে বর্ষাতিটা হাতে নিয়ে বের হয়ে আসলাম। নিচের একটা জানালা খুলে গেছে বাতাসের চাপে, ওটাই বার বার বাড়ি খাচ্ছে এখন চৌকাঠের সাথে। আবহাওয়াবিদেরা কি গিল্ডাকে ছোট করে দেখেছে? সৈকতের তীরের একটা বাড়িতে মাইক আর অ্যানি আছে, ভাবনাটা আমার তলপেট ঠাণ্ডা করে দিল।

এত কিছুর মধ্যেও কাঠ চেরাই করার মত শব্দ করে নাক ডাকছেন মিসেস শপ্‌ল'। কেয়ামত হয়ে গেলেও মনে হয় তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়নি, আমার বর্ষাতি কোন কাজে আসল না। জানালাটাকে ঠিকমত বেঁধে আটকে দিলাম। শব্দ থেমে গেলে ওপরের দিকে রওনা দিলাম। ঘরে ফিরে কাপড় ছেড়ে বিছানাতে ফিরে গেলাম আবার।

জানালার শব্দ বন্ধ হলেও বাইরে বাতাসের চাপা গর্জন নিয়ে কিছুই করার নেই আমার। শোঁ শোঁ শব্দের মাত্রা এতটা বেড়ে গেছে যে চিৎকারের মত শোনাচ্ছে। বাতাসের মত আমার মস্তিষ্ককেও বন্ধ করে রাখতে পারলাম না, আবারও পূর্ণগতিতে চলতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

ওটার রঙ সাদা না। ভাবলাম। এটা আমার বোঝার কথা ছিল, কিন্তু কিছু বুঝিনি আমি এখনও। আজকে পার্কে আমাদের স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম, সাদা রঙের না এমন কি কি দেখেছি আজ?

তোমার মাথার ওপর ছায়া জমছে, ছেলে।' প্রথম দিন রোজি গোল্ড বলেছিল আমাকে। জয়ল্যান্ডে সে কতদিন ধরে কাজ করে? সেও কি কার্নি-ফ্রম-কার্নি? তাতে আমার কি আসে যায়?

আমি জানি, মাইক লিন্ডা গ্রেকে মুক্তি দিয়েছে। যেমনটা বলা হয়, *দরজা চিনিয়ে দিয়েছে*। নাহলে কেন তাকে ধন্যবাদ জানাবে মেয়েটা?

চোখ বন্ধ করে ফ্রেডকে শুটিং গ্যালারিতে দেখতে পেলাম। চকচকে স্যুট আর ম্যাজিক টপ হ্যাট পরে ছিল সে। লেন টুটু বোরের রাইফেলটা নামিয়ে এনেছিল।

অ্যানিঃ কতগুলো শট নেওয়া যাবে

ফ্রেডঃ এক ক্লিপে বুলেট থাকে দশটা। যতগুলো আপনার মনে চায়, ম্যাম। আজ আপনার দিন।

কয়েকটা বিষয় একসাথে মাথাতে খেলে গেল, চোখ বড় বড় হয়ে যায় আমার। উঠে বসে বাইরের ঝড়ো বাতাস কান পেতে শুনলাম, তারপর মাথার ওপরের লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে এরিনের ফাইলটা বের করে আনলাম। ফটোগ্রাফগুলো মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে আরেকবার দেখছি, ঘোড়ার মত হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল আমার।

যথেষ্ট আলো নেই ঘরে, জামা পরে আবারও নেমে আসলাম। বসার ঘরে স্ক্র্যাবল খেলার সময় লক্ষ্য করেছিলাম টেবিলের আলোটা প্রচণ্ড উজ্জ্বল। ওই আলোতেই অনেকবার খেলাটাতে হেরেছি আমি, ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। একপাশে মিসেস শপ্‌ল'র ঘর, হলটা ওদিকে চলে গেছে। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে লাইট জ্বালালাম। ঘুম নষ্ট করতে চাই না তার।

স্ক্র্যাবল বক্সটা টিভির ওপর তুলে দিয়ে ছবিগুলো টেবিলের ওপর তুলে দিলাম। ছবিগুলোর বিন্যাস বার বার পাল্টে পাল্টে রাখছি এখন। তৃতীয়বার যখন নতুন বিন্যাসে নিয়ে আসছি ছবিগুলোকে, হাত ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। পুলিশের কাছে যাওয়ার মত কোন প্রমাণ না, কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি ব্যাপারটা!

BanglaBook.org

চিনেছি এবার তাকে!

ফোনটা বেজে উঠল সাথে সাথে। ভোরের নিস্তব্ধতায় কান ফাটানো শব্দ মনে হল। পাড়া জাগিয়ে তোলার আগেই বিদ্যুৎবেগে ওটাকে তুলে নিলাম।

'হ্যাল্!' এতটুকুই বলতে পারলাম আমি।

'আরে তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম তোমার বাড়িওয়ালী তুলবে ফোনটা। ফ্যামিলি ইমার্জেন্সীর একটা কাহিনী ফেঁদে রেখেছিলাম তাকে শোনানোর জন্য।' অন্যপাশের গলাটা আমোদ পাচ্ছে মনে হল।

কথা বলতে চাইলাম কিন্তু স্বর বেরুলো না।

'ডেভিন, আছো তো ওখানে?'

'আমি জাস্ট আ সেকেন্ড!' রিসিভার নামিয়ে আনলাম নিচে। কান পেতে শুনলাম, মিসেস শপ্‌ল'র নাক ডাকার শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। ভাগ্যির দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। 'বল। ফোন করেছ কেন?'

'আমার তো মনে হয় তুমি জানো সেটা। আর যদি নাও জানো, বেশ দেরী হয়ে গেছে তোমার।'

'তুমিও সাইকিক নাকি?' বোকার মত প্রশ্ন করে ফেললাম। চাপের মুখে মস্তিষ্ক উদ্ভট কাজ করে। আমার মাথাতে যা চলছে তা মুখে এল না।

'নাহ। ওটা রোজির কাজ কারবার। আমাদের মাদাম ফরচুনা।' হাসল কণ্ঠটা। গলা শুনে মনে হচ্ছিল খুবই ফূর্তিতে আছে সে। আমার অবশ্য সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। খুনীরা মাঝরাতে ফূর্তির চোটে ফোন করে না। ফোনটা কে ধরবে সেটা পর্যন্ত জানত না মানুষটা। চাপে পড়েছে খুনী, নাহলে আমাকে ফোন করত না সে।

কিন্তু এই লোকের ব্যাপারটাই আলাদা। বয় স্কাউটে ছিল সে, উন্মাদ হলেও সবসময় সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকার অভ্যেস আছে তার। ট্যাটুর ব্যাপারটাও তেমন একটা দিক। বার বার আমার চোখ শুধু ওই ট্যাটুর দিকেই ফোকাস দিচ্ছিল, বেসবল ক্যাপ আর মুখ বাদ দিয়ে শুধু ট্যাটু দেখেছি এতদিন।

BanglaBook.org

'তোমার উদ্দেশ্য কি তা আমার জানা আছে। এরিন কুক মেয়েটা তোমাকে ওই ফাইল এনে দেওয়ার আগে থেকেই ব্যাপারটা জানি আমি। আর আজকে তো সুন্দরী মা আর তার ল্যাংড়া বাচ্চাটাকে কি বলেছ তুমি, ডেভিন? ওরা কি তোমাকে এই তদন্তে সাহায্য করেছিল?'

'ওরা কিছুই জানে না।'

বাতাসের তীব্রপ্রবাহ শোনা গেল রিসিভারে। মানুষটা তাহলে বাইরে আছে!

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।' বলল সে।

'বিশ্বাস করতে পার এই কথাটা।'

নিচের দিকে তাকিয়ে ছবিগুলো দেখছি আমি। ট্যাটুওয়ালা লিন্ডা গ্রের কোমরে হাত পেঁচিয়ে রেখেছে। ট্যাটুওয়ালা শুটিং গ্যালারীতে তার রাইফেলের তাক ঠিক করতে সাহায্য করছে।

লেনঃ অ্যানি ওকলির বেস্ট শুটিংটা আমরা দেখতে চাচ্ছি।

ফ্রেডঃ দারুণ শট!

ফিশটপ ক্যাপ আর কালো সানগ্লাস পরে ছিল লোকটা। পাখির ট্যাটুটা ওর হাতে ছিল, দেখা যাচ্ছিল সেটা, কারণ গ্লাভস পেছনের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। অন্ধকারে লিন্ডাকে পাওয়ার সাথে সাথে গ্লাভস পরেছিল সে।

'বিকেলে তো বিশাল বাড়িটাতে অনেকক্ষণই ছিলে দেখলাম। কুক মেয়েটা যে ছবিগুলো নিয়ে এসেছিল তা নিয়ে নিশ্চয় আলাপ করছিলে মাম্মির সাথে? নাকি শুধু বিছানা কাঁপাচ্ছিলে? অবশ্য দুটোই করতে পারো, মাম্মিটা তো টেস্টি মাল।'

'ওরা কিছু জানে না। আমিও জানি না তেমন কিছু, প্রমাণ করার মত কিছুই পাইনি অন্তত।'

'তা হয়ত পাওনি। কিন্তু সে তো সময়ের ব্যাপার মাত্র। একবার মাথাতে তথ্য ঢুকে গেলে সেটাকে নিশ্চয় বের করতে পারবে না তুমি? এখন আমরা কি করব সেটা বলি। তুমি জয়ল্যান্ডে চলে আসো। সামনাসামনি কথা বলব আমরা। ফেস টু ফেস। ম্যান টু ম্যান।'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' সেই মুহূর্তে ও যদি ববি রাইডেলকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করত সেটাতেও চোখবন্ধ করে সম্মতি দিতাম আমি, 'কিন্তু তুমি যদি সে-ই হয়ে থাক-'

'আরে, তুমি তো জানোই আমি কে।' অধৈর্য শোনাল তার গলা, 'আর আমিও জানি পুলিশের কাছে তুমি গেলে ওরা সহজেই বের করে ফেলবে আমি লিন্ডা গ্রে মারা যাওয়ার এক মাস পর জয়ল্যান্ডে এসে জুটেছি। তারপর ওয়েলম্যান শো আর সাউদার্ন স্টার অ্যামিউজমেন্টের সাথে আমার কানেকশন বের করতেও তারা বেশি সময় নেবে না। ব্যাস, কাজ হয়ে যাবে! সোজা লটকে যাবো আমি ফাঁসীর দড়িতে।'

'আমি তাহলে পুলিশকে ফোন দেই, কি বল?'

'আমি কোথায় আছি তা কি জানো, ছেলে?' তীব্র ক্রোধ টের পেলাম তার গলায়, 'ঠিক কোথায় আছি আমি, সে ব্যাপারে তোর কোন ধারণা আছে, শূয়োরের বাচ্চা? অন্যের কাজে যে খুব নাক গলাস?'

'জয়ল্যান্ডে। সম্ভবতঃ অ্যাড বিল্ডিংয়ে।'

'মোটেও না। শপিং সেন্টারে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকেই ধনী কুত্তীরা তাদের কেনাকাটা করে। তোমার গার্লফ্রেন্ডের মত ধনী কুত্তীরা।' আগের চেয়ে শান্ত হয়েছে ওর কণ্ঠ।

কেউ যেন একটা ঠাণ্ডা আঙুল ঘাড় থেকে মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত বুলিয়ে দিয়ে গেল। কিছু বললাম না এবার।

'ওষুধের দোকানের বাইরে একটা পেফোন আছে। বুথ না, কিন্তু বৃষ্টি যতক্ষণ নামছে না সেটা কোন ব্যাপার না। এখানেই আছি আমি। তোমার গার্লফ্রেন্ডের বাসা দেখা যাচ্ছে, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। এটা মনে হয় সারারাত জ্বালিয়ে রাখে ও। বাকি ঘরগুলো অন্ধকার। ফোনটা রেখে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে আমার ষাট সেকেন্ডও লাগবে না।'

'বার্গলার অ্যালার্ম আছে ও বাড়িতে।' আছে কি না সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই নেই, তাও বললাম।

হাসল সে, 'ওসব ঠাপানোর সময় নেই আমার এখন। বার্গলার অ্যালার্ম তো আর ছুকরির গলা কাটা থেকে আমাকে ঠেকাতে পারবে না। তবে, আগে ছোট

BanglaBook.org

ল্যাংড়াটাকে খুন করব ওর চোখের সামনে। দৃশ্যটা তাকে দেখতে বাধ্য করব, ভেবো না।'

তুমি তাকে রেপ করবে না অবশ্য। সময় থাকলেও করবে না। ওটা করার ক্ষমতা তোমার আছে বলে মনে হয় না! মনে মনেই বললাম কথাগুলো। পাগল ক্ষেপিয়ে কাজ নেই।

'আজকে ওদের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলে। ফুল প্রাইজ রাইডগুলো-'

'হুম, গাঁইয়াদের সাথে করতে হয় ওরকম। কিন্তু ফানহাউজ-শাই থেকে কারগুলো বের হয়ে এল কেন, বলো তো?'

'আমি তো সেটা জানি না।'

'আমার তা মনে হয় না। যাই হোক, ওসব নিয়ে তোমার সাথে একটু পরই আলাপ করা যাবে। জয়ল্যান্ডে চলে এসো। তোমার ফোর্ডটাকে আমি চিনি। ওই বিশাল সবুজ বাড়িটাতে আমাকে যদি গলা কাটতে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করতে না চাও, এখনই বের হয়ে আসো।'

'আমি-'

'আমি কথা বলছি, তার মাঝে কথা বলছ কোন সাহসে?' ধমকে উঠল লোকটা। 'শপিং সেন্টার পার করার সময় আমাকে পার্কড ট্রাকগুলোর কাছেই দেখতে পাবে। ফোন রাখার পর গুণে গুণে চার মিনিট সময় দেব তোমাকে। এর মধ্যে যদি তোমার গাড়ি না দেখতে পাই দিগন্তে, বাড়িতে ঢুকে গলা কাটা শুরু করব। বুঝেছ তো?'

'মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কারভাবে।'

'পার্ক পর্যন্ত আমি তোমার পেছনে পেছনে যাব। গেট নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওটা খোলাই আছে।'

'তারমানে, হয় ওদের নয়তো আমাকে খুন করবে, তাই না?'

BanglaBook.org

'তোমাকে খুন করব?' আসলেই তাকে অবাক মনে হল, 'তোমাকে আমি খুন করব না, ডেভিন। সেটাতে আমার অবস্থান আরও খারাপের দিকে যাবে। আমি শুধু উধাও হয়ে যাবো। আগেও করেছি কাজটা, ভবিষ্যতেও হয়ত করতে হবে। তার আগে তোমার সাথে কথা বলতে চাইছি শুধু।'

'কথাটা তো আমরা ফোনেও বলতে পারি তাহলে।'

হাসল সে, 'তাহলে আমাকে আটকানোর সুযোগ তো পাচ্ছ না। হিরো হওয়ার এই সুযোগ কি তুমি ছাড়বে? প্রথমে পিচ্চি মেয়েটা, তারপর এডি পার্ক, তারপর সুন্দরী মাম্মি আর তার ল্যাংড়া ছেলে - এরপরে চার নম্বর হিরোইজম দেখানোর জন্য হলেও আসবে তুমি। চার মিনিট।'

ফোন রেখে দিয়েছে খুনী। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ড্রয়ার থেকে একটা প্যাড বের করে এনে এদিক ওদিক তাকালাম। টিনা অ্যাকারলির মেকানিক্যাল পেনসিলটা চোখে পড়ল, এটা দিয়ে সে খেলার সময় স্কোর লিখে।

দ্রুত একটা মেসে লিখলাম।

"মিসেস এস, যদি আপনাকে এই চিঠি পড়তে হয়, তার অর্থ আমার খারাপ কিছু হয়েছে। আমি জানি লিন্ডা গ্রেকে কে খুন করেছে। বাকিদেরও।"

নিচে খুনীর নামটা পরিষ্কার করে লিখলাম।

তারপর ছুটলাম দরজার দিকে।

❤

চাবি ঘোরাতেই আমার প্রিয় ফোর্ড দুইবার কেশে স্থির হয়ে গেল। পুরো গ্রীষ্মকালটা আমার মনে হয়েছে ব্যাটারি পাল্টানো দরকার, কিন্তু রাজ্যের খরচ করার জায়গা ছিল আমার তখন। পাল্টানো হয়নি।

গ্যাস পেডাল থেকে পা সরিয়ে রাখলাম। সময় ছুটে চলেছে, ছুটে চলেছে তীব্র বেগে। আমার মনের এক অংশ পুলিশকে ফোন করতে চাইছে, কারণ অ্যানিকে ফোন করতে পারব না। ওর নাম্বার নেওয়া হয়নি। তার বাবার সেলিব্রেটি ফিগারের জন্য টেলিফোন গাইডেও ওই বাড়ির নাম্বার পাওয়া যাবে না। এসব কি ও ব্যাটা জানে?

banglabook.org

মনে হয় না এতকিছু সে জানে। ভাগ্যগুণে তার অনুকূলে গেছে সবকিছু! যে রকম বেখেয়ালী বেহায়া এক খুনী সে, তিন-চারবার পুলিশের কাছে ধরা খাওয়ার কথা ছিল। ভাগ্য তাকে সহায়তা করেছে অনেকবার।

বাড়ির ভেতরে ব্রেক-ইন করার সময় অ্যানি শুনতে পাবে না? পাওয়া তো উচিত। তারপর গুলি করবে সে শয়তানটাকে। সে যোগ্যতা মেয়েটার আছে, জানি।

উঁহু, রাইফেলগুলো সব সেফে থাকে। তেমনটাই বলেছিল অ্যানি। খুলে বের করে আনতে সময় লাগবে। একটা রাইফেল যদি হাতে নিতেও পারে, ততক্ষণে মাইকের গলা ফাঁক হয়ে যাওয়ার কথা।

চাবিটা আরেকবার সাবধানে ঘোরালাম। এবার চলতে শুরু করল গাড়ি। রাস্তাতে কর্কশ শব্দ তুলে ছুটলো সেটা, জয়ল্যান্ডের দিকে ঘুরে গেছে মুখ। স্পিনের বৃত্তাকার নিওন আলো এখন মৃদু দেখা যাচ্ছে, থান্ডারবলের আলোও চোখে পড়ল। মেঘ জমেছে দৃষ্টিপথে। এরকম ঝড়ো রাতে রাইড দুটোর আলো সবসময় জ্বালিয়ে রাখা হয়। এক ঢিলে দুই পাখি মরে।

সমুদ্র থেকে কেউ দেখলে তীরের অবস্থান বুঝতে পারবে। আকাশপথে কোন প্লেন এদিকে এগিয়ে আসলে তারাও রাইডগুলোর অবস্থান বুঝে দুর্ঘটনা এড়াতে পারবে।

বীচ রো এখন খালি। তবে এলাকা জুড়ে পূর্ণ উদ্যমে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমার গাড়িটাও কেঁপে উঠল সে বাতাসে।

শপিং সেন্টার পার হওয়ার সময় একজন মাত্র মানুষকে দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে হাত তুলে একটু নাড়ল সে। বিশাল ভিক্টোরিয়ানটাকে এর পরে পাশ কাটালাম, আসলেই রান্নাঘরে আলো জ্বলছে এখন। ফ্লুরোসেন্ট।

অ্যানিকে মনে পড়ল, ওপর থেকে স্যুয়েটারটা হাতে নিয়ে নেমে এসেছিল। ট্যান হয়ে থাকা ওর পেট। ওর জিনসের রঙের ব্রা। *আমার সাথে দোতলায় আসছ তুমি?*

BanglaBook.org

আলো জ্বলে উঠল পেছনে, রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে দেখতে পেলাম না গাড়িটাকে। পেছনের বাম্পার থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওটা। হেডলাইটের

আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। গাড়ি চেনা যাচ্ছে না সেজন্য। তবে আমি অনায়াসে বুঝতে পারলাম ওটা একটা মেইনটেন্যান্স ট্রাক।

ঠিক যেভাবে বুঝতে পেরেছিলাম '*তোমাকে খুন করবনা*' কথাটা ছিল মিথ্যা। মিসেস শপ্‌ল' হয়ত আগামীকাল সকালে আমার কাগজের টুকরোটা পাবে। প্রশ্নটা হল, ওটা বিশ্বাস করতে তার কত সময় লাগতে পারে!

দারুণ আকর্ষণীয় একজন মানুষের দিকে আঙুল তুলেছি আমি, বিশ্বজয়ী হাসি আর বাঁকা হয়ে থাকা ডার্বির কানা যার। লেন হার্ডিকে ভাল না বেসে পারে না মহিলারা!

❤

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরজা খোলা ছিল। অনায়াসে ভেতরে চলে গেলাম, পার্ক করতে চাইলাম শুটিং গ্যালারির পাশে। পেছন থেকে কয়েকবার হর্ন দিল লেন, অর্থঃ *ড্রাইভ করে যাও।*

স্পিনের সামনে আসার পর পেছন থেকে আচমকা আলো জ্বালিয়ে উঠল সে। পার্ক করতে বলছে সে। ধীরে ধীরে ফোর্ডের ইঞ্জিন বন্ধ করলাম। ওটা হয়ত আর কোনদিনও চালু করতে পারব না, সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন আমি।

ট্রাকের হেডলাইটও নিভে গেল। দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম। স্পিনের লোহালক্কড় কেঁপে উঠে অদ্ভুত শব্দ করছে, ওপরে প্রবল বাতাস নিশ্চয়। শব্দটা অনেকটা নখের আঁচড়ের মত। ঐকতানে হচ্ছে নিয়মিত সেই শব্দ। হুইলটা এমনভাবে কাঁপছে যেন ওটা একটা গাছের মোটা গুড়ি।

লিন্ডা গ্রে, ডিডি মোউব্রে, ক্লডীন শার্প আর ডারলেন স্ট্যামনেকহারের খুনী আমার গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে আসল। জানালাতে দুইবার ধাতব কিছু দিয়ে টোকা দিল সে। একটা পিস্তল।

দরজা খুলে নেমে আসলাম, 'বলেছিলে, আমাকে খুন করতে যাচ্ছ না তুমি।'

বিখ্যাত হাসিটা দিল লেন, 'ওয়েল আমরা দেখব পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায়।'

BanglaBook.org

আজকে তার ডার্বি হ্যাটটা মাথার সাথে চেপে বসানো। প্রবল বাতাস যেন মাথা থেকে ছিটকে ফেলতে না পারে, সেজন্য। পনিটেইল চুলগুলো আজ তার ঘাড়ের সাথে লেপ্টে আছে। বাতাস গর্জন করছে এখনও, স্পিন অদ্ভুত শব্দ করেই যাচ্ছে।

'হোইস্টার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সলিড জিনিস হলে উড়ে চলে যেত। কিন্তু ফাঁপা যেহেতু - বাতাস ওটাকে ভেদ করে যাচ্ছে। ভাববার মত আরও অনেক কিছুই আছে তোমার জন্য। প্রথম যেটা, কিভাবে ফানহাউজের রাইডগুলোকে বের করে আনলে? কোন রিমোট কন্ট্রোল গ্যাজেট? এসব জিনিস নিয়ে আমার প্রচুর আগ্রহ। ভবিষ্যতের তরঙ্গ ওগুলো।'

'কোন রিমোট গ্যাজেট ছিল না।'

আমার কথা তার কানে ঢুকল বলে মনে হল না, 'কাজটা করার পেছনে তোমার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? আমার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বের করা? ওটার জন্য তোমাকে রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে তো তেলেসমাতি দেখাতে হত না, এমনিতেই আমি বলতাম ক'টা দিন পর।'

'রাইড চালু করে দিয়েছিল মেয়েটা। লিন্ডা গ্রে। তুমি তাকে দেখনি হরর হাউজে?'

কাজটা মাইক করেছিল নাকি লিন্ডা তা আমি জানি না, তবে মাইককে এর মধ্যে জড়ানোর ইচ্ছে আমার নেই। সোজা হতভাগী মেয়েটার ওপরই চাপিয়ে দিলাম দায়ভার।

লেনের মুখ থেকে হাসি মুছে গেল, 'এর চেয়ে ভাল কিছু তোমার মাথাতে এল না? সেই পুরোনো *ফানহাউজে*-ভূত গল্প? বেঁচে থাকতে হলে আরেকটু ভাল কিছু বলতে হবে তোমাকে।'

অর্থাৎ মেয়েটার ভূত সে দেখেনি কখনই! তবে হরর হাউজে কিছু একটা আছে বলে সে জানে, অন্তত আমার সেরকমই মনে হল। মাইলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার মধ্যে ভালরকমের ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের কাউকেই হরর হাউজে ঘেঁষতে দিতে চায়নি সে, কেন?

BanglaBook.org

'বিশ্বাস কর আর না কর, এখানেই ছিল মেয়েটা। ওর হেডব্যান্ডও দেখেছি আমি। ভেতরে উঁকি দিতে দেখনি আমাকে? সীটের নিচে ছিল ব্যান্ডটা।'

এতদ্রুত হাত চালালো লেন, ঠিকমত দেখতেও পেলাম না ওটাকে। নিজেকে রক্ষা করার কোন সময়ই পেলাম না আমি, দড়াম করে আমার কপালে আছড়ে পড়ল পিস্তলের ব্যারেল। নিমেষে গভীর একটা ক্ষত হয়ে গেল, চারপাশে তারা দেখলাম। পরমুহূর্তে রক্ত গড়িয়ে নেমে এল চোখের ওপর, পৃথিবী লাল হয়ে গেছে। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে স্পিনের রেইলিং ধরে পতন ঠেকালাম।

'বুঝতে পারছি না, এই শেষ পর্যায়ে এসে আমাকে আজেবাজে বোঝানোর দরকারটা কি?' হতাশায় মাথা নাড়ল সে, 'আর তেমন যৌক্তিক কিছু তোমার কথাতে দেখছি না। হেডব্যান্ডের কথা তুমি জানো এরিনের কল্যাণে। মেয়েটা তোমাকে যে ছবি এনে দিয়েছে তাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কথা জিনিসটা।'

'কিন্তু এরিন ছবি এনেছিল তা তুমি কি করে জানো... ফ্রেড দেখেছিল, তারপর তোমাকে গিয়ে বলেছে। তাই না?'

'হুম, সোমবার। আমরা একসাথে লাঞ্চ করছিলাম তার অফিসে। ও বলল, তুমি আর কলেজের ওই স্যাটা মেয়েটা মিলে *হার্ডি বয়জ* হওয়ার চেষ্টা করছ। অবশ্য সে না বললেও বুঝতে তেমন সমস্যা হত তা না। এডি পার্কসের হাত থেকে গ্লাভস খুলে নিতে দেখেছি আমি তোমাকে। তখনই ঘটনা যা বোঝার বুঝে ফেলেছি। ফ্রেড যখন বলল এরিনের হাতে কয়েকটা কাগজের ফটোকপি ছিল, ওয়েলম্যান শো আর সাউদার্ন স্টারের ঘটনা যে তোমাদের জানা হয়ে গেছে তা আমার বুঝতে আর বাকি ছিল না।'

মনের চোখে দেখতে পেলাম, লেন হার্ডি অ্যানানডেলের ট্রেনে চেপে বসছে। এরিনের কাছে যাচ্ছে। পকেটে একটা লম্বা রেজর।

দ্রুত বললাম, 'এরিন কল্পনাও করতে পারেনি পার্কের কারও কাজ এটা!'

'ওহ, রিল্যাক্স! তোমার কি মনে হয় আমি ওর পেছনে লাগব এবার? মগজটা একটু খাটাও হে! র‍্যাম্পের ওপর উঠে দাঁড়াও, চ্যাম্প! তুমি আর আমি একটা রাইডে চড়ব এখন। এত ওপরে উঠবো আমরা, যেখানে বাতাসে অক্সিজেন কম।'

BanglaBook.org

ওর মাথা কি নষ্ট হয়েছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেলাম। শেষ পর্যায়ে এসে আরেকটা অর্থহীন প্রশ্ন করা হত। অবশ্যই ভাল রকমের মাথা নষ্ট এই লোকের।

'হাসার মত কি দেখলে, জোনসি?'

'কিছু না। আসলেই তুমি এই ঝড়ের রাতে ওটার ওপর উঠতে চাইছ?'

খেয়াল করলাম, স্পিনের ইঞ্জিন চালু আছে। মৃদু একটা কম্পন টের পাওয়া যাচ্ছে। ঝড়ো বাতাস আর সমুদ্রের দূরবর্তী ঢেউয়ের গর্জন ঢেকে দিয়েছে শব্দটাকে, কিন্তু ভাল করে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে ওটাকে। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, ওপরে আমাকে সহ উঠে প্রথমে আমাকে গুলি করবে লেন। তারপর নিজের মাথাতে। পাগল লোকজন এমনটা প্রায় করে বলে পেপারে পড়ি আমরা, আমার বেলাতে ব্যতিক্রম হবে কেন?

চাপের মুখে থাকা অবস্থায় মস্তিষ্ক যে কত বাজে ভাবতে পারে তার আরও একটা উদাহরণ পাওয়া গেল আরকি।

'বুড়ো ক্যারোলিনা একদম নিরাপদ। ত্রিশ মাইল না হয়ে বাতাসের গতিবেগ যদি ষাট মাইলও হত, আমি এর ওপর রাত কাটাতে পারতাম। দুই বছর আগে *কারলা* যখন আমাদের উপকূলের গা ঘেঁষে গেছিল তখন এমনই ছিল বাতাসের বেগ। কিচ্ছুটা হয়নি রাইডের।'

'আমরা দুইজনই ভেতরে ঢুকে গেলে এটাকে চালাবে কে?'

'ভেতরে ঢুকলে নিজেই দেখতে পাবে। নাহলে-' পিস্তলটা আমার দিকে তুলে ধরল ও, 'ঠিক এখানেই গুলি করে মারতে পারি তোমাকে। আমার কোনটাতেই সমস্যা নেই।'

কাজেই, ভদ্র ছেলের মত হেঁটে হেঁটে র‍্যাম্পে চড়লাম। লোডিং স্টেশনে বসে আছে যে কারটা, সেটার দরজা খুললাম। উঠতে গেছি লেন বাধ সাধল, 'উঁহু। তুমি বাইরের দিকে বসবে। ওখানে থেকেই ভাল ভিউ পাওয়া যায়। পাশে সরে দাঁড়াও এখন। দুই হাত পকেটে!'

পকেটে হাত রাখতেই পিছলে আমার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল লেন। পিস্তলটা তাকিয়ে আছে সরাসরি আমার দিকে। আরও খানিকটা রক্ত কপাল থেকে

BanglaBook.org

আমার চোখে এসে পড়ল, কিন্তু এবার আর ওটা মোছার চেষ্টা করলাম না। পকেট থেকে হাত বের করার অপরাধেই উন্মাদটা আমাকে গুলি করে বসতে পারে।

'এবার তুমি!'

ঢুকে পড়লাম। আর কোন উপায় রাখা হয়নি আমার জন্য।

'দরজাটা লাগিয়ে দাও। *লাগানোর জন্যই তো দরজা।*'

'ড. সিউসের মত কথা বলছ দেখছি!'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল ওর, 'আমাকে তেল দিয়ে কোন উপকার হবে না তোমার। দরজাটা লাগাও নয়তো তোমার পায়ে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেই। তোমার মনে হয় এত ওপর থেকে চিল্লালে এই বাতাসের মধ্যে কারও কানে সেটা যাবে? আমার তো মনে হয় না।'

দরজা লাগিয়ে দিলাম। তারপর ওর দিকে ফিরে তাকাতে দেখা গেল দুই হাতে দুটো জিনিস ধরে আছে সে। এক হাতে পিস্তল, একটা অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র অন্যহাতে ধরা।

'বলেছিলাম, এসব গ্যাজেট আমার খুব পছন্দের। রেডিও সিগন্যাল পাঠায় এটা, মি. ঈস্টারব্রুককে দেখিয়ে বলেছিলাম এটা ব্যবহার করতে পারব কি না। উনি বলেছিলেন স্টেট পারমিশন দেবে না। সাবধানী বুড়ো হারামজাদা! এটা ব্যবহার করতে পারলে কোন নতুন কর্মচারী বা গাঁজুনী ছাড়াই মেইনটেন্যান্সের কাজ সামলে নিতে পারতাম আমি। পেটেন্ট করানোর ইচ্ছে ছিল এটাকে। অনেক দেরী হয়ে গেছে এখন! নাও, ধর।'

হাতে নিলাম ওটা। গ্যারাজ ডোর ওপেনার ছিল এককালে, ওটার ওপরই বিদ্যে ফলিয়ে রিমোট কন্ট্রোলার স্পিন ড্রাইভার বানিয়ে ফেলেছে লেন।

'আপ অ্যারো দেখতে পাচ্ছো ওটায়?'

'হ্যাঁ।'

'চেপে দাও।'

BanglaBook.org

আঙুল রাখলাম বাটনটায়। কিন্তু চাপ দিলাম না। প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে এই নিচেই। তাহলে ওপরে কি ভয়ঙ্কর হবে বাতাসের ধাক্কা? যেখানে বাতাসে অক্সিজেন কম! মাইক চেঁচিয়ে বলেছিল, *উড়ছি আমরা!*

'চাপ দেবে না পায়ে গুলি মেরে দেবো?' বিনীত প্রশ্ন লেনের।

চেপে দিলাম বাটন। সাথে সাথে স্পিনের মোটর ঘুরতে শুরু করল, আমাদের কার উঠে যাচ্ছে ওপরে।

'এবার বাইরে ছুঁড়ে মারো ওটাকে।'

'কি?'

'রিমোট কন্ট্রোলটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও, নাহলে আর কোনদিনও টু-স্টেপ করতে হবে না তোমাকে! তিন গুনছি আমি, এক-দুই-'

বাইরে ছুঁড়ে মারলাম রিমোট। ঝড়ো রাতে হুইল ওপরে উঠাতে থাকল আমাদের। ডানদিকে তাকিয়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখলাম। প্রবল আক্রোশে ছিটকে সমুদ্রতটে পড়ছে ওরা, ফেনা হয়ে গেছে সাদা। বামের দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা অবশ্য। কুচকুচে কালো রাতের অন্ধকার। একটা হেডলাইটও নেই কোথাও। এই প্রলয়ঙ্করী রাতে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কেউ বের হয়নি।

কপালের রক্তে ভেজা চুল প্রবল বাতাসে উড়ছে এখন, কারটা যথেষ্ট দুলছে। লেন সামনে হেলে গেল, তারপর পেছনে। আরও দুলিয়ে দিল কার। নিজে নড়ে উঠলেও পিস্তল ধরা হাতটা বিন্দুমাত্র নড়ল না আমার দিক থেকে।

'আজকে আর দাদী-নানীদের উপযোগী রাইড হচ্ছে না। কি বল?'

তা তো বটেই! আজ বুড়ো ক্যারোলিনা স্পিন ভয়ঙ্কর এক রাইড উপহার দিচ্ছে তার আরোহীদের। একদম চূড়োতে পৌঁছুতেই বাতাস লেনের ডার্বিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওটা।

BanglaBook.org

'যাহ বাড়া! যাকগে, কেনা যাবে আরেকটা।' গজ গজ করে উঠল স্পিন-জকি।

লেন! নামছ কিভাবে তুমি এখান থেকে, আরেকটা যে কিনবে? প্রশ্নটা আমার ঠোঁটের পেছনে এসে থেমে গেল। জানতে চাইলাম না অবশ্যই। আমার ভয় হল লেন উত্তর দিবে, আমরা এখান থেকে নামছি না আর। ঝড় পুরো রাইডটা উড়িয়ে নিয়ে না গেলে অথবা, পাওয়ার চলে না গেলে সারা রাত এভাবেই ঘুরতে হবে আমাদের দুইজনকে। সকালে ফ্রেড এসে দেখবে ঘুরন্ত রাইডে দুইজন মৃত অবস্থায় বসে আছে। খবরের কাগজে আরও একবার আমার নাম দিব্যি উঠে যাবে, কিন্তু ওটা পড়ার জন্য আমি থাকব না তখন। ভাবনাটা আমার পরের চালটা ঠিক করতে সাহায্য করল।

হাসল লেন, 'পিস্তলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে চাইছ তো? তোমার চোখের ভাষা পড়েই বুঝতে পারছি আমি সেটা। সেক্ষেত্রে আমাকে ডার্টি হ্যারীর মত ডায়লগ ছাড়তেই হবেঃ *ইউ হ্যাভ টু আস্ক ইয়োরসেলফ ইফ ইউ ফীল লাকি!*'

আমরা এখন নেমে যাচ্ছি। কারগুলো এখনও দুলছে, তবে আগের চেয়ে কম। মনে মনে স্বীকার করতেই হল এখন মোটেও 'লাকি ফীল' করছি না আমি।

'কয়জনকে খুন করেছ তুমি, লেন?'

'তোমার মাথাব্যথা না সেটা। যেহেতু পিস্তলটা আমার হাতে, প্রশ্ন যা করার আমিই করব। যেমন, কতদিন ধরে জানো তুমি আমার ব্যাপারে? বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল, তাই না? কলেজপড়ুয়া স্যাটা মেয়েটা তোমাকে যখন ছবিগুলো দেখিয়েছে তখন থেকেই বুঝে গেছ নিশ্চয়? তারপরও আমাকে চার্জ করনি। কিসের জন্য অপেক্ষা করেছ? নিশ্চয় যাতে ল্যাংড়াটা পার্কে শান্তিমত ঘুরে যেতে পারে তাই আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিয়েছিলে?'

'আজ রাতেই তোমার ব্যাপারটা জানতে পেরেছি আমি।'

'লায়ার, লায়ার, প্যান্টস অন ফায়ার।' ছড়া কাটল লেন।

র‍্যাম্প পার করে ফেললাম, এক পাক ঘোরা পূর্ণ হল। আবারও ওপরের দিকে উঠছে রাইড। সম্ভবতঃ আমাকে চূড়োতে ওঠার পর গুলি করবে লেন। তারপর হয় নিজের মাথাতেও গুলি করবে, নয়ত র‍্যাম্পে লাফিয়ে নামার একটা চেষ্টা করবে। পা অথবা কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে, তবে ঝুঁকিটা সে নেবে।

BanglaBook.org

'আমাকে গাধা বল আর যাই বল, মিথ্যাবাদী বলতে এসো না। ছবিগুলো আমি দিনের পর দিন দেখেছি, কিন্তু ধরতে পারিনি বিষয়টা। কিছু একটা পরিচিত মনে হয়েছিল আমার, কিন্তু কি সেটা তা বের করতে পারছিলাম না। আজ রাতে খেয়াল করলাম মাত্র। তোমার হ্যাট। সেদিন একটা ফিশটপ পরেছিলে তুমি। তবে শুটিং গ্যালারিতে একপাশে বাঁকা হয়েছিল তোমার ওই ফিশটপ, আবার হুইরলি কাপের ওখানে আরেক পাশে বাঁকা করে রেখেছিলে। বাকি ছবিগুলোতে তোমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলে, সেগুলোও দেখলাম তখন। একটাতে ক্যাপ ডানে বাঁকানো তো আরেকটায় ক্যাপ বাঁয়ে বাকানো। তোমার মুদ্রাদোষ, লেন। কখনও হয়ত নিজেও খেয়াল করনি ব্যাপারটা।'

নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল তার মুখে, 'শুধু এই! একটা বাঁকানো বালের ক্যাপ? এটা থেকেই আমাকে ধরে ফেলেছ তুমি?'

'না।'

দ্বিতীয়বারের মত চূড়োর দিকে যাচ্ছি আমরা। আরেকটা পাক খাওয়ার সময় আমি নিরাপদ থাকব এখন। খুনীটা ধরা পড়ার সবগুলো কারণ শুনতে চাইবে। আর চূড়োতে না উঠলে গুলি করবে না সে, নিচ থেকে কারও কানে গুলির শব্দ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তখন।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বিষয়টা আমার জন্য স্বস্তিকর। কপালের রক্ত ধুয়ে মুছে নেমে যাচ্ছে। লেন হার্ডির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বৃষ্টি শুধু আমার রক্তই ধুয়ে দিচ্ছে না!

'একদিন তোমার হ্যাট সরানো অবস্থাতে একবার দেখেছিলাম। কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল।' বাতাসের গর্জনের মধ্যে রীতিমত চিৎকার করতে হচ্ছে এখন আমাকে, 'গতকাল তোমাকে দেখলাম ঘাড়ের কাছে ঘষতে। আজ রাতে তোমার ক্যাপের ব্যাপারটা ধরে ফেলার পর মনে হল পাখির ট্যাটুর মত আরও কিছু তো নকল হতে পারে! এরিন দেখেছিল ঘাম তোমার নকল ট্যাটুকে ধুয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হয় পুলিশ ব্যাপারটা মিস করেছে।'

BanglaBook.org

আমার গাড়ি আর লেনের মেইনটেন্যান্স ট্রাকটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। আকারে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওগুলো। দ্বিতীয়বারের মত নেমে আসছি আমরা। ওগুলো পেরিয়ে বিশাল কিছু উড়ে যাচ্ছে ক
ঝড়ো বাতাসে কোন ক্যানভা

'গতকাল ঘাড় থেকে তুমি ময়লা পরিষ্কার করছিলে না। ওটা ছিল ডাই, হেয়ার ডাই। ট্যাটুর কালির মত চুলের রঙও ধুয়ে যাচ্ছিল। এখন বৃষ্টিতে যেভাবে ধুয়ে যাচ্ছে তোমার হেয়ার ডাই! আমি ভেবেছিলাম তোমার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু আসলে সাদা না, তোমার চুলের রঙ সোনালী!'

ঘাড় মুছে হাতের দিকে তাকাল লেন। আমার ওপর থেকে চোখ সরার সাথে সাথে আমি প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়েছিলাম তার ওপর, কিন্তু মুখ তুলে ফেলেছে সে। হাতের কালো রঙ বৃষ্টি ধুয়ে ফেলল ততক্ষণে। ওর কালো চোখে চোখ পড়ল, ছোট দুটো চোখ, কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাদের।

'একটা সময় আমার চুল সোনালীই ছিল।' বলল লেন, 'কিন্তু কালো রঙ চুলে দিতে দিতে এখন তারা মোটামুটি ধূসর হয়ে গেছে। আমার জীবনটা খুব প্যাড়াময়, জোনসি।'

আমরা আবারও ওপরের দিকে যাচ্ছি। আচমকা মনে হল একটু আগে জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের বড় ক্যানভাসটা কোন গাড়ির হেডলাইটও হতে পারে। চাপযুক্ত মস্তিষ্কের আরেকটা চিন্তা হয়ত, কিন্তু বিষয়টা আমাকে সামান্য হলেও আশার মুখ দেখাল।

বৃষ্টি এখন আমাদের ছুরি দিয়ে কাটার মত করে আঘাত হানছে। বর্ষাতিতে বৃষ্টি পড়ে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। লেনের চুল ত্যানা কাপড়ের মত উড়ছে। আশা করলাম উন্মাদটাকে আর দুই চক্কর পর্যন্ত আটকে রাখতে পারব এখানে। সম্ভব কাজটা, কিন্তু সম্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল।

'তোমাকে লিন্ডা গ্রের খুনী হিসেবে চিন্তা করাটা সহজ ছিল না, লেন। যেভাবে তুমি আমাকে শুরু থেকে কাছে টেনে নিয়েছ, এই জগতের প্রতিটি পথ দেখিয়েছ, তারপর কাজটা ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু একবার ওভাবে ভাবার সাথে সাথে সবকিছু খাপে খাপে মিলে গেল। ওই হ্যাট আর সানগ্লাসের নিচে তোমাকে দেখতে পেলাম আমি। খুনটা যখন হয় তখন তুমি এখানে কাজ করতে না।'

'ফ্লোরেন্সের একটা ওয়্যারহাউজে ফোর্কলিফটিংয়ের কাজ করতাম আমি।' নাক কুঁচকালো সে, 'গাঁইয়াদের কাজ। ঘৃণা করতাম কাজটাকে।'

'ফ্লোরেন্সে কাজ করতে গিয়েই লিন্ডা গ্রের সাথে তোমার দেখা হয়ে গেল। তারও আগ থেকেই জয়ল্যান্ডের ব্যাপারে তুমি জানতে, তাই না? জানি না তুমিও

BanglaBook.org

কার্নি-ফ্রম-কার্নি কি না, তবে শো ছেড়ে কখনই দূরে থাকতে পারনি তুমি। যখন ছোটখাটো একটা রোডট্রিপের কথা বললে লিন্ডাকে, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে রাজি হয়ে গেল মেয়েটা।'

'আমি তার সিক্রেট বয়ফ্রেন্ড হয়েছিলাম। মেয়েটাকে বলেছিলাম আমাদের এভাবেই যেতে হবে, যেহেতু আমার বয়েস বেশি। এটা মেনে নিয়েছিল লিন্ডা। সবাই নেয়, তুমি অবাক হয়ে যাবে ওই বয়েসী মেয়েদের এটা বিশ্বাস করানো কত সহজ একটা কাজ।'

অসুস্থ বেজন্মা! ভাবলাম, *অসুস্থ, উন্মাদ বেজন্মা!*

'মেয়েটাকে হেভেন'স বে-তে নিয়ে আসলে তুমি। মোটেলে উঠলে। কিন্তু খুনটা করলে জ্বয়ল্যান্ডে। হলিউড গার্লরা ক্যামেরা নিয়ে ছোটাছুটি করবে, ছবি তুলবে, সেটা তোমার জানা ছিল। ওটাই তোমার চাল ছিল, তাই না? ছবি তুলুক তারা, ছবি তোলার পর তোমার রেগে যাওয়া দেখুক, তোমার ট্যাটু দেখুক, বিষয়গুলো মনে রাখুক। দারুণ সাহসী একটা পরিকল্পনা। খুনটা করলে রাইডভর্তি কনিদের -'

'গাঁইয়াদের মাঝে।' শুধরে দিল সে। আরও জোরে বাতাস ধাক্কা দিল আমাদের রাইডে। নড়লই না লেন। অবশ্য সে ভেতরের দিকে আছে, কম্পন হলেও কম ওখানে। 'যে নামেই ডাকো না কেন তাদের, আসলেই গাঁইয়া ওরা। কিচ্ছুটা দেখতে শেখেনি তারা, কিছুই না। আমার তো মনে হয় শাল্লাদের চোখ মস্তিস্কের সাথে কানেক্টেড, না পোঁদের গর্তের সাথে? এজন্যই ঠিকমত খুনটা সেরে ফেলতে পেরেছিলাম আমি।'

'বের হওয়ার পর থেকে পুলিশ খুঁজতে শুরু করল খুনীকে।তুমি ঝুঁকির মধ্যে পরে গেলে। সেজন্য আবার এখানে এসেই কাজ নিলে। তাই তো?'

'এক মাসও যায়নি তখনও!' মুচকি হাসল সে, 'খুনীকে খোঁজাখুঁজির পুরোটা সময় একদম ওদের নাকের নিচেই ছিলাম। আর এখানে কাজ নেওয়ার পর থেকে সবকিছু দারুণ চলছিল। তুমি বুঝতে পারছ ... দারুণ মানে, আমার এই জীবনটা ভাল লেগেছিল। একটা নতুন জীবন শুরু করেছিলাম এখানে, গবেষণা করছিলাম, রিমোট গ্যাজেট বানিয়েছিলাম, এটাকে পেটেন্ট করাতাম। ওসব খুনাখুনীর ইচ্ছেটাই চলে গেছিল, জোনসি।'

BanglaBook.org

'ওহ, আমার তো মনে হয় আগে অথবা পরে তোমার মধ্যে পাগলামী চাড়া দিয়ে উঠতই।'

বৃষ্টি লেনের চুলের রঙ ধুয়ে দিচ্ছে। কালো হয়ে গেছে ওর গাল। রঙ বেয়ে বেয়ে নামছে থুতনীতে। ভেতরে ও ঠিক এরকম! অন্তরটা এরকম ঠাণ্ডা আর কালো ওর। কখনও হাসে না যেখানটা।

'না। আমি সুস্থ হয়ে গেছিলাম। তোমাকে মেরে ফেলতেই হচ্ছে, জোনসি। তুমি ভুল জায়গাতে তোমার নাক ঢুকিয়েছ তাই। তানাহলে এই কাজ আমি আর করতাম না। তোমাকে করতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। ভাল লাগত তোমাকে। আমাদের সবার প্রিয় ছিলে তুমি, আমারও ছিলে।'

কথাগুলো সত্য বলেই মনে হল এবার। ভীত হয়ে উঠলাম একই কারণে। ওপর থেকে নেমে আসছি আমরা আবার, চকিতে বাইরের দিকে তাকালাম। আমাদের নিচে সবকিছুবৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। দূরের জয়ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ে কোন গাড়ি নেই। ওটা আমার আন্ডার-স্ট্রেস মস্তিষ্কের কল্পনাই ছিলো। কোন সাহায্য আসছে না। কেউ আসছে না আজ আমাকে উদ্ধার করতে!

নতুন একটা আইডিয়া খেলে গেল আমার মাথাতে। ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে উন্মাদটাকে। ভীষণ ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। রাগের মাথাতে একটা-আধটা ভুল কি সে করবে না?

'রিস্ক নিয়ে খুন কর তুমি, কিন্তু কখনও রেইপ করো না। কেন, লেন? রেপ করার দরকার হলে তাদের জনশুন্য কোথাও নিয়ে যেতে, পাবলিক প্লেসে এনে মেরে ফেলতে না। আমার তো মনে হয় মেয়েদের দুই পায়ের মাঝখানে যা আছে তা দেখলেই ভয়ে তোমার পেচ্ছাব হয়ে যেত। খুন করার পর কি করতে তুমি? ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানাতে শুয়ে মাল ফেলতে ফেলতে নিজেকে বাহবা দিতে? *কি সাহসী আমি! নিরীহ একটা মেয়েকে খুন করে এসেছি!*'

'শাট আপ!'

'ইউ ক্যান ফ্যাসিনেট দেম, বাট ইউ ক্যান্ট ফাক দেম!' হাসিমুখে উপসংহারে পৌছে গেলাম আমি, ভেতরটা রাগে পুড়ে যাচ্ছে আমারও, 'কি হয়েছিল তোমার? ও, ছোট থাকতে আম্মু বুঝি ওই জায়গাতে কাপড় পেঁচিয়ে দিত? নাকি আংকেল স্ট্যান তোমার থেকে জোর করে ব্লোজব নিয়েছিল?'

BanglaBook.org

'শাট আপ!' আচমকা হাঁটু গেড়ে বসল সে, প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। হাত বাড়িয়ে একটা সেফটি বার আঁকড়ে ধরল লেন, সোজাসুজি আমার দিকে তাক করেছে এবার পিস্তল। ওপরে মেঘে মেঘে টোকাটুকি লেগেছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সে আলোতে দেখতে পেলাম চোখ মুখ কুঁচকে আছে সে, কৃশ চুল আর ভয়ঙ্কর একটা মুখ। গর্জে উঠল আবারও, 'তোর নোংরা মুখ আমি একদম বন্ধ করেই দিব-'

'ডেভিন, মাথা নামাও!'

এরকম কিছু চিন্তাও করিনি, অথচ চিৎকার শোনার আগেই ঝুপ করে বসে পড়লাম। কড়াৎ করে শব্দ হল একটা, বুলেট বের হয়ে গেছে পিস্তল থেকে। আমাকে নিশ্চয় মিস করল ওটা, কিন্তু কানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন শোঁ শোঁ শব্দ অথবা চুলের গোড়া ছুঁয়ে যাওয়া দুর্দান্ত গতি- মোটকথা গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা যেসব অনুভব করে থাকে, তার কিছুই টের পেলাম না।

আমাদের কারটা মাত্র লোডিং স্টেশন ক্রস করছিল, পেছনে ফিরে তাকালাম। অ্যানি রস র‍্যাম্পের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানটা ওর পেছনে। ঝড়ো বাতাসে হাড়ের মত ফ্যাকাসে মুখের চারপাশে চুল উড়ছে তার। আরেকবার দেখা হয়ে গেল আরকি!

লেনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থাতে জমে গেছে যেন সে। মুখ ফাঁক হয়ে আছে। গাল থেকে এখনও কালো রঙ ধুয়ে যাচ্ছে। চোখ উল্টে গেছে মানুষটার, মণির নিচের অংশটা শুধু ওপরের পাপড়ির আড়ালে দেখা যাচ্ছে। নাকের বেশিরভাগ উড়ে গেছে তার, একটা নাকের ফুটো ওপরের ঠোঁটের সাথে এখনও ঝুলে আছে। বাকিটুকু একটা ফুটোর চারপাশে থেঁতলে আছে।

ধপ করে সীটের ওপর বসে পড়ল সে, সামনের পাটির কয়েকটা দাঁত খুলে ঠকাঠক আছড়ে পড়ল রাইডের মেঝেতে। আস্তে করে ওর হাত থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে মারলাম এই ফাঁকে। ধীরে ধীরে ধাতস্থঃ হওয়ার পর কোনরকম উল্লাস অনুভব করলাম না। শুধু বুকের গভীরে নিজের একটা অংশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আজকে রাতে *মহাযাত্রা* না নিলেও চলছে তো!

'ওহ,' লেনের গলা থেকে বের হয়ে আসল, তারপর একটা 'আহ!'

BanglaBook.org

এরপরই সামনে ঝুঁকে পড়ল দেহটা। চিবুক বুকের সাথে সেঁটে আছে। দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তাতে নিমগ্ন একজন মানুষ। ক্যারোলিনার স্পিনের চূড়োতে আমাদের কার উঠে এসেছে আবারও। বিদ্যুৎ চমকে উঠল ওপরে। সে আলোতে নীলচে দেখাল আমার সহযাত্রীকে। তারপর আমরা আবারও নেমে আসতে শুরু করলাম।

'ডেভ! এটাকে বন্ধ করে কি করে?' নিচ থেকে ঝড়ো বাতাস অনেকটাই উড়িয়ে নিয়ে গেল অ্যানির কণ্ঠ।

ওকে রিমোট কন্ট্রোলের কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। এতক্ষণে নিচে পড়ে ভেঙ্গে গেছে ওটা। নাহলেও কোথায় পড়েছে কে জানে! খুঁজে বের করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কম লাগবে না মেয়েটার। এরচেয়েও ভাল পদ্ধতি আছে যখন, ওটা খোঁজার কি দরকার!

'মোটরের কাছে যাও!' চেঁচালাম, 'রেড বাটনটা খুঁজে দেখ। রেড বাটন, অ্যানি! ইমার্জেন্সী স্টপ ওটা।'

পাক খেয়ে ওর ঠিক পাশ দিয়েই আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম। আগের জিনস আর স্যুয়েটারই পরে আছে সে, তবে এখন ভিজে ওর গায়ে লেপ্টে গেছে তারা। কোন জ্যাকেট বা হ্যাট পরে আসার সময় মনে হয় পায়নি, তাড়াহুড়ো করে বের হতে হয়েছে তাকে। কে তাকে পাঠিয়েছে বুঝতে মোটেও কষ্ট হল না এবার। মাইক আরও আগে লেন হার্ডিকে ফোকাসে নিয়ে আসলে কাজটা কত সহজ হয়ে যেত, তা ভেবে একটু আফসোস হল। রোজিও কোনদিক লেনের দিকে মনোযোগ দেয়নি।

'আমি একটু নেমে আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' চিৎকার করে বললাম ওপর থেকে।

'কি!' চেঁচাল অ্যানিও।

আর বলার চেষ্টা করলাম না। ওর কান পর্যন্ত যাবে না কথা। শুধু প্রার্থনা করতে পারি যাতে আমি চূড়োতে থাকা অবস্থায় ও লাল বাতি চেপে না দেয়। ওখানে পৌঁছানোর একটু পরেই আবারও আলো জ্বলে উঠল, বিদ্যুৎ চমকেছে। বাজ পড়ার বিকট শব্দ হল কোথাও।

BanglaBook.org

প্রায় সাথে সাথে সোজা হয়ে বসে পড়ল লেন। আমার দিকে তাকাল। যেন বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার। আমার দিকে তাকাল বলাটা ঠিক হল না, তাকানোর চেষ্টা করেছিল মাত্র। চোখ দুটো কোটরের মধ্যে গড়াল শুধু, এরপর দুটো দুইদিকে চলে গেল। অনেকটা ট্যারা মানুষদের মত। কিন্তু তাদের চেয়েও খারাপ একটা দৃশ্য। মুখ একটু ফাঁক হয়ে গেল তার, গল গল করে রক্ত বের হয়ে আসল সেখান থেকে। মুখের ফাঁক দিয়ে পোকামাকড়ের মত শব্দ করছিল সে। তারপর তীব্র খিঁচুনি দিয়ে উঠল শরীরটা। স্পিনের কার আবারও কেঁপে উঠল এবার।

তারপর বুকের কাছে আবারও ঝুলে গেল লেনের মুখটা।

'মর রে ভাই, এইবার অন্তত মরে থাক!' বিড়বিড় করে বললাম।

স্পিনটা নেমে আসছে আবারও, বাজ পড়ল থান্ডারবলের মাথায়। তীব্র একটা ধাক্কায় কেঁপে উঠল আমাদের কার, শক্ত করে বার চেপে ধরলাম আমি। লেনের শরীরটা একটা পুতুলের মত লাফালো এবার।

নিচের দিকে তাকিয়ে অ্যানিকে দেখলাম, আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে, কষ্ট হচ্ছে তার। ভাল একটা ব্যাপার, মোটরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

'রেড বাটনটা!'

'দেখেছি!'

'আমি বলার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

মাটি আবারও কাছিয়ে আসছে। বার ধরে আছি এখনও। মৃত (অন্তত আমি আশা করছিলাম সে গত হয়েছে) লেন হার্ডি কন্ট্রোলে থাকলে এই বাইডটা আলতো করে থামত। ইমার্জেন্সী বাটন চাপ দিলে কিভাবে থামবে কে জানে! অভিজ্ঞতা দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে হবে এখন আমাকে।

'এখন, অ্যানি! *চাপ দাও, এখনই!*'

বার ধরে থাকাটা ছিল একটা ভাল সিদ্ধান্ত। আচমকা থমকে গেল আমাদের কার, লোডিং পয়েন্ট থেকে দশ ফিট দূরে, মাটি থেকে তখনও পাঁচ ফিট ওপরে আমরা। বাঁকা হয়ে গেল কারটা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগেছে। ছিটকে সেফটি বারের

BanglaBook.org

ওপর দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি লেন হার্ডিরমৃতদেহ। কিছু ভাবার আগেই স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে ওর শার্ট খামচে ধরে ফিরিয়ে আনলাম ভেতরে। আমার পায়ের ওপর একটা হাত আছড়ে পড়ল ওর, সেটাকে ঘৃণাভরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম।

সেফটি বার আনলক হচ্ছে না, ইমার্জেন্সী বাটনের আরেকটা ফাংশন খুব সম্ভব। কিলবিল করে ওটার নিচ দিয়ে বের হয়ে আসতে হল।

'সাবধানে, ডেভ।' আমাদের কারের পাশে চলে এসেছে সে। হাত তুলে দিয়েছে, যেন আমাকে লুফে নেবে।

'সরে দাঁড়াও।' বললাম, একপা বের করে ফেলেছি কার থেকে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। তার মধ্যেই একটা লোহার বার ধরে ঝুলে গেছি।

ভেজা ওটা। পিচ্ছিল। হাত ফস্কে নেমে এলাম নিচে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি এবার। এক মুহূর্ত পর ও আমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'ঠিক আছো?'

'হুঁ।'

সহ্যশক্তির শেষ সীমাতে চলে এসেছি আমি তখন। উরুতে হাত আটকে উবু হয়ে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছি। অ্যানি কাঁদছিল। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে এটা কেউ নিশ্চিত হতে পারবে না, কিন্তু আমি হয়েছিলাম।

'গুলি করতেই হত আমাকে। ও তোমাকে মেরে ফেলত। মাইক বলেছিল ও তোমাকে মেরে ফেলবে। ডেভ, প্লিজ বল ও তোমাকে মেরে ফেলত?'

'অপরাধবোধ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিতে পার, বিশ্বাস কর খুন করে ফেলত ও আমাকে। আমিই প্রথম না, এর আগেও চারটা মেয়েকে খুন করেছে সে। হয়ত আরও বেশি ... পুলিশকে ফোন করতে হবে। একটা ফোন আছে মিরর ম্যানসনে-'

মিস্টিরিও মিরর ম্যানসনের দিকে পা বাড়াচ্ছি, খপ করে আমার হাত খামচে ধরল ও, 'না, যেও না। এখনই না।'

টেনে আমাকে কাছে নিয়ে এল ও, মুখে মুখ ছুঁয়ে গেল প্রায়। 'আমি এখানে কি করে এলাম? এর জবাব কি দেব বল? আমার ছেলের ঘরে মাঝরাতে একটা ভূত

BanglaBook.org

ঢুকে বলে গেছে তোমাকে খুন করা হচ্ছে, তাই আমি এসেছি? ওরা নিশ্চয় এটা বিশ্বাস করবে না? মাইককে এখানে টেনে আনতে পারব না আমি। তুমি কি মনে করবে জানি না! কিন্তু আমাকে ওভারপ্রোটেকটিভ মা বললে তোমাকেই গুলি করব আমি!'

'সেটা বলব না।'

'তাহলে বল, আমি এখানে কি করে আসলাম?'

প্রথমে আমার মাথাতে কিছু খেলল না। তখন ভীতি যায়নি আমার। ওকে নিয়ে ভ্যানের ভেতরে ঢুকলাম।

'তোমার কাছে কলম পেনসিল কিছু একটা আছে?' মানিব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আনতে আনতে হাত কেঁপে গেল আমার।

'গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে থাকতে পারে। কিন্তু তোমাকে তো পুলিশে ফোন দিতেই হবে, ডেভ। আমি মাইকের সাথে একবার দেখা করে আসি? যদি আমাকে ওরা খুনের জন্য গ্রেফতার করে?'

'কেউ তোমাকে অ্যারেস্ট করবে না, অ্যানি। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ আজ।' কথা বলতে বলতে গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুঁজলাম। রাজ্যের জিনিস থাকলেও কোন কলম বা পেনসিল নেই ওখানে।

'এরকম একটা পরিস্থিতিতে দেরী করা যায় না... আমার আমাকে সবসময়ে যেভাবে শেখানো হয়েছে ওভাবেই কাজ করেছি আমি। বুলেটটা ওর কপালে লাগার কথা ছিল কিন্তু বাতাস ... বাতাস মনে হয়-' দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে ওর, 'তোমাকেও লাগিয়েছি আমি? তোমাকেও আহত করেছি আমি? না? কপালে ক্ষত তোমার ... রক্ত পড়ছে যে...'

'তুমি আমাকে লাগাওনি। ওর পিস্তলে লেগে কেটেছে একটু...' কলমটা দেখতে পেলাম তখন। গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের ভেতরের দিকে আটকে আছে।

কলম আর মানিব্যাগে পাওয়া একটা বিজনেস কার্ড ওর দিকে ঠেলে দিলাম। 'তোমাদের বাসার নাম্বারটা লিখে দাও। নাম্বারের নিচে লিখোঃ *প্ল্যান বদলালে ফোন দিও।*'

BanglaBook.org

লিখছিল ও, ভ্যানের ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম। গরম হোক। লেখা শেষ হতে ওকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেলাম। কাঁপুনি কমল না, তবে শান্ত হয়ে এল অ্যানি।

'আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি।' বললাম, 'এখন তোমার বা মাইকের দিকে সেজন্য কোন ঝামেলা না যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। মনোযোগ দিয়ে শোন আমার কথা।'

শুনেছিল ও।

❤

ছয় দিন পর।

ইন্ডিয়ান সামার সিজন শুরু হয়ে গেছে। হেভেন'স বে-তে গরমের শেষ উষ্ণতা দিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি। রস ব্রডওয়াকে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য একদম নিখুঁত আবহাওয়া ছিল সেদিন। কিন্তু ওখানে আমরা ছিলাম না।

সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা সৈকতটা ছেয়ে ফেলেছিল। বড় সবুজ ভিক্টোরিয়ান অ্যানিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও সংলগ্ন সৈকতটা পাবলিক প্রোপার্টি। লেন হার্ডিকে (পরবর্তীকে *কার্নি কিলার* নামেই সবাই চিনত তাকে) অ্যানি কিভাবে একগুলিতে ফেলে দিয়েছিল সেটা সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

খবরগুলো মোটেও খারাপ হয়নি। উইলমিংটন পেপার শিরোনাম দিল **"ডটার অফ ইভানজেলিস্ট বাডি রস ব্যাগস কার্নি কিলার"**। নিউ ইয়োর্ক পোস্ট আরও দারুণ শিরোনাম দিল, **"হিরো মাম!"** ওখানে অ্যানির তরুণ বয়েসের একটা ছবি ছাপানো হল, শুধু দারুণ না, অসম্ভব হটও দেখাচ্ছিল তাকে।

"*ইনসাইড ভিউ*" - তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় সুপারমার্কেট ট্যাবলয়েড, একটা এক্সট্রা এডিশনই বের করল। কিভাবে জানি সতের বছর বয়সে অ্যানির ছবি উদ্ধার করে এনেছে তারা। টাইট জিনস, এনআরএ টি শার্ট আর কাউবয় বুট পরা ক্যাম্প পেরী শুটার অ্যানি সেখানে একহাতে এক শটগান ধরে আছে। পাশে একুশ বছরের লেন হার্ডির ছবি, স্যান ডিয়েগোতে একবার অ্যারেস্ট হয়েছিল সে। অশোভনভাবে পাবলিক প্লেসে জামাকাপড় খুলে ফেলেছিল। আসল নামটা এখানে আছে- লিওনার্ড হোপগুড। শিরোনাম তারা দিয়েছে **"বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট"**।

BanglaBook.org

মাইনর হিরো হিসেবে আমি নর্থ ক্যারোলিনার কিছু পেপারে ফোকাসে আসলাম। তবে ট্যাবলয়েডগুলো আমার নাম উল্লেখ করল না বললেই চলে। আবেদনময় ফিগারের অভাব, খুব সম্ভব।

মাইক অবশ্য হিরো মাম পেয়ে খুবই খুশি। অ্যানির প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ উল্টো। আর কোন বড় খবরের দিকে সংবাদপত্রগুলো কবে আগ্রহী হয়ে এই খবরটা কাভার করা বন্ধ করবে তার জন্য ব্যগ্র ভাবে অপেক্ষা করছিল ও। ছেলেবেলায় যখন পবিত্র বাবার অপবিত্র সন্তান হিসেবে খ্যাতি ছিল তার, প্রচুর নিউজ কাভারেজ পেয়েছিল সে। সেসব তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে করে আর কোন ইন্টারভিউ অ্যানি দিল না। আমাদের বিদায়ী পার্টিটা করতে হল রান্নাঘরে।

আমরা আসলে পাঁচজন ছিলাম সেখানে। মাইলো টেবিলের নিচে কিছু খাবারের আশাতে বসে ছিল, আরেকটা সীটে ছিল জেসাস। মাইকের ঘুড়ির ওই মাথাটা ঘুড়িয়ে সুন্দর করে বসানো হয়েছিল সেখানে।

ওদের ব্যাগগুলো হলে প্যাক করাই ছিল। আমরা খাওয়া শেষ করেই বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি চালালাম আমি। উইলমিংটন ইন্টারন্যাশনালে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা প্রাইভেট জেট। গায়ে ছাপ্পড় মারা আছে '*বাডি রস মিনিস্ট্রিস, ইনক.*'। প্লেনটা ওদেরকে আমার জীবন থেকে বের করে নিয়ে শিকাগোর দিকে গেল। পরে ওকে আরও কিছুপ্রশ্ন করতে চেয়েছে হেভেন'স বে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট পুলিশ আর এফবিআই-এর কথা ছেড়েই দিলাম), তারপর গ্র্যান্ড জুরির সামনে এসে টেস্টিফাইও করতে হবে তাকে। তবে এগুলো নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। এর মধ্যেই সে 'হিরো মাম' হয়ে গেছে। খুব একটা দুর্ভোগ পোহাতে হবে না তাকে।

কোন পত্রিকায় মাইকের ছবি উঠে নিচে "সাইকিক সেভিওর!!" লিখে ক্যাপশন দেওয়া হয়নি এতেই আমরা খুশি।

পুলিশের কাছে বলা আমাদের গল্পটা খুব সাধারণ, মাইকের কোন অংশ রাখা হয়নি ওতে। লিন্ডা গ্রে হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। আগ্রহী হয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক ছিল, মেয়েটার ভূত নিয়ে প্রচুর গালগল্প চালু আছে ফানহাউজের আশেপাশে। রিসার্চ মাইন্ডেড ফ্রেন্ড এবং সহকর্মী এরিন কুক যথেষ্ট সাহায্য করে আমাকে এতে। লিন্ডা গ্রের ছবি দেখে কারও কথা মনে পড়ে যায় আমার, সেদিন মাইক আর অ্যানির জয়ল্যান্ড ঘোরার দিন। কিন্তু পুলিশে ফোন দেওয়ার আগেই

BanglaBook.org

লেন হার্ডি আমাকে ফোন দিয়ে মা-ছেলেকে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে বের করে নিয়ে যায়।

পুরোটাই সত্য ঘটনা, একটা শুধু মিথ্যা এতে। আমার কাছে অ্যানির ফোন নাম্বার ছিল, জয়ল্যান্ড ভিজিটের ডেট পাল্টে গেলে জানানোর জন্য। কার্ডটা আমি এভিডেন্স হিসেবে লীড ডিটেকটিভের হাতে তুলে দেই (যে একবার ফিরেও তাকায়নি ওটার দিকে!)। লেন হার্ডির ফোন পেয়ে বের হওয়ার আগে অ্যানিকে ফোন দিয়েছিলাম। পুলিশে ফোন করে দরজাগুলোতে তালা মেরে বসে থাকতে বলেছিলাম।

সে তালা ঠিকই লাগিয়েছিল, কিন্তু বসে থাকেনি। ওর ভয় হচ্ছিল লেন হার্ডি আমাকে মেরে ফেলতে পারে। কাজেই সেফ থেকে একটা রাইফেল খামচে ধরে বের হয়েছিল ও। লেন হার্ডিকে হেডলাইট অফ করে ফলো করেছিল। (যেটা সে আসলেই করেছে!) এবং - হিরো মাম হয়ে গেল অ্যানি রস!

'তোমার আব্বু কিভাবে নিল পুরো ব্যাপারটা?'

'মানে, *শিকাগো গিয়ে বাকি জীবন তোমার গাড়ি ধুতেও সে রাজি* - এটা বলা ছাড়া আর কি কি বলেছে আব্বু তাই জানতে চাইছ তো?' হেসে ফেলল ওরা। তবে আব্বু ওটা আসলেই বলেছিল। 'ভালভাবেই নিয়েছে। আগামী মাসে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ফিরে যাচ্ছি আমি। ফ্রেড আমাকে থ্যাংকসগিভিং পর্যন্ত থেকে যেতে বলেছে। একটু সাহায্য করতে হবে তাকে, পার্কে আর কেউ নেই তো। তাছাড়া, টাকাটা কাজে আসবে আমার।'

'স্কুলের জন্য?'

'হ্যাঁ। স্প্রিং সেমিস্টারে আবারও ভর্তি হয়ে যাব আমি। আব্বু একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'গুড। ওটাই তোমার জায়গা, ডেভ। রাইডে রঙ করা আর অ্যামিউজমেন্ট পার্কের লাইটবাল্ব রিপ্লেস করা না।'

মাইক আমার দিকে তাকাল, 'তুমি শিকাগোতে আমাকে দেখতে আসবে তো সত্যি? আমি আরও অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে?'

অ্যানি অস্বস্তির সাথে আমার দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

'আসতে হবে আমাকে। তা নাহলে এটা ফেরত দিব কি করে?' হাতে ধরা জেসাস-ঘুড়িটা দেখালাম, 'তুমি তো বলেছ এটা আমাকে ধার দিয়েছ!'

'হয়ত নানার সাথে দেখা হয়ে যাবে তোমার। জেসাসকে নিয়ে পাগলামি করা ছাড়া দারুণ মানুষ তিনি।' মায়ের দিকে আড়চোখে তাকাল সে, 'মানে, আমার সেরকমটাই লাগে আরকি। বেজমেন্টে দারুণ একসেট ইলেক্ট্রিক ট্রেন আছে তার।'

'তোমার নানা আমাকে পছন্দ নাও করতে পারে, মাইক। তোমার মাকে কম ঝামেলাতে ফেলে দেইনি তো।'

'তুমি ঝামেলাতে তো ফেলতে চাওনি। ওই লোকটার সাথে কাজ করতে তুমি, ব্যাটার মনে কি আছে তা কি আর জানতে নাকি? মি. হার্ডিকে আমার ভালই লেগেছিল অবশ্য। রাইডে চড়িয়েছিল সে আমাকে।'

অনেক মেয়েরও তাকে ভাল লেগেছিল, যাই হোক! তিক্ততার সাথে ভাবলাম। 'ওর ব্যাপারে কখনও কোন কিছু মনে হয়নি তোমার?'

দুইপাশে মাথা নাড়ল মাইক, কাশছে, 'না। মানুষটাকে ভালই মনে হত। আমার মনে হয় আমাকেও পছন্দ করেছিল ও।'

ক্যারোলিনা স্পিনের ওপর বসে থাকা লেন হার্ডিকে মনে পড়ল আমার। মাইককে অবলীলাতে 'ল্যাংড়া' বলে সম্বোধন করছিল সে। তবে সেটা বলে মাইককে আরও দুঃখ দিতে চাইলাম না।

অ্যানি মাইকের চুল এলোমেলো করে দিল। 'কিছু মানুষ মুখোশ পরে থাকে, বাবা। কখনও কখনও মুখোশের আড়ালের মানুষটাকে দেখা যায়, সবার বেলাতে তা হয় না। অনেক শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও তাদের আসল চেহারা ধরতে পারে না। এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই।'

ওদের সাথে ছিলাম একসাথে দুপুরের খাবার খেয়ে বিদায় জানাতে। তবে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার। মাইকের দিকে ঘুরলাম, 'তোমাকে একটা ব্যাপার জিজ্ঞাসা করব, মাইক। সেরাতে আসা ভূতটার ব্যাপারে। উত্তর দিতে সমস্যা হবে না তো তোমার?'

BanglaBook.org

'না ... কিন্তু এটা টিভি দেখার মত কিছু না। মুভি বা কমিকসে যেমন দেখায়, তেমন ধোঁয়াটে সাদা অবয়বও না। এমনি ঘুম ভাঙল আমার, আর ভূতটা আমার বিছানাতে বসে ছিল। সত্যিকারের মানুষের মত।'

বাগড়া দিল অ্যানি, 'ধ্যাত, তোমরা এসব নিয়ে আলোচনা না করলেই ভাল হয়। মাইক আপসেট হচ্ছে না ঠিক, কিন্তু আমি হচ্ছি!'

'আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে, তারপর আর ঘাটাবো এসব নিয়ে।'

রাজি হল সে, 'ফাইন!'

মঙ্গলবার আমরা সবাই মিলে জয়ল্যান্ডে ঘুরতে গেছিলাম। বুধবার রাতে অ্যানি লেন হার্ডিকে গুলি করে ক্যারোলিনা স্পিন থেকে নামিয়ে এনেছিল। তারপর দিন রিপোর্টার আর পুলিশ এড়িয়ে আমি ডুব মেরে ছিলাম, তখন বিকেলের দিকে ফ্রেড ডীন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। ওর দেখা করতে আসার সাথে লেন হার্ডিও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু, আমার তা মনে হয়নি।

'যেটা বলছিলাম, মাইক। ভূতটা কি ফানহাউজের সেই মেয়েটা? মানে, তোমার বিছানাতে যে ভূতটা বসেছিল?'

মাইকের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, 'গড, নো! ও তো চলে গেছে। একবার যারা চলে যায় তারা তো আর ফিরে আসে বলে শুনিনি। ভূতটা মেয়ে না, একটা লোক ছিল।'

❤

১৯৯১ সালে আব্বুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। তেষট্টি বছর বয়েস তার, পোর্টসমাউথে এক সপ্তাহ কাটিয়েই দিব্যি বাড়ি ফিরে এসেছিল। ডায়েট কন্ট্রোল করার উপদেশ কোনদিনও মানেনি, মানার লোকও সে ছিল না। এখন যখন এই কাহিনী লিখছি, পঁচাশি বছর বয়েসেও ভালই হেঁটে চলে বেড়াতে পারে আব্বু।

BanglaBook.org

১৯৭৩ সালে সবকিছু আলাদা ছিল। আমার নতুন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট (গুগল ক্রোম) থেকে জানলাম হার্ট অ্যাটাকের পর দুই সপ্তাহের আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়াই অসম্ভব ছিল তখন। প্রথম সপ্তাহটা আইসিইউ (ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট)তে, পরের সপ্তাহ কার্ডিয়াক রিকভারি ফ্লোরে থাকতে হত। এডি পার্কস আইসিইউতে টিকে গেলেও আমরা যখন বুধবারে জয়ল্যান্ড ট্যুর করছি, দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তার। লিফটে করে নিচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে, যেতে পারেনি। লিফটের ভেতরেই মারা যায় সে।

'তোমাকে কি বলেছিল ভূতটা?' মাইককে জিজ্ঞাসা করলাম।

'বলল আমাকে এখনই মাকে ডেকে তুলতে হবে। তারপর পার্কে পাঠাতে হবে। একজন খারাপ লোক তোমাকে মেরে ফেলবে নাহলে।'

এই সতর্কবাণী মাইককে কখন দেওয়া হয়েছিল? সম্ভবতঃ যখন আমি মিসেস শপ্‌ল'র বসার ঘরে, তখনই। নতুবা অ্যানি যথেষ্ট সময় পেত না।

'যথেষ্ট হয়েছে। আর না।' কোমরে হাত দিয়ে বলল অ্যানি।

এডি পার্কস মাইককে দেখা দিয়েছিল কেন? রুক্ষ মেজাজের মানুষটার জীবন বাঁচিয়েছিলাম, তাই? নাকি একমাত্র ভিজিটর হিসেবে হাসপাতালে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাই! কে জানে, মৃত আত্মাদের মোটিভেশন কখন কি হতে পারে, তা আমরা কোনদিনও জানতে পারব না। এক সপ্তাহ খুব শান্তিতে বাঁচেনি সে, কিন্তু ওর স্ত্রীর ছবি এনে দিয়েছিলাম আমি। তাকে সে *স্যাটামারানি মহিলা* বলে ডেকেছিল, তাও আমি তো চেষ্টা করেছিলাম!

এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলাম আমরা যখন, মাইক সামনের দিকে ঝুঁকে এল, 'মজার একটা ব্যাপার জানো, ডেভ? ও তোমাকে নাম ধরেও ডাকেনি। শুধু একবার কিডো বলেছে। হয়ত ভেবেছে তাতেই তোমার কথা ভেবে নেব আমি।'

একটা দুর্বল হাসি দিলাম।

এডি ফাকিং পার্কস!

BanglaBook.org

সবগুলো ঘটনা ঘটেছিল রূপকথার বর্ণনার মত 'একদা এক সময়ে'। যখন এগারো ডলারে এক ব্যারেল তেল কিনতে পাওয়া যেত, যে বছরে আমি ছ্যাঁকা খেয়ে বাঁকা হয়ে গেছিলাম, যে বছরে আমি আমার ভার্জিনিটি হারিয়েছিলাম, যে বছরে ছোট্ট এক নিষ্পাপ মেয়ে আর এক জঘন্য বুড়োর জীবন বাঁচিয়েছিলাম, যে বছরে এক উন্মাদ আরেকটু হলেই ফেরিস হুইলে আমাকে খুন করে ফেলেছিল! যে বছরে একটা ভূতকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু দেখতে পাইনি, অন্তত তাদের একজন আমাকে দেখে রেখেছিল। এই বছরটাতেই আমি সিক্রেট একটা ভাষাতে কথা বলতে শিখেছিলাম, শিখেছিলাম কি করে কুকুরের কস্টিউম পরে হকি-পকি নাচতে হয়! সেই বছরেই শিখেছিলাম, একটা মেয়েকে হারানোর চেয়েও অনেক অনেক খারাপ কিছু ঘটতে পারে একজনের জীবনে।

সেই বছরে আমার বয়স ছিল একুশ, সতেজ প্রাণবন্ত এক যুবক ছিলাম তখন।

পৃথিবী আমাকে সে বছরের পর দারুণ একটা জীবন উপহার দিয়েছিল। তবুও, মাঝে মাঝে জীবনকে বড় অসহ্য মনে হয় আমার। ডিক চিনি, ওয়াটারবোর্ডিংয়ের অ্যাপোলোজিস্ট, চীফ প্রীচার হিসেবে চার্চে ঢুকে গেল, নতুন একটা হার্ট নিয়ে লম্বা সময় বেঁচে থাকল সে। বেঁচে থাকল ডিক, অন্যান্যরা মারা যেতে থাকল। ক্ল্যারেন্স ক্লেমনসের মত ট্যালেন্ট, স্টিভ জবসের মত স্মার্ট, আমার পুরোনো বন্ধু টম কেনেডির মত ডিসেন্ট - একটা সময় আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন মৃত্যুগুলোর সাথে।

ডব্লিউ. এইচ. অডেন যেভাবে দেখেছিলেন ব্যাপারটা, প্রাণ হারায় মানুষ, তবে তার আগে যথেষ্ট ভোগ করে যায়। এটা মেনে নিতে এত আপত্তি কেন থাকবে সবার?

আসলে, এখানেই মাইকের কথা বলতে হবে আমাকে।

BanglaBook.org

স্প্রিং সেমিস্টারের জন্য ক্যাম্পাসে ফিরেছিলাম তবে ডর্মেটরিতে উঠিনি। বাইরে একটা বাসা ভাড়া করেছিলাম। মার্চের ঠাণ্ডা রাতে আমরা দুইজন একটা স্টিয়ার-ফ্রাই রান্না করছিলাম। দুইজন মানে আমি আর কয়েকদিন আগে যে মেয়েটার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছি প্রায়, সে। তখনই ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভ করলাম আমার স্বভাবসুলভ রসিকতার ভঙ্গিতে।

'ওয়ার্মউড আর্মস, ডেভিন জোনস, প্রোপ্রাইটর!'

'ডেভ, আমি অ্যানি রস বলছি।'

'অ্যানি! ওয়াও! এক সেকেন্ড ধর, রেডিওর ভলিউমটা কমিয়ে নেই!'

জেনিফার - যে মেয়েটার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছি প্রায়- আমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। তার উদ্দেশ্য চোখ টিপে দিলাম সাথে সাথে। অ্যানিকে ফোনে বললাম, 'আমি স্প্রিং ব্রেক শুরু হলেই দুই দিনের মাথাতে চলে আসব তোমাদের ওখানে। মাইককে বল এটা আমার প্রমিজ। সামনের সপ্তাহেই আমি প্লেনের টিকেট কাটছি-'

'ডেভ, থামো! থামো প্লিজ!'

গভীর দুঃখবোধ মেয়েটার কণ্ঠে। অ্যানির গলা শোনার পর যে আনন্দটা পেয়েছিলাম, নিমেষে উবে গেল সেটা। আস্তে করে দেওয়ালে কপাল ঠেকালাম, চোখ বন্ধ করে ফেলেছি। আসলে আমি কান বন্ধ করে ফেলতে পারলে বেঁচে যেতাম। শক্ত করে সেখানে রিসিভারটা চেপে ধরেছি। জানি এখন কি শোনা লাগবে আমাকে।

'গত সন্ধ্যাতে মাইক মারা গেছে, ডেভ। ও-' গলা কেঁপে গেল অ্যানির, তারপর স্বাভাবিক হয়ে এল আবার, 'দুই দিন আগে ওর জ্বর হল, ডাক্তাররা বলল ওকে হাসপাতালে রাখতে। শুধুই নিরাপত্তার খাতিরে, ওরা বলেছিল। গতকাল সুস্থ মনে হচ্ছিল ওকে। কাশি হচ্ছিল না একদমই। বসে বসে টিভি দেখছিল। বড় একটা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট হবে সেটা নিয়ে কি উত্তেজনা তার! তারপর... গতকাল রাতে...' থেমে গেল অ্যানি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, পারছে না। চেষ্টা করছিলাম আমিও, কিন্তু চোখ থেকে পানি পড়তে শুরু করল। উষ্ণ ফোঁটা, গরম!

BanglaBook.org

'হঠাৎই হয়ে গেল ...' গলা খাদে নেমে এল ওর, কোনমতে শুনতে পেলাম অ্যানির পরের কথাটা, 'আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে...'

আচমকা কাঁধে কেউ একজন হাত রাখল, তাকিয়ে জেনিফারকে দেখতে পেলাম। ওর হাতের ওপর নিজের একটা হাত তুলে দিলাম। অ্যানির কাঁধে হাত রাখার মত কেউ শিকাগোতে আছে তো?

'তোমার বাবা কি ওখানে?' জানতে চাইলাম।

'ফিনিক্সে আছে, একটা ক্রুসেডে। আগামীকাল রওনা দেবে।'

'তোমার ভাইরা?'

'জর্জ এখানে আছে। ফিল মায়ামি থেকে আসছে। জর্জ আর আমি এখানে... যেখানে ওরা যেখানে ওরা কাজটা করবে আমি দেখতে পারব না এসব। কিন্তু মাইকের ইচ্ছা ছিল এটাই।' কাঁদছে এখন অ্যানি। খুব কাঁদছে। আমার কোন ধারণাই নেই কোন জায়গার কথা বলছিল ও।

'অ্যানি, আমি কি করতে পারি, বল? যে কোন কিছু, যে কোন কিছু করতে বল আমাকে।'

বলল অ্যানি।

❤

কাহিনীটা শেষ করা যাক ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে। কাহিনীটা শেষ করা যাক নর্থ ক্যারোলিনার ছোট্ট একটা সমুদ্রসৈকতে, হেভেন'স বে আর জয়ল্যান্ড যেখানে মিশে গেছে একসাথে। জয়ল্যান্ড, ফ্রেড ডীন আর ব্রেন্ডা র‍্যাফার্টির শত প্রচেষ্টার পরও যে অ্যামিউজমেন্ট পার্কটা দুই বছর পর দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে গেছিল! কাহিনীর শেষটা হোক ফ্যাকাসে রঙের জিন্স পরা এক সুন্দরী মহিলা আর নিউ হ্যাম্পশায়ারের স্যুয়েটশার্ট পরা এক টগবগে তরুণ ছাত্রকে দিয়ে।

তরুণ এক হাতে কিছু একটা ধরে আছে। একটু পেছনে একটা জ্যাক রাসেল টেরিয়ার, আগের সব প্রাণোচ্ছলতা হারিয়েছে যেন কুকুরটা। ব্রডওয়াকের শেষ প্রান্তে একটা পিকনিক টেবিল, যেখানে এক মহিলা একবার ফ্রুট স্মুদি পরিবেশন করেছিল।

BanglaBook.org

টেবিলের ওপরে এখন একটা সিরামিকের ভস্মাধার। জিনিসটা দেখতে অনেকটা ফুলবিহীন ফুলদানীর মত।

ঠিক যেখানে শুরু হয়েছিল কাহিনীটা, সেখানে শেষ হল না। কিন্তু শেষ হল যথেষ্ট কাছাকাছি।

শুরুর খুব কাছেই শেষ হল এই গল্প।

❤

'বাবার সাথে আরও একবার বেঁধেছে আমার।' অ্যানি বলল, 'তবে এবার সম্পর্কটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য কোন নাতি নেই দৃশ্যপটে। ঘোড়ার ডিমের ওই ক্রুসেড থেকে এসে যখন সে দেখল মাইকের লাশটা আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি, রীতিমত ক্ষেপে গেল সে।'

'কিন্তু মাইক তো অমনটাই চেয়েছিল?'

'অতটুকু একটা বাচ্চার জন্য অদ্ভুত ইচ্ছে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল অ্যানি, 'কিন্তু ও একদম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল আমাদের। আমরা দুইজনই জানি, কেন এমনটা চেয়েছিল ও। তাই না?'

এটাই শেষবার হবে না, দেখো। আমরা আবারও একসাথে ভালো সময় কাটাব। বলেছিল মাইক, শেষ ভালো সময় অবশেষে এসেছে। যখন চারপাশে অন্ধকার চেপে ধরবে আপনাকে, সুন্দর আর উজ্জ্বল যে কোন কিছুর জন্য ছটফট করে উঠবে আপনার ভেতরটা। প্রতিটা কোষ থেকে তার জন্য অপেক্ষা করবেন আপনি।

'বাবাকে কি প্রশ্ন করেছিলে-'

'আসতে? অবশ্যই। মাইক সেটাই চাইত। কিন্তু বাবা আমাদের *'পেগান অনুষ্ঠানে'* আসতে মোটেও রাজি হননি। আমি অবশ্য খুশিই হয়েছি।' আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিল মেয়েটা, 'এটা শুধু আমাদের জন্য, ডেভ। আমার আর তোমার জন্য। কারণ ও যখন সুখী ছিল, তখন আমরা ওর পাশে ছিলাম। আর কেউ না।'

BanglaBook.org

ওর হাত তুলে এনে আমার ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। চুমু খেলাম আলতো, তারপর ছেড়ে দিলাম।

'তোমার সাথে ও-ই আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। যদি সেদিন রাতে তোমাকে না জাগাতো ও, যদি দ্বিধা করে সময় নষ্ট করত... এডি মাইককে ছাড়া আমার কোন উপকারে আসত না। আমি ভূত দেখতে পাই না, শুনতেও পাই না ওদের। মাইক ছিল মিডিয়াম।'

'কঠিন ... ওকে ভুলে থাকাও খুব কঠিন, ওকে যেতে দেওয়াটাও। যত সামান্য অংশই হোক, খুব কষ্টের, ডেভ!'

'তাহলে আমরা কাজটা না করি?'

'না, মাইকের ইচ্ছে আমরা পূরণ করব।'

পিকনিক টেবিল থেকে ভস্মাধারটা তুলে নিল সে। মাইলো মাথা তুলে একবার ওটাকে দেখল, তারপর আগ্রহ হারিয়ে পায়ের কাছে মুখ নিয়ে বসে পড়ল আবার। ভেতরে যে মাইকের অবশেষ আছে তা কুকুরটা বুঝল কি না জানি না, কিন্তু মাইক যে আর নেই এটা সে বুঝেছিল। খুব ভাল মত বুঝেছিল।

ঘুড়িটা ওর হাতে তুলে দিলাম এবার। মাইকের ইচ্ছে অনুযায়ী ঘুড়ির গায়ে একটা মাঝেই আকারের পকেট বানিয়েছি আমি। ভস্মাধারের অর্ধেক ছাই এঁটে গেল ওখানে, মাইকের দেহের পোড়া অংশ! ছাই ঢালা শেষ হতে ভস্মাধারটা পায়ের কাছে বালিতে নামিয়ে রাখল অ্যানি। নাটাইটা ওর হাতে তুলে দিয়ে জয়ল্যান্ডের দিকে ঘুরে তাকালাম। ক্যারোলিনা স্পিন দিগন্তের পথে বাঁধা হয়ে আছে সেখানে।

'আমি উড়ছি!' সেদিন মাইক বলেছিল এটা। দুই হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছিল সে, কোন লেগ-ব্রেস ওকে টেনে ধরছিল না, এখনও ব্রেসের ঝামেলা নেই তার। মাইক তার যীশুমনা নানার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। কে জানে, হয়ত আমাদের সবার চাইতেই বেশি বুদ্ধিমান ছিল সে! পঙ্গু কোন ছেলেটা জীবনে একবার উড়তে চাইবে না, বলুন?

BanglaBook.org

অ্যানির দিকে তাকালাম। প্রস্তুত হয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। মাথার ওপর ঘুড়িটা তুলে ধরলাম, তারপর ছেড়ে দিলাম। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যে ওপরে উঠে গেল ওটা। আমাদের চোখ ওটার উর্ধ্বমুখী পথকে অনুসরণ করতে থাকল।

'তুমি নাও।' আমার দিকে নাটাইটা বাড়িয়ে দিল ও, 'এই কাজটা তোমাকে করতে বলেছে মাইক।'

নাটাইটা হাতে নিয়েছিলাম। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ঘুড়িটা, হাতে ওটার টান স্পষ্ট অনুভব করছিলাম। অনেক ওপরে উড়ছে ওটা, আকাশের নীলে আগুপিছু করছে। অ্যানি ভস্মাধারটা হাতে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ঢালু সৈকত বেয়ে নেমে যেতে থাকল। আমি তখনও ঘুড়িটা দেখছিলাম।

ছাইয়ের একটা পাতলা রেখা ঘুড়িটা থেকে খসে খসে পড়ছিল, সুতো কেটে দিলাম তখন। ঘুড়িটা স্বাধীনভাবে উড়তে থাকল, ওপরের দিকে, ওপরে, আরও ওপরে। মাইক থাকলে দেখতে চাইত কত ওপরে ওঠার পর ওটা হারিয়ে যায়! আর, আমিও চাচ্ছিলাম।

আমিও সেটা দেখতে চাচ্ছিলাম।

--- o ---